বিবেকানন্দ পরিকর কিরণচন্দ্র দত্ত
ও
তৎকালীন সমাজ

[১৮৭৬—১৯৬০]

সনৎ মুখোপাধ্যায়
মঞ্জু দত্ত

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা
২০ আষাঢ় ১৩৯৬

প্রকাশক :
অজয়কুমার বসু
রমা প্রকাশনীর পক্ষে
কিরণ নিকেতন
১/১সি, লক্ষ্মী দত্ত লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

প্রচ্ছদ :
অঞ্জন সেনগুপ্ত

মানচিত্র :
দিলীপ বসু, বীরেশ্বর মিত্র.
সমীর মিত্র

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট

মুদ্রক :
রবীন্দ্রনাথ দাশ
মুদ্রাকর প্রেস
১০/১ সি, মারহাট্টা ডিচ্ লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৩
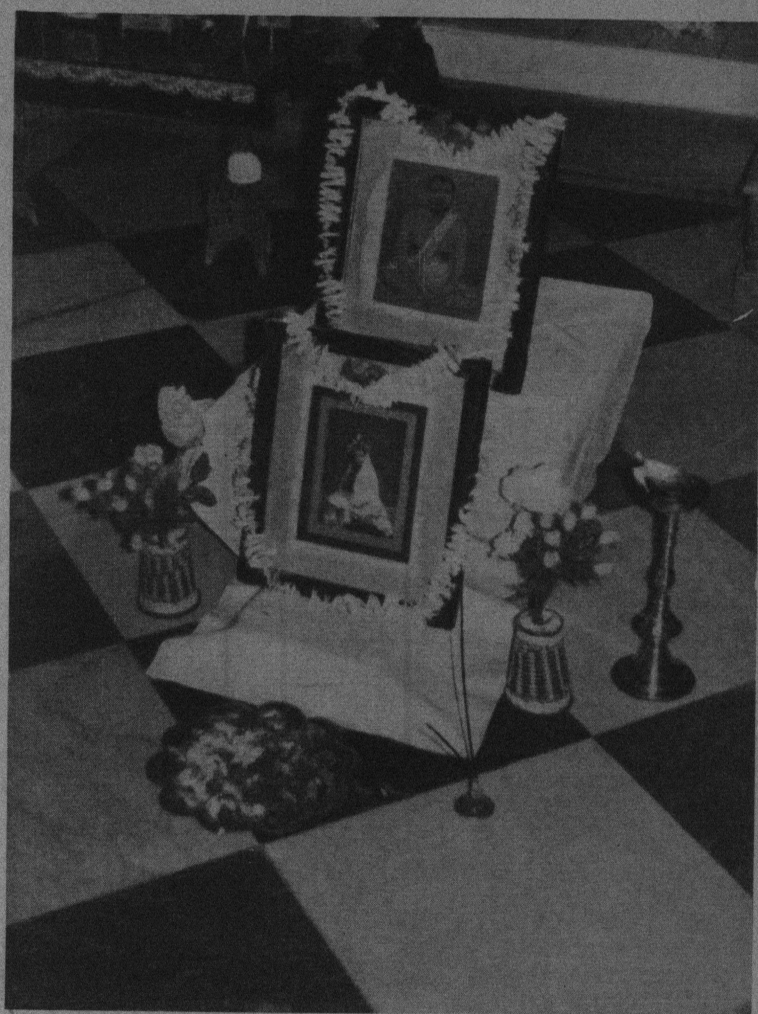
লক্ষ্মীনিবাসের ঠাকুর ঘর

° ১৩ চৈত্র ১৩১৮ বঙ্গাব্দে অন্নপূর্ণাপূজারদিন শ্রীশ্রীসারদা দেবী এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অন্নভোগ নিবেদন করেন। [দ্র—পৃ—৯৭-১০৪]

বিবেকানন্দ অনুরাগী যুব-সমাজের হাতে

বর্তমান লেখকদ্বয় সম্পাদিত পরবর্তী প্রকাশন ঃ

কিরণচন্দ্র দত্ত প্রণীত

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

উত্তর কলিকাতার ষাটটি পরিবারভিত্তিক কিরণচন্দ্রের

আঞ্চলিক ইতিহাস-সন্ধান

বাগবাজার

সূচীপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট—ক

পরিশিষ্ট—খ

পরিশিষ্ট—গ

পরিশিষ্ট—ঘ

পরিশিষ্ট—ঙ

পরিশিষ্ট—চ

ভূমিকা

যে সকল মহাজ্ঞানী মহাজন ব্যক্তি উত্তর কলকাতার ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছেন, কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁদের অন্যতম। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি উত্তর কলকাতার জনসমাজের একজন প্রাণপুরুষ ছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁর তিরোধানের মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যেই তিনি প্রজন্মের ফাঁক (জেনারেশন গ্যাপ) হেতু বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গিয়েছেন। তাঁর স্মৃতি জাগরূক করবার জন্য প্রথমে প্রয়াসী হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। তাঁরা কিরণবাবুর সুপুত্র ব্রহ্মগোপাল দত্ত মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলেন 'সাহিত্য সাধক গ্রন্থমালা' সিরিজের জন্য কিরণবাবুর একখানা জীবনী রচনা করতে। কিন্তু বার্ধক্যের ভারে ক্লিষ্ট ব্রহ্মগোপালবাবুর পক্ষে তা সম্ভবপর হয়নি। কেননা, কিরণবাবুর বহুমুখী কীর্তির সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে হলে যে সনিষ্ঠ গবেষণা ও নিরলস অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, বার্ধক্যের চাপ হেতু ব্রহ্মগোপালবাবু তা থেকে এখন বঞ্চিত।

পুরাতন নথীপত্র উদ্ধার করে কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভার যথাযথ পরিচয় দিয়ে একখানা প্রামাণিক গ্রন্থ রচনার কাজটা খুব সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু সুখের বিষয় যে সম্পূর্ণভাবে দৃঢ়সঙ্কল্পিত হয়ে সে কঠিন কাজটা আজ সুসম্পন্ন করেছে যুগ্মভাবে এক তরুণ ও এক তরুণী, শ্রীমান সনৎ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মঞ্জু দত্ত।

কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ছিলেন যুগপৎ সংগঠক, সাহিত্যসাধক, সামাজিক, ধর্মীয় চিন্তানায়ক এবং অনাথ ও দরিদ্রনারায়ণের বন্ধু। যদিও সূচনায় তিনি বৈষয়িক জগতেরই লোক ছিলেন, তা হলেও তাঁর মন তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক আবহ ও আবর্তের মধ্যে। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের মনে পড়বে যে এই মিষ্টভাষী অমায়িক লোকটি তাঁর বৈঠকখানার তক্তাপোষের ওপর উপবিষ্ট থেকে সদাই নিমগ্ন থাকতেন সদ্‌চিন্তায়। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মহিমান্বিত আদর্শ সামনে রেখে সদাই তিনি চিন্তা করতেন কী ভাবে দেশের ও দশের মঙ্গলসাধন করা যায়। যদিও সাধারণতঃ তিনি মিতভাষীই ছিলেন, তা হলেও যখন তিনি মুখ খুলতেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে নির্ঝরের অবিশ্রান্তধারার মত নিঃসৃত হত রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের

অমৃতবাণী। কেননা তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের একজন মহান প্রবক্তা।

সুসংগঠক হিসাবে তিনি তাঁর কর্মশক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি', 'উদ্বোধন', 'বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী', 'সাবিত্রী শিক্ষালয়' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি ছিলেন একজন অক্লান্ত ও একনিষ্ঠ কর্মী। রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দ মিশনের সঙ্গে তিনি ছিলেন অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দির যখন আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল, তখন তিনি রিসিভার হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করে মায়ের মন্দিরকে পুনরায় সচ্ছলতার সুদৃঢ়ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। এ সম্পর্কে তিনি যে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তৎকালীন সংবাদ পত্রসমূহের অকুণ্ঠিত প্রশস্তিতে।

ধর্মীয় জীবনে তিনি ছিলেন একজন সাধক পুরুষ—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের পরম অনুগামী ও মা সারদার স্নেহধন্য ব্যক্তি। যদিও রাজনীতিতে কোনদিন তিনি আত্মপ্রকাশ করেননি, তথাপি তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যখন বিলাতে গোলটেবিল কনফারেন্সে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কিরণবাবুর যে পত্র বিনিময় হয়েছিল, তা থেকে প্রকাশ পায় যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত তৎকালীন যে বিরাট সমস্যা দেশকে জর্জরিত করেছিল সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ দ্বারা যতীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট উপকৃত করেছিলেন।

যখন তিনি প্রথম স্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন তখন তিনি ছিলেন বয়সে একেবারে তরুণ। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র এক৹। তারিখটা হচ্ছে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী। আমেরিকার চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের বিজয় গৌরবের সুরভিত গরিমায় মণ্ডিত হয়ে সেদিন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন স্বামীজী। কিন্তু তার আগেই স্বামীজীর আমেরিকায় থাকাকালীন তাঁকে তাঁর বিজয় সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাবার জন্য এক মহতী সভা আহূত হয়েছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাক্ষেত্র বাগবাজারে। পরে আরেকটা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল টাউন হলে। কিন্তু বাগবাজারের সভাটাই ছিল সর্বপ্রথম। এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীশ্রীমদন-মোহন জিউর নাটমন্দিরে। এই সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন কিরণচন্দ্র দত্ত। বয়স তখন তার মাত্র আঠারো।

হ্যাঁ, আমরা যে কথা বলছিলাম। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে আমেরিকা থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন স্বামীজী। বিপুল হর্ষধ্বনির

মধ্যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল শিয়ালদহ স্টেশনে। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ছিলেন কিরণচন্দ্র। স্বামীজীর জন্য এক চার-ঘোড়ার গাড়ি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের দল গাড়ির ঘোড়া খুলে ফেলে নিজেরাই গাড়ি টানতে শুরু করলেন। সে সকল তরুণের মধ্যে ছিলেন কিরণচন্দ্র। বাগবাজারে নন্দলাল বসুর বাড়িতে শোভাযাত্রা শেষ হয়। দোতলার বিরাট হল ঘরে স্বামীজীকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই নটসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীর সঙ্গে কিরণচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেন। স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই কিরণচন্দ্র স্বামীজীর নিকট যাতায়াত শুরু করেন। সেসব কাহিনী বিস্তারিতভাবে এই পুস্তকের রচয়িতারা বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারী তারিখে স্বামীজী প্রতিষ্ঠা করলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকা। স্বামীজী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এক তরুণ লেখক সম্প্রদায়। স্বামীজীর এই উদ্দেশ্য সাধনে তার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হলেন কিরণচন্দ্র। ওই পত্রিকার একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে সেদিন স্বামীজীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কিরণচন্দ্র। তাছাড়া, সূচনার সময় থেকে টানা তেইশ বছর কিরণচন্দ্র 'উদ্বোধন' পত্রিকায় লিখেছেন অসংখ্য কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি। আরও লিখেছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী, স্বামী বিবেকানন্দ, বিপিনবিহারী, সিস্টার নিবেদিতা, প্রিয়নাথ চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনন্দিনী ঘোষ প্রমুখদের জীবন ও সাধনাকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনী। ইতিমধ্যে তিনি নির্মলানন্দ মহারাজার কাছ থেকে 'জীবন্মুক্ত' অভিধা অর্জন করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই নির্মলানন্দ মহারাজের অনুরোধেই আমেরিকায় বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর প্রথম কলকাতার এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন কিরণচন্দ্র।

কিরণচন্দ্রের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি' গড়ে তোলা। এ সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহৎ বাণীকে রূপায়িত করা। সেবা ধর্মই ছিল এই সোসাইটির এক মাত্র লক্ষ্য। দরিদ্র পল্লীবাসীর মধ্যে অন্ন ও বস্ত্র-বিতরণ, বিবাহে ও পড়াশুনায় সাহায্য, ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা, ও সেই সেবার জন্য দরজায় দরজায় চাল ও টাকা পয়সা সংগ্রহ করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের সেবকবৃন্দের মহান কর্ম। আর সোসাইটির ধর্মমূলক কাজ ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অমৃতবাণী প্রচার করা। সোসাইটির ধর্মমূলক কাজের পাশাপাশি জনকল্যাণকর কার্যাবলী তৎকালীন সংবাদপত্র সমূহে সপ্রশংস উল্লেখ লাভ করেছিল।

আগেই বলেছি যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কিরণচন্দ্র ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী। আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতারা এ সম্বন্ধে লিখেছেন—'কর্মী হিসাবে তিনি পরিষদের

বিভিন্ন শাখা সমিতির সদস্য হয়ে কাজ করতেন। যথা সাহিত্য শাখা, গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ, ছাপাখানা সমিতি, ঋণ পরিশোধ সমিতি, পুস্তকালয় সমিতি প্রভৃতি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে আয়-ব্যয় সমিতি, হিসাব পরীক্ষা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আলোচনা, কর্মচারীগণের কার্যনির্দেশ ইত্যাদিতে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। পরিষদ তাঁর হিসাব নিকাশের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তিনি সহকারী সম্পাদক হিসাবে বিভিন্ন সময়ে হিসাব বিভাগের মূল দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকে এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।' তাছাড়া, তিনি যে একজন সুবক্তা ছিলেন তাঁর পরিচয় তিনি দিতেন বিভিন্ন অধিবেশনে। তাঁর 'ভাষণ ভঙ্গীর নান্দনিক উৎকর্ষের পিছনে ছিল শিল্পী এবং সাহিত্যিক সম্বন্ধে সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ'।

তাঁর সাহিত্যিক সত্তার মধ্যে ছিল বংশধারার প্রভাব ও গতি। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়েই ছিলেন সেকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাঁচালীকার ও স্বভাবকবি। সেই বংশধারাই তাঁকে প্রবুদ্ধ করে তুলেছিল নিজেকে সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনা সমূহে। তাঁর সাহিত্য-চর্চার পরিচয় পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশে মুদ্রিত তাঁর কবিতাসমূহ থেকে।

শেষ কথা। কিরণচন্দ্র জাতীয় জীবনের নানাক্ষেত্রে বিচরণ করে গিয়েছেন। সেজন্য তাঁর জীবন চরিত হয়ে দাঁড়িয়েছে সমকালীন বঙ্গ সমাজের ইতিহাসের একখানি প্রামাণিক দলিল। আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই রচয়িতাদের, এই মহান কাজের জন্য।

কলিকাতা-৩
রথযাত্রা
২০ আষাঢ় ১৩৯৬

অতুল সুর

মুখবন্ধ

উনিশ শতকের নবজাগরণ য়ুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে রেনেশাঁস কিনা, তা নিয়ে যতই তর্ক থাকুক, স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁকে ঘিরে দেশব্যাপী যে যুব-জাগরণ বাংলার জাগরণপর্বে তার মূল্য অপরিসীম। নানা বিরোধী ভাবনা ও কর্মের সমন্বয়ে গঠিত এক দীপ্ত অগ্নিবলয় স্বয়ং বিবেকানন্দ। সনাতনপন্থী সাধুদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ, অথচ বিদেশে নিজের পরিচয় দিয়েছেন **'A Hindu monk'** বলে। বিশ্বাসে বৈদান্তিক, কিন্তু মায়াবাদী নন; তিনি প্র্যাকটিকাল বেদান্ত প্রচারক। প্রাচীন ভারতকে আবিষ্কার করতে তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করেছেন, আবার ধর্মের নামে আচরিত কুসংস্কার সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপশর হেনেছেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্মে আস্থাবান হয়েও তিনি বর্ণপার্থক্য জাতিবৈষম্য মানতেন না। নিম্নবর্গের মানুষের অধিকারচেতনার মধ্যেই ভবিষ্যৎ-ভারত নিহিত। সেই ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে—বিশ্বের সব পীড়িত মানুষের জাগরণের সঙ্গে এর অচ্ছেদ্য-যোগ আছে। এই হল ইতিহাসদৃষ্টি বিবেকানন্দের।

নানা দিক দিয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে বিবেকানন্দ-চর্চা হয়েছে। ইংরেজিতে লেখা ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তথ্যসংকলনের দিক থেকে 'বিবেকানন্দ ইন ইংলিশ নিউজ পেপারস্' এবং 'বিবেকানন্দ ইন ইণ্ডিয়ান নিউজ পেপারস্' উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ বইটি তথ্যের আকর।

'উদ্বোধন' ও 'বিশ্ববাণী' ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার নিরিখে বিবেকানন্দ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের সমগ্র ব্যক্তিত্ব তাঁদের অন্বেষার বিষয় নয়।

তোতাপুরী, তৈলঙ্গস্বামীর মত সাধুসন্ত আত্মমুক্তি চেয়েছেন। ইহজীবন-বিরূপতার জন্য তাঁরা প্রশংসিত। বিবেকানন্দ ইহজীবনকে জাড্যমুক্ত, বীর্যদীপ্ত কর্মচঞ্চল করতে চেয়েছেন। শিল্প-উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষিভারত আধুনিক বিশ্বের সমকক্ষ হয়ে উঠুক! তাই বিবেকানন্দ বিজ্ঞানশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার পক্ষে। এ নিছক আধ্যাত্মিকতা নয়। আদর্শব্রতী দশহাজার যুবকর্মী চেয়েছিলেন, যারা ভারতের সর্বত্র বিবেকানন্দের আদর্শ ছড়াবে এবং বিদেশেও ভারতকে প্রতিষ্ঠা দেবে। এ পরিকল্পনা বিবেকানন্দের মতো সমাজ ও বিজ্ঞান-সচেতন বিবেকানন্দের পক্ষে সম্ভব। হরিজনদের মধ্যে পৈতে বিলি করাও গভীর তাৎপর্যবহ।

এত আলোচনার পরেও আমাদের অনেক জিজ্ঞাসা অপরিতৃপ্ত। বিবেকানন্দ-মণ্ডলে কজন অন্তরঙ্গ পরিকর ছিলেন ? তাঁরা অনেকে সন্ন্যাসী হয়েছেন, বাকি গৃহী পার্ষদদের জীবনী ? নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-শ্রীবাস-নরহরিকে বাদ দিলে শ্রীচৈতন্ত-চরিত সম্পূর্ণ হয় ? বিবেকানন্দ-চর্চার পক্ষেও তাঁর পরিমণ্ডলের পূর্ণ ইতিহাস অপরিহার্য। এতদিন পরে অনেক তথ্যই হারিয়ে গেছে। উগ্র প্রাদেশিক বুদ্ধিতে নানা ভাষায় সঞ্চিত উপাদান নষ্ট হচ্ছে। তার মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম 'বিবেকানন্দ-পরিকর কিরণচন্দ্র দত্ত ও তৎকালীন সমাজ'। প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার এই বইটি প্রত্যেক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী ব্যক্তির অবশ্য পাঠ্য। অজস্র তথ্য ও ঘটনাবলীসমৃদ্ধ এই বইটি পড়লে অনেক অজানা সংবাদ জানা যাবে। বৈষ্ণব হবার পরেও জগদানন্দ সম্পর্কে চৈতন্যের অভিযোগ—'জগদানন্দ চাহে মোরে বিষয় ভুঞ্জাইতে'। পূর্বাশ্রমের স্বভাব, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা একেবারে যায় না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তদের একাংশ কিরণচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে সব জেনেও নীরব। এ বড় আশ্চর্য! কলকাতার টাউন হলে শিকাগো থেকে আসার আগেই বিবেকানন্দের নাগরিক সংবর্ধনার পূর্বে যে কিরণচন্দ্র দত্তেরই উদ্যোগে বাগবাজার-বাসীদের সহায়তায় প্রথম নাগরিক অভিনন্দন সভা হয়, সে কথা ইতিহাসের খাতিরে মানতেই হয়। অথচ প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী-গবেষকেরা এবিষয়ে নীরব।

কিরণচন্দ্র উদ্বোধনের নিয়মিত লেখক ছিলেন। কবিতা, ইতিহাস, নাট্য-সমালোচনা—নানা বিষয়ে তাঁর লেখনী ছিল অনায়াসগতি। বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মঞ্জু দত্ত পরিশিষ্ট অংশে তার বিশদ তালিকা দিয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যশালার ইতিহাস লেখার আগে একাজে হাত দিয়েছিলেন কিরণচন্দ্র। তিনিই এবিষয়ে প্রথম লেখক। নিজের বাড়িতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তিনিই সমাজসেবা-জনস্বাস্থ্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দর আদর্শ প্রচারে সর্বপ্রথম ব্রতী হন। ভগিনী নিবেদিতার স্নেহধন্য কিরণচন্দ্র বিবেকানন্দ-আদর্শপ্রচারে বিবেকানন্দ সোসাইটির দায়িত্ব বহন করেন ১২ বছর সম্পাদকরূপে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দিনেও কার্যবিবরণী লেখকরূপে কিরণচন্দ্র উপস্থিত। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের দুটি নাট্যরূপ সেকালে প্রচলিত ছিল। একটি গিরিশচন্দ্রের, অন্যটি ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পেশাদার মঞ্চে মেঘনাদ বধ অভিনীত হবার আগে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে অভিনয় হয়। সাজপোষাকের পরিকল্পনা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর। রামের ভূমিকায় কিরণচন্দ্র সুধী দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পান। সমালোচকেরাও কাগজে লেখেন। সেসব তথ্য বইটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে।

উত্তরায়ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পৌষ সংক্রান্তির দিনে। সেখানে মাতৃভাষার

পক্ষে যে আলোচনা সভা বসে, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অল্প নয়। বৈষয়িক কারণে অসুখের অজুহাতে প্রমথ চৌধুরী সভাপতির দায়িত্ব এড়িয়ে যান। দীনেশ সেনের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমৃতলাল বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ সুধীজন অন্যান্য বছরের এই সম্মেলনগুলিতে যোগ দিতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে কিরণচন্দ্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও বিশেষ স্মরণীয়। তাঁর একটি আলোকচিত্র পরিষদ-পাঠাগারে রক্ষিত আছে।

কেবল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চর্চার ক্ষেত্রেই বইটি বহু দুষ্প্রাপ্য সংবাদ, ফটোকপি, পত্র সংগ্রহ করে নতুন পথ দেখায়নি, পুরনো কলকাতার একটি নির্ভরযোগ্য সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বিবৃত হয়েছে। কলকাতা শহরের তিনশো বছর পূর্তির প্রাক্‌লগ্নে পুরনো কলকাতার যথার্থ ইতিহাস পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থ করবে।

সম্পাদকদ্বয় সনৎ মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জু দত্ত সবরকম তিক্ততা ও বিতর্ক পরিহারে আন্তরিক যত্ন নিয়েছেন। তবু যদি কোন পক্ষ বিরূপ হন, তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন—সত্য প্রকাশিত হোক, সিদ্ধান্ত করবে ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম। সত্তর-অতিক্রান্ত শ্রীযুক্ত ব্রহ্মগোপাল দত্ত (কিরণচন্দ্র দত্তের চতুর্থ পুত্র) সম্পাদনা-কর্মে বিশেষ সহায়তা করেছেন। কাগজের কাটিং, পত্রের অনুলিপি, সভার বিজ্ঞপ্তি সবই তাঁর সংগ্রহে সযত্নে রক্ষিত আছে। এতদিন ধরে তিনি যে এত পুরনো কাগজপত্র বাঁচিয়ে রেখেছেন, এজন্য বিবেকানন্দ-ভাবুক পাঠকবর্গের কাছে অকুণ্ঠ সাধুবাদই তাঁর প্রাপ্য। বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতা-সমাজের ইতিহাস অংশও খুবই আকর্ষণীয়।

রবীন্দ্র গুপ্ত
রীডার, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

রথযাত্রা
২০ আষাঢ় ১৩৯৬

প্রকাশকের কথা

শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাদৃষ্টি কিরণে অভিষিক্ত, শ্রীমা সারদার স্নেহসুধাস্নিগ্ধ চন্দ্রকরে নিত্য-অবগাহিত, দেবদত্ত সারস্বত গুণাবলীভূষিত, পুণ্যকীর্তি কিরণচন্দ্র দত্ত ছিলেন তদানীন্তন সমাজের এক অনন্য, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। সংস্কৃতিবান, সাহিত্যমনস্ক, সমাজ-সচেতন, সহজাত কবিমানস ও রুচিশীল মনের অধিকারী এই মানুষটি সমকালীন বুধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাঁর দীপ্তিময় বর্ণচ্ছটা উদ্ভাসিত করেছিল বাগবাজার তথা সমগ্র উত্তর কলকাতার বাতাবরণ।

তাঁর প্রতিভা ছিলো বহুস্রোতা। সাহিত্যজগৎ থেকে নাট্যলোক, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে সমাজসেবা, গৃহাশ্রম থেকে আধ্যাত্মিক জীবন—সর্বত্র ছিলো তাঁর স্বচ্ছন্দবিচরণ। দু'হাত ভরে পেয়েছিলেন কমলাসনার অপরিমেয় দাক্ষিণ্য; সেই হাতই সদা-প্রসারিত ছিলো পরহিতব্রতে,—সশ্রদ্ধ দানে ও সেবায়। আবার সেই হাতেই ধরেছিলেন সৃজনশীল লেখনী ও সংস্কারের সম্মার্জনী। জপেছিলেন মাতৃ-আরাধনার অক্ষমালা। সম্পদ তাঁর কাছে অহঙ্কারের ভার হয়ে ওঠেনি—ছিলো মানব-সেবার অর্ঘ্য।

কর্মময় সংসারের মধ্যে থেকে তিনি নিত্যযুক্ত ছিলেন "সার" সঙ্গে,—সৎ অনুসঙ্গে,—রম্য প্রসঙ্গে। তাঁর জীবনের মহত্তম প্রাপ্তি—পরমা প্রকৃতির প্রসাদ-লাভ ও পরমপুরুষ-পরিকর মণ্ডলীর অনুপ্রাণনা—যা' কিরণচন্দ্রের সমগ্র অস্তিত্বকে হিরণ্ময় করে তুলেছিলো, জ্যোতির্ময় করে তুলেছিলো। "যোগক্ষেমং বহাম্যহম" সত্য হয়ে উঠেছিলো তাঁর জীবনে।

অতি শৈশবে মাতৃপ্রয়াণ তাঁর হৃদয়ে জন্ম দিয়েছিলো এক প্রবল আকুল মাতৃস্নেহতৃষ্ণার,—তাই পেয়েছিলেন সেই পরমা জননীকে "কথার কথা মা নয়, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, সত্যিকারের মা" রূপে—যিনি সেই সর্বগ্রাসী তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে প্রতিদিন রেখে দিতেন গ্লাস করে তাঁর জন্যে প্রসাদী জল—সর্বপ্লাবী মাতৃস্নেহের অমৃতবারি। প্রিয় সন্তানকে ভালোবেসে বারংবার পদধূলিদানে ও আপন ঐশী স্বরূপের বিচিত্র লীলার প্রকাশে তার গৃহকে করে তুলেছেন মহাতীর্থ-স্বরূপ। সেখানে কখনো দেখি শ্রীমা 'মাথুর' পদকীর্তন

প্রভাবে ভাবমূর্চ্ছিতা কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকা, কখনো শাক্ত পদাবলী শ্রবণে উৎফুল্লা মহাশক্তি মহামায়া, আবার কখনো বা শিবময় শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্থাপয়িকা অন্নদান-নিরতা অন্নপূর্ণা। আবার দেখি বারাণসীর "লক্ষ্মী-নিবাস" নাম সার্থক করে দীর্ঘ তিনমাস তিনি সেখানে লক্ষ্মীরূপে বিরাজিতা। সেই ষড়ৈশ্বর্যময়ী মাকে গোলাপমা'র ইচ্ছায় কিরণচন্দ্র তাঁর হাতের বালা গড়িয়ে দিয়ে ধন্য হয়েছেন ; তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে শেষকৃত্যের সময়ও অশৌচ পালনের মাধ্যমে পুত্রের কর্তব্য পালন করেছেন। কিরণচন্দ্রের রচিত "মাতৃবন্দনা" শুনে শ্রীমার অনুমোদন "ঠিক হয়েছে বেশ হয়েছে"—এতো সঙ্গীত-বর্ণিত আপন দেবীত্বের মহিমা স্বমুখে স্বীকার।

মনীষী দিকপালদের সঙ্গে কিরণচন্দ্র মিশতেন সহজ সারল্যে, বিনম্র শ্রদ্ধায়। পরিবর্তে পেয়েছিলেন তাঁদের অকুণ্ঠ-অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রীতি।

অত্যন্ত সংবেদনশীল এই মানুষটি ব্যবহারে ছিলেন বৈষ্ণব, সহনশীলতায় শৈব, কর্মসাধনে শাক্ত। প্রয়োজনে কঠিন গুরুভার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায়, কর্তব্যকৃত্য পালন করেছেন একলব্য-নিষ্ঠায় আবার অর্জিত-প্রতিষ্ঠিত অধিকার অনায়াসে ত্যাগ করেছেন নির্মোহ নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে। তৎকালীন ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে বহু বিশিষ্ট ও বিতর্কিত অধ্যায়ে তাঁর ভূমিকা ছিলো অগ্রণী নায়কের।

শোকাগ্নিকে তিনি জীবনে করে তুলেছিলেন হোমাগ্নিস্বরূপ। জীবন-সাধনার উত্তরণে হয়েছিলেন জীবন্মুক্ত।

তাঁর বিচিত্র বিশাল কর্মকাণ্ডের ইতিহাস হয়তো কালক্রমে বিস্মৃতির অন্তরালে অবলুপ্ত হয়ে যেত যদি না তা' আভাষিত হয়ে থাকতো তাঁর সংগোপনে রচিত দিনলিপিতে, সযত্নসংরক্ষিত সংবাদপত্র কর্তিতাংশে।

হে প্রণম্য, তোমার পুণ্যকীর্তির মুদিত আলোর কমলটিকে ফোটাতে যাঁরা ব্রতী সেই সম্পাদকত্রয়কে আশীর্বাদ করো। উত্তরপুরুষের প্রণতি গ্রহণ করো।

কিরণ নিকেতন
১/১ সি লক্ষ্মী দত্ত লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

অজয়কুমার বসু

প্রস্তাবনা

[এক]

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (১৮৭৬-১৯৬০) বর্তমান শতাব্দের বাঙালী সাহিত্যিক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী এবং রামকৃষ্ণ-ভক্ত-সমাজের কাছে হয় অপরিজ্ঞাত, অথবা অল্প-পরিচিত, কিন্তু সুপরিজ্ঞাত নন। কেন এই ঔদাসীন্য ও অবহেলা? সম্ভবতঃ বাঙালীর ইতিহাস অনুসন্ধিৎসার আলস্য অল্পবিস্তর কার্যকর বলেই আমাদের ধারণা।

তাঁর সম্পর্কে আমরা নিজেরাও অনেকাংশে অজ্ঞাত ছিলাম। তার পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রহ্মগোপাল দত্ত মহাশয় কিরণচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকা থেকে আমরা জানতে পারি তিনি শ্রীশ্রীসারদা দেবী ও যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আশ্রয় লাভ করেছিলেন। ঠিক তখনই রামকৃষ্ণ-ভাব আন্দোলনে গৃহীভক্ত সমাজ তথা সমকালীন যুবশক্তির কি ভূমিকা ছিল, সে কথা জানবার আগ্রহ ক্রমাগত আমাদের আলোড়িত করে। আমরা শ্রীযুক্ত ব্রহ্মগোপাল দত্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে যুবশক্তি স্বামীজীর পাশে দাঁড়িয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দাহিকাশক্তিকে পরিবাহিত করেছিল তাদের জীবন সম্পর্কে রামকৃষ্ণ ভক্তসমাজের কি ধরণের আগ্রহ আছে? আমরা কোন সদুত্তর পাইনি। যারা বিবেকানন্দ নামক সূর্যালোকে স্নাত হয়েছিলেন—ছোট বড় সেই বিরাট অংশের পূর্ণ সংবাদ আজও অবহেলিত। অথচ উত্তর-কলকাতা এমন একটি স্থল যেখানে ছাত্র নরেন্দ্রনাথ এবং সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এক বিরাট যুব-সমাজের রক্ত মাংস জড়িত।

উদ্বোধন প্রথম সংখ্যায় এক তরুণ লেখক সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তিকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি; যেমন—চারুচন্দ্র বসু, প্রবোধচন্দ্র দে, সিদ্ধেশ্বর রায়। এই সমস্ত তরুণ লেখকসম্প্রদায় মিশনের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রাখা প্রয়োজন। অথবা চিকাগো সাফল্যের পর স্বামীজী যখন কলকাতায় আসেন সেই সময় শিয়ালদহ থেকে এক ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা

নন্দলাল বসুর বাড়ীতে শেষ হয়। ঐ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী অনেকেই পরবর্তিকালে বিবেকানন্দ অনুগামী শিষ্য; তাদেব জীবনী সংগৃহীত হয়নি।

আমি কিরণচন্দ্র সম্পর্কে আগ্রহী হলাম সেটি ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আমাকে শ্রীমতী মঞ্জু দত্ত বিষয়টি বিস্তৃত আকারে জানালেন। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম একাজ যৌথভাবে করা যেতে পারে। অনুসন্ধানকালে সমকালীন সাক্ষ্যের যে প্রয়োজন হয়, (যা থেকে একটি মানুষের জীবন ও সাধনা সম্পর্কিত একাডেমিক কাজকর্ম করা যেতে পারে। সেইসব তথ্য এবং সমকালীন সংবাদপত্রের কাটিং কিরণচন্দ্র সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। ফলে অন্বেষণ ও অনুসন্ধানের কাজ সহজতম হয়ে ওঠে।

ইতোমধ্যে একদিন কথা প্রসঙ্গে জানা গেল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কিরণচন্দ্রের জীবন ও সাধনা সম্পর্কিত পরিচয়-পুস্তিকা প্রকাশে আগ্রহী। অথচ আমাদের তথ্য সম্ভার এবং উপাদানের পরিমাণ এত বেশি যে, সাহিত্য পরিষদের সীমিত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত পুস্তকে তা তুলে ধরা সম্ভব নয়। আমাদের লক্ষ্য ছিল সমকালের পটভূমিতে কিরণচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন ও কর্মসাধনা তুলে ধরা।

কিরণচন্দ্র-সংশ্লিষ্ট সময়ের দিকে তাকাতে গিয়ে গ্রন্থনামের সংকট দেখা দিলে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত তা' সমাধা করেন—তিনি গ্রন্থটির নামকরণ করলেন—"বিবেকানন্দ পার্ষদ কিরণচন্দ্র দত্ত ও তৎকালীন সমাজ।"

নামকরণ থেকেই বুদ্ধিমান পাঠক বুঝতে পারবেন বর্তমান সংকলনটি উপাদান নির্ভর জীবনচরিত। ফলে তাঁর জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিমাণ নির্ণয় পাঠকসমাজ নিজেই করতে পারবেন। বর্তমান গ্রন্থে রামকৃষ্ণ ধর্ম-আন্দোলনে গৃহী কিরণচন্দ্রের কি ভূমিকা সে বিষয়ে অনেক অপ্রকাশিত সংবাদ আছে। সেই সংবাদ থেকে যুগধর্মের সত্যাসত্য বিশ্লেষণ করার কাজটি সহজতর হওয়া সম্ভব।

আমরা গ্রন্থটিকে ঘটনামূলক অর্থাৎ বিবরণধর্মী না রেখে বিষয়মূলক করেছি। বিষয় বিন্যাসের মানদণ্ডটি বিষয়গত (objective) তথ্যের সাক্ষ্য থেকে গৃহীত। ফলে ঘটনার গতি সমকালে রক্ষিত অপ্রকাশিত তথ্য উপাদানই নিয়ন্ত্রণ করছে। এখানে জীবন-পঞ্জীর ক্রম রক্ষিত হয়নি। তথ্যের তুলনামূলক পরীক্ষায়

একটি যুগমানবের প্রয়োজনে কিরণচন্দ্রের অবস্থানটি কোথায় তা পাঠকই বিচার করবেন।

বিষয়গুলিকে সূত্রাকারে সাজাতে গিয়ে আমরা অনিবার্যভাবে সমকালীন ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করেছি। তা থেকে জানতে পেরেছি, কিরণচন্দ্রের পিতা অর্থনৈতিক পরিভাষায় দেশীয় বিপণন পুঁজির (Mercantile capital) প্রতিনিধি ছিলেন। ফলে, জন্মসূত্রেই কিরণচন্দ্রকে সওদাগরী বৃটিশ পুঁজির সঙ্গে সংঘাত করতে হয়েছিল। তাই রজঃশক্তির পূর্ণবিকাশ স্বামীজীর অনুগামী হওয়া তাঁর একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি স্বামীজীর পার্ষদ হয়ে উঠেছিলেন। কারণ সে সময়ে স্বামীজী একমাত্র ভারতবর্ষের বুকে স্থাপিত হিন্দু ব্যক্তিত্ব যিনি ব্রিটিশ পুঁজির বিরুদ্ধে শূদ্র জাগরণ চাইছেন। স্বামীজীকেন্দ্রিক ভাব আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই, পুরাতন ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সংস্কারের জাড্য মুক্ত বলে অবহেলিত ছিল। সুতরাং ঐ সময় স্বামীজীর পার্ষদ হওয়ার অর্থ সামাজিক আভিজাত্য ও বর্ণাশ্রম থেকে বিশ্লিষ্ট হওয়া।

তাই বিপণন পুঁজির চাহিদা অতিক্রম করে যিনি, স্বামীজী নামক আগুনটির স্বপ্নে বিভোর হলেন সেখানে নিশ্চয় বাইরের চেয়ে ভিতরের একটি গুরুতর লড়াই ছিল। অন্তর ও বাইরের শক্তিপরীক্ষা থেকে তাঁর যে নবজন্ম তাকেই স্বামী নির্মলানন্দ 'জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র' অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন।

এক, আমরা যা দেখেছি এবং জেনেছি তার কিছু উল্লেখ করছি—তিনি বিবেকানন্দের পার্ষদ, অন্তরঙ্গ পরিমণ্ডলের একজন। উত্তর কলকাতায়, সর্বপ্রথম রামকৃষ্ণ-স্বামীজীর আদর্শ প্রচারক, কর্মী-সংগঠক।

দুই, বাংলা নাট্যশালার গঠন-পর্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলক তিনি। পথিকৃতের সম্মান তাঁরই প্রাপ্য।

তিন, তিনি উত্তর-কলকাতার পরিবারভিত্তিক ইতিহাস রচনা করে কলকাতার উন্মেষযুগের সময়কে ধরবার চেষ্টা করেছেন। শহর লগ্ন এই ইতিহাস তিনশ বছরের কলকাতার একটি বিশিষ্ট অংশ।

চার, বাংলা নাট্যশালার গঠন পর্বে "অশ্লীল গিরিশচন্দ্রের" প্রকৃত ভূমিকাটি তিনিই প্রথম লিখিত আকারে পেশ করেছিলেন। তিনিই প্রথম মানুষ যাঁর গিরিশ বন্দনায় কোন অর্ধেন্দু বিদ্বেষ নেই বরং নটসমাজের মান অভিমান, পাল্লাপাল্লি, চাপান উতোরের একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ

রেখে গেছেন।

পাঁচ. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নির্মাণ পর্বের অন্যতম বিদুর কিরণচন্দ্র। তৎকালীন সাহিত্য পরিষদের নথিপত্রে তাঁর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আছে।

ছয়. রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে কিরণচন্দ্র উপেক্ষিত। সেই উপেক্ষা বা নীরবতার কোন কোন সূত্রসন্ধান বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সৃষ্টি পর্ব থেকে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ক্রান্তিরেখার মতন যুক্ত ছিলেন। অথচ প্রথম যুগের ঐ বিরাট সময়কালের ইতিহাস থেকে কিরণচন্দ্রকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা সমকালের সংবাদ থেকে মিশনের গঠনপর্বে তাঁর অবদান সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি তাতে ত্যাগী সমাজের উপেক্ষার ভাষা দেখে লজ্জিত হয়েছি।

সাত. বিংশশতাব্দের প্রথম তিন দশক তিনি সুকবি, সুসাহিত্যিক, বাগ্মী এবং জীবনীলেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বামী নির্মলানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, রসগোল্লা আবিষ্কারক নবীনচন্দ্র দাশ, মৃৎশিল্পী জি. পাল, বিবেকানন্দ জননী, এবং সারদাচরণ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী তিনিই প্রথম লেখেন।

[দুই]

অনুসন্ধান এবং সংগ্রহমূলক কাজে প্রথম প্রতিবন্ধক তথ্য এবং নিষ্ঠার অভাব। আমরা সবিনয়ে স্বীকার করি আমাদের নৈষ্ঠিক আচরণ কখনও কখনও আলস্যের অভিশাপে বিঘ্নিত হয়েছে। কিরণচন্দ্রের নিজস্ব সংগ্রহে সমকালের এক বিরাট সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ রক্ষিত ছিল তার ব্যবহারেও আমরা যথেষ্ট দায়িত্বশীল আছে কি? তাছাড়া, এমন অনেক সত্য আছে যা তথ্য-উপাদানের অতিক্রম্য জ্ঞানের বিষয়। সেই ভাবলোকের সন্ধানদানে বর্তমান লেখকদ্বয় অবশ্যই অক্ষম।

আমাদের ইচ্ছা ভবিষ্যতে আরো আত্মমগ্ন হয়ে স্বামীজী-সমকালের যুব সমাজটি তাঁর নির্য্যাণের পর কিভাবে অগ্রসর হয়েছিল সেই সংবাদ তুলে ধরব। কিন্তু ইচ্ছা সফল করার বাধা অনেক। প্রথম, সামর্থ্য অর্থ ও যোগ্যতার বাধা। দ্বিতীয় বাধা যুগ-পরিভাষার উপাদান। তবুও ত' নির্মিতি চাই। স্বামীজী যে

যুবসমাজকে গড়ে তুলেছিলেন তাদের সংকর্ষণে সেই দাহিকাশক্তির পরবর্তী অবস্থাটা কি তাও ত' জানা দরকার। কারণ বিবেকানন্দ সমকালে এবং তদ-পরবর্তিকালে যুব জাগরণের ইতিহাস জানতে গেলে যুবসমাজের প্রতিনিধিত্বকারী মানুষগুলির সনাক্তকরণ প্রয়োজন। কারণ ইতিহাসের কাছে আমরা দায়বদ্ধ। আর সময়ই ইতিহাসের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক। তা না হলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের সেই চরমবাণী আমাদের আঘাত করবে—

শ্রীমদন গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ॥

বিবেকানন্দ সমকালের সব কথা আজও লিখিত হয়নি। যতদিন তা সম্পূর্ণ না হয় ততদিন ইতিহাসের কাছে আমরা 'কৃতঘ্নতা দোষে' দুষ্ট হব।

[তিন]

বিংশশতাব্দের শুরুতে ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দের যে বিস্ফোরক প্রকাশ—সেই ভাবমণ্ডলের একজন অগ্রণী প্রচারক কিরণচন্দ্র। তিনি আক্ষরিক অর্থে স্বামীজী পরিকল্পিত মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী ছিলেন না। কিন্তু মিশন-ভাবধারা প্রচারে অগ্রবর্তী নায়ক তিনি। এ বিষয়ে কোনো মূল্যায়ন আজও হয়নি। তবে একটু ব্যতিক্রমও আছে। লক্ষ্মীনিবাসে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পঁচাত্তরতম স্মারক আগমনকে কেন্দ্র করে যে ধর্মসভা ২৬ মার্চ ১৯৮৭ হয়, সেখানে তৎকালীন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরন্ময়ানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী গহনানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ প্রমুখ ৪৬ জন বিশিষ্ট সাধুবর্গের সঙ্গে বিবেকানন্দ-নিবেদিতার ওপর অতন্দ্র গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসু উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীনিবাসে আয়োজিত ঐ ধর্মসভার আলোচনাগুলি ক্যাসেট আকারে আমাদের হাতে আসে। সেখানে ঐ ধর্মসভার সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগপর্বে লক্ষ্মীনিবাস ও কিরণচন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে যে মন্তব্য রেখেছিলেন তা বর্তমান প্রস্তাবনা অংশে আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি—"শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং তাঁর ভাইদের এই গৃহ এক সময় আমাদের বেলুড় মঠের অন্নসত্রশালা ছিল। বেলুড় থেকে কেউ এলে তারা নির্বিবাদে এঁদের রান্না ঘরে ঢুকে গিয়ে খাবার

সেরে কাজে বেরিয়ে যেতেন। তখন বলরাম মন্দির ছিল—সেখানে জিনিসপত্র রাখা যেত, কিন্তু উদ্বোধনে জায়গা ছিল না। কাজেই এটাই ছিল প্রথম আড্ডা। এখানে অনেকে বাস করেছেন। মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ এসেছেন। সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) বোধহয় একমাস এই বাড়ীতে ছিলেন। তারপর এখানে অনেকে বাস করে গেছেন। এই বাড়ীর সঙ্গে পূর্বতনদের এই ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাজেই এর থেকে আমরা বুঝতে পারি রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে এই দত্ত পরিবারের যে যোগ সেটা সাধারণ ভক্তের সঙ্গে যে যোগ তার থেকেও একটু বেশি ছিল, ঘনিষ্ঠতর ছিল, এবং এর ভেতরে একটা হৃদয়ের বন্ধন ছিল ……সুতরাং এখানে আমরা এত জন সাধু এসেছি শুধু এটুকুর জন্যই যে মা এখানে এসেছিলেন। ……সেই মায়ের ভাবাবেশ এখানে হয়েছিল, কাজেই পুণ্যকীর্তি, পুণ্যশ্লোক কিরণচন্দ্র ধন্য। এবং তাঁর বংশের সকলেই ধন্য। আর একটা কথা মনে হচ্ছে যে কিরণচন্দ্র মায়ের কত আপনার ছিলেন। যদিও মায়ের তিনি সন্তান ছিলেন, দীক্ষা পেয়েছিলেন এবং স্বামীজীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। স্বামীজী তখন বাংলা ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন এবং তাতে তখনকার যাঁরা সমালোচক তাদের সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণে তাঁকে আহত হতে হচ্ছিল। কিরণচন্দ্র একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন তখনকার উদ্বোধনে এবং অন্যান্য জায়গায় এবং পুস্তককারে তার বই বেরিয়েছে। তিনিও কিছু কিছু হয়ত ঐভাবে তিরস্কৃত হচ্ছিলেন তথাকথিত সমালোচকদের দিয়ে। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, 'দ্যাখ্‌ কিরণ, আমারা ভয় পাব না। আমরা নিজেদের ভাষা নিজেদের মত করে তৈরী করে নেব।' সেই কিরণচন্দ্র দত্ত মায়ের আশ্রিত।" [লক্ষ্মীনিবাস ২৬ মার্চ ১৯৮৭। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের প্রদত্ত ভাষণের নির্বাচিত অংশ।]

ঐ সময় শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। এমন কি ছবিরও কোন প্রচার ছিল না। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে [শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্ম-শতবর্ষ] সারদা দেবী সম্পর্কে সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কিরণচন্দ্রের সময় রামকৃষ্ণ মঠের কাছে দীক্ষিত হওয়ার প্রশ্নটি সামাজিক আভিজাত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সে যাই হোক, স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারে কিরণচন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে যদি সমাজের কোন অংশে কোন ধরনের নীরবতা থাকে আমাদের আশা বর্তমান গ্রন্থ সেই নীরবতা ভাঙতে সাহায্য করবে।

[চার]

এবার ঋণ স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। প্রথমেই আমরা শ্রীযুক্ত ব্রহ্মগোপাল দত্তের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তিনি কিরণচন্দ্র সংগৃহীত অনেক মূল্যবান তথ্য সুদীর্ঘকাল রক্ষা করছেন। অনেক ঘটনার সন্দেহ তিনিই নিরসন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ আমরা বিশেষভাবে ঋণী ডঃ অতুল সুর এবং ডঃ রবীন্দ্র গুপ্তের কাছে। তাঁরা যথেষ্ট ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের আশীর্বাদ করেছেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে মূল্যবান ভূমিকা ও মুখবন্ধ লিখেদিয়েছেন। এঁদের শুভেচ্ছা সর্বদাই আমরা পেয়েছি। বিবেকানন্দ-সোসাইটির সম্পাদক শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিবেকানন্দ মিশনের সভাপতি স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দের প্রীতিপূর্ণ সহৃদয় সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায় এবং বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীদেবপ্রসাদ কড়ুরী সর্বদা পুরাতন বই পত্র-পত্রিকা দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। এঁদের কাছে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত। অর্ধেন্দু-গিরিশ পর্বের অনেক প্রশ্ন এবং নাট্যশালার ইতিহাস রচনায় কিরণচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত অনেক মূল্যবান উপদেশ ও সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য সরবরাহ করেছেন। তিনিই প্রথম নাট্য গবেষক কিরণচন্দ্র সম্পর্কে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন 'নাট্যশালার ইতিহাস রচনায় কিরণচন্দ্র যে পথিকৃৎ তাতে সন্দেহ নেই।' তিনি আমাদের উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'অমরেন্দ্রনাথ' নামক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের উল্লেখ করে দেখিয়েছিলেন যে কিরণচন্দ্র মাত্র উনিশ বছর বয়সে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে 'পলাশীর যুদ্ধ' নাট্যাভিনয় দেখেছিলেন। নাট্যকলা সম্পর্কে কিরণচন্দ্রের ছাত্রাবস্থাতেই গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। তরুণ বয়সেই তিনি মেঘনাদবধ, ম্যাকবেথ এবং কুরুক্ষেত্র নাটকে অভিনয় করে প্রশংসিত হন। তৎকালীন সংবাদপত্রে তার সপ্রশংস উল্লেখ আছে। আমরা কিরণচন্দ্র সম্পর্কে সর্বদাই হরীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করেছি।

বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলন করেছিলেন কিরণচন্দ্র। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার সুবিখ্যাত বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থে কিরণচন্দ্রের স্বীকৃতি দেন নি। কিন্তু সাপ্তাহিক মজলিস পত্রিকা (১ম বর্ষ

১৩৩০) নাট্যশালার ইতিহাস রচনায় কিরণচন্দ্রের অবদান মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছে। বঙ্গীয় নাট্যশালার আদি যুগের ইতিহাস জানতে গেলে চারটি খসড়া ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। সেগুলি হল—

(এক) কিরণচন্দ্র দত্ত লিখিত নাট্য মন্দিরে প্রকাশিত নাট্য-প্রবন্ধ।

(দুই) বিশ্বকোষের রঙ্গালয় শব্দের ইতিবৃত্ত।

(তিন) ১৩১৫ বঙ্গাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে পঠিত গিরিশচন্দ্রের অর্দ্ধেন্দু শেখর সম্পর্কিত নাট্য প্রবন্ধ। চার, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত অর্দ্ধেন্দু শেখর নামক জীবনী গ্রন্থ। কিরণচন্দ্র রচিত নাট্যশালার ইতিহাস সম্পর্কে ডঃ রবীন্দ্র গুপ্তের গভীর অনুসন্ধিৎসা দেখে আমরা বিস্মিত, মুগ্ধ হয়েছি।

দেশ পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক ও তরুণ সাহিত্যিক হর্ষ দত্ত আনন্দবাজারে প্রকাশিত কিরণচন্দ্রের শোক সংবাদটি উদ্ধার করেছেন। তিনি আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু। তাকে আলাদা করে কৃতজ্ঞতা জানানো যায় কী? শ্রীমতী শুভা বসু গ্রন্থটির শুদ্ধিপত্র তৈরী করেছেন। নানাকাজে আমাদের সবিশেষ বন্ধু সাহিত্যরসিক অমল সেনের সাহায্য উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংরাজী সংবাদপত্রের কাটিংগুলি টাইপ করেছেন। লক্ষ্মীনিবাসের কৌস্তুভ দত্ত, কমলনারায়ণ দত্ত, গণেশ দত্ত ও গোপালনারায়ণ দত্ত পুরাতন গ্রন্থ সরবরাহ করেছেন। বেলুড় বিদ্যাপীঠের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমিত বসু বিনা পারিশ্রমিকে পুরানো সংবাদ এবং চিত্রের ফটো তুলে দিয়েছেন। গ্রন্থ প্রস্তুতকালে বিভিন্ন সময় অধ্যাপক শিবপ্রসাদ সিংহ, মনীন্দ্র কলেজের বাংলাবিভাগের প্রধান ডঃ আদিত্য চৌধুরী, গাড়ুলিয়া মিল হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুক্ত অধীর ভট্টাচার্য, সারদাচরণ এরিয়ান ইনসটিটিউশানের প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দালাল, সাহিত্যিক বিমলেন্দু চক্রবর্তী আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং উৎসাহদান করেছেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে সর্বদা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন স্বর্গত সরোজকুমার মিত্র, স্বর্গত অসীমচন্দ্র দত্ত। তাঁদের কাছে সর্বদাই আমরা উদারমুক্ত ভালোবাসা ও প্রেরণা লাভ করেছি। আজ এই শুভদিনে তাঁদের কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

• গ্রন্থ প্রস্তুতি, প্রুফ দেখা এবং অন্যান্য পরিশ্রম সাধ্য কাজে সব সময় এগিয়ে এসেছেন শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক রমাপ্রসাদ দত্ত এবং অনুপ মাহিন্দার। এঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতা, অযাচিত সাহায্য ছাড়া এ-গ্রন্থ প্রকাশ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। মুদ্রাকর প্রেসের শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দাশ

এবং সহকর্মিবৃন্দ মুদ্রণ কাজে যে কৃপা দেখিয়েছেন তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ। তথ্য পরিকীর্ণ গ্রন্থটিকে সুষ্ঠুভাবে মুদ্রণের দায়িত্ব ও পরিশ্রম তাঁরাই গ্রহণ করেছেন। সেই সঙ্গে রিপ্রোডাকশান সিণ্ডিকেটের শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র দাশগুপ্ত, সতীপ্রসন্ন সেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট অঞ্জন সেনগুপ্ত বিনা পারিশ্রমিকে গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। সাহিত্যিক বিমলেন্দু চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ।

প্রসঙ্গত জানাই যে, গ্রন্থটির কিছু কলা-কৌশলগত ত্রুটি আছে। এটি আমাদের গ্রন্থ-প্রণয়নের হাতে খড়ি। ফলে প্রচলিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থগুলির সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের বেশকিছু বৈসাদৃশ্য আছে। আমরা প্রুফ সংশোধনের কাজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেরা করতে বাধ্য হয়েছি। এমন কি প্রুফ রিডিং-এর সময়ও পাণ্ডুলিপির তথ্য ও বিশ্লেষণের গুরুতর অদল বদল ঘটেছে, বেশ কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ আছে। তার কিছু অংশ শুদ্ধিপত্রে রাখা হয়েছে। সবিনয়ে জানাই, আমাদের পাণ্ডুলিপি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রুফ সংশোধনের যুগ্ম কাজটি করার যে বিপদ ঘটেছে সে জন্য লজ্জিত। তবে বানান প্রসঙ্গে বলা যায়, পুরাতন সংবাদপত্রের বানানগুলি আমরা যথাযথ রেখেছি। পুরাতন বানান রীতি বজায় রেখেছি। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভিন্ন বর্ণমালায়, বক্রাকারে বা রেখাচিহ্নের সাহায্যে দেখানো লেখক নির্দেশিত। বানানের ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকে মান্য করা হয়েছে। যে সমস্ত আকর গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে আলোচনাকালেই তাদের উল্লেখ করেছি। পৃথকভাবে গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা করা হয়নি। গ্রন্থের পিছনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সমালোচনাটিকে রেখে আমরা বলতে চেয়েছি প্রাবন্ধিক কিরণচন্দ্র কিভাবে তার সমকালে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতর অগ্রণী শিষ্যের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

[পাঁচ]

এই প্রসঙ্গে সাধনার প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কিত সাতটি প্রবন্ধের সংকলন 'সাধনা'। শেষে আছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্গীতের আর একটি সংযোজন। প্রবন্ধগুলির মূল বিষয় স্বামীজী। যে স্বামীজীকে তিনি নানা বিশেষণে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন নরোত্তম, ভিক্ষু বিবেকানন্দ, রত্নাকর, ভিখারী বিবেকানন্দ, শ্রীবিবেকানন্দ,

শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ, শঙ্করকল্প-স্বামিপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ, সন্ন্যাসিচূড়ামণি শ্রীমৎ বিবেকানন্দ, মহামনস্বী বিশ্বমানব মহাশিল্পী বিবেকানন্দ, শ্রীভগবান নরেন্দ্রনাথ, শ্রীবিবেকানন্দজী। শব্দগুলি কখনও নামপদ কখনও নামপদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। আসলে তিনি বিবেকানন্দ কে? বিবেকানন্দ কি? এই মূল বিষয় ঘিরে ভাবতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্পর্ক, এবং বর্তমান সমাজের সঙ্গে স্বামীজীর কি সম্পর্ক তার রূপরেখা এঁকেছেন। প্রাবন্ধিক চিত্তে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তত্ত্বসাধনা আর কবি চিত্তে জিজ্ঞাসা। সেই তত্ত্ব সাধনার সাঙ্গীতিক সুর সমস্ত পীড়িত মানুষের মুক্তি জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার উত্তরদাতা সোসালিষ্ট শ্রীবিবেকানন্দ। প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে মনে হবে স্বামী বিবেকানন্দ কথার অর্থ সংবাদপত্র। ধারণাটির স্থান পরিবর্তন করলে দাঁড়ায় একসময় বিশ্বসংবাদ পত্রের নাম ছিল স্বামী বিবেকানন্দ।

কিরণবাবুর প্রবন্ধগুলি সংবাদপত্র আর চিঠিপত্রের উল্লেখে ভরা। বিষয় স্বামীজী। অধ্যাপক রাইটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন সূর্যকে আলো দেবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা আর স্বামীজীর প্রতিপত্তির পরিচয় জিজ্ঞেস করা একই ব্যাপার। তিনি এলাহবাদ থেকে প্রকাশিত পাওনিয়ার, নিউইয়র্ক হ্যারেল্ড, বোস্টন ট্রানস্ক্রিপ্ট, নিউইয়র্ক ক্রিটিক, দি ইণ্ডিয়ান মিরার, দি হিস্টোরিয়ানস্ হিষ্ট্রি অফ্ দি ওয়ার্ল্ড, ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন, কারণ স্বামীজী কে ও কি? তা সমকালের কাগজ কলম দিয়ে উদিত হোক—এই ইচ্ছাই তিনি পোষণ করেছিলেন। সেই ইচ্ছা থেকেই জানা গেল স্বামীজী কেবল বাগ্মিপ্রবর নন, দুখিনী বঙ্গমাতার অঞ্চলের নিধি নন। তিনি 'থট্স দ্যাট ব্রীদ্, এণ্ড ওয়ার্ডস দ্যাট্ বার্ন'। তিনি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছিলেন, স্বামীজী একজন সহজ, মহৎ উদার মহামানব। স্বামীজী কে? এই প্রশ্নের সঙ্গে অনিবার্য প্রশ্ন স্বামীজী কী? উত্তরে কিরণচন্দ্র জানিয়েছেন, তিনি বিশ্বহিতৈষণা।

স্বামীজীর পত্রাবলী থেকে তিনি স্যোস্যালিষ্ট স্বামীজীর অনন্যতা তুলে ধরে বলেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করার আহ্বান করেছিলেন।" কারণ 'হতাশা-হুতাশে করে মানবে নিক্ষেপ'।

তাঁর প্রবন্ধগুলিতে আছে আত্মোন্নতি ও আধ্যাত্মিকতার পারস্পরিক

সম্বন্ধ। সেই সূত্রে স্বামীজী পরিকল্পিত ত্যাগধর্মের শিক্ষা। পরার্থপরতার আহ্বান।

পত্রলেখক পরিচিতি অংশের কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা মৃত্যুকাল চিহ্নিত করিনি। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। পাঠকের অবগতির জন্য জানাই পত্র লেখকগণ সকলেই আজ প্রয়াত।

গ্রন্থে আটটি চিত্র সংযুক্ত। তার মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংশ্লিষ্ট বাগবাজারের মানচিত্র এবং ১৯০১ খ্রীঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত তিলক সংবর্ধনার অনুষ্ঠানসূচী উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানসূচী ও অন্যান্য কয়েকটি ছবি দুষ্প্রাপ্য। পরিশিষ্ট ক, ১৫৭ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি অপ্রকাশিত কবিতা। ভ্রাতুষ্পুত্র ললিতমোহনের বিবাহ উপলক্ষে এই কবিতাটি কিরণচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র।

শেষ কথা। ব্যবসায়িক অর্থে অলাভজনক এমন একটি গ্রন্থের পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন পুস্তক-বিপণির শ্রীঅনুপ মাহিন্দার। তিনি গ্রন্থপ্রকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। অন্যদিকে রমা-প্রকাশনীর অনুপরঞ্জন চক্রবর্তী গ্রন্থ-প্রকাশের সবরকম দায়িত্বে যুক্ত। এঁদের সকলের কাছেই আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। গ্রন্থ-প্রকাশনা কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা যুক্ত সকলকেই আমরা আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

রথযাত্রা, আষাঢ় ১৩৯৬

সনৎ মুখোপাধ্যায়
মঞ্জু দত্ত

বিবেকানন্দ পরিকর কিরণচন্দ্র দত্ত
ও
তৎকালীন সমাজ
(১৮৭৬—১৯৬০)

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

হাওড়া জেলার উত্তর ব্যাটরায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশে কিরণচন্দ্রের পূর্বপুরুষগণের আদি নিবাস। রামকানাই দত্তের প্রথম পুত্র রামমোহন দত্ত ফোর্ট উইলিয়ামের কেরানী ছিলেন। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি সেকালের বিখ্যাত বিরহগীত রচয়িতা সালখিয়ার রামরাম বসুর সঙ্গে 'মিতা' পাতিয়েছিলেন। এঁরা এক সঙ্গে একটি কবির দল চালাতেন। রামমোহন দত্তের পুত্র বিখ্যাত কবি পাঁচালীকার ঠাকুরদাস দত্ত। ঠাকুরদাস কিরণচন্দ্রের পিতামহ। ঠাকুরদাসকে নিয়ে উত্তর ব্যাটরায় এঁদের সতেরো পুরুষের বাস।

ঠাকুরদাস দত্ত (১৮০১—১৮৭৬)

বাংলা ১২১০ (?) বঙ্গাব্দে কবি ঠাকুরদাস দত্তের জন্ম। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে মৃত্যু। জীবনকাল কমবেশী পঁচাত্তর বছর। ঠাকুরদাসের বিবাহ হয় হাওড়া জেলার কলাছড়া গ্রামের কালীচরণ মিত্রের কন্যা ধনমণির সঙ্গে। তাঁদের দুই কন্যা ও দুই পুত্র। প্রথমা কন্যার নিঃসন্তান অবস্থায় অকাল মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয়া কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরী। দুই পুত্র শ্যামাচরণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ।

বর্তমানে উত্তর বাঁ্যাটরাস্থিত বসতবাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ঠাকুরদাস ভবন'। ঐ ভবনের পাশের দুটি গলির নাম ঠাকুরদাস দত্ত ফাস্ট' ও ঠাকুরদাস দত্ত সেকেণ্ড লেন। বাসভবনের বর্তমান ঠিকানা ৯ ঠাকুরদাস দত্ত ফাস্ট' লেন।

ঠাকুরদাস দত্ত নিজেও পিতার কর্মক্ষেত্র ফোর্ট উইলিয়ামের কেরানীর কাজে যুক্ত ছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর (ঠাকুরদাসের বয়স তখন ৩০ বছর) তিনি সঙ্গীতচর্চা ও যাত্রাদল গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম যাত্রাপালা বিদ্যাসুন্দর। ১২৩৭-৩৮ বঙ্গাব্দে সখের দলটি গড়ে উঠেছিল। শোনা যায়, শেষ জীবনে তিনি কবিয়ালের ব্যবসায়িক দল গঠন করেছিলেন। ঠাকুরদাসের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ পিতার কবি প্রতিভার উন্মেষ সম্পর্কে বলেছেন—"বহুশিক্ষা লাভ কিংবা চাকুরী গ্রহণ / এ সকলে ঠাকুরের না উঠিল মন। / পিতৃসখা রামবসু কবিত্বের যশে / পবিত্র করিল মন বাণী সুধা রসে। /"

ঠাকুরদাস বহু যাত্রাওয়ালাকে পালা-গান লিখে দিতেন। তাঁর 'হরিশ্চন্দ্র' পালা দীননাথ চৌধুরীর দলে, 'লক্ষ্মণ-বর্জন' আশুতোষ চৌধুরীর দলে, 'নলদময়ন্তী' ও শ্রীবৎসচিন্তা' উমাচরণ বসুর দলে, 'কলঙ্ক ভঞ্জন' দুগো ঘোড়েলের দলে, 'রাবণ-বধ' কালী হালদারের দলে, 'অক্রুর সংবাদ' ও 'দুর্গামঙ্গল' বেণীমাধব পাত্রের দলে, 'ধ্রুবচরিত্র' সাধু ও বকো নামে দুই মুসলমান যাত্রাওয়ালার দলে, 'শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন' ঝড়ুদাসের দলে, 'অক্রুর আগমন' ও 'রাবণ-বধ' এবং 'শ্রীমন্তের মশান' লোকা ধোপার দলে অভিনীত হয়েছিল।

তাঁর রচিত পাঁচালীপালা, শিববিবাহ, মার্কেণ্ডীয় চণ্ডী, অক্রুর আগমন, ধ্রুবচরিত্র প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু নমুনা পাওয়া যায়নি।

ঠাকুর দাসের পাঁচালী গানগুলি বিশুদ্ধ মার্গরীতি-অনুসৃত ছিল। সম্ভবতঃ, তিনি পৌরাণিক পাঁচালীকার। কারণ, পুরাণ বহির্ভূত কোন পাঁচালীর নমুনা বা উল্লেখ পাওয়া যায় নি। ঠাকুরদাস দাশরথি রায়ের

সমসাময়িক হলেও বয়সে কিছু বড় ছিলেন। তিনি দাশরথি রায়ের সঙ্গে মিতা পাতিয়েছিলেন। তাঁর গানগুলির ভাষা-ভঙ্গীতে কোন স্থূলতা ছিল না। কুরুচির হাঁটু জলে ঘোরাফেরা করতে ঠাকুরদাস পছন্দ করতেন না। সে যুগের অন্যতম পাঁচালীকার ব্রজমোহন রায়, ঠাকুরদাসকে কুকুরদাস খেউড় করেছিলেন। এই তরল ব্যঙ্গের প্রতিবাদে ঠাকুরদাসের কোন লেখায় ষড়রিপুর তাড়না আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের গীতিসমূহের সংকলন গ্রন্থ 'উপাসনা'য় ঠাকুরদাসের রচনার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। তালিকাটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত—

(ক) সখের যাত্রা দলের জন্য, (খ) বৈতনিক যাত্রা সম্প্রদায়ের জন্য, (গ) নিজের পেশাদারী পাঁচালী দলের জন্যে,—এতে দেখা যায় তিনি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়েও পালা লিখেছেন। কিন্তু তা অশ্লীলতাশূন্য। তিনি একই সঙ্গে তিনটি আলাদা আলাদা ভাবধারায় বিদ্যাসুন্দরের পালা রচনা করেছেন। পালা রচনার জগতে এ এক অভিনব ঘটনা। সার্বিকভাবে তাঁর রচনা পৌরাণিক চরিত্র মাহাত্ম্য, রামায়ণ ও মহাভারত এবং কৃষ্ণবিষয়ক পালায় সমৃদ্ধ।

ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ থেকে জানা যায় ঠাকুরদাসের কবিখ্যাতি কলকাতা থেকে সুদূর ত্রিবেণী এবং খুলনার সাতক্ষীরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

তাঁর পালাগুলিতে ভাব ও সুরের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। শোনা যায়, লোকা ধোপা ঠাকুরদাসের গানের সুরগুলির বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। কবির উপস্থিত রচনার ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। একবার বনওয়ারীলাল নামে জনৈক গীত রচয়িতা ঠাকুরদাসকে 'অর্ধফোটা পদ্মফুল কথাটি' ব্যবহার করে গান রচনার জন্য অনুরোধ করেন—ঠাকুরদাস তৎক্ষণাৎ গানটি রচনা করেন। যার শেষ দুটি চরণ ছিল এই রকম—অর্ধ ফোটা পদ্মফুলে বিম্ব ওষ্ঠাধর / থেকে থেকে বলে কোথা ধ্রুব বংশধর।/

ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেছেন, "কবি ঠাকুরদাস কীর্তিমন্দিরে পাঁচালীওয়ালা নামে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহাকে কেবলই পাঁচালীকার বলিতে পারা যায় না।......

তিনি হরুঠাকুরাদির ন্যায় গীতকর্তা, দাশরথি রায়াদির ন্যায় পাঁচালীকর্তা এবং গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির ন্যায় যাত্রার সাট (পালা) রচয়িতা ছিলেন।......

ভারতচন্দ্রের কতকগুলি কবিতা যেমন বাঙ্গালার অনেকাংশে প্রবাদবাক্য রূপে চলিয়া গিয়াছে, সেইরূপ কবি ঠাকুরদাসের কতক-গুলি গান, আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিতেছে, অথচ কে তাহার রচয়িতা তাহা অনেকেই জানেন না।"

(সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ১৩০৫)

ঠাকুরদাস দত্ত সম্পর্কে প্রথম ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে ব্যোমকেশ মুস্তফী। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ঠাকুরদাস দত্তের পাঁচালী গানের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বর্তমানে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (৪র্থ খণ্ড ১৯৭৩) ঠাকুরদাস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকায় রামকিশোর ভট্টাচার্য ঠাকুরদাস দত্ত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। লেখক সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কবি সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা এবং ইতিহাস সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। যাত্রা-পালা রচনায় ঠাকুরদাসের গান সম্পর্কে তিনি বলেন—

"একদিকে গ্রামীণ জীবনের মূল্যবোধ যখন কমছিল এবং অন্য-দিকে নগর সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছিল ঠিক তখনই ঠাকুরদাস বাঙালীর ভাবাবেগ এবং আত্মগত উচ্ছ্বাসকে ভিত্তি করে পালা রচনা করেন এবং যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাই কবির ওপর সাধারণ লোকের ভক্তি এবং ভালবাসা ছিল প্রগাঢ়।"

('এক বিস্মৃত কবি' আনন্দবাজার রবিবাসরীয় ১১ ফাল্গুন, ১৩৯২)

ঠাকুরদাস সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ :

১। ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখিত 'পাঁচালীকার ঠাকুরদাস', সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৩০৫

২। ব্রজসুন্দর সান্যাল লিখিত 'কবির ইতিহাস', সাহিত্য সংহিতা ১৩১৫ নবম খণ্ড ১ সংখ্যা।

৩। দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখিত বঙ্গবাসী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'বাঙালীর গান'।

৪। কবি ঠাকুরদাস দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী। লেখক ব্যোমকেশ মুস্তফী। গ্রন্থটির প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নয়। সাহিত্য সাধক চরিত মালায়, ব্যোমকেশ মুস্তফীর জীবনীখণ্ডে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রকাশক কবির পৌত্র কিরণচন্দ্র দত্ত।*

৫। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় ব্যোমকেশ মুস্তফীর সুবৃহৎ প্রবন্ধ 'কবি ঠাকুরদাস দত্ত' ১৩১৫ চৈত্র ১৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা।

৬। অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'বঙ্গ ভাষার রঙ্গকথা'।

৭। কবিপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের গীতিগ্রন্থ 'উপাসনা'।

৮। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৪র্থ খণ্ড ১৯৭৩।

৯। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গ ভাষার লেখকগণ' (জীবনী সংগ্রহ)।

১০। রামকিশোর ভট্টাচার্য লিখিত প্রবন্ধ 'এক বিস্মৃত কবি'।

(আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ ফাল্গুন ১৩৯২)

---

* "পরিষদের বর্তমান সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীই এই জীবনীটি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। প্রবন্ধটি পরিষদে পঠিত ও পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। কবির পৌত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত উহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন।" বসুমতী, ১৫ বৈশাখ ১৩০৬

লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত (১৮৪২—১৯০৫)

ঠাকুরদাস দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত। জন্ম : ১২৪৮ বঙ্গাব্দ, পৌষ সংক্রান্তি। মৃত্যু : ১৩১২ বঙ্গাব্দ ২ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৬ মে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

লক্ষ্মীনারায়ণ কর্মসূত্রে পৈত্রিক বাসভূমির সঙ্গে যোগাযোগ শূন্য হন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের কোন এক সময় একেবারে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় ২৫ বাগবাজার ষ্ট্রীটের একটি অংশে কয়েকটি ঘর নিয়ে সপরিবারে বসবাস করতে থাকেন। পরে তিনি ১৬ বোসপাড়া লেনের দয়ালচন্দ্র দে'র বাড়ীতে উঠে আসেন। বাড়ীটির পূর্বকোণে এটর্নী দীননাথ বসুর 'বাঘওয়ালা বাড়ী'তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বাগবাজার পল্লীতে প্রথম এসেছিলেন। দয়ালচন্দ্রের বাড়ীতে থাকাকালীন লক্ষ্মীনারায়ণ বিপত্নীক হন। তখন কনিষ্ঠ পুত্র কিরণচন্দ্রের বয়স আড়াই বছর। স্ত্রী বিয়োগের পর অল্পকাল বাগবাজার ষ্ট্রীটের বেনীমাধব দে'র বাড়ীতে ছিলেন, তারপর বাগবাজার ষ্ট্রীটের পিতাম্বর সাধুখাঁর দোতলা বাড়ীতে উঠে আসেন। সেখানে দু-তিন বছর থাকার পর চিৎপুর রোডের গোলাবাড়ী পাট কলের সামনে গোঁসাই গলিতে নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বাস করেন। ঐ বাড়ীতে ছয় বছর বাস করার পর রামকান্ত বসুর প্রথম গলির সুধারাম চক্রবর্তীর ১ সংখ্যক বাড়ীটি কেনেন। এবং দ্বিতল গৃহ তৈরী করেন (১২৯৬ বঙ্গাব্দ)। বর্তমানে এটিই 'লক্ষ্মীনিবাস', কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে অবস্থিত। ১ লক্ষ্মী দত্ত লেন।

বিবাহ—হাওড়া জেলার আন্দুল-মৌড়ীর কোড়লাবাসী বেণীমাধব বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের বিবাহ হয়।

কর্মজীবন—ঠাকুরদাসের কবিজীবন নানা চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে

অতিবাহিত হয়েছিল। ফলে সংসারে অভাব-অনটন দেখা দেয়। সেজন্য অল্প বয়সেই তাঁর বড় ও ছোট ছেলে চাকুরী গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ প্রথমে হাওড়ার ই. আই. রেলওয়ে (E. I. Railway) অফিসে কাজ করার পরে জামালপুরের Loco Office-এ কাজ করতে থাকেন। কিছুদিনের জন্য হাওড়া জেলার নানা গ্রামগঞ্জের ব্যবসায়ের Asst. License Officer হয়েছিলেন। পরে কিছুদিনের জন্য ই.আই. রেলওয়ের কলকাতার এজেন্ট অফিসে চাকুরী। শেষে তিনটি পাটের মহাজনের অফিসে ঠিকাদারীর (Contractor) কাজ গ্রহণ করেন।

কোন এক সময়ে চাকুরী না থাকায় তাঁকে সংসারের মুখাপেক্ষী হতে হয়। "এই সময় একদিন তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব লক্ষ্মী-নারায়ণকে বলেন যে, এভাবে বসিয়া থাকিলে শ্যামাচরণ একলা সংসার চালাইতে পারে না—তুমি নিজের ব্যবস্থা নিজে করিলে ভালো হয়।" (উপাসনা পৃঃ ।৮০)। ঐ সময়ে একদিকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্নপ্রাশন; অন্যদিকে পিতার নির্দেশ। শেষে সঞ্চিত অর্থে চাকুরীহীন অবস্থায় পুত্রের অন্নপ্রাশন দেন, এবং ব্যাঁটরা ছেড়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে বাগবাজারে বসবাস শুরু করেন।

মামাতো ভাই হেমচন্দ্র মিত্র তাঁকে মেঃ ট্যামবাকু (Messrs, Tamvacco & Company) কোম্পানীর পাটের গুদামে, গুদাম সরকারের (Godown Supdt.) চাকরি যোগাড় করে দেন। হেম-বাবু ঐ গ্রীক পাট-ব্যবসায়ী অফিসের বাজার খরিদের কর্তা (Bazar Purchaser) ছিলেন।

পাটের কাজে প্রবেশের পর থেকে কর্মজীবনে স্থায়ীভাব ধারণ করে। ট্যামবাকু কোম্পানীর পাটের কাজও চিৎপুর 'ঢেরাকল' গুদাম বাড়ীতে হত। ঐ সময় গুদাম বাড়ীর নৈঋত কোণে রাস্তার অপর পারে মেসার্স ফিন্‌লে মিওর কোম্পানীর (Messrs James Finlay & Co. Ltd.) তত্ত্বাবধানে 'গোলাবাড়ী প্রেসিং কোম্পানী লিমিটেডে' গোলাবাড়ী প্রেস হাউস নামে পাটের কলে কাজ করতে থাকেন। লক্ষ্মীনারায়ণ আনুমানিক ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই কলের বড়বাবুর

সহকারী ও ঠিকাদারী (Contractor) কাজের অংশীদার হয়ে প্রবেশ করেছিলেন। বড়বাবুর দেহত্যাগের পর পাটকল কর্তৃপক্ষ তাঁকে বড়বাবু ও ঠিকাদার নিযুক্ত করেন। বড়বাবু হিসেবে তিনি প্রায় ২৭ বছর এখানে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কর্মকুশলতা ও দক্ষতা ক্রমশ বিস্তৃত হওয়ায়—শেষ জীবনে তিনি কয়েক বছরের জন্য আরও একটি পাটকল, মেসার্স র‍্যালি ব্রাদার্সের কাশীপুরের পাটের কলের 'রাণী প্রেসের' ঠিকাদার হিসেবে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অংশ গ্রহণ করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের তিন ছেলে। প্রথম হরিপদ দত্ত। ইনি গোলা-বাড়ী প্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় নগেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি ২১ বছর বয়সে অকালে পরলোক গমন করেন। তৃতীয় কিরণচন্দ্র দত্ত। ইনি কাশীপুরের মেঃ র‍্যালি ব্রাদার্সের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ৩৭ বছর বয়সে স্ত্রী বিয়োগ, ৪৮ বছর বয়সে পুত্রশোক প্রভৃতি নানা ঝঞ্ঝা সহ্য করে ৬৪ বছর ৪ মাস ২ দিনে লক্ষ্মীনারায়ণের দেহাবসান হয়।

কবিত্ব শক্তি—লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত যদি শুধু ঠিকাদার হতেন তাহলে আলোচ্য জীবনকথা উল্লেখ করার প্রয়োজন হ'ত না। কর্মজীবনে তিনি যে নিষ্ঠা এবং কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়েছিলেন—তারই আলোকে আধ্যাত্মিক জীবনকেও দেখ্‌বার প্রয়োজন রয়েছে। প্রৌঢ় লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে উঠেছিলেন ধর্মজিজ্ঞাসু সাধক লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁর ভক্তি-গীতিগুলির একটি সংকলন মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ পুত্র কিরণচন্দ্র প্রকাশ করেছিলেন। ধর্ম সাহিত্যের ইতিহাসে 'উপাসনা' এক মূল্যবান সংকলন। উপাসনার গানগুলিকে শ্যামাসঙ্গীত বলা যেতে পারে। সেই অর্থে গানগুলি সাধন সঙ্গীত।

উপাসনার প্রতিটি গানে একটি শাক্ত ভক্তিস্রোত লক্ষ্য করা যায়। এখানে তিনি উপাসক লক্ষ্মীনারায়ণ; সাধক লক্ষ্মীনারায়ণ। রাম-প্রসাদের মত তীব্র জঠর যন্ত্রণার কথা গানগুলিতে প্রতিধ্বনিত না হলেও আত্মজিজ্ঞাসা ও অনুভবে তিনি শাক্ত কবিগণের মতো বিশ্বমাতার সঙ্গে সংযুক্ত হতে চেয়েছেন। লক্ষ্মীনারায়ণের আধ্যাত্মিক একনিষ্ঠা

কেবল লৌকিক শক্তিতত্ত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে সাধনালব্ধ সংযম অর্জন করেছিলেন তারই প্রতিফলন গানগুলিতে আছে।

সাধন-সংগীতের উৎস - তাঁর সাধন জগতের অনেক কথাই আজ অজ্ঞাত, কালগ্রাসে পতিত। কেবল মৃত্যুকালীন একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় তিনি শাক্তসাধন মার্গের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে অমৃতবাজার পত্রিকা (২২ মে ১৯০৫, সোমবার) যে মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করে তাতে বলা হয়, লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন 'Orthodox Hindu' অর্থাৎ গোঁড়া হিন্দু। কি অর্থে গোঁড়া তা বলা না হলেও, তাঁর সম্পর্কে আরো বলা হয়েছিল, the Deceased was an orthodox Hindu gentleman of the old type, and was known for his piety and liberal disposition.? সংবাদ সূত্র থেকে জানা যায় তিনি মৃত্যুর আগের শেষ চার মাস কেবল দুধ পান করতেন। এবং "যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্তী, তখন হইতে একুশ দিবস কেবলমাত্র কয়েক ফোঁটা করিয়া গঙ্গা জল পান করিয়াছিলেন।"

(শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ বঙ্গাব্দ)

তাঁর ইচ্ছানুসারে গঙ্গাতীরে স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের চাঁদনীতে অন্তর্জলী করা হয়। তিনি যখন বুঝলেন মৃত্যু সমাগত; তখন স্বরচিত কয়েকটি মাতৃসঙ্গীত গেয়ে শোনাতে বলেন। সারাক্ষণ তিনি মনোযোগ দিয়ে ধর্মীয় গানগুলি শুনেছিলেন। শেষে মৃত্যুকালের জন্য বিশেষভাবে রচিত গানটি শুনতে শুনতে তিরোহিত হন। তাঁর অন্তর্জলী সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকা সোমবার ২২ মে ১৯০৫ লিখছে, "Hundreds of people witness his passing off and he realy carried out what he had predicted in his songs some years ago." এরকম আশ্চর্যজনক মৃত্যুদৃশ্য আমরা খুব কমই শুনেছি! তিনি নিজের মৃত্যু সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন; তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে 'দি

স্টেট্‌স্‌ম্যান', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'দি টেলিগ্রাফ', 'সন্ধ্যা', 'দৈনিক হিতবাদী', 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বসুমতী' এবং 'উদ্বোধন পত্রিকায়' সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা উদ্বোধনে (৭ বর্ষ ১২ সংখ্যা ১ শ্রাবণ ১৩১২) প্রকাশিত নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মন্তব্যটি উল্লেখ করছি—

"বড় সাধ হয় মা মনে।
আঁখি মুদে হেরি তোমায় হৃদি-শ্মশানে॥
মানসেতে পুষ্পচয়ন, মিশাইয়ে ভক্তি-চন্দন,
প্রেমবারি রেখে গোপনে—দিব চরণে॥
জ্ঞানাগ্নিরে জ্বালাইব, অভিমান আহুতি দিব,
বিবেক-অসিতে ছেদিব রিপু ছ'জনে॥
লক্ষ্মী গেলে অন্তর্জলে,— তুমি দাঁড়াইবে কূলে,
প্রাণ যাবে 'জয় কালী' ব'লে, তোমায় হেরে নয়নে॥

উপরোক্ত গানটি শয্যাগত অবস্থায় আমার একজন বন্ধু রচনা করেন। রচনার কয়েকদিন পরে (২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ সাল) জাহ্নবী তীরে জনৈক আত্মীয় গায়কের মুখে গানটি শুনিতে শুনিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি একজন সংসারী। সকল কার্যেই তাঁহার সুবন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া জীবন বিসর্জন দেওয়া একমাত্র ইষ্টদেবের মহিমা। এরূপ মৃত্যু-ঘটনা শুনিলে মৃত্যুভয় দূর হয়। সেই নিমিত্তই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমার স্বর্গগত বন্ধু সংসারে বিশেষ খ্যাতনামা ছিলেন না, কিন্তু এ পরীক্ষাস্থলে তিনি গুরু-কৃপায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমার বন্ধু বাগবাজার-নিবাসী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত।"

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ*

***গিরিশচন্দ্র ও লক্ষ্মীনারায়ণ**

লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল নাটকীয় ভাবে। সেটি এই রকম—

"১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। সেকালের কোলকাতার ঘুম ভাঙত বৈষ্ণব বাবাজীদের

গিরিশচন্দ্রের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। নাট্যকার পল্লী-বন্ধুর মৃত্যু-ঘটনাকে সর্ববিধ 'বন্দোবস্ত করে' মৃত্যুবরণ বলেছেন। এবং আরও বলেছেন তাঁর মৃত্যু-প্রস্তুতির প্রসঙ্গটি শুনলে মানুষের অন্তর থেকে মৃত্যুভয় দূর হয়। এটি সাধনালব্ধ সিদ্ধি অথবা অন্যকিছু তা পাঠকবর্গ বিচার করবেন। কিন্তু, লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু সম্পর্কিত উপরিউক্ত প্রসঙ্গটি না জানলে 'উপাসনা'র গানগুলির সাধন রহস্য সম্পর্কে অবিচার করা হবে। এজন্য মৃত্যুকালীন কাহিনীটি উল্লেখ করা হল।

গানের সুরে। ভিস্তিওয়ালা রাস্তা ধুয়ে দিত। চারপাশের শান্ত নীরব পরিবেশে পথে পথে গান গেয়ে যেত আর এক বৈষ্ণব-ভিক্ষুক ঝড়ুদাস বাবাজী। উত্তর কোলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে বোস পাড়া লেন ও রামকান্ত বসুর প্রথম গলির খুব কাছাকাছি দুটি রাস্তা—একদিন বাবাজীর কণ্ঠে শোনা গেল—

> সুখ কি সতত হয় প্রণয় হ'লে
> সুখ-অনুগামী দুখ, গোলাপে কণ্টক মিলে ॥
> শশী প্রেমে কুমুদিনী, প্রমোদিনী উন্মাদিনী,
> তথাপি সে একাকিনী, কত নিশি ভাসে জলে ॥

গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪-১৯১১) এই গানটি ঝড়ুদাস বাবাজী স্বয়ং মহাকবির কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন।

ঝড়ুদাসের কণ্ঠে নিজের লেখা গানের সঙ্গে একদিন অচেনা চারটি ছত্র গিরিশ-বাবুকে চমকে দিল। সেই ছত্রটি হল—

> পড়িয়ে পারের দায়ে এলাম সুরধুনী-তীরে।
> দীন দায়িক জেনে নাবিক তরী রেখেছেন ও'পারে ॥
> নাবিকের নাম হরি ব'লে—ডাক হে সকলে মিলে,
> দে'খ তরী তাই হ'লে আসিবে এপারে ফিরে ॥

ঝড়ুদাসকে ডেকে পাঠালেন তিনি। জিজ্ঞাসাবাদে জানলেন ওপাড়ার লক্ষ্মী-নারায়ণ দত্ত (১৮৪২-১৯০৫) শেষের চার লাইন লিখে দিয়েছেন। গিরিশবাবুর কবিমন লক্ষ্মীনারায়ণের সহজ সরল লেখনী-ক্ষমতাকে যথাযথ মর্যাদা দিল। দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠল বন্ধুত্ব।"

লক্ষ্মীনারায়ণের গানগুলির দুটি ভাগ—কিছু গান আগমনী বিজয়া কেন্দ্রিক। অপর গানগুলি মাতৃ সঙ্গীত। যদিও সাধন সঙ্গীত হিসাবে এ জাতীয় ভাগ অবান্তর। পিতা ঠাকুরদাসের মতো তিনি গান রচনার পারিপাট্য বুঝতেন। সুর ও তাল সম্পর্কে তাঁর সবিশেষ জ্ঞানও ছিল। পাঁচ-ছয় বছর ওস্তাদ রেখে সেতার বাদন শিক্ষা করেছিলেন। গানগুলির অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে গ্রন্থ-সম্পাদক জানিয়েছেন—"কবিত্ব হিসাবে হয়ত এই গীতগুলি সমালোচকের বিচারে উৎকৃষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু সৎভাবের উদ্দীপনা যে গীতগুলিতে যথেষ্ট আছে, তাহা সহজেই অনুমেয় এবং এই সকল ভাবও যে একজন সেকালের প্রকৃত হিন্দু উপাসকের তাহা পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করিবেন।" উপাসনা, পৃঃ—১৷০

উপাসকের কবি গানগুলি প্রকাশে সংকোচবোধ করতেন; ব্যক্তিগত সাধনার উৎস হিসাবেই তিনি গানগুলি লিখতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম গীতগুলি প্রকাশিত হয়। গানগুলি থেকে বোঝা যায় তিনি জীবনের কোন না কোন সময় তান্ত্রিক যোগসাধনার সংস্পর্শে এসেছিলেন। 'লক্ষ্মী বলে ঐ জলে তলিয়ে গিয়ে খেলা ভাল / ওরে এ জীবনে জীবন গেলে পাবে চতুবর্গ ফল।' কিংবা 'এক নারীকে বুকে করো, অন্যজনে শিরে ধর, তিনজনে হয়ে সাকার, লক্ষ্মীর শেষ দিনে এসো ভৈরব।' —কথাগুলি সাংকেতিক। তন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত যোগীদের

"গিরিশবাবুর প্রতিবেশী এটর্নী প্রিয়নাথ বসুর মেয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর ছোট ছেলে কিরণচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৬০) বিয়ে দিলেন (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রিয়নাথের বড় ভাই দীননাথ ও মেজ ভাই কেশব সেনের বিশিষ্ট ভক্ত, কালীনাথ বসুর বাড়ীতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন। লক্ষ্মীবাবুর বাড়ীর অন্নপূর্ণা পুজোয় গিরিশচন্দ্র প্রসাদ খেয়ে বলেছিলেন, "লক্ষ্মীবাবুর সবই সুবন্দোবস্ত, বেগুনভাজা আর চাট্‌নি গরম খেতে নেই—ঐ দুটিই শুধু ঠাণ্ডা আর সব খাবার গরম।" (স্মরণিকা ১৯৮৭—মঞ্জু দত্ত)

কিরণচন্দ্রের নাট্যজীবনের হাতে খড়ি গিরিশচন্দ্রের হাতেই। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা হবে। আরও দ্রষ্টব্য; কবিতা, পরি—গ, ১৫৭ পৃঃ।

কথার মতন। তান্ত্রিক বিশুদ্ধতা তাঁর জীবনে কতখানি সক্রিয় ছিল তাঁর বড় প্রমাণ শেষ জীবনের কয়েক বছর (১৮৯৪/৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে) প্রতি মাসের অমাবস্যার তিমির রাতে নিজের শয়নকক্ষে মা জগদম্বার মৃণ্ময়ী প্রতিমা এনে ষোড়শ উপচারে পূজা করতেন, পূজা অন্তেই গভীর রাতে বিসর্জন দেওয়া হত। আজও এই রীতি তাঁর নির্দেশ মত উত্তর-সূরীরা পালন করছেন। আমরা শুনেছি, তিনি নিজেও কালীঘাটের বীরেশ্বর হালদারের কাছে পূর্ণাভিষিক্ত হয়েছিলেন। নিজে কোন গৃহ দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন নি। প্রতি অমাবস্যায় কালীপূজার আয়োজন এবং সদ্য বিসর্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বিশ্লেষণ—উপাসনার গানগুলির উৎস সম্পর্কে কমবেশি আলোচনা করা হল। এবার গানগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রয়োজন। গানগুলির মূল শক্তি সহজ সরল ভাষা; অকপট আত্ম-সমর্পণের বিশিষ্ট সুর। তিনি মায়ের সঙ্গে সর্বদা কথা বলছেন, কথার বিষয় রিপু দ্বন্দ্ব থেকে বিমুক্তি। কিন্তু এটি মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয়—তন্ময় মাতৃ আরাধনা, মাতৃশক্তির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস। আপেক্ষিক বিচারে এ বিশ্বাসকে সমালোচকগণ বলতে পারেন জীবন বিমুখ আত্মবিকার। অথবা জীবনভীতি। কিন্তু আমরা জানি শাক্ত কবিদের কণ্ঠেই প্রথম সর্ব তামস বিনাশী সত্যের প্রতি একাগ্রতা দেখতে পেয়েছি। খুঁজে পাওয়া গেছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিশিষ্ট সুর। তখন বোঝা যায় কেন কবিরা বহমান জীবনের উপরিতলে চিরাশ্রয়ী মাতৃরূপের কল্পনা করেন।*

---

* তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের গান "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।" অথবা "অনিমেষ আঁখি কে দেখেছে, যে আঁখি জগত পানে রয়েছে"। শশিভূষণ দাসগুপ্ত বলেছেন—"কোন শুভ মুহূর্তে হয়ত এই সাংসারিক সকল তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া মন অনেক উর্ধে এক সীমাহীন মহা-চৈতন্যে বিচরণ করিবার সুযোগ পায়"—(ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য পৃঃ ২২৯)

জীবন যেন অনিশ্চিত অসীম পথের যাত্রী। মাতৃকাতন্ত্র সেই অসীম মহাচৈতন্যের সাধনমার্গ। চলতি জীবন থেকে, নতুনতর জীবনের সন্ধান। একজন পরম সত্য আছেন, যিনি অজ্ঞাত অসীম। কেন তাঁকে সত্য, অসীম বলা হয়? কারণ তিনি রিপুহীন। ষড়রিপু শূন্য যিনি, তিনি অবয়বহীন নিরাকার। শাক্ত সঙ্গীতে আছে নিরাকারের সাধনা অর্থাৎ রিপুমোক্ষণের সাধনা। পরিশুদ্ধির সাধনা। মাতৃ-উপাসক লক্ষ্মীনারায়ণের শাক্ত সঙ্গীতগুলি—জীবন বিমুখ সুখ স্বপ্ন নয়। বরং জীবন সম্পন্ন সুস্থতা বোধের প্রতীক। অন্যভাবে বলা চলে গানগুলি পাশব সম্ভোগ, অত্যাচার ও শোষণের বিপরীত মার্গ। তাঁর গানের এক অংশে আছে, রিপু দ্বন্দ্ব থেকে বিমুক্তি। বা, প্রতিবদ্ধ-প্রমুক্তের বিরোধ। অন্য অংশে আছে প্রবুদ্ধের সাধনা।

রিপু-দ্বন্দ্ব [প্রতিবদ্ধ-প্রমুক্ত]

(ক) জ্ঞানাগ্নিরে জ্বালাইব, অভিমান আহুতি দিব
বিবেক অসিতে ছেদিব রিপু ছ' জনে ॥

(খ) ঘ'টেছে ব্যাধি, আমি নই ক বিরোধী,
কর্মফলের ভোগ আমি যাতনায় শোধি,

(গ) মন-ব্যাধি ব্যাধি হয় ছয়, তারা হয় নয়ছয়,
মম মন মুগ্ধ হয় ভাবিয়ে ও রূপরাশি ॥

আত্মসমর্পণ [বিমুক্তির বোধ]

(ক) জীর্ণ হ'ল তনু, অস্ত আয়ুঃ ভানু।
কাল ফিরিছে অণু—কখন কেশে ধরে ॥

(খ) নয়ন হেরে বামারে—মনের আঁধার গেল দূরে।
মন বলে—ত্বরা করে পায়ে ধরি বল ॥

(গ) পাপ চড়াতে লেগে তরী যদি না মা ভেসে উঠে।
ভক্তির কোদণ্ড দিয়ে ঐ চড়াটা দেমা কেটে ॥

প্রবুদ্ধ

(ক) নিরাকারা তারা তুমি বারেক হও মা সাকারা।
আদ্যাশক্তি মহামায়া চক্ষে হেরি পরাৎপরা ॥

(খ) পড়িয়ে পারের দায়ে এলাম সুরধুনী তীরে।
দীন দায়িক জেনে নাবিক তরী রেখেছেন ওপারে ॥

(গ) কেন রে চঞ্চল মন অনিত্য কর ভ্রমণ।
নিত্য-ধন সেই শ্যামার চরণ হৃদয়ে কর স্থাপন ॥

(ঘ) বিশ্বমাতা তুমি কর যারে ত্যাজ্য।
কি ফল তাহার ধনজন রাজ্য ॥

(ঙ) পাদপদ্ম বিকশিত, মন-অলি পিপাসিত।
মধুপানে লালায়িত হয়েছে মা বীণাপাণি ॥

(চ) হৃদে রাখি সে আকার দিয়েছে সে মনের দোর।

(ছ) মন তার পদ্মবনে হংসীরূপ-দরশনে।
হারাইয়ে বাহ্যজ্ঞানে করে বিচরণ ॥

সকল শাক্ত সাধকের মত লক্ষ্মীনারায়ণের গানগুলিতেও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তি জিজ্ঞাসা প্রতিফলিত। জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি যিনি, তিনি কেবল ভক্ত সাধক নন, জিজ্ঞাসু সাধক। তাঁর আরাধনার পুষ্পচন্দন, সমাজ প্রতিন্যাসে উদ্ভূত ক্রিয়াশীল ব্যক্তিসত্বা। এজন্য তাঁর গানের যে মাতৃবিশ্বাস তা কোন সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাস নয়। বাস্তব জীবনের কঠোর কঠিন আঁচে প্রস্তরীভূত সংশয় ও বেদনা সৃষ্টি করেছে পরম সত্যের অনুসন্ধান।

হরিপদ দত্ত (১৮৬৬—১৯৪২)

লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিপদ দত্ত। জন্ম ১২৭৩ বঙ্গাব্দ ভাদ্রসংক্রান্তি। শৈশবে বাগবাজার অঞ্চলে হরলাল মিত্র ষ্ট্রীটের আমতলা স্কুলে, তারপর ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে এবং শেষে ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি স্কুলে পড়াশুনা করেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়নকালে সহপাঠী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান অখণ্ডানন্দ স্বামী (১৮৬৪-১৯৩৭)।

কর্মজীবন—গোলাবাড়ী প্রেস হাউসে (বাগবাজারের একটি পাটকল) তিনি প্রথম টালি কেরানী হিসাবে প্রবেশ করেন, পরে সহকারী কেরানীতে উন্নিত হন। গোলাবাড়ী প্রেস হাউসেই তিনি বিয়াল্লিশ বছর কর্মসূত্রে নিযুক্ত ছিলেন। পিতা লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পর ১৭ মে ১৯০৫ সাল থেকে গোলাবাড়ী প্রেসে কন্ট্রাক্টর ও হেড এ্যাসিস্টেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ১৯২৮ পর্যন্ত সম্মানের সঙ্গে কাজ করেন।

বিবাহ—২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯১ বঙ্গাব্দে মাত্র আঠার বছর বয়সে নড়াইলের দত্তরায় বংশের জমিদার রামরতন রায়ের দৌহিত্র বরাহনগর নিবাসী প্রমথনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ কন্যা মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। হরিপদ দত্তের সাতটি পুত্র ও তিনটি কন্যা সন্তান।

চরিত্র—হরিপদ দত্ত ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত ধার্মিক ও ত্যাগী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে 'ঋষিকল্প' পুরুষ আখ্যা দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের ১ ফেব্রুয়ারী রবিবার তিনি পরলোক গমন করেন। স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় ১৯৫৪ ডিসেম্বরে।

মৃত্যু—হরিপদ দত্তের মৃত্যু সংবাদ আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা, অবতার এবং ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আনন্দবাজারে প্রকাশিত শোকসংবাদটি নীচে দেওয়া হল।

"কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী স্বনামধন্য লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত হরিপদ দত্ত মহাশয় গত ১৮ই মাঘ রবিবার সন্ধ্যা ৬-২৫ মিনিটের সময় পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, সরল চিত্ত, সদালাপী ব্যক্তি আজকালকার যুগে বিরল।

তিনি বহু হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া জনসেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ মিশন, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, বিবেকানন্দ সোসাইটি এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার আজীবন সদস্য ছিলেন।

তিনি নড়াইলের প্রতিপত্তিশালী জমিদার রামরতন রায় মহাশয়ের

দৌহিত্র প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, একমাত্র ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও সাতপুত্র তিনকন্যা এবং বহু পৌত্র-পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন।"

"আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের এই শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"*

[ছবিসহ সংবাদটি প্রকাশিত হয়]

নগেন্দ্রনাথ দত্ত (১২৭৬—১২৯৬ বঙ্গাব্দ)

লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যমপুত্র নগেন্দ্রনাথের খুব অল্প বয়সেই কীর্তনে অনুরাগ দেখা যায়। পল্লীর গোঁসাইপাড়ার আটচালা বাড়ীর হরিনাম সংকীর্তন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। উৎসবের সময় গোঁসাই বাড়ীর সংকীর্তন গৃহে কাগজ ও কাপড়ের বড় বড় অক্ষর কেটে নগেন্দ্রনাথ 'স্বাগতম', 'মহোৎসব' প্রভৃতি লিখতেন। এ ছাড়া ছিল নানাধরণের গৃহপালিত পশুপক্ষী প্রীতি।

বিবাহ—শ্যামপুকুর নিবাসী জমিদার রামধন মিত্রের প্রপৌত্রী চণ্ডী-মণির (পিতা—অম্বিকাচরণ মিত্র) সঙ্গে ১২৯৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে নগেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তাঁর একমাত্র পুত্র অমূল্যচরণ দত্ত।

মৃত্যু—১২৯৬ বঙ্গাব্দে চৈত্র মাসে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে দুরন্ত বসন্ত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। স্ত্রী চণ্ডীমণি দেবী ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ৭৬ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

* আনন্দবাজার পত্রিকা, বৃহস্পতিবার ২২।১০।১৩৪৮

কিরণচন্দ্র দত্ত (১৮৭৬-১৯৬০)

জন্ম—লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র কিরণচন্দ্র। হাওড়া জেলার উত্তর-ব্যাঁটরায় পৈত্রিক বাসভবনে জন্ম। বর্তমান ঠিকানা ৯ ঠাকুরদাস দত্তের প্রথম গলি। ৭ আষাঢ় ১২৮৩ বঙ্গাব্দ, চম্পক চতুর্দশী তিথি। ইংরাজী ২০ জুন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ।

শিক্ষা—ওয়েসলিয়ন মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। বর্তমানে চিৎপুর ব্রীজের কাছে, যেখানে বিবেকানন্দ মিশন, সেখানেই বর্তমান স্কুলটি ছিল। পরে হরলাল মিত্র ষ্ট্রীটের বাগ-বাজার সেমিনারীতে ভর্তি হন। এখানে এক বছর পাঠ গ্রহণের পর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় চিৎপুরে ব্রানটন্ ইনস্টিউশন-এ (Bronghton Institution) চলে আসেন। বিদ্যালয়টি বাংলার তৎকালীন এড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনারেল এল. পি. ডি. ব্রানটনের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর মেট্রোপলিট্যান ইনস্টি-টিউশানে (শ্যামপুকুর শাখা, নীলমণি মিত্রের বাড়ী) শিক্ষালাভ। এখান থেকেই তিনি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

কলেজ জীবনে প্রথমে ডাফ কলেজে পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। পরবর্তী জীবনে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এঁদের সঙ্গে কিরণচন্দ্রের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতা ও সমাজ সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগের ফলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। কবি-স্বপ্নের প্রাবল্য তাঁকে তখন অন্যপথে

পরিচালিত করে। কিন্তু আজীবন তিনি জ্ঞান রাজ্যের পথিক ছিলেন। তাঁর হোমস্টাডিতে যথেষ্ট সুনাম ছিল।*

কিরণচন্দ্রের সময়ে প্রেসিডেন্সিতে প্রথন কো-এডুকেশন পড়াশুনা শুরু হয়। প্রথম দুজন ছাত্রী হ'লেন রজনীনাথ রায়ের কন্যা কুমারী অমিয়া রায় এবং ডাঃ পি. কে. রায়ের কন্যা কুমারী চারুলতা রায়। তৃতীয় ছাত্রী শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের ডাঃ ফকিরচন্দ্র ঘোষের কন্যা কুমারী উষা ঘোষ।

কর্মজীবন—ছাত্রজীবনের শেষে উনিশ'শ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে মেসার্স ফিন্‌লেমিউর এণ্ড কোম্পানীর হেড অফিসে চা বিভাগের করেসপণ্ডেন্ট শাখার অন্যতম কেরানী হিসাবে কর্ম আরম্ভ করেন। পরে পিতা লক্ষ্মী-নারায়ণ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মেসার্স রেলি ব্রাদার্স-এর কাশীপুর জুট ও রানী প্রেস এর প্রেসিং ও এক্সপোর্ট-এর কনট্র্যাক্ট পাওয়ায় কিরণচন্দ্র ফিন্‌লেমিউর এণ্ড কোম্পানীর কাজে ইস্তফা দেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার এই কাজ শুরু করেন এবং ঐ সালের মার্চ মাসের ১৭ তারিখে কিরণচন্দ্র পিতার প্রতিনিধি হিসেবে ঐ ঠিকাদারী কাজের তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। ১৯০৩ সালের শেষ ভাগে রানী কলে পাকা গাঁট বাঁধবার রশি জোগানের চুক্তি হয়। কাশীপুর কলের মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল রেলের কাশীপুর শাখার একটি সাইডিং খোলা হয়েছিল। ঐ সাইডিং-এ রেল ওয়াগানে র‍্যালী ব্রাদার্স-এর এজেন্সি থেকে যে সব কাটা গাঁট আমদানি আসত তারও কন্‌ট্র্যাক্ট কিরণচন্দ্র পেয়ে-ছিলেন। কাশীপুর রানী ও ওয়াণ্ডির গুদামগুলিতেও আমদানী ঠিকা-দারের কাজও কিরণচন্দ্র পান। ১৯০৫ খ্রীঃ ১৬ মে লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের দেহত্যাগের পরদিন ১৭ মে থেকে উপরোক্ত ঠিকাদারী কাজগুলির

---

* সাহিত্য-সেবক মঞ্জুষা (১ খণ্ড)—শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত
জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র—ব্রহ্মগোপাল দত্ত
বংশ পরিচয় (সপ্তদশ খণ্ড, আশ্বিন ১৩৪৩)—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সংকলিত।

দায়িত্ব কিরণচন্দ্র গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে পোর্ট কমিশনের রেলের গাড়ীতে এবং নৌকায় পাটের কাঁচা গাঁট আমদানীর তদারকি ও ঠিকাদারী দায়িত্ব কিরণচন্দ্রের হাতে আসে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যালি ব্রাদার্স নতুন পাটকল প্রতিষ্ঠা করে। তার আমদানি, বাঁধাই ও রপ্তানীর দায়িত্ব নিয়ে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের পর র‍্যালি ব্রাদার্সের কাশীপুর কলে তুলা ও পশমের গাঁট বাঁধার ঠিকাদারী কাজের চুক্তি নিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর কাজ করেন।

প্রকৃতপক্ষে র‍্যালি ব্রাদার্সের কাশীপুর পাটকলে প্রধান ঠিকাদার হিসেবেই কিরণচন্দ্রের কর্মজীবনের সূচনা ও সমাপ্তি। তিনি এখানে ভূষিমাল ও পাটের গাঁট আমদানি-রপ্তানি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং তুলার গাঁট আমদানি রপ্তানির কাজও করতেন। র‍্যালি ব্রাদার্স যখন বনগাঁও-এর কাছে গোবরডাঙ্গায় দেশী পাট বাঁধবার কল স্থাপন করে তখন ঐ কল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে, কিরণচন্দ্র তার ঠিকাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপাতে কর্মচারী এবং কুলিগণের অবস্থা অসহ্য হয়ে উঠায় তিনি ঐ ঠিকাদারী কাজ পরিত্যাগ করেন।

দেশ বিভাগের কিছু আগে থেকেই কলকাতায় পাটের আমদানী রপ্তানী বন্ধ হতে থাকে এবং র‍্যালি ব্রাদার্স বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে ব্যবসা স্থানান্তরিত করে। তাছাড়া ঠিকাদারী শ্রমিক নিয়োগ নিয়ে র‍্যালি ব্রাদার্সে শ্রমিক ধর্মঘটও শুরু হয়েছিল। ঐ সময় তাঁর সঙ্গে র‍্যালি ব্রাদার্সের ব্যবসায়িক চুক্তি ও সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

বিবাহ—বাগবাজার অঞ্চলের বোসপাড়া লেনের দীননাথ বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এটর্নি প্রিয়নাথ বসুর চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী চারুবালা দেবীর সঙ্গে ২ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ (২১ মাঘ ১২৯৯ বঙ্গাব্দে) কিরণচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহের সময় চারুবালার বয়স মাত্র ৮ বছর ৪ মাস ২৯ দিন ছিল। ৩৩ বছর ৫ মাস ২৯ দিন বয়সে চারুবালা দেবী দেহত্যাগ করেন (২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রাদ্ধ সম্পর্কিত সংবাদ—

A sradh ceremony—The sradh ceremony of the wife of Babu Kiran Chandra Datt, the well-known Bengali writer and a land holder—and contractor of Baghbazar was celebrated on Wednesday last in a befitting manner. Alms were distributed among poormen of the locality numbring over 2000. Learned Pondits from various parts of Calcutta were invited and handsome cash presents were made to them. A very large number of Brahamins of Baghbazar were sumptuously fed and silver pieces and utensils ware presented to them. The departed lady was an ideal Lindu wife." Amrita Bazar Patrika, 6th April 1918

চারুবালা দেবী – চারুবালা দেবী অত্যন্ত সুগৃহিণী ও রন্ধন পটিয়সী মহিলা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী চারু-বালাকে আপন বধূমার মতোন গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ চারুবালা দেবীর হাতের রান্না খুব পছন্দ করতেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর শশি-নিকেতনে কিরণচন্দ্র সপরিবারে বাসকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, কয়েকজন গুরুভাই বিবেকানন্দ জননী ভুবনেশ্বরী দেবী এবং তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা ও দৌহিত্রী এসেছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভুবনেশ্বরী দেবীর দেখাশুনার দায়িত্ব চারুবালা দেবীর উপর অর্পণ করেন।*

* "স্বামীজী দেহ রাখার আগে রাজা মহারাজকে বলেছিলেন তিনি যেন একবার তাঁর মাকে (ভুবনেশ্বরী দেবী) জগন্নাথ দর্শন করিয়ে দেন। সেইমতোই এই ব্যবস্থা। কিরণচন্দ্র তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন—'বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা ও আমার জীবনের সম্পদ স্বরূপ।' শ্রীশ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভু দর্শন করে তিনি বলেছিলেন, 'দেখ বাবা, আমি দু'বার জগন্নাথ দর্শনে এসেছিলুম, কিন্তু দু'বারই রত্নবেদীর ওপর নরেনকে দেখেছিলুম, জগন্নাথ দেখতে পাইনি। আজ আমার জগন্নাথ দর্শন হোলো।"

চারুবালার মৃত্যুশয্যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিরণচন্দ্র কাশীধামের শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের দোতলার একটি ঘর, 'চারুস্মৃতি গেহ' উৎসর্গ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলনীর গৃহ নির্মাণে তিনি স্ত্রীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আর্থিক সাহায্য করেন।

"পূর্ণিমাটা কাটুক— স্বামী ব্রহ্মানন্দ কিরণচন্দ্রের স্ত্রীর হাতের রান্না পরম তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করতেন। মহারাজের কথায়, 'ওঁর হাতের রান্না খেয়েছি, উনি আমার মার মতন।' তিনি চারুবালাদেবীকে 'গদাইয়ের মা' বলে সম্বোধন করতেন। কই মাছ, পায়রাচাঁদা মাছ খুব পছন্দ করতেন। বলরাম মন্দিরে থাকাকালীন প্রতিদিন কিছু না কিছু রান্না লক্ষ্মীনিবাস থেকে পাঠান হত।

কিরণচন্দ্রের স্ত্রীর শেষ শয্যায় স্বামী ব্রহ্মাসন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ রোগীর শয্যায় বসে মাথায় হাত রেখে জপ করে আশীর্বাদ করে এসে, পাশের ঘরে কিরণবাবুকে বলেছিলেন, 'যদি পূর্ণিমাটা কেটে যায়, আর কোন ভয় নেই—' পূর্ণিমা আর কাটেনি। মাঘি পূর্ণিমার পুণ্য রাত্রে তিনি লোকান্তরিতা হন। (২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯১৮) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় স্বামী ব্রহ্মানন্দর নির্দেশে স্বামীজীর সেবক কানাই মহারাজ (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) কিরণচন্দ্রের সঙ্গে সারারাত শ্মশানে ছিলেন।" —স্মরণিকা '৮৭

মাধুরী নামক মাসিক পত্রিকা থেকে আমরা জানতে পারি—

"বিগত ১৩ই ফাল্গুন ১৩২৪ মাঘী পূর্ণিমার সুধাস্নাত রজনীতে মাধুরীর পরিচিত সুলেখক বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সাধ্বী-পতিব্রতা প্রিয়তমা সহধর্মিণী শ্রীমতী চারুবালা দত্তের অকাল বিয়োগ হয়। এই সদ্‌গুণসম্পন্না মহিলা আদর্শ হিন্দু গৃহিণী ছিলেন। তাই তাঁহার স্বর্গারোহণে তাঁহার সন্তপ্ত স্বামী হিন্দু ঋষিগণের ব্যবস্থানুযায়ী "চন্দন ধেনু শ্রাদ্ধ" মহাসমারোহে অনুষ্ঠান করেন। স্বাধ্বীর পুণ্যে গত শ্রীশ্রীদোল পূর্ণিমার দিন

তাঁহার আদ্যকৃত্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সার্দ্ধশতাধিক ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক, প্রভুপাদ গোস্বামীগণকে পূজা দান ও প্রায় দুই শতাধিক অনাথ নারায়ণগণকে কিছু কিছু দক্ষিণা দান করা হয়। এই শ্রাদ্ধের একটা নূতনত্ব এই যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বাঙ্গলাভাষার কবিতায় আমন্ত্রিত হয়েন, কিরণবাবুর অনেক কার্য্যেই আমরা এইরূপ নূতনত্ব লক্ষ্য করিতেছি। তিনি মাতৃভাষায় পরম অনুরাগী—তাহারই পরিচয় দিয়াছেন।" —মাধুরী, বৈশাখ ১৩২৫

পরবর্তীকালে তৎকালীন ঔপন্যাসিক শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় সাধ্বী মহিলা চারুবালার স্মরণার্থে "বাঙ্গালার রাণী" উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন।

কিরণচন্দ্র চারুবালার শ্রাদ্ধবাসরে 'চারুস্মৃতি' নামক একটি দীর্ঘ শোকগাথা প্রকাশ করেন। তার এক জায়গায় আছে—

"বহু বরষের স্মৃতি, মধুময়ী প্রীতি-গীতি,
মরম জুড়িয়া যার ধ্বনি নিত্য উঠে!
তারে কি লুকান যায়, বোধে শত-মুখে ধায়,
স্রোতস্বিনী বাধা পেলে যথা বেগে ছোটে!
ভেঙ্গেছে মরম-স্থান, চুরমার শত খান
তাই শোক মূর্ত্তিমান অন্তর-মাঝারে!
লইয়া তাহার ছায়া, প্রকটিত কাব্য-কায়া,
শতগুণে দীপ্ত যাহা মরমের দ্বারে!"

দীক্ষা—এক অলৌকিক উপায়ে কিরণচন্দ্রের দীক্ষালাভ হয়। একথা তিনি চিরদিন গোপন রেখেছিলেন। (প্রতি বছর পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে তিনি 'গুরু-পূজা' বলে যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন তাতে এ ঘটনার সাক্ষ্য আছে।) দেহত্যাগের কিছুদিন আগে তিনি পুত্র ব্রহ্মগোপাল দত্তের কাছে যেমন বলেছিলেন (৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৯) তা লিপিবদ্ধ হ'ল—"স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নেবার সংকল্প মনে মনে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সুযোগ হয়নি। বাবাকে বলতে পারিনি। এই অবস্থায় স্বামীজী

চলে গেলেন। মনে মনে ঠিক করেছিলুম আর কারও কাছে দীক্ষা নেবো না। তাঁকেই গুরুপদে বরণ করেছি। ......হঠাৎ একদিন স্বপ্ন দেখছি—ঠাকুর ও মা বেদীর উপর বসে আছেন—স্বামীজী বেদীর নীচে বসে। আমি গেছি। প্রণাম করামাত্র ঠাকুর স্বামীজীকে বললেন, 'ওরে, কিরণ আমাদের ; ওকে দেগে দে—' বলামাত্র স্বামীজী আমাকে দীক্ষা দিলেন। সেই মন্ত্র বরাবর জপ করতুম। কয়েক বছর বাদে একদিন মহানির্বাণ তন্ত্র দেখতে দেখতে বীজ মন্ত্রটি আমার ভুল হয়েছে বলে মনে হোল এবং মন অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠল। তন্ত্রের সঙ্গে আমার স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্রটি মিলছে না। মন বড় খারাপ হয়ে গেল। তখন শ্রীশ্রীমহারাজ বলরামবাবুর বাড়ীতে আছেন। তাঁর কাছে সব কথা জানালুম। তিনি সব শুনে বললেন, 'মা রয়েছেন—আপনি মার কাছে যান। ঠাকুর ও মার উপস্থিতিতে স্বামীজী দীক্ষা দিলেও ওটা ঠাকুরের আদেশে দেওয়া–ঠাকুরেরই দীক্ষা।'......মার কাছে যেতে কেমন ভয় হতে লাগল। শরৎ মহারাজকে সব বললাম। শরৎ মহারাজ সব শুনে বললেন, 'তুমি মার কাছে যাও, গিয়ে সব জানাও'। মার কাছে জানাতে ওপরে গেলুম। মা একলাই ছিলেন। ঘরে ঢুকতেই বললেন, 'না বাবা, ঠিক আছে, কোন ভয় নেই। শরৎকে বলো একটা দিন ঠিক করে দেবে।'

নির্দিষ্ট দিনে ঠাকুরঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, মা পূজোয় বসেছেন। পুজো সেরে আমায় ঘরে ডাকলেন। দরজায় খিল দিয়ে আর একখানি আসন পেতে আমায় বসতে বললেন। নিজেও পুজোয় বসে ধ্যানস্থ হলেন। খানিক পরে আমায় মন্ত্র দিলেন। তারপর বললেন, 'নরেন তোমায় যে মন্ত্রটি দিয়েছে, এবার সেটি আমায় বলো।' আমি বললুম ; শুনে তিনি বললেন. 'ও অক্ষরটা আগে পরে হয়েছে বলে তোমার সন্দেহ হয়েছে—ও ঠিকই আছে। তুমি আমার দেওয়া মন্ত্র জপ করবে, নরেনের দেওয়াও জপ করবে ; স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্রও শোধন করে নিতে হয়।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন লাভ—বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু ছিলেন কিরণচন্দ্রের সহপাঠী। তিনি স্কুলে যাবার পথে রাম বসুকে অনেক সময় ডেকে নিয়ে যেতেন। সাত/আট বছরের ছেলে,— মাঝে মাঝে দেখতেন একজন দাড়িওয়ালা গৌরবর্ণ মানুষ বলরামবাবুর বারান্দায় পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঐ সময়ে প্রথম দর্শনলাভ।

তিরোধান—জীবনের শেষ দশ বছর তাঁর রোগ ভোগের মধ্যে কাটে। বর্হিজগতের সঙ্গে তিনি প্রায় সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। সাহিত্য-সেবা, পারিবারিক ব্যবসা এবং জনসেবামূলক কাজ থেকে তিনি প্রায় অবসরই নিয়েছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দিক থেকেও তিনি আত্মমগ্ন ও অন্তঃস্থ হয়ে উঠেন। অবশেষে ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ বুধবার (৭ ডিসেম্বর ১৯৬০) তিনি লোকান্তরিত হন। মৃত্যু সম্পকিত শোক সংবাদ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, অমৃতবাজার এবং স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমরা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত মৃত্যু সংবাদ এবং শ্রাদ্ধবাসরে বিতরিত একটি শোক কবিতার উল্লেখ করছি।

আনন্দবাজারে প্রকাশিত প্রতিবেদন—

পরলোকে শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

(ছবিসহ সংবাদটি প্রকাশিত)

"কয়েক বৎসর যাবৎ রোগভোগের পর শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ৮৫ বৎসর বয়সে গত শুক্রবার বাগবাজারস্থ তাঁহার নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।"

"শ্রী দত্ত রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৪৭ সালের জন্য তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। তাঁহার লোকহিতৈষণা সকলের নিকট সুবিদিত।"

"১৮৭৬ সালে ব্যাটরায় শ্রী দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গত লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত ও পিতামহ ঠাকুরদাস দত্ত উভয়েই পাঁচালী গানের রচয়িতা ছিলেন। কবি, শিক্ষাবিদ এবং দেশপ্রেমিক হিসাবে শ্রী দত্ত সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার অসীম ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে জনসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।"

"শ্রীদত্ত আজীবন ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্ত এবং শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর একজন একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে যে কয়জন ভাগ্যবান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন শ্রী দত্ত তাঁহাদের অন্যতম। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি আজীবন সদস্য এবং বাগবাজার বিবেকানন্দ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদা মঠের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯১৭—১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদকও ছিলেন। ইহা ছাড়া কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকরূপেও তিনি কাজ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বশীলপদেও তিনি ৩০ বৎসরকাল যাবৎ অধিষ্ঠিত ছিলেন; তাঁহার রচিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থও আছে।"

"তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাগ্মী, পরোপকারী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে হারাইয়াছে।"*

---

* রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ (১১ ডিসেম্বর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

দুপুর রৌদ্রে সূর্য্য ডুবিল

'লক্ষ্মীনিবাস' আঁধারে ছায়

কনককান্তি—'কিরণ' রশ্মি

ছড়াতে আজি যে ওপারে যায় !

এ পারেতে কাঁদে পুত্র কন্যা,

আত্মীয় শতজন

প্রতিবেশি শত নরনারী যত,

শত শত অগণন

অশ্রু সজল নয়নে চায় !

২

গৌরব ভরা উজ্জ্বল মণি

সৌরভ ভরা কোমল প্রাণ ;

ভক্তি-রসের জ্ঞান-কর্মের

নিত্য 'ত্রিবেণী' উছলি প্রাণ

'অসীম' 'সসীম' মিলিত ওদেহে

গীত সুধা ভরা জানি,

পাষাণ গলাতে ঢালিতে অমৃত

'রামকৃষ্ণের' বাণী—

কলুষ-হারিণী মধুপ-গান ।

৩

'ঠাকুর-স্বামিজী'—কথা ও কাহিনী ;
জীবন্ত যেন বেদেরি ভাষা।
'ত্রিতাপ' জ্বালায় জ্বলে মরা জীবে,
ঢালিতে পরম পীযূষ আশা !
কথার কথা তো ! নাছিল যে তারা,
ছিল মধু প্রাণময় !
প্রকাশিত হ'ত কত রূপে রসে,
অভিনব অক্ষয় ! —
বেদের অমৃত ভাষা !

৪

কে ঢালিবে আজ সর্বজন-হিতে,
শান্তি-বারি নির্বিশেষে ;
অন্ধ জনারে কে দিবেগো আলো ;
মৃত জনে, এতো ভালবেসে
'চৈতন্য' লাগি 'ঠাকুরের' কৃপা
বিলায়েছ অকারণে
'শিব' ভেবে জীবে করুণা করিতে
শিখাইলে জনগণে,
বিলাতে নির্বিশেষে !

৫

'জীবন্মুক্ত' কহিত তোমারে
'নির্ম্মলানন্দ' মহারাজ—
'ঠাকুরের ছেলে' তোমাতে দেখেছে,
জীবন্ত যেন 'জনকরাজ' !

তুমি গো আনন্দ—ভক্তি-শ্রদ্ধা

তুমিতো প্রাণের গীতি

সবারে তুমি যে আপন করেছো

ঢেলেছো হৃদয়ে প্রীতি,—

তুমি তো জনকরাজ !

ধন্য হয়েছি তোমার স্পর্শে

ধন্য হয়েছি সবে,

মৃত্যু তোমারে না পারে হরিতে ! —

সকল হৃদয়ে রবে !

ইতি

তোমার প্রীতি আশীর্ব্বাদে মণ্ডিত

'সরোজ'

[সরোজকুমার মিত্র]

শ্রাদ্ধ বাসর—লক্ষ্মীনিবাস

বুধবার ৬ই পৌষ ১৩৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিকাগো বিজয় সংবাদে বাগবাজারে প্রথম ঐতিহাসিক অভিনন্দন সভা

কলকাতার টাউন হলে (৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) চিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামীজীর ঐতিহাসিক সাফল্য সম্পর্কে বিরাট নাগরিক সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েকদিন আগে, কালের নিরিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম চিকাগো স্বীকৃতি বাগবাজারে পালিত হয়েছিল। যেহেতু সংবাদটি অপরিচিত তাই অনেকেই ঐ সভা সম্পর্কে নীরব অথবা তথ্যের অপ্রতুলতায় বিমূর্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ আগষ্ট বাগবাজারবাসীগণ শ্রীশ্রীমদনমোহনজিউ এর বিরাট নাটমন্দিরে এক মহতী অভিনন্দন সভার আয়োজন করে। ঐ সভা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আজ কালগ্রাসিত। তবে দুটি প্রবন্ধ এবং একটি মিরার পত্রিকার সংবাদ ঐ অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করছে। পরোক্ষে সভা সম্পর্কে স্বামীজীর দুটি চিঠিতে বিশেষ কৌতুহল দেখতে পাওয়া যায়। ৩১ আগষ্ট আয়োজিত যে সভা তাকে 'মিরার' বলেছে (১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪)—"A few days before the great Town Hall meeting in honour of Vivekananda there was held a private meeting of friends at Baghbazar.*

মিরারের সংবাদ থেকে যদি আমরা সিদ্ধান্ত করি যে এটি রামকৃষ্ণ ভক্তদের একটি ঘরোয়া সভা, তাহলে সত্যের প্রতিষ্ঠা লঙ্ঘিত হবে। কারণ কিরণচন্দ্র ভারত সাপ্তাহিক পত্রিকায় (৩ বর্ষ, ভাদ্র ১৩৪৩,

---

* Page 52, Vivekananda In Indian Newspapers (1893-1902)

১০ সংখ্যা পৃঃ ২০৬-২০৭) 'বাগবাজার' নামক প্রবন্ধে জানিয়েছেন—এক, এটি কলকাতাবাসীগণের সভা। দুই, প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কিরণচন্দ্র দত্ত। তিন, সভার প্রধান বক্তা অন্নদাচরণ মিত্র। চার, সভায় এক সহস্র লোকের সমাগম হয়েছিল।*

ইতিহাসের স্বার্থে ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত বাগবাজারে আয়োজিত সভা সম্পর্কে কিরণচন্দ্রের স্মৃতিচারণটি নীচে দেওয়া হ'ল—

"আমেরিকা থাকাকালীন তাঁহার বিজয় ঘোষণায় বাগবাজারস্থ শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউঃ বিরাট নাটমন্দিরে কলিকাতাবাসীরা বাগবাজার বাসীগণের আয়োজনে প্রথমে সাধারণ সভায় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজকে অভিনন্দিত করেন। পরে টাউন হলে বিরাট সভা হয়। বাগবাজারের এই অভিনন্দন সভার বিষয় দেয়ালপঞ্জী (wall placard) দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়। প্রধান বক্তা অন্নদাচরণ মিত্র (পরে যোগী অন্নদাচরণ নামে পরিচিত) ,এবং প্রবন্ধ লেখক [কিরণচন্দ্র দত্ত] প্রধান উদ্যোক্তা। এই সভায় প্রায় এক সহস্র লোকের সমাগম হয়।"**

বাগবাজারের অভিনন্দন সভা সম্পর্কে স্বামী অমৃতানন্দ জানিয়েছেন—"কিন্তু টাউন হলের এই সভার পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিহ্নিত লীলাস্থল বাগবাজারের অধিবাসীরা বাগবাজারে ভক্ত প্রবর শ্রীযুক্ত গোকুল মিত্র মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউর শ্রীমন্দিরের বিরাট নাটমন্দিরে এক মহতী সাধারণ সভায় স্বামীজীকে অভিনন্দিত করেন। এই সভার উদ্যোক্তাগণের মধ্যে শ্রীকিরণচন্দ্র দত্তের (বিবেকানন্দ মিশনের বর্তমান সম্পাদক) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে সময় তিনি একজন যুবক মাত্র এবং ঐ তরুণ বয়সেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের

---

* মিরার (১৬. ৯. ১৮৯৪) টাউন হলে বিবেকানন্দ অভিনন্দনসভায় চার হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল বলে জানিয়েছে। তুলনায় বাগবাজারের সভাটি জনসংখ্যার বিচারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ !

** পৃঃ ২০৭, ভারত ৩/১০ ভাদ্র ১৩৪৩

মহিমা অনুভব করেন ও তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েন। ঐ সভায় প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল ও যোগী অন্নদাচরণ মিত্র মহোদয় অন্যতম প্রধান বক্তা ছিলেন।" [শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস, উদ্ভব ও প্রসার (২১), স্বামী অমৃতানন্দ, ভারত, ২ বর্ষ, ২ খণ্ড, ৪৩ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৩, পৃ—৮৬৫] এটি যে ঘরোয়া সভা ছিল না তার সাক্ষ্য আমরা 'মিরারে'ই পাই। মিরার বলেছে "All members of the Hindu Community were present here" এবং একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল—"conveying their thanks to the Swami for his powerul representations of Hinduism at the Parliament of Religions at Chicago" সভায় আলোচিত এবং গৃহীত প্রস্তাবটি স্বামীজীর কাছে পাঠান হয়েছিল। পণ্ডিত গবেষক শ্রদ্ধেয় শঙ্করীপ্রসাদ বসু পত্রটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "তাঁরা স্বামীজীর কথা তুলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীকে শিক্ষা দিতে ছাড়েন নি।..."

"স্বামীজীর পক্ষে এটি ধৈর্য ধরে পড়া সম্ভবপর ছিল বলে মনে করি না।" [সমকালীন ভারতবর্ষ ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৫] এবং মদনমোহন জিউ সভার উদ্যোক্তাদের কিছু অসুখী ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত করেছেন। অথচ আমরা জানি বাগবাজারবাসী সম্পর্কে স্বামীজী অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। চিকাগো বক্তৃতায় তাঁর সাফল্য সম্পর্কে বাগবাজারবাসীগণ কিছু করুক এটি তাঁর কাম্য ছিল। ৯ এপ্রিল ১৮৯৪ নিউইয়র্ক থেকে আলাসিঙ্গাকে লেখা একটি পত্রে স্বামীজী বলেছেন—"ঠিক বলতে পারি না, তবে বোধ হয় **কলকাতার গিরিশ ঘোষ আর মিঃ মিত্র আমার গুরুদেবের ভক্তদের দিয়ে কলকাতায় ঐরূপ সভার আহ্বান করাতে পারে।** যদি পারে ত খুব ভালই হয়। কলকাতায় ওরা পারে ত সভা করে ঐ একই রকম প্রস্তাব করিয়ে নিতে বলবে। কলকাতায় হাজার হাজার লোক আছে যারা আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। [পত্রাবলী, ১ম, দ্বি-স পৃঃ ১৬৪]

বাগবাজারের সভা সম্পর্কে বিস্তারিত না জানার মূল কারণ তথ্যের স্বল্পতা। কিন্তু একথা ঠিক যে, স্বামীজীর প্রত্যাশিত সাফল্যে প্রথম বিস্ময় প্রকাশ করেছিল বাগবাজার। তরুণ কিরণচন্দ্রের উদ্যোগে কলকাতা থেকে সর্বপ্রথম প্রতাপ মজুমদারের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আমেরিকায় স্বামীজীকে এবং ধর্মমহাসভার কর্তাব্যক্তিদের কাছে হিন্দুধর্মের যথার্থ প্রতিনিধি যে স্বামী বিবেকানন্দ—সে কথা ঘোষণা করে পত্র পাঠানো হয়েছিল। যদি "বিবেকানন্দ নামক মানুষটিকে আমেরিকা ভারতকে দান করে থাকে", তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি বিবেকানন্দ বাগবাজারের দান, কলকাতাকে। কারণ মদনমোহন জিউ মন্দির এবং টাউন হল—উভয় সভার নেপথ্য নায়ক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং স্বামী অভেদানন্দ ও সহযোগী প্রধান উদ্যোক্তা তরুণ কিরণচন্দ্র। কিন্তু সংবাদ পত্রে তাঁরা উচ্চ কণ্ঠ ছিলেন না। অথচ মহেন্দ্রনাথ দত্ত তার স্মৃতিকথায় এ বিষয়ে সদর্থক মন্তব্য করেছেন।*

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি বাগবাজারের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের যে প্রতিলিপি স্বামীজীর কাছে পাঠান হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন কোন সমালোচক যে মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ নয়। কারণ যুগ পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাবাসীদের কাছে স্বামীজী সম্পর্কে যে ধারণা, তা বিংশ শতাব্দের স্বামীজী-ধারণার সঙ্গে আদৌ সম্পৃক্ত নয়। কলকাতাবাসীরা যে পত্র পাঠিয়েছিল তার বিষয় সম্পর্কে আজ হয়ত আমোদ সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু ঐ সময় স্বামীজীর কাছে ঐ পত্রের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।** হিন্দুধর্ম এবং ভারতবাসীর স্বার্থে

---

* "কালীবেদান্তী মহা উদ্যমে কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রলোকেদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ......কিন্তু কেবল বাঙ্গালীকে লইয়া সভা করিলে তো আর চলিবেনা, সেইজন্য বড়বাজারে মাড়োয়ারীদিগেরও নিকট যাইতে লাগিলেন।" পৃ ১১৮, ঘটনাবলী (৩য়) আষাঢ় ১৩৩৩, প্র. সং।

১১ জুলাই ১৮৯৪ আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গাকে লেখা একটি চিঠি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চিঠিতে বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে স্বামীজীর উৎকণ্ঠা, তাঁর

স্বামীজী নামক মানুষটি সুদূর আমেরিকায় ভারতবাসীর কাছ থেকে কি জাতীয় উত্তাপ আশা করছেন এবং কেন আশা করছেন তার উত্তর আজকের পাঠকের কাছে যে মাত্রায় প্রতিফলিত; তার থেকে বেশি মাত্রার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল স্বামীজীর। ঐ সময় স্বামীজী

প্রচারিত ধর্ম ও দর্শনের উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য সেই সংগে কলকাতাবাসী-গণের কাছে তাঁর প্রত্যাশা প্রণিধানযোগ্য। চিঠির বিশেষ অংশগুলি তুলে ধরছি—

ক. 'সভার খানকতক প্রস্তাব ডাঃ ব্যারোজকে পাঠাবে—তার সঙ্গে একখানা পত্র লিখে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেবে এবং উহা আমেরিকার কতকগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ করবে—মিশনারীরা আমার নামে এই যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে যে আমি কারও প্রতিনিধি নই—এতেই তার উত্তম প্রতিবাদ হবে।'

খ. 'গত বছর আমি কেবল বীজ বপন করেছি—এই বছর আমি ফসল কাটতে চাই।'

গ. 'কলকাতাতে লেখ, তারা আমার ও আমার কাজ সম্বন্ধে কাগজে যা কিছু বেরোয়, কিছুমাত্র বাদ না দিয়ে যেন পাঠায়—তোমরাও মাদ্রাজ থেকে পাঠাতে থাক। খুব আন্দোলন চালাও।'

ঘ. 'যে প্রস্তাবগুলি সভায় পাশ হয়েছে, সেগুলি ধর্মমহাসভার সভাপতি, চিকাগো, ডাঃ জে. এইচ ব্যারোজকে পাঠাবে এবং তাঁকে অনুরোধ করবে যে, ঐ প্রস্তাব ও পত্র যেন তিনি খবরের কাগজে ছাপান।'

ঙ. 'সব চেয়ে দস্তুর অনুযায়ী উপায় হচ্ছে ডাঃ ব্যারোজকে পাঠান ও তাঁকে কাগজে প্রকাশ করতে অনুরোধ করা। আমি এসব কথা লিখছি, তার কারণ এই যে, আমায় মনে হয় তোমরা অন্য জাতের আদব, কায়দা দস্তুর জান না। যদি কলকাতা থেকেও বড় বড় নাম দিয়ে—এই রকম সব আসে, তাহলে আমেরিকানরা যাকে বলে Boom, তাই পাব (আমার স্বপক্ষে খুব হুজুক মেতে যাবে) আর যুদ্ধের অর্ধেক জয় হয়ে যাবে। তখন ইয়াঙ্কিদের বিশ্বাস হবে যে, আমি হিন্দুদের যথার্থ প্রতিনিধি বটে, আর তখনই তারা তাদের গাঁট থেকে পয়সা বার করবে।'

[পত্রাবলী ১ম ভাগ ২য় সং পৃঃ ২০৭—২১১]

অধীরভাবে অপেক্ষা করতেন ভারত থেকে প্রেরিত নানা চিঠিপত্রের জন্য, যে চিঠিপত্রে ব্যক্তিগত সংবাদের সঙ্গে থাকবে আমেরিকায় ধর্ম-মহাসভার সাফল্য প্রসঙ্গে দেশ ও জাতির প্রতিক্রিয়া।

কিরণচন্দ্র বাগবাজারে আমেরিকায় স্বামীজীর সাফল্য সম্পর্কে আয়োজিত সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই উপেক্ষিত সত্যটি স্বামীজীর জীবনালোচনায় আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কারণ, যে ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর বাগবাজারে ধন্যবাদ সভাটি সংগঠিত হয়েছিল, সেই পটভূমিকার ইতিহাস আজ উন্মোচিত। আমরা জানি, স্বামীজীর বিরুদ্ধে প্রতাপ মজুমদারের অপপ্রচার, মিশনারী আক্রমণ এবং 'প্রতারক' স্বামীজী সম্পর্কে আমেরিকাবাসী একাংশের ভূমিকা। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত স্বামীজীর পত্রাবলীগুলি পরপর পড়ে গেলে দেখা যায়, আমেরিকায় তাঁকে কি ভাবে পরিচয়-পত্রহীন অহিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ঐ সময়কালে লিখিত স্বামীজীর চিঠিগুলি থেকে দেখা যায় হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে ভারতবাসীর অকারণ নীরবতায় তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এমন চিঠি—যে চিঠিতে থাকবে হিন্দুধর্মতত্ত্ব এবং স্বামীজী সংক্রান্ত সপ্রশংস মন্তব্য। চিঠিতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সুচিন্তিত প্রসঙ্গগুলি স্বামীজীকে বোঝানোর জন্য নয়; স্বামীজীর অভীষ্ঠ অনুযায়ী বিবেকানন্দ বিরোধী প্রচারে উত্তরদানের জন্য। এ ক্ষেত্রে আরো একটি চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গ আসে। কলকাতার টাউন হলে গৃহীত প্রস্তাবগুলির যে মুদ্রিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তা বাগবাজারের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের প্রায় দশগুণ। সেই বিরাট বিবরণের অনেক অংশের সঙ্গে মিরার পত্রিকায় প্রকাশিত বাগবাজার সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মিল রয়েছে। আমরা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে টাকির জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও বিতরিত টাউন হলের বক্তৃতার কয়েকটি অংশ তুলে ধরছি। যা থেকে ৩১ আগষ্টের চিঠির তাৎপর্য বুঝতে সুবিধে হবে।

১। 'তিনি [স্বামীজী] হিন্দুর আত্মবিদ্যার কথা লইয়া আমেরিকায়

চর্চ্চা করিয়াছেন তাই আজ এত আনন্দের দুন্দুভি বাজি-তেছে—।' ভূদেব কবিরত্ন, তদেব Appendix পৃ—২

২। 'বিবেকানন্দের মূলে যাঁহার শক্তি কার্য্য করিতেছে, বিবেকানন্দরূপ ফুল, যাহা হইতে রস পাইয়া ফুটিয়াছেন, সেই মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের নামে সকলে একবার জয়ধ্বনি করি।' মনোরঞ্জন গুহ, তদেব পৃ—৭

৩। '...in Europe are beginning to think in the same direction—that the true path of human salvation lies in Hinduism and Hinduism alone.' তদেব Narendranath Sen Resolution I p—10

৪। 'He has made the Bhagabat Gita his constant companion, for I am told, he is always found carrying the Gita in his pocket'. তদেব Reso—I page 7

মিরারের সংবাদ তুলনা করুন :

[১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪]

১। "...As this letter sets forth some of the leading positions taken up by him with reference to Hinduism—positions which the Indian public is really anxious to get familiar with",

২। "Following your great master, the Lord Ramkrishna Paramahangsha Deva at whose hallowed feet you enjoyed in common with many othere equally fortunate brethern the rare privilege of receiving your Spiritual education."

৩। "Thus the natural relation subsisting either as between individuals or as between nations is one of Holy Brotherhood—another cardinal principle taught by Hinduism."

৪। 'you say, after the Divine Teacher in the Gita, that this

is to be accounted for by the different conditions...."

[সূত্র : Vivekananda in Indian Newspaper (1893-1903)]

এখানে মনে রাখা দরকার কলকাতার টাউন হলে সর্বোচ্চ সংবর্ধনার আগে ৩১ আগষ্ট ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে ঐতিহাসিক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল এবং তখনও তিনি (স্বামীজী) কলকাতা-র সাধারণ জনমানসে অপরিচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' অথবা পরিচিত 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত'।

সুতরাং বাগবাজারে মদনমোহন জিউ নাট মন্দিরে অনুষ্ঠিত ধন্যবাদ সভা এবং তদ্‌সংক্রান্ত স্বামীজীকে প্রেরিত পত্র আমোদের বিষয় নয় বরং বলা চলে আমেরিকায় বিবেকানন্দ প্রেরিত বাণীকে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়। ঐ সভা স্বামীজী-বিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিল। স্বামীজী নিজেই ডিসেম্বর মাসে একটি পত্রে জানিয়েছেন কখন এবং কোন্‌ পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতাবাসীগণের পাঠান চিঠি পত্রের গুরুত্ব অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে। সেটি ডিসেম্বর মাসের কথা আগষ্ট মাসের নয়—"যদি ভারতের ঐ রকম মিশনারীদের আক্রমণ সম্বলিত কোন কাগজ আমাকে পাঠাও, তা হলে তা জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দেব। আমাদের কাজের জন্য একটু হুজ্জতের দরকার হয়েছিল—এখন যথেষ্ট হয়েছে। এখন আর লোকে এখানে বা সেখানে আমার পক্ষে বা বিপক্ষে ভালমন্দ কি বলছে, সেদিকে আর লক্ষ্য করো না।"

[আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত চিঠি। ২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৪, যুক্তরাজ্য আমেরিকা। পত্রাবলী, ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৯৮-২৯৯]

সুতরাং মদনমোহন জীউর নাটমন্দিরে আহূত সভা স্বামীজী সম্পর্কে 'অসুখী ব্যক্তিগণের' সভা নয় বরং আমেরিকায় স্বামীজীর সাফল্য সম্পর্কে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম ঐতিহাসিক ধন্যবাদ সভা, যার প্রধান উদ্যোক্তা কিরণচন্দ্র।

স্বামীজীর সঙ্গে কিরণচন্দ্রের প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়

মদনমোহন জিউর নাট মন্দিরে কিরণচন্দ্র বিবেকানন্দ ধন্যবাদ সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, একথা আমরা আগে বলেছি। কি ভাবে তিনি স্বামীজী সম্পর্কে এত গভীর শ্রদ্ধা সংগ্রহ করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। সম্ভবতঃ গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অভিনয় সূত্রে এবং পিতা লক্ষ্মীনারায়ণের বন্ধু হিসেবে গিরিশচন্দ্রের স্নেহ ও ভালবাসা কিরণচন্দ্র পেয়েছিলেন। সেইসময় তিনি আলমবাজার মঠেও যাতায়াত করতেন। এভাবে বিবেকানন্দ অনুধ্যানে তাঁর হাতেখড়ি হয়। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের সুযোগ লাভ তাঁর তখনও ঘটেনি।

স্বামীজী আমেরিকায় দীর্ঘকাল কাটাবার পরে কলকাতায় যখন প্রত্যাবর্তন করলেন ঐ শুভদিনে [২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭] স্বামীজীর সঙ্গে কিরণচন্দ্রের প্রথম পরিচয় লাভ। তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ভোর-বেলায় শিয়ালদহ স্টেশনে হাজির হয়েছিলেন। জাহাজ খিদিরপুরে* এলে স্পেসাল ট্রেনে চেপে সকাল ৭॥টার সময় স্বামীজী শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেছিলেন। স্বামীজী ট্রেন থেকে নেমে ভীড়ের মধ্যে পাগড়ি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিপুল অভ্যর্থনা, জয়ধ্বনি। পুষ্পমাল্যভূষিত বিবেকানন্দ ইংরাজ শিষ্যগণকে সঙ্গে নিয়ে একটি চার ঘোড়ার গাড়ীতে চড়েছিলেন। উৎসাহী যুবকবৃন্দ ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই গাড়ী টানতে লাগলেন। ঐ যুবকদলের মধ্যে ছিলেন কিরণচন্দ্র। [যে সমস্ত যুবকবৃন্দ ঐ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয়ে সঙ্ঘের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ সম্পর্কে একটি তালিকা স্বামী অমৃতানন্দ 'ভারত' পত্রিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

* বা, বজবজে (?)

যেমন ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন কাঞ্জিলাল, শরৎচন্দ্র সরকার, যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত (ভুঁদিবাবু), প্রিয়নাথ সিংহ, ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ, শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য মণি গুপ্ত, অভিনেতা ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মতিলাল, রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব, বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু, স্বামী প্রেমানন্দের সহোদর শান্তিরাম ঘোষ, ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ, এবং কিরণচন্দ্র দত্ত। (ভারত, ২ বর্ষ ৪২ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৪৩ পৃঃ ৮৪৩)]

কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর গাড়ীতে আবার ঘোড়া সংযুক্ত করা হয়, গাড়ী রিপণ কলেজের কাছে পৌঁছলে কলেজের মধ্যে স্বামীজীকে নিয়ে গিয়ে কলকাতার পক্ষ থেকে সাময়িক অভ্যর্থনা জানান হয় এবং বিশেষ অভ্যর্থনা এক সপ্তাহ পরে জানান হবে বলে ঘোষণা করা হয়।* তারপর

* স্বামীজীর গুরুভাইরা গান গেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। মর্মস্পর্শী গানটি গিরিশচন্দ্রের রচনা। গানটি এই—

সাহানা—ধামার

ভুবন ভ্রমণ কর, যোগিবর, যার ধ্যানে।
তাহারি সন্তানগণে, চেয়ে আছে পথ পানে॥
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা,
মোহিলে মানব-চিত, প্রভুর গৌরব গানে।
নানাদেশে নানাভাবে জয়ধ্বনি একতানে॥
রামকৃষ্ণ হৃদেশ্বর, হৃদয় আকৃষ্ট কর,
ইষ্ট পূজা পূর্ণতব, পুলক আলোকদানে।
জন-মন পুলকিত, মোহ নিশা অবসানে॥

[ভারত, বৈশাখ ১৩৪৩ পৃঃ ৮৪৩]

শোভাযাত্রার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্তের উল্লেখ করেছেন স্বামী অমৃতানন্দ—

"রিপণ কলেজে ঢোকবার জন্য বহুলোক যখন ঠেলাঠেলী করছে, সেই ভীড়ের মধ্যে ৺অপরেশবাবু পড়ে গিয়েছিলেন, বহুলোক তাঁকে মাড়িয়ে গিয়েছিলেন, এমন সময় শ্রীশ্রী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীযুত মণী গুপ্ত মহাশয় অপরেশবাবুর ঐ অবস্থা দেখতে পেয়ে অতি কষ্টে ভীড় রোধ করে অপরেশবাবুর প্রাণ রক্ষা করেন।"

"স্বামীজী ঐ সভায় কয়েকটিমাত্র কথা বলে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

গাড়ী বাগবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। বাগবাজারে নন্দলাল বসুর প্রাসাদোপম বাড়ীতে শোভাযাত্রা শেষ হয়। দোতলার বিরাট হল ঘরে স্বামীজীকে নিয়ে আসা হল। সেখানেই গিরিশচন্দ্র স্বামীজীর সঙ্গে কিরণচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেন।

এর কিছুদিন বাদে (১ মে ১৮৯৭) স্বামীজী বলরাম মন্দিরে একটি সঙ্ঘ বা মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য সভা আহ্বান করেন। বলরাম মন্দিরে অনুষ্ঠিত ঐ উদ্বোধনী সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন কিরণচন্দ্র। ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ প্রস্তাবগুলি বলছিলেন আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নোট করে নিচ্ছিলেন।

স্বামীজী স্মৃতির স্থিরচিত্র

[মূলতঃ চিকাগো বক্তৃতার পর থেকে কলকাতাবাসীর কাছে স্বামীজী বিশেষভাবে পরিচিত হতে থাকেন। এরও কিছু আগে থেকে কিরণচন্দ্র আলমবাজার মঠে যাতায়াত শুরু করেন। যদিও পিতার কঠিন ব্যক্তিত্বের অনুশাসনে তিনি সাধু সঙ্গের কথা বাড়িতে গোপন রাখতেন। শেষে, চিকাগো বক্তৃতার শেষে বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে প্রত্যাগত স্বামীজীর সঙ্গে এক মহতী অভিনন্দন সভায় সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ। স্বল্প সময়ের জন্য স্বামীজীর সঙ্গ ও আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন তিনি। অবশ্য কলকাতাবাসী অনুরাগীজন অত্যন্ত অল্প সময়খণ্ডে স্বামীজীর নিকট-আশ্রয় লাভ করেছিলেন। স্বামীজীর স্মৃতির কোন লিখিত ভাষ্য তাঁর নেই। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে তিনি

পথিমধ্যে বিডন স্ট্রীট নিবাসী ৺নীলকমল মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র (এম্. এল্. সি.) মহাশয়ের পরিবারস্থ পুরমহিলাগণ, সে যুগে কলিকাতা নগরীর রাজপথে এসে স্বামীজীকে পুষ্প-মাল্যাদি দিয়ে অর্চনা ও শঙ্খধ্বনিসহ আরতি ও বরণ করেন।" তদেব পৃঃ ৮৪৪

দীক্ষাগুরুর যে স্থির-স্মৃতি রোমন্থন করেছেন তা তাঁর পুত্র ব্রহ্মগোপাল দত্ত "জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেই স্মৃতি চিত্রগুলি আমরা সাজিয়ে দিলাম।]

ফল্‌স্‌ টক্—"স্বামীজীর সহিত পরিচয় হইবার পর হইতে কিরণচন্দ্র তাঁহার নিকট যাতায়াত সুরু করেন। বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে স্বামীজী আসিলে প্রায় নিত্যই তাঁহার নিকট যাইতেন। সেই সময় একদিন স্বামীজী মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন, সঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ ও কিরণচন্দ্রও আছেন। গিরিশচন্দ্রের সহিত কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় স্বামীজী বলিলেন—

"দেখ G. C. (গিরিশচন্দ্রকে স্বামীজী এই নামেই ডাকিতেন) তুমি যাই বল, সাড়ে তিন হাতের মধ্যে সেই বিরাট পূর্ণব্রহ্ম কখনও আসিতে পারে না"। গিরিশচন্দ্র বলেন "হ্যাঁ হয়, কেন হবে না"। তর্ক শুরু হইল। কেহই নিজ মত ছাড়িতে রাজী নন। ক্রমে বিতর্ক উচ্চগ্রামে উঠিল। স্বামীজী শান্তভাবে প্রতিবাদ করিয়া চলিয়াছেন কিন্তু গিরিশচন্দ্র ক্রমেই উত্তেজিত। তর্কের বিষয়বস্তু শ্রীভগবান নরদেহ গ্রহণ করিয়া আসিতে পারেন কী না? বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল—গিরিশ আর নিজেকে সামলাইতে পারিতেছেন না, স্বামীজীও গিরিশচন্দ্রকে ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছেন। শেষে গিরিশচন্দ্র চিৎকার করিয়া মাটিতে হাত চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন "হ্যাঁরে শালা এসেছে, আমি দেখেছি"। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিরিশকে আলিঙ্গন করিলেন। দোতলা হইতে সিঁড়িতে নামিবার সময় স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে বলিতেছেন "G. C.-র সঙ্গে দুটো false talk করা গেল। আমার গুরুর এমন একজন শিষ্য রয়েছে যাকে বিশ্বাসের অটল পাহাড় থেকে কেউ নামাতে পারবে না।" তদেব পৃঃ ৫

ব্রহ্মচর্য—"আর একদিনের কথা। বলরাম মন্দিরে দোতলার সিঁড়ির পাশে ছোট ঘরে (বর্তমান ঠাকুর ঘর) স্বামীজী কৌপীন মাত্র

পরিয়া একহাতে মাথা রাখিয়া হেলান দিয়া শুইয়া আছেন এবং মনো-যোগের সহিত বই পড়িতেছেন। কিরণচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজার পাশে বসিয়াছেন। এত মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন যে কিরণচন্দ্রের উপস্থিতি জানিতেও পারেন নাই। কিরণচন্দ্র লক্ষ্য করিতেছেন যে তিনি খুব তাড়াতাড়ি পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া যাইতেছেন—অত কম সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃষ্ঠা পড়া সম্ভব নয়, এরূপ চিন্তা করিতেছেন। সমগ্র পুস্তকটা ঐ ভাবে পাঠ সাঙ্গ করিবার পর কিরণচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি পড়িল। জিজ্ঞাসা করিলেন কিরে কখন এলি। কিরণচন্দ্র বলিলেন কিছুক্ষণ হোলো এসেছি। প্রণাম করিয়া বলিলেন আপনি বইটা দেখিতেছিলেন, তাই বিরক্ত করিনি। স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন "দেখছিলাম কি রে, সব বইটা পড়া হয়ে গেল"। বলিয়াই বইটা কিরণচন্দ্রের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন "তুই আমায় জিজ্ঞাসা কর যেখান থেকে ইচ্ছা, আমি বলে দেবো।" কিরণচন্দ্র কিছু প্রশ্ন করিতে সাহস পাননি। কিছুক্ষণ থামিয়া স্বামীজী বলিতেছেন "এটা কী রকম জানিস যখন ছোট ছেলে অ আ শেখে, তখন অ-কেই দেখে পাশেই আ আছে দেখতে পায় না. আবার যখন আ দেখে" পাশেই অ আছে দেখতে পায় না, আ টাই দেখে। কিন্তু এখন তোর সামনে প্রথম ভাগটা খুলে দিলে, অ থেকে ঔ পর্যন্ত একসঙ্গে দেখতে পাবি। আবার সব বইয়ের সবটা দেখতেও হয় না। গোড়ার দিকে ২।৪ খানা পাতা আর মাঝের ও শেষের ২।৪ খানা উল্টালেই বোঝা যায় বইটাতে কী আছে; সব দেখবার দরকার হয় না। ওটা কিছু নয়, খালি "ব্রহ্মচর্য" "ব্রহ্মচর্য"।" তদেব পৃঃ ৬

নরেন স্বামী—আর একদিন বলরাম মন্দিরে স্বামীজী শান্তিরামবাবু (শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের কনিষ্ঠ সহোদর)-কে বলিলেন, "শান্তিরাম একটা তানপুরা যোগাড় করে আনতে পার, গান গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে"। শান্তিরামবাবু বলিলেন, "আপনার ঘরে কিরণ তো বসে আছে, ওকে বলুন না। ওর বাবার ৩।৪টা তানপুরা আছে"। স্বামীজী

ঘরে প্রবেশ করিয়া কিরণচন্দ্রকে বলিলেন, "হ্যাঁরে শান্তিরাম বলছে তোদের বাড়ীতে তানপুরা আছে। একটা নিয়ে আসতে পারিস? গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে।" কিরণচন্দ্র তৎক্ষণাৎ একটা তানপুরা লইয়া গিয়া স্বামীজীর সম্মুখে রাখিলেন। স্বামীজী তানপুরা লইয়া মহাখুসী। আবার বলিলেন "তানপুরা তো আননি, পাখোয়াজ বাজাবে কে"? একটু হাসিয়া আবার বলিলেন "ছাখ কিরণ, একটা কাজ করতে পারিস"? কিরণচন্দ্র সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলে বলিলেন "গঙ্গা-ধারে যেতে সরকার বাড়ী লেনে জগন্নাথ-বাড়ী আছে জানিস? ঐখানে রাধিকা মোহন্ত থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলবি আপনাকে নরেনস্বামী ডাকছেন। বিবেকানন্দ স্বামী বলিসনি, বলবি নরেনস্বামী। উনি দক্ষিনেশ্বরে ঠাকুরের সামনে কয়েকবার বাজিয়েছেন"। কিরণচন্দ্র রাধিকা মোহন্তকে স্বামীজীর কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, "ও নরেন-স্বামী ডাকছেন, নরেনস্বামী ডাকছেন: চল চল, নিশ্চয়ই যাবো"। বৃদ্ধ রাধিকা মোহন্তজী সাদা দাড়ি নাড়িয়া, খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ কিরণচন্দ্রের সঙ্গে বলরাম মন্দিরে আসিয়া স্বামীজীর সহিত মিলিত হইলেন। বহুদিন পরে স্বামীজীকে পাইয়া মোহন্তজী খুবই আনন্দিত। স্বামীজীও মোহন্তজীকে আলিঙ্গন করিয়া পুরানো দিনের কথা বলিতে লাগিলেন। পরে গানের আসর বসিল—সেদিন স্বামীজী অনেক রাত্রি পর্যন্ত গান করিয়াছিলেন।"* তদেব পৃঃ ৭

* "রাধিকা মোহান্ত স্বামীজীকে 'নরেনস্বামী' নামে অভিহিত করিতেন এবং স্বামীজীও তাহাকে রাধিকা মোহান্ত বলিয়া ডাকিতেন। ইনি দক্ষ মৃদঙ্গী ছিলেন....প্রবন্ধ লেখকের [কিরণচন্দ্র] মনে আছে স্বামীজী একদিন শ্রীবলরাম মন্দিরে—তখন সবেমাত্র আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন —গান করিবার জন্য ভক্তগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে প্রবন্ধ লেখককে তাঁহাদের বাড়ী হইতে একটী বড় তানপুরা আনিতে ও রাধিকা মোহান্তকে পাখোয়াজ সহ ডাকিয়া আনিতে আদেশ করেন।' শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, এম. আর. এ. এস [বাগবাজার (পশ্চিম ও পশ্চিমপ্রান্ত) ; ভারত ৩য় বর্ষ আশ্বিন ১৩৩৩ ১৫ সংখ্যা, পৃঃ—৩১১]

ভক্তিমান লোক—বলরাম মন্দিরে থাকাকালীন একদিন তিনি বেলুড় যাবার পথে নৌকা ধরিবার জন্য রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট দিয়া গঙ্গার ধারে যাইতেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন শ্রীশ্রীমহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মন্ত্রশিষ্য শ্রীপুলিন মিত্র—কিরণচন্দ্রের বন্ধু। ১ লক্ষ্মী দত্ত লেন বাড়ীটি দূর হইতে দেখা যাইত, সামনে কোন পাকা বাড়ী ছিল না। ১নং বাড়ীর উপর স্বামীজীর দৃষ্টি পড়িতেই জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে পুলিন, এ বাড়ীটা কাদের রে"। পুলিনবাবু বলিলেন "এইটাই তো কিরণদের বাড়ী, ওর বাবা লক্ষ্মীনারায়ণবাবু তৈরী করেছেন"। স্বামীজী বাড়ীটির দিকে দেখিতেছেন আর বলিতেছেন "বাড়ীটাতে স্বত্ত্বগুণ মাখানো—কিরণের বাবা খুব ভক্তিমান লোক নারে"? স্বামীজীকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া পুলিনবাবু আসিয়া কিরণচন্দ্রকে স্বামীজীর কথাগুলি বলিয়া যান।" তদেব পৃঃ ৮

শুচিতা—"বেলুড় মঠের পুরাতন মঠবাড়ীর পূর্বদিকের দালানে গঙ্গাভিমুখে স্বামীজী বসিয়া আছেন। আশেপাশে সিঁড়িতে ও সামনের ছোট মাঠে কয়েকজন ভক্ত বসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন ও তাঁহার অমৃত বাণী শ্রবণ করিতেছেন, সেখানে কিরণচন্দ্রও আছেন। কিছুক্ষণ বাদে কিরণচন্দ্র উঠিয়া গেলেন এবং Visitor's room-এর কোণে [উত্তর দিকে প্রস্রাবের জন্য একটা বাঁধান জায়গা ছিল, এখন আর নাই] নর্দমায় প্রস্রাবান্তে আবার সিঁড়িতে আসিয়া বসিলেন। স্বামীজীর কথাবার্তা চলিতেছে, কিন্তু কিরণচন্দ্রের যাওয়া ও প্রস্রাবান্তে ফিরিয়া আসা স্বামীজীর দৃষ্টি এড়াইল না। আলোচনান্তে কিরণচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, তুই পেচ্ছাপ করে এলি, শৌচ ত করলি না। এই কাপড়ে এখনি ঠাকুর ঘরে যাবি, কখনও অমন করিসনি, পেচ্ছাপ করলেই শৌচ করতে হয় বুঝলি।"

অন্যান্য সময়েও কখনও কখনও কিরণচন্দ্রকে বলিয়াছেন "রোজ একটু ফল খাবি, ফল খেলে হাড়ের জঙ্গ ছেড়ে যায়"; "লুচি খাওয়া ভাল নয়, ও রুগীর পথ্যি। লাল আঠার রুটি খাবি"; "পাঁউরুটি কাঁচা খাবি

না, ভাল করে toast করে খাবি।" তদেব পৃঃ ৯

আত্মারাম বস্—"১৮৯৮ খৃঃ আরম্ভে ১৩০৪ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিন, ২৫-এ মাঘ, রামকৃষ্ণপুরের ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত নবগোপাল ঘোষ নূতন বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা উৎসবের বিরাট আয়োজন করেন। নবগোপালবাবু সদ্য প্রত্যাগত স্বামীজীকে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করাইবার সঙ্কল্প করেন; স্বামীজীও ইহাতে সম্মত হন। স্বামীজী নৌকাযোগে রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইয়া খালি পায়ে খোল বাজাইতে বাজাইতে 'দুঃখিনী ব্রাহ্মনী কোলে' গানটি গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতে থাকেন। রাস্তার দুধারে তখন জনতার ভিড় প্রচুর। সকলেই অবাক হইয়া দেখিতেছে বিশ্ববিজয়ী বীর বিবেকানন্দ অতি সাধারণভাবে নগ্নপদে কীর্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন। কিরণচন্দ্রও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।" তদেব পৃঃ ১১

এ সম্পর্কে "ভারত" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ—

"৬ই তারিখ সকালে স্বামীজী ও অন্যান্য অনেক সাধু ব্রহ্মচারী নীলাম্বরবাবুর বাগান বাড়ী থেকে তিনখানা নৌকায় চড়ে আন্দাজ বেলা ৯টার সময় রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে পেঁছুলেন। নৌকা থেকে নেমে গঙ্গার ঘাট থেকে নবগোপালবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় এক মাইল পথ স্বামীজী নগ্নপদে খোল বাজাতে বাজাতে কীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে "দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটির ঘর" এই গানটি গাইতে গাইতে চলতে লাগলেন। স্বামীজীর তপ্তকাঞ্চননিভ দেহ, ভুবনমোহন দৃষ্টি, সুমধুর কণ্ঠস্বর, অপূর্ব ভাব সকল লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রল ও রাস্তার দুধারে লোক দাঁড়িয়ে গেল। যেন নিমাই নদীয়ার পথে চলেছেন।······তারপর পূজার আসনে উপবেশন করে কিছুক্ষণ ধ্যান করবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিখানি নিয়ে "আত্মারাম বস্" এই কথা বলে সিংহাসনের উপর ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যথাবিধি পূজা করলেন। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দ তন্ত্রধারক হয়েছিলেন। পূজার শেষে কি বলে ঠাকুরকে প্রণাম করা

হবে এই নিয়ে আলোচনা হ'ল কেননা তখনও ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্র নির্দিষ্ট হয় নি। তখন স্বামীজী মুখে মুখে এই মন্ত্রটি বলেন ঃ

"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বপ্রথম একজন কায়স্থ জাতীয় গৃহস্থ ভক্তের গৃহে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেন।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস, উদ্ভব ও প্রসার। স্বামী অমৃতানন্দ। ভারত পৃঃ ১১৫-১১৬ ৩য় বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪৩।

উদ্বোধন পত্রিকা ও কবি কিরণচন্দ্র

বাংলা সাহিত্যে সাময়িক পত্রের আবির্ভাবের পিছনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি বড় ভূমিকা ছিল। ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িকপত্রের প্রয়োগ ও প্রয়োজন বাংলার চিন্তাশীল জগতে ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকে। রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্য-সেবী ও চিন্তানায়কগণ সকলেই আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে সাময়িকপত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত উদ্বোধন পত্রিকা (১৮৯৯, ১৪ জানুয়ারী, বাংলা ১৩০৫, ১ মাঘ) বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে একটি অভিনব সংযোজন। একদিকে 'তত্ত্ববোধিনী'র মত চিন্তাশীল প্রবন্ধ অন্যদিকে 'সাধনা' ও ভারতী'র সাহিত্যধারা 'উদ্বোধন' পত্রিকার আস্বাদ রস। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে উদ্বোধন পত্রিকার একটি সামাজিক-রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। কিন্তু বর্তমানে তা আমাদের আলোচ্য নয়।

আমরা দেখতে পেয়েছি স্বামীজী কিভাবে এক তরুণ লেখক সম্প্রদায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দানুরাগী ভক্ত সমাজ নয়, এক

তরুণ ও কৃতবিদ্য কবি ও প্রাবন্ধিক সম্প্রদায় গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা বিভিন্ন সমালোচকগণ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন নি। কিন্তু উদ্বোধন পত্রিকার লেখক সম্প্রদায়ের সাহিত্যরীতি ও বিষয় অনুসন্ধান করলে বিবেকানন্দ গবেষণার বিষয় অধিকতর অধিগম্য হয়।

পত্রিকাটি পাক্ষিকরূপে (১৪ জানুয়ারী ১৮৯৯) আত্মপ্রকাশ করলে যুবক কিরণচন্দ্র প্রথম থেকেই ঐ পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। পত্রিকা প্রকাশে একদিকে অর্থাভাব অন্যদিকে বিবেকানন্দের অনুরাগ ও ভালবাসা, মাঝখানে ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত; যিঁনি শুরু থেকেই পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রক, প্রচারক এবং আরো অনেককিছু। এই পত্রিকায় সাহায্যকারী হিসেবে কিরণচন্দ্রের ভূমিকা কতখানি তার কোন প্রামাণিক সূত্র নেই; কারণ উদ্বোধন পত্রিকার সূচনাপর্বে কে কিভাবে সাহায্য করতেন, সে-জাতীয় স্মৃতিকথা আজও অপ্রকাশিত। আমরা জেনেছি, কিরণচন্দ্র ঐ পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন কেবল লেখক হিসাবে নয় কর্মী হিসাবেও।*

"'উদ্বোধন' পত্রিকা ছাপা সুরু হইলে স্বামীজী স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজকে সকল ভার অর্পণ করেন। কম্বুলিয়াটোলায় রামচন্দ্র মৈত্র লেনে ছাপাখানা ছিল; স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ থাকিতেন বসু পড়ায় ডাঃ শশীভূষণ ঘোষের বাড়ীতে। সেই সময় স্বামীজী কিরণচন্দ্রকে আদেশ করেন 'গ্যাখ্, সারদা তোদের বাড়ির কাছে থাকে, উদ্বোধনের কাজ একলা পেরে ওঠে না, ওকে সাহায্য করিস।' তদবধি কিরণচন্দ্র উদ্বোধনের জন্য ছাপাখানায় যাওয়া, প্রুফ দেখা, লেখকদের

* স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন পত্রিকার গ্রাহক ও সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কখনও কখনও তিনি উদ্বোধনের জন্য বাগবাজার পল্লীর যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। [উদ্বোধনের জয়যাত্রা—উদ্বোধন সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৫৪] বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ৫ম খণ্ড পৃঃ—৫৪

বাড়ী যাওয়া ইত্যাদি নানাভাবে সারদা মহারাজকে সহায়তা করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করেন। প্রথমবর্ষ হইতে কিরণচন্দ্র লেখকের তালিকা-ভুক্ত হন।" জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র পৃঃ ৩৯

পুত্র ব্রহ্মগোপাল দত্তের পুস্তিকা থেকে বুঝতে পারা যায় কিরণচন্দ্র উদ্বোধনের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন, তাঁর পরোক্ষ প্রমাণ অবশ্য উদ্বোধন নিজেই। ১৩০৬ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩২৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত একটানা বাইশ / তেইশ বছর কিরণচন্দ্র উদ্বোধনে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প লিখেছেন। তাঁর উদ্বোধনে প্রকাশিত প্রথম কবিতা 'শান্তি' একটি সনেট। শান্তি সন্ধিৎসু কবি মনের নানা জিজ্ঞাসা কবিতাটিতে প্রতিধ্বনিত। এরপর 'স্মৃতি', 'ব্রহ্মজ্যোতি', 'গুরুপূজা' (স্বামী বিবেকানন্দকে নিবেদিত) প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি প্রতি পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে উদ্বোধনে কবিতা লিখতেন। উদ্বোধনে স্বামীজীর কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন কিরণচন্দ্র। আমরা তা পরিশিষ্টে সংযোজন করেছি।

উদ্বোধনে প্রকাশিত কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ', 'কাশীপঞ্চক', 'মহাপুরুষের মহাসমাধি'। ঐ পত্রিকায় তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ও জীবনী লিখেছিলেন। সেগুলি যথাক্রমে বিহারীলাল চক্রবর্তী, স্বামী বিবেকানন্দ, বিপিনবিহারী, সিস্টার নিবেদিতা, প্রিয়নাথ চক্রবর্তী, এবং নগেন্দ্রনান্দনী ঘোষের জীবন ও সাধনাকে কেন্দ্র করেই লিখিত। কিন্তু উদ্বোধন পত্রিকার সব থেকে বিতর্কিত বিষয়, কিরণচন্দ্রের 'কারিষ্টু' নামক একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ। এই গল্পটি প্রকাশিত হবার পর 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। তাঁর সমালোচনার অন্যতম একটি লাইন ছিল, ভাষার দারিদ্র্যে গল্পটি মাটি হইয়াছে'—ঐ তীক্ষ্ণ সমালোচনার পর কিরণচন্দ্র লেখা বন্ধ করেন এবং সঙ্কল্প করেন, যতদিন না ভালভাবে লিখতে পারেন ততদিন আর ছাপার জন্য লেখা দেবেন না। "কয়েকমাস উদ্বোধনে কিরণচন্দ্রের লেখা বন্ধ। ইহার কিছুদিনের মধ্যে তিনি বেলুড় মঠে

গিয়েছেন ; তখন কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ভক্তগণকে লইয়া স্বামীজী পাদচরণা করিতেছিলেন—সঙ্গে ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজও আছেন। কিরণচন্দ্র প্রণাম করামাত্র ত্রিগুণাতীত স্বামীকে, স্বামীজী বলিলেন, "হ্যাঁরে, কিরণের লেখা কয়েকমাস দেখছি না কেন"? (জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র পৃঃ ৪০) এরপর স্বামীজী এক অসাধারণ উক্তি করেন সেই উক্তির সঙ্গে স্বামীজীর অন্যত্র লিখিত বাংলাভাষা ও সাহিত্য-চিন্তার মিল আছে।* উক্তিটি এরূপ—

ভাবরাজ্যের ঐরাবৎ—"তিনি [ত্রিগুণাতীত] উত্তরে বলিলেন, "এই দেখনা—ওর একটি লেখা ক'মাস আগে বেরিয়েছিল, সুরেশ সমাজপতি তার তীব্র সমালোচনা করেছে।** তাই ও লেখা বন্ধ করেছে আর লিখছে না।" পথ চলিতে চলিতে কথা কহিতেছিলেন, ত্রিগুণাতীত স্বামীর কথা শোনামাত্র স্বামীজী পিছনের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন ও সিংহবিক্রমে কিরণচন্দ্রকে বলিলেন "ন্যাখ আমরা ভাবরাজ্যের ঐরাবৎ। ভাবের সমুদ্র তোলপাড় করে দিয়ে চলে যাবো। ভাষা ব্যাটারা গড়ে

"My ideal of language is my Master's language, most colloquial and yet most expressive. It must express the thought which is intended to be conveyed"—[On Language] Page 259
Complete works of Swami Vivekananda Birth centenary Edition 1963 vol—V
"Language is the vehicle of ideas. It is the ideas that are of prime importance, language comes after. Does it look well to place a monkey on a horse that has trappings of diamonds and pearls ?" [The Bengali Language] Page 188
Complete Works of Swami Vivekananda. vol-VI Birth Centenary Edition, 1963

** 'ভাষার দারিদ্র্যে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তের অনুবাদিত 'কারিষ্ঠু' গল্পটি মাটী হইয়াছে।' সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০৬, ১০ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা পৃ—২৬৭।

নিক। আমরা ভাষা দিতে আসিনি ; বাঙ্গলা ভাষার এখনও গঠনের যুগ। ঐ রকম গল্প, ত্যাগ, বৈরাগ্য, আত্মোৎসর্গের আদর্শ যে কোনও ভাষায় পাবি তর্জমা করে দিবি।" সারদা মহারাজকে বলিলেন, "কিরণের লেখা যেন ছাপা হয়।" [তদেব পৃঃ ৪০]

উদ্বোধন পত্রিকায় কবি কিরণচন্দ্রের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে যুবক কিরণচন্দ্রের আধ্যাত্মিক শুদ্ধি ঘটতে থাকে। একদিকে দেববোধন অন্যদিকে আত্মনিবেদন—এই দুই সমান্তরাল প্রণতি তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে। এক নৈব্যক্তিক ভালবাসার আর্তিতে তিনি কখনও নিরুদ্দেশ হন আবার কখনও বা ফিরে আসেন, আপন সংস্কারে। "শুধু সংস্কার বসে / আজীবন নানা রসে / ঘুরিতেছি একি বিড়ম্বনা।" / —(বন্দনা পৃঃ ৫৯) কিংবা "কি আনন্দ ভাসে এ বিশ্ব সংসারে,/ বসুন্ধরা শ্যামা আলোক সাজে ! / কি আনন্দ আহা ! পুরব গগনে— / মোহন মধুর নূপুর বাজে !" —(বন্দনা পৃঃ ৩৪)

উদ্বোধনে প্রকাশিত কবিতাগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে বিবেকানন্দের সংস্পর্শে ও পরিমণ্ডলে আসার পর থেকেই কিরণচন্দ্রের কবিসত্তায় এক অপ্রতিরোধ্য আধ্যাত্মিক জারণ শুরু হয়। কবিমনের বাসন্তিক নির্যাস, যা ছিল, 'প্রাণ কাড়া ধীরা সৌদামিনী'—এবং 'সুখ শান্তি আরাম দায়িনী'। সেটি যে স্থায়িত্ব ও স্থিতির ব্যাকুলতামাত্র। কারণ তিনি উদ্বোধনে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকেই হৃদয়ের দেববৃত্তি কেন প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে না এই প্রশ্ন তুলেছেন 'আত্মনিবেদন' কবিতায়। শেষে শিষ্য হিসাবে বিবেকানন্দের কাছে প্রার্থনা করেছেন, 'হে বিবেকানন্দ স্বামী, / তুমি দেব অন্তর্য্যামী, / তব কাছে মুক্ত এ অন্তর !" —(বন্দনা পৃঃ ৫৮)

বীণাপাণি এবং পূর্ণিমা এই দুইটি সাহিত্য পত্রিকায় তরুণ কিরণচন্দ্র ছিলেন কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনুরাগী ও অনুগামী কবিপুরুষ। সেখানে মানবিক স্বপ্নের পরিকাঠামো. প্রেম ও ঊষা। ঘনীভূত সৌন্দর্যের তন্ময়তায় তিনি যাত্রা করেছিলেন নিরুদ্দেশের দেশে।

সম্ভবতঃ সকারণ স্বামীজী শিহরণ, তাঁর কবিসত্তার দিক পরিবর্তনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

রামকৃষ্ণ-কবিতা ও কবি কিরণচন্দ্র

শুভ শঙ্খ বাজে আজি উদ্বোধন মহামন্ত্রে,
বিশ্ব প্রাণ জেগে ওঠে নব প্রাণ হৃদি যন্ত্রে।

এটি একটি রামকৃষ্ণ সঙ্গীতের অংশ, রচয়িতা কিরণচন্দ্র। বিবেকানন্দ জীবন্মুক্ত কবির অন্তরে যে জাগরণের বীজ বপন করেছিলেন কবিসত্তার আত্মপ্রকাশে সে বীজ হয়েছে মহীরুহ। যৌবনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কর্ম থেকে কর্মান্তরে প্রবেশ করেছেন তিনি অথচ তাঁর সব কাজের মধ্যে কবিসত্তার তিনটি তার বাজত। কিরণচন্দ্রের লেখায় রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ কিভাবে ফুটে উঠেছে তা জানলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বাংলাকবিতাকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল তার কিছু চিত্র উদ্ধারও সম্ভব। কিরণচন্দ্রের জীবনে রামকৃষ্ণ এবং স্বামীজী পরম আশ্রয় হয়ে উঠায় তাঁর ভক্তি গানগুলি এক অন্তর্লীন আত্মনিবেদনের সুরে পরিপূর্ণ।

'গদাই' অবতার ; অবতার বরিষ্ঠ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—কেবল এই আধ্যাত্মিক পরিচয়ে তাঁকে চিনিয়ে দিতে স্বামীজীও চান নি, স্বামীজী যা চাইতেন, কিরণচন্দ্র তাকেই আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে ফুটিয়ে তুলেছেন একটি গানে। তিনি, 'নিত্য নিরঞ্জন' বা 'এসেছে দীনের বন্ধু রামকৃষ্ণ দয়াময়' কিংবা

"গদাই পুরুত বেশে দীনতায় অতুলন
চল ভাই চল ত্বরা জাগিয়া উঠিছে ধরা
শুষ্ক তরু মুঞ্জরীছে পেয়ে পদ পরশন"

চিত্রটিতে রামকৃষ্ণ ত্রাতা, উদ্বোধন ও জাগরণের প্রতীক। আর একটি গানে তিনি বলছেন রামকৃষ্ণ 'অজ্ঞান তিমির নাশক' এ কথা প্রকৃতি জানে। তা হলে জ্ঞানসূর্যের আবির্ভাবে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া কি হবে?" উত্তর এই রকম ঃ

ফুলে ফুলে সাজি কেন কেন আজি

প্রকৃতি করিছে খেলা।"

এখানেই রামকৃষ্ণ সঙ্গীতে শিল্পীর গবাক্ষ উঁকি মারছে।

একথা সত্য, তাঁর গানে এক অখণ্ড ভক্তিস্রোত প্রবাহিত। সেই স্রোতের চালিকা শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। এজন্য যুক্তিবাদের তরবারিতে, চার্বাকীয় তত্ত্বে অনেক গান ও কবিতাই হবে খণ্ডিত। প্রমাণাভাবে ইন্দ্রিয় অধিগম্য না হওয়ায় প্রত্যক্ষতা হারাবে কবিতার যুক্তিবাদ ও ও আধুনিকতা। কিন্তু কবি কিরণচন্দ্রের কাব্য জগৎ যে তন্ময় গীতি স্রোত সৃষ্টি করেছে আত্ম-নিবেদন ও ভক্তি-মাধুর্যে তা আধুনিক গীতিকবিতার সমতুল্য।

লোকগুরু শ্রীবিবেকানন্দ বিষয়ক কবিতায় কিরণচন্দ্র

জ্ঞান বর্মে ঢাকা তনু হৃদে ভক্তি স্রোত অনু,

করেতে কর্মের ধনু,

বিজিত হে বীরগণ।

[প্রকাশকাল : পৌষ—কৃষ্ণাসপ্তমী ১৩১১]

কবিতাটিতে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। লোকগুরু স্বামীজীর রজশক্তির পূর্ণচিত্র এই কবিতা। গিরিশচন্দ্র কবিতাটির প্রশংসা করে বলতেন—"কিরণ এক লাইনে, নরেনকে এঁকে দিয়েছে।" জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের ত্রিবেণীসঙ্গম যিনি—সেই বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিরণচন্দ্রের অনুধ্যান তাঁর বেশ কিছু কবিতা ও গানে রয়ে গেছে। যেমন—

"পূরব দুয়ার খুলে কে এল রে ধীরে ধীরে,

জ্বালিয়া জ্ঞানের দীপ আঁধার বঙ্গের ঘরে।

নিখিল চন্দ্রমা—জ্যোতি,
কে তুমি গো মহামতি,
দ্বিতীয় ভাস্কর ভাতি বিশ্বভূমি আলো করে।”

[পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী ১৩১০]

গানটি কেবল বিবেকানন্দ বন্দনা নয়। স্বামীজী যে তিমির হননের শক্তি, দ্বিতীয় ভাস্কর। তারই চেতনায় আলোকিত এই গান। স্বামীজী সূর্যের মতো জাজ্বল্যমান ছিলেন শিষ্য ও ভক্তদের মনে। এ জন্য বারবার কবিতাগুলিতে সূর্য প্রতীক হয়েছে। অবশ্য সেই সূর্য নিছক আত্মমুক্তির দুঃস্বপ্ন নয়। তাঁর গুরুপূজাকেন্দ্রিক প্রতিটি কবিতায় নর-নারায়ণের দুঃখ প্রতিকারের শপথ ধ্বনিত। যেমন স্বামীজী ঐ সময় শিষ্য সম্প্রদায়ের কাছে ছিলেন ‘দীন নারায়ণ অনাথ সেবক / মানব-পূজায় মানব-পূজক।’ অথবা ‘মায়া মোহ বিদূরিত, / নরহিত ব্রতধারী। /’ এই গান ও কবিতাগুলি গুরুকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ‘জ্ঞান-ঘন-মূর্তি’ শ্রীবিবেকানন্দ কিরণচন্দ্রের কাছে, কি আকারে উপস্থিত ছিলেন তার কিছু উল্লেখ করা হলো। গভীর জিজ্ঞাসার জন্য পাঠকের কাছে কিরণচন্দ্র রচিত দুটি কাব্য-পুস্তিকা ‘বন্দনা’ ও ‘অর্চনা’ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক গানগুলি পড়তে অনুরোধ করছি।

স্বামীজীর আমেরিকায় প্রকাশিত পুস্তকাবলীর প্রথম এজেন্ট কিরণচন্দ্র

আমেরিকায় প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থগুলি ভারতে প্রচারের কাজে কিরণচন্দ্র অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম দিকে কলকাতার কোন পুস্তক ব্যবসায়ী স্বামীজী রচিত গ্রন্থে অর্থলগ্নী করতে চাননি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নির্মলানন্দ যখন নিউইয়র্কে তখন তিনি কিরণচন্দ্রকে এ ব্যাপারে পত্র লেখেন। ফেব্রুয়ারী মাসের ১৬ তারিখে কিরণচন্দ্র এজেন্ট হওয়ার সম্মতিসূচক উত্তর পাঠান। স্বামী নির্মলানন্দ ছিলেন বেদান্ত পাবলিকেসান কমিটির চেয়ারম্যান। যদিও তিনি বইপত্র ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসায়িক দিক দেখাশুনা করতেন না। এ জন্য সম্পাদক হিসাবে শ্রীমতী এল. এফ. গ্লেন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ অক্টোবর কিরণচন্দ্রকে একটি চিঠি লেখেন।*

চিঠিটি আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর ভারতীয় এজেন্ট টমাস কুক এণ্ড সন্সের মাধ্যমে কিরণচন্দ্রের হাতে আসে। প্রথম পর্যায়ে স্বামী-বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলীর আটটি সেট এবং স্বামী অভেদানন্দ রচিত 'সেলফ নলেজ' গ্রন্থের আটটি কপি পাঠান হয়েছিল। এবং এজেন্ট হিসাবে প্রাপ্যলাভের সবটুকুই কিরণচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের সেবায় ব্যয় করেছিলেন। শ্রীমতী গ্লেন ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠিতে বলেছেন, (২০ ফেব্রুয়ারী ১৯০৬) "আমি নিশ্চিত যে বেদান্ত গ্রন্থগুলির ক্রমবর্ধমান বাজার অবশ্যই তৈরী হবে, এবং যারা এখনও বেদান্ত সাহিত্যের সংস্পর্শে আসেননি, তাদেরও গ্রন্থগুলি নজরে আসবে।"

---

* পরিশিষ্ট ক পৃ— ৭১ এল. এফ. গ্লেনের চিঠি দ্রষ্টব্য।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি (১৯১৬-২৬)

[বাগবাজার]

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি কিরণচন্দ্রের মুখ্য প্রচেষ্টায় বাগবাজারে গড়ে উঠেছিল। পল্লীর ছাত্র ও যুবক সমিতির যাবতীয় কাজের দায় ও দায়িত্ব পালন করত। কিরণচন্দ্র এই সোসাইটি স্থাপনের অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পেয়েছিলন? সেই অনুপ্রেরণার মৌল উৎস অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ। গৃহী ভক্ত সমাজ পল্লীর দারিদ্র্য দূরীকরণে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করুক, এই ইচ্ছা শ্রীরামকৃষ্ণের শিব জ্ঞানে জীব সেবার মহৎ বাণীর মধ্যেই রয়েছে। কিরণচন্দ্র ৫ - ৭ বার্ষিক কার্যবিবরণে জানিয়েছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির মুখ্য কাজ, 'নিখিল জীব সেবাব্রত'। আর ঐ কাজের আশীর্বাদক 'যুগাবতার মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব'। এবং 'বিশ্বমানব পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ মহারাজ'। পল্লীর অনাথ নারায়ণের সেবা ও পূজা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল।

উপরের বাৎসরিক প্রতিবেদনে সম্পাদক হিসাবে কিরণচন্দ্র জানিয়েছেন—"নানা দৈব-দুর্বিপাক, নানা অর্থকষ্ট, নানা আধিভৌতিক তাপে ক্লিষ্ট বর্তমানের দেশবাসী ও পল্লীবাসীগণ অদ্যাবধি এই লোক-কল্যাণকর অনুষ্ঠান বজায় রাখিয়া ইহাকে দিন দিন পুষ্ট করিতেছেন ইহাই আমরা শ্রীভগবানের আশীর্বাদ মনে করি।"

[কার্যবিবরণ, আশ্বিন ১৩২৯]

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির কার্যপ্রণালী সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য ও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, এবং

দু-একটি বার্ষিক কার্যবিবরণ থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক দিক, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে যা জানতে পারা গেছে তা হল—সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ষের সভাপতি ছিলেন—শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ। কার্যালয়—২৪এ লক্ষ্মী দত্ত লেন, বাগবাজার।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—লোকহিত ও লোককল্যাণ—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সেবাধর্মের আদর্শ। কিরণচন্দ্রের পুত্র অকাল প্রয়াত কালীকৃষ্ণ দত্ত সমিতির প্রধান কর্মী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সোসাইটির কাজ বিঘ্নিত হয়। প্রতি রবিবার অনাথনারায়ণের সেবার জন্য কালীকৃষ্ণের নেতৃত্বে ছাত্র ও যুবক পল্লীর প্রতিটি বাড়ীতে চাল ও টাকা পয়সা, ইত্যাদি ভিক্ষা করতেন। সমিতি তার কাজকে বিবেকানন্দের মানব পূজা যজ্ঞের আহুতি মনে করত। বাৎসরিক কার্যবিবরণ (৫।৬।৭ বর্ষে) থেকে দেখা যায় পল্লীর একটি ব্যাপক অংশের মানুষের মধ্যে সমিতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁরা যে কোন দানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবরণীতে মুদ্রিত করতেন। দরিদ্র পল্লীবাসীর বিবাহে, পড়াশুনায়ে তাঁরা সাহায্য করতেন। এছাড়া অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ ছিল আর একটি কাজ। প্রতি বৎসর বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সমিতি তার কার্যবিবরণী মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করত। যাঁরা দরিদ্র নারায়ণ সেবার পুরোভাগে থাকতেন, তাঁদের বলা হত 'সেবক সম্প্রদায়'।

বাগবাজার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির সংগে যুক্ত ছিলেন বর্তমান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ। তখন এই প্রবীণ সন্ন্যাসীর গৃহীজীবনের নাম ছিল বিজয় মুখোপাধ্যায়। এছাড়া সেবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন মণি গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, শচীন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

সমিতির প্রথম বাৎসরিক অনুষ্ঠান ১৪ জানুয়ারী ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অভয়চরণ মল্লিকের বাড়ীতে পালন করা হয়। দি বেঙ্গলী পত্রিকা (18. 1. 1917) মন্তব্য করে "The spacious hall was literally packed up with the elite of the locality and

students." শঙ্করাচার্যের অন্নপূর্ণা স্তোত্রে মঙ্গলাচরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন এম এল. সেন, সলিসিটার।

দ্বিতীয় বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান শ্যামচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিরণচন্দ্র রচিত 'ভারত বন্দনা গীতি' গানের মধ্য দিয়ে সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ঐ সভায় যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন, বেলুড়মঠের স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী ধীরানন্দ এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রায় বাহাদুর আশুতোষ ব্যানার্জী, কে. এল. দত্ত, রায়সাহেব জগদানন্দ চ্যাটার্জী, মৃণালকান্তি বসু, এম. এ. বি. এল প্রমুখ। বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়নের সদস্যরা মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের 'টু এ ফ্রেণ্ড' কবিতাটি আবৃত্তি করা হয়। দি বেঙ্গলী পত্রিকায় [মঙ্গলবার, ১ অক্টোবর ১৯১৮], সম্পাদক হিসাবে কিরণচন্দ্রের বাৎসরিক বিবরণের উল্লেখ করে বলা হয়েছিল—'Then Babu Kironchandra Dutta read the second annual report with a touching appeal for the welfare of the Anath Narayans of the locality. The report showed good progress as the society presented an improved pecuniary condition.' স্বামী শুদ্ধানন্দ পল্লীর যুবকবৃন্দ, যাঁরা দরজায় দরজায় দরিদ্র পল্লীবাসীর সেবার জন্য ভিক্ষা করত, তাঁদের উৎসাহ দিয়ে বক্তৃতা করতেন।*

অমৃত বাজারে প্রকাশিত সমিতির দ্বিতীয় বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানের রিপোর্ট :

This society is doing much useful and charitable work in the Baghbazar locality. It helps respectable families in proverty and distress with proceeds of collections which consists mainly of rice given as alms by charitably disposed persons of the locality. A band of youngmen under the leadership of Babu Kironchandra Dutta is engaged in this noble work. We understand that many families have been saved from starvation by the society.

তৃতীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান জুন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পালিত হয়। স্থান ২৫ লক্ষ্মী দত্ত লেন, জে. এন. মিত্র অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ কৃতিত্বের জন্য কিরণচন্দ্র একটি স্বর্ণপদক দান করেছিলেন।

চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান পালিত হয়েছিল লক্ষ্মী নিবাসে। সভাপতি ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। বেলুড়মঠের স্বামী ধীরানন্দ, স্বামী গোকুলানন্দ এবং স্বামী দয়ানন্দ উপস্থিত ছিলেন। ক্যাপ্টেন জে. ডব্লু. পেটাভেল, পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন বিদ্যাভূষণ, ধীরেন্দ্রকুমার দেব, আশুতোষ ব্যানার্জী, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, যতীন্দ্রনাথ বসু, বিনোদবিহারী বসু, প্রিয়নাথ সেন প্রমুখ গুণিজন সভায় ভাষণ দেন। সভায় ক্যাপ্টেন পেটাভেল এবং অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্য বিষয়ক নানা সমস্যা ও প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সেই সূত্রে স্বামী বিবেকানন্দ সামাজিক অসাম্য ও দারিদ্র্যকে কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তার পাঠক্রম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চালু করুক, এ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।*

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির আয়ুষ্কাল সম্ভবতঃ দশ / এগার বছর। সময়ের বিচারে এটি দীর্ঘপথ পরিক্রমা নয়, কিন্তু ঐ সমিতি পল্লীর যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ রূপায়ণে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে এটি সত্য। দরিদ্র মানুষের আত্মবিশ্বাস

We are glad to hear that Mr. K. L. Dutta, the Registrar of the Calcutta University, who presided in the last anniversary meeting of the society is taking a keen interest in its work. We wish there had been more societies like this in our country.

—"AMRITA BAZAR PATRIKA", Tuesday,
1st October, 1918.

*পরিশিষ্ট—ঘ পৃ ১৫৮—১৬২ দেখুন। 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় (২৭-২-১৯২০) বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

সৃষ্টিতে সোসাইটি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার বিশ্লেষণই হবে সোসাইটি সম্পর্কে যাবতীয় মূল্যায়ণের মাপকাঠি। কিরণচন্দ্রের সাংগঠনিক শক্তির একটি দিক সমিতির কর্মধারার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বামীজীর বাণী ও আদর্শের ব্যবহারিক আয়ুধ।

বিবেকানন্দ সোসাইটি পুনর্গঠনে কিরণচন্দ্র
(১৯১৭—১৯২৯)

মহাবোধি সোসাইটি থেকে প্রকাশিত জার্নালে (নভেম্বর ১৯০২) বিবেকানন্দ সোসাইটির উৎপত্তি ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী এবং বেদান্ত দর্শনের আদর্শ অনুধাবনই হবে বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ঐ ছোট্ট সংবাদে সোসাইটির সংগঠক অনুপ্রেরক এবং সম্পাদক কারো কথাই বলা হয় নি। বিবেকানন্দের আদর্শে বিশ্বাসী যে কোন মানুষই ঐ সোসাইটির সদস্য হতে পাবে, এ সংবাদটুকুই ঐ প্রতিবেদনে পরিবেশিত। অন্যদিকে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় সোসাইটির উৎপত্তি সম্পর্কে দেখতে পাওয়া যায় স্বামীজীর তিরোধানের উনপঞ্চাশ(?) দিন পর কলিকাতার হিন্দু ছাত্ররা এ্যালবার্ট হলে অধ্যাপক অনাথনাথ পালিতের সভাপতিত্বে বিবেকানন্দ সোসাইটি গঠনের পরিকল্পনা করেন। সোসাইটি গঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় যা বলা হয়েছে—

এক, পবিত্র ও সাধু সুলভ চরিত্র গঠন।

দুই, স্বামীজী নির্দেশিত পথে লোকহিতকর কাজ করা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন তিরিশজন। পরে স্বামী সারদানন্দ তেরোই সেপ্টেম্বর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বর্তমান বলরাম মন্দিরে। অনাথনাথ পালিত সংস্থার সভাপতি হয়েছিলেন, অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

দেখা যাচ্ছে মহাবোধি সোসাইটি জার্নাল এবং প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় কোন জায়গায় ভগিনী নিবেদিতার ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখিত হয় নি। অথচ তৎকালীন জনশ্রুতি ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোক্তা ছিলেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'নিবেদিতা লোকমাতা' ২য় খণ্ডে (পৃঃ ১৩৩) জানিয়েছেন, 'বিবেকানন্দ সোসাইটি ভগিনী নিবেদিতার জাতীয়তাবাদী সংস্থা স্থাপনের চেষ্টা। এবং এটি স্থাপন করেছিলেন নিবেদিতা অনুগামী জে. এন. মুখার্জী।' একথা কিন্তু সোসাইটির পরবর্তী কালের বাৎসরিক কার্য বিবরণীতে নেই।*

অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা অভিধানে বলা হয়েছে তেইশে আগষ্ট ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতার সভা নেতৃত্বে বর্তমান বলরাম মন্দিরে বিবেকানন্দ সোসাইটির সূচনা। মোটকথা বিবেকানন্দ সোসাইটির, গঠন তরুণ ছাত্র সমাজের কাছে অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন সংবাদ সূত্রে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নিবেদিতার ভূমিকা কতখানি ছিল তা জানতে পারা যায় না।

আসল কথা, বিবেকানন্দ সোসাইটির গাঠনিক তথ্য কিছুই নেই। কেননা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম কয়েক বছর কোন কার্যবিবরণ প্রকাশিত হয় নি। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ সোসাইটি শুরু হলেও সোসাইটির কাজ কর্মের প্রকৃত গতিবেগ সৃষ্টি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর। প্রথম বারো/

* 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র গঠন ও পরিকল্পনার নেতৃত্বে ছিলেন 'ভগিনী নিবেদিতা'—এই লোকপ্রবাদের মূল উৎস টাউন হলে অনুষ্ঠিত স্বামীজী স্মরণ সভা; 'দি ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকা (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯০২) স্বামীজীর স্মরণ সভার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। পরে ২০ সেপ্টেম্বর সভার

তেরো বছরে সোসাইটি জাতীয়তাবাদী কাজ করেছে কিনা অথবা ধর্মমূলক কাজে ব্রতী ছিল কিনা তার কোন প্রামাণিক সূত্র নেই। যদিও প্রথম থেকেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা সোসাইটি লাভ করেছিল।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী শুদ্ধানন্দ সোসাইটির সভাপতি হন। তারও দুই বছর পর ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কিরচন্দ্র সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ সময় থেকেই সোসাইটির কাজকর্ম নিয়মিত হতে থাকে। সংগঠক কিরণন্দ্রকে প্রথম যে কাজগুলি দ্রুত করতে হয়েছিল তা হল কার্যনির্বাহক সমিতির পুনর্গঠন, নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ, সদস্য সংগ্রহ এবং বাৎসরিক রিপোর্ট প্রস্তুত। সোসাইটি ঐ সময়ে নিয়মিত ধর্মমূলক ক্লাসের সূচনা করে।* এছাড়া ঐ সময় থেকেই স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন, গ্রন্থাগার স্থাপন, ছাত্রাবাস তৈরী, অবৈতনিক ঔষধ কেন্দ্র ও চিকিৎসালয় গঠন করেন কিরণচন্দ্র। যদিও জাতীয় জীবনের ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সোসাইটির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। সমাজ সেবামূলক কাজের মধ্যেই সোসাইটি নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকেই প্রথম শুরু হয় ধর্মবিষয়ক আলোচনা (Annual Report : Vivekananda

---

বিবরণ প্রকাশ করে জানায় সভায় নিবেদিতার সভা-নেতৃত্বে স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে কলকাতায় একটি সমিতি গড়ে উঠুক এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে টাউন হলে বিবেকানন্দ স্মরণ সভার মধ্যে দিয়েই 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' গঠনের বীজ বপন করা হয়েছিল এমন ধারণা করা যেতেও পারে। সেক্ষেত্রে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাদিবসের তারিখ অক্টোবর-নভেম্বর মাসের একটি দিন হওয়াই সংগত।

সূত্র, 'বিবেকানন্দ ইন্ ইণ্ডিয়ান নিউজ পেপারস্'
(পৃঃ ২২৬—২৩৭)

'More stress was given on discowrses classes, eminent speakers and religious leaders were brought in'; Vivekananda Society, Annual Report, 1984 P-7.

Society 1917) এমনকি কিরণচন্দ্র নিজেও কোন কোন সভার আলোচক ছিলেন। যেমন—

	বিষয়	তারিখ
ক.	দি রিয়েল নেচার অব ম্যান	৩. ১১. ১৯১৬
খ.	অন রিনানসিয়েশান	১০. ১২. ১৯১৬
গ.	রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ	২৭. ৩. ১৯২১

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বেলুড় মঠের স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণ সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। কলিকাতার তরুণ ও যুবসমাজের মধ্যে বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচারে সোসাইটি সাংবাদিকের ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারী বসুমতী পত্রিকায় বলা হয়—

"Babu Kiron Chandra Dutta, Secretary Vivekananda Society before reading the annual report said—

Every Prophet has his own age and every age has its own Prophet. In this age of ours two great epoch-making personalities stand high in brilliancy before public gaze. The one is the source eternal—the fountain head of everything soul-elevating—that the age requires. the other is the public expression to solve the mystery before the world."

আনন্দবাজার পত্রিকা সোসাইটির কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করে—"কলিকাতার 'বিবেকানন্দ সমিতি' নিরলস উৎসাহে বহু বর্ষ হইতে স্বামীজীর আদর্শে জাতীয় জীবন গঠনের বার্তা প্রচার করিয়া আসিতেছেন। প্রতি সপ্তাহে শনিবার কলেজ স্কোয়ারের থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে সভা আহ্বান করিয়া, জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি

সম্পর্কে বক্তৃতা ও আলোচনা দ্বারা যুবক-সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।" —আনন্দবাজার পত্রিকা ১২. ২ ২৭

ব্রহ্মগোপাল দত্ত জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র গ্রন্থে (পৃঃ ৪৫) বলেছেন—"রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজের আহ্বানে বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদকরূপে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রতী হন এবং নূতন কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠন করিতে প্রয়াসী হইয়া শ্রীশ্রী ঠাকুরের মানস-পুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে সভাপতির আসনে বসাইয়া অপরিসীম উদ্যমে ও উৎসাহে স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারের গুরুদায়িত্ব বার বৎসর (১৯২৯) অক্লান্ত পরিশ্রমে পালন করেন।"

উপরে উল্লেখিত তথ্যগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দ সোসাইটি জাতির নৈতিক চরিত্র গঠনে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কিন্তু তা রাজনৈতিক মাত্রা বর্জিত ছিল।

ব্রহ্মানন্দ দিবস

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ লোকান্তরিত হন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দক কে এবং কি একথা নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। তাঁর প্রয়াণে বিবেকানন্দ সোসাইটি একটি দিন উৎসর্গ করেছিলেন সেদিনটি ২৩ বৈশাখ। রামকৃষ্ণ আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মরণসভার মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন সম্পাদক কিরণচন্দ্র। ৬ মে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি হলে ব্রহ্মানন্দ দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছিল। The Hall was packed up with religiously inclined men of light and leading and monks of the Ramkrishna order (A. B. Patrika 13. 5. 1922) আর The Servant পত্রিকা (১১. ৫. ২২) সভার জনসমাগম সম্পর্কে

মন্তব্য করে, "The Hall being packed to suffocation." দুটি পত্রিকার মন্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি ব্রহ্মানন্দ স্মরণ সভা একটি ঐতিহাসিক দিন। জনসমাগমে, আলোচনায় ঐদিনটি রামকৃষ্ণ আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন নাট্যকার অমৃতলাল বসু। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঘোড়াই প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সম্পাদক হিসাবে কিরণচন্দ্র দত্ত স্মরণ সভাটির প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করেন। কারণ তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের আধ্যাত্মিক উদ্বোধনের পথ প্রদর্শক। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে শান্তি ও সত্যের প্রতীক হিসাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জনহিতকর কাজের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। উদ্বোধন পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক বাসুদেবানন্দ, ব্রাহ্মানন্দ মহারাজের উপর লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত জীবনভাষ্য পাঠ করেন। সম্পাদক কিরণচন্দ্র স্বরচিত 'মহাপুরুষের মহাসমাধি' নামক শোক-কবিতা পাঠ করেন। শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী মহারাজের উপর লেখা একটি শোকস্মৃতি পাঠিয়েছিলেন। অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর জীবনে তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক পিতা। এ ছাড়া সভায় উপস্থিত অন্যান্য বক্তা ছিলেন চারুচন্দ্র বসু, অধ্যাপক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক গোকুলদাস দে। এবং প্রোগ্রেস পত্রিকার সম্পাদক জ্ঞানচন্দ্র রায়।

স্বামীজীর ষাটতম জন্মবার্ষিকী সম্পর্কে 'দি সারভ্যান্ট' পত্রিকা (৬ মার্চ ১৯২২) ব্রহ্মানন্দ স্মরণ সভার জনসমাবেশের মতোনই মন্তব্য করে—

'The Sixtieth Birth-day anniversary of Swami Vivekananda was celebrated on Monday, the 27th February last at the Star Theatre under the presidency of Sreemat Swami Abhedananda of the Ramkrishna Mission. The stage and the auditorium was literally packed up to suffocation and many had to go away for want of room. A large and

distinguished gathering together with a large number of the followers and admirers of the Swami assembled there. The proceedings were opened with a Vedic prayer by Swami Basudevananda which was followed by a highly religious soul-stirring song by Professor Chandi Charan Banerjee, when followed the reading of Swamiji's poems (translated into Bengali) viz. "To the Awakened India" and the "Song of the Free" by Srijut Kiran Chunder Dutt.'

—The Servant 6th March 1922.

সোসাইটি ধর্মমূলক কাজের পাশাপাশি জনকল্যাণকর কাজে যে নতুন প্রকল্পগুলি গ্রহণ করে, সেগুলির বাস্তবায়নে কিরণচন্দ্রের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। আমরা শুরুতেই বলেছি স্বামী শুদ্ধানন্দের হস্তক্ষেপের পর থেকেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরিপূরক শাখা হিসাবে সোসাইটি ক্রমশঃ উন্নতি করতে থাকে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের বাৎসরিক কার্যবিবরণীতে কিরণচন্দ্র জানাচ্ছেন যে, ঐ বছর সোসাইটি আঠাশটি ধর্মসভা করেন। এছাড়া ভগবান বুদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণদেবের জন্মদিন পালিত হয়। দুই, দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারীর মাধ্যমে নয়শত আটানব্বই জনের চিকিৎসা করা হয়। তিন, একত্রিশ জন ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয় এবং দুইশত চুয়াত্তর টাকা এককালীন অনুদান হিসাবে ছাত্রদের দেওয়া হয়। ঐ সময় নতুন একশ উনশত্তরটি গ্রন্থ-সংযুক্তির পর গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংগ্রহ দাঁড়ায় ২৩২২টি। সাধারণ

তারাসুন্দরী দেবীর লিখিত স্মৃতিভাষ্য সম্পর্কে দি সারভ্যান্ট পত্রিকার মন্তব্য (১১. ৫. ১৯২২)

'A paper written by Sm. Tara Sundari, the wellknown actress, was read on her behalf by one of the members. It was most appropriate and described with great pathos how she had been influenced in the path of devotion by the late Swamiji in such language that it drew tears from many present.'

পাঠাগারে মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় একত্রিশটি। চার, দক্ষিণ বারাসাতে কলেরা ত্রাণ কাজে স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজ করে।

১৯১৮-১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোসাইটির বাৎসরিক কার্যবিবরণীগুলি পাঠ করলে দেখা যায় সোসাইটির জনসেবামূলক কাজের ক্রমোন্নতি। সাপ্তাহিক এবং মাসিক ধর্মসভা, গ্রন্থাগারের উন্নতি, অবৈতনিক পাঠাগারে সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য ইত্যাদি কাজে সোসাইটির পরিকল্পিত ব্যবস্থা লক্ষণীয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা সোসাইটির উন্নতি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলে **'It is gratifying to note that the report shows progress all round'.**

সোসাইটির দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে দীর্ঘ বার বছর কিরণ-চন্দ্রের জাতির নৈতিক চরিত্র গঠনে এবং জনকল্যামমূলক কাজে আত্ম-নিয়োগ এবং দায়িত্ববোধের কিছু পরিচয় আমরা তুলে ধরলাম। ১৯১৭-১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তৎকালীন 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'সারভেণ্ট' 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় সোসাই-টির গঠনমূলক কাজের সপ্রশংস মন্তব্য ও সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

একথা সত্য কোন ব্যক্তি একা ইতিহাস সৃষ্টি করে না। তবে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা রূপায়ণে বিশেষ কোন ব্যক্তির আত্মত্যাগ ও দায়িত্ব-বোধ এবং চারিত্রশক্তির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিরণচন্দ্র পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে সোসাইটিকে উদ্ধার করে তাকে একটি সুস্থ সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। তাঁর অবদান সম্পর্কে 'সময়' পত্রিকা মন্তব্য করে (২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৮, শনিবার)

"এই সমিতির ১৯২৭ সালের একখানি কার্য্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সমিতি একটি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে এবং দেশ-বিদেশের কর্মীমহলে সুপরিচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' সম্পাদক। তিনি লক্ষ্মী-সরস্বতীর সুসন্তান। তাঁহার

আন্তরিক আগ্রহে ও পরিশ্রমেই যে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিল তাহা আমরা বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। কিরণবাবুর এই কার্য্যে, সাফল্যে ও গৌরবে আমরা আনন্দিত হইলাম। যাঁহারা ধর্মালোচনা, মানবের সেবা, তাঁহাদের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে পরস্পর সহায়তা করিতে চাহেন—তাঁহারা এই সমিতির সভ্য হউন।"

আবার ৩০ মাঘ ১৩২৭-এ বলা হয়েছে: "আজকাল এই রাজনৈতিক উন্মত্ততার দিনে বিবেকানন্দ সোসাইটীর সম্পাদকের এই বার্ষিক অধিবেশনে কৃতকার্য্যতা দর্শনে আমরা চমৎকৃত হইলাম। ভারতভূমি আত্ম-বিস্মৃত নহে। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তকে এই সুযোগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি"।*

---

* সোসাইটির পুনর্গঠনে কিরণচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে 'পরিশিষ্ট' অংশে ৪৯, ৫০ ও ৬৯ পৃষ্ঠায় স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের চিঠিগুলি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পরিশিষ্টের ১৮৩, ১৮৫-৮৬, ১৮৮ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সংবাদ সূত্রে সোসাইটির সবিশেষ প্রশংসা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব

(১৯৩১—১৯৩৭)

প্রসঙ্গ—বিবেকানন্দ সোসাইটি কলিকাতায় বিবেকানন্দ জন্মোৎসবের মধ্যদিয়ে যে রামকৃষ্ণ ভাবআন্দোলন গড়ে তুলেছিল—সেটি ঐতিহাসিক। সমকালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা সম্প্রসারণে ঐ প্রতিষ্ঠানটির প্রেক্ষাপট ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজও নির্ধারিত হয়নি। বিবেকানন্দকেন্দ্রিক কোন প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করার অর্থ বিবেকবাণীর উৎস ও গতির অনুসন্ধান। বর্তমান শতাব্দের দু'য়ের দশকে বিবেকানন্দ সোসাইটি যে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিল, তার পিছনে ছিল ঠাকুর ও স্বামীজীর গৃহী ভক্ত সম্প্রদায়, ত্যাগীভক্ত সম্প্রদায় এবং ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের নিরলস চেষ্টা এবং উৎসাহ। কিরণচন্দ্র ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর অবদানের কথা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

তিনের দশকে, গৃহী ভক্ত সমাজ, কলকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সমবেত প্রচেষ্টায় বিবেকানন্দ সোসাইটির মতন আর একটি প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব পালনে তৎপর ছিল। ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রথম চার বছরের কার্যালয় ছিল বাগবাজারে প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী ৬ নন্দলাল বসু লেন, কলিকাতা-৩। পঞ্চম বছর থেকে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছিল শোভাবাজার রাজবাটি। এই উৎসবের সঙ্গে বেলুড়মঠের কোন সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিল না। এটি পরিচালিত হত, উত্তর কলিকাতার বিভিন্ন বিবেকানন্দ প্রেমিক সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়ে।

তবে ঠাকুরের জীবিত সন্তানগণকে তাঁরা আচার্য হিসাবে বরণ করেছিলেন। স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের নাম আমরা বিভিন্ন বার্ষিক অধিবেশনের রিপোর্টে দেখেছি। এঁরা সকলেই এই উৎসবকে আশীর্বাদ ধন্য করেছিলেন। তবে কেন জানি না দ্বিতীয় বছরের কার্যনির্বাহক সমিতির যে সংবাদ আনন্দ-বাজারে (১৫ ফাল্গুন ১৩৩৮) এবং দৈনিক বসুমতীতে (১৫ ফাল্গুন ১৩৩৮) প্রকাশিত হয় তাতে স্বামী শিবানন্দের আচার্য পদের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে, রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সহকারী সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ সংবাদ পত্রে প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছিলেন।

"বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর আদেশে জানাইতেছি যে, কলিকাতার কোন কোন সংবাদপত্রে, নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব সমিতির কার্য্যকরী সভার গত ২৪শে ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে তাঁহাকে অন্যতম আচার্য্যরূপে মনোনীত করা হইয়াছে, এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এই সংবাদে বিস্মিত হইয়াছেন, কারণ, এ মনোনয়ন সম্বন্ধে তিনি কিছুই অবগত নহেন। তাঁহার সম্মতি না লইয়া তাঁহার নাম প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি

নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব [দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন]
১৩৩৮ আচার্য, বান্ধব সদস্য ও সহ-সভাপতিবৃন্দ :

আচার্য—স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ। বান্ধব-সদস্য—মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী। মহারাজা গোপেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। রাজা জানকীনাথ রায়। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সুরেন্দ্রকুমার লাহা। মন্মথনাথ মিত্র। বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর। শরদিন্দু নারায়ণ রায়। যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। প্রমথনাথ মিত্র ও বিপিনবিহারী বসু। সহকারী সভাপতি—বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা। শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত। দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর। রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আশুতোষ ঘোষ। যতীন্দ্রনাথ মিত্র। প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়। শ্রীপ্রিয়লাল মিত্র। অধর চন্দ্র মিত্র। কুসুমকুমার মিত্র। উপেন্দ্রনাথ বসু ও ডাক্তার সরসীলাল সরকার।

ঐ মহোৎসবের সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট নহেন।" —আনন্দবাজার ১৯ ফাল্গুন ১৩৩৮।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় স্বামী শিবানন্দের কোন প্রতিবাদ পত্র সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়নি। একথা সত্য, রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সমিতির কোন কোন ব্যক্তির সংগে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের মতান্তর [অথবা বিরোধ ?] ছিল। কিন্তু সেই বিরোধ জন্মোৎসবে প্রতিফলিত হোক তা উৎসব সমিতির বাঞ্ছিত ছিল না। সমিতির অন্যতম কর্মী স্বর্গত রামনারায়ণ দত্ত তাঁর প্রদত্ত স্মৃতি কথায়* শিবানন্দজীর আশীর্বাদের কথা জানিয়েছেন। ঐ সময় ঠাকুরের জীবিত সন্তানগণের মধ্যে ছোট বড় খণ্ড ক্ষুদ্র বিরোধ বর্তমান ছিল। কিন্তু বেলুড় মঠ সেই বিরোধের সঙ্গে গৃহীভক্ত ও কর্মিগণকে যুক্ত করে ফেলতেন, বিরোধগুলি কি আকারে ছিল তার বিস্তৃত অলোচনা আমাদের আলোচ্য নয়, যিনি নিরপেক্ষভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাস রচনা করবেন, তিনিই সঠিক উত্তর দেবেন।

আমাদের মনে হয় ঐ বিরোধ সাংগঠনিক স্তরে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে—গৃহীকর্মী, ভক্ত এবং মঠের নবীন সন্ন্যাসিবর্গের। যা কখনও মতাদর্শগত বিরোধে অথবা কখনও কর্মকৌশলগত নবীন-প্রবীণ বিরোধে পরিণত। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। স্বামী পরমানন্দ (১৩ ফাল্গুন ১৩৩৯) এলবার্ট হলে ডাঃ কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে 'বর্তমানের প্রয়োজনীয়তা' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা প্রসঙ্গে চপলাকান্ত

---

* উৎসবের সকল বৃত্তান্ত মহারাজের কাছে জানান হ'ল, মহারাজ বললেন, "ললিত, তোমাদের আহ্বান আমি সর্বান্তকরণে নিয়েছি, আমায় অন্য কিছু মনে করো না, বুড়ো হয়েছি এ শরীরটা অচল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি। ঠাকুরের কাছে তোমাদের সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করছি, ঠাকুরের কাজ যত হবে, তত সকলের ভাল হবে, তিনি যে সদা মঙ্গলময়, আনন্দময়—তাঁকে যে ধরে থাকবে সেই ভবযাতনা থেকে মুক্তি পাবে, সব দুঃখ দূরে চলে যাবে। ভয় কি ঠাকুর ভক্তের ডাক শুনবেনই, তাঁর কাজ তিনি অধিষ্ঠান হয়ে করিয়ে নেবেন।" —স্মরণিকা ১৯৮৭

ভট্টাচার্য আনন্দবাজারে লিখেছিলেন (১৬ ফাল্গুন ১৩৬৯)—"দেশের সকলেই জানিয়া গিয়াছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী একপাশে ছিটকাইয়া পড়িয়াছেন, অন্যপার্শ্বে শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী ঢাকায় পরমানন্দজীর আনন্দাশ্রমটি স্বতন্ত্রভাবে পক্ষবিস্তার করিতেছে। বাঙ্গালোরে তারকেশ্বরের ন্যায় একটি মকদ্দমা সৃষ্টি হইয়াছে। স্বামী পরমামন্দজী সত্যকে আশ্রয় করিয়া দুষ্টকে দমন করিয়া, সদাচারের প্রবর্তন করিয়া প্রেমের বলে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তাণগণের মধ্যে উত্তরোত্তর ধূমায়মান আত্মকলহ মিটাইয়া দিতে পারেন। এই সৎ সাহস কি তাঁহার হইবে? এই সৎ প্রবৃত্তি কি তাঁহার মনে জাগিবে? এই সকল কর্মে তিনি যদি সত্যকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে তিনি জানিবেন, সমগ্র বাঙ্গালা-দেশ তাঁহার পিছনে,—দাঁড়াইয়া উঠিবে, তাহা হইলে তিনি নিজেকে স্বামীজীর শিষ্য বলিয়া প্রচার করার সার্থকতা লাভ করিবেন।"

চপলাকান্তের বক্তব্যের পিছনে, পরমানন্দের কয়েকটি মন্তব্যের প্রতিবাদ ছিল। কিন্তু এই চাপানউতরের মধ্য দিয়ে একটি জিনিষ স্পষ্ট, বেলুড় মঠের জঠরে যে গৃহবিরোধ শুরু হয়েছিল মঠ কর্তৃপক্ষ সেই বিরোধের সঙ্গে গৃহী ভক্ত সেবক এবং কর্মীদের যোগ করে ফেলে-ছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই বিবাদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, স্বামী শিবানন্দের তিরোধানের পর তিনি এক শোকবার্তায় জানিয়েছিলেন—"দেশে যে সকল মহৎ প্রতিষ্ঠানে মানুষই মুখ্য, কর্ম-ব্যবস্থা গৌণ, মানুষের অভাব ঘটিলে তাহাদের প্রাণশক্তিতে আঘাত লাগে। শিবানন্দ স্বামীর মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশ্রমে সেই দুর্যোগ ঘটিল। এখন যাঁরা বর্তমান আছেন, প্রাণ দিয়া মৃত্যুর ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব তাঁহাদেরই। অহমিকা বর্জিত পরস্পর ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন, এখন আরও বাড়িয়া উঠিল। নহিলে শূন্য পূর্ণ হইবে না এবং সেই ছিদ্র-পথে বিশ্লিষ্টতার আক্রমণ আশ্রমের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে, সেই আশঙ্কা অনুভব করিতেছি। মহাপুরুষের কীর্তি ও স্মৃতিরক্ষার মহদ্দায় যাঁহাদের উপরে,

তাঁহারা নিজেদেরকে ভুলিয়া সাধনাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া এক লক্ষ্যে সকলে সম্মিলিত হইবেন, শিবানন্দ স্বামী তাঁহার মৃত্যুর মধ্যে এই বাণী রাখিয়া গিয়াছেন।"

আনন্দবাজার পত্রিকা — (স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২. ১১. ১৩৪০ — দোলপূর্ণিমা ১৩৪০

রবীন্দ্র পর্যবেক্ষণে কতকগুলি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের পূত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ তিনি নতুন প্রজন্মের কাছে, সুনির্দিষ্ট কতকগুলি প্রস্তাব রেখেছেন। যেমন বিশ্লিষ্টতা বর্জন, অহমিকা বর্জন। সব বিভেদ ভুলে সাধনাকে অক্ষুন্ন রাখার উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সমিতির কাছে, স্বামী শিবানন্দের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য যে মাত্রায় বরণীয় ছিল সম্ভবতঃ, ঐ মূল্যবোধের সঙ্গে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের পরিচয় ছিল না।

উদ্যোক্তাগণ—নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব সমিতির প্রধান ঋত্বিক ছিলেন তিনজন। যতীন্দ্রনাথ বসু, গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ) এবং কিরণচন্দ্র দত্ত। এ ছাড়া বিভিন্ন বছরে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক হিসাবে যাঁরা ঐ উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম আমরা উল্লেখ করছি। যা থেকে সাংগঠনিক কাঠামোর চিত্র উদ্ধার সম্ভব। সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন বছরে ছিলেন—স্বামী নির্মলানন্দ, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, যতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। সহ-সভাপতি হিসাবে যারা ছিলেন তাঁরা হলেন, বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, মৃণালকান্তি ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বসু, আশুতোষ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্র-কৃষ্ণদেব, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমল হোম, হরিশঙ্কর পাল, প্রমুখ। সম্পাদক ও কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে অনেকের নামই উল্লেখযোগ্য যেমন ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বসু,

কিরণচন্দ্র দত্ত, গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, লক্ষ্মী-নিবাসের ললিতমোহন দত্ত এবং সরোজকুমার মিত্র।

কেন রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সপ্তাহব্যাপী পালিত হত ?

রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন বসে শোভা-বাজার রাজবাটিতে। (২৬ ফেব্রুয়ারী—৫ মার্চ ১৯৩৩) অধিবেশন উপলক্ষ্যে একটি নামস্বাক্ষর বিহীন, ইংরাজিতে লিখিত প্রচার পুস্তিকা বিলি করা হয়। ঐ প্রচার পুস্তিকা গ্রন্থনা করেছিলেন সম্ভবতঃ কিরণচন্দ্র। সেখানে সমিতি জানাচ্ছে—"হোয়াই দ্য রামকৃষ্ণ মহোৎসব ইজ কন্‌টিনিউড ফর ডেজ?" যুক্তি হিসাবে তাঁরা স্বামীজীর অভিপ্রায়ের কথা জানিয়েছেন।

"Swami Vivekananda observed that it would be better if the Festival were celebrated in four or five days instead of one; by devoting the first day to the reading of the Shastras with annotations, the second day to the discussion on the vedas and vedanta and other philosophies ; the third day to question-classes ; the fourth day to the delivery of Lectures on the life and mission of Sri Ramkrishna and so forth. and the Festival might be concluded on the next day celebrating it with sankirtan, worship, feeding of thousands of the poor and distribution of prasad to the assembled guests, as in done at present. More of such spiritual food as would appeal to the intellect of the learned and more of the Master's life-giving ideas should be imported. Not only this Mahatsav was to be his memorial, but the central union of an intense propaganda of his doctrines. Otherwise mere singing and dancing and a momentary religious excitement. he remarked, were of not much value."*

---

* তুলনীয় শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত স্বামী-শিষ্য সংবাদ (উত্তরকাণ্ড) দ্বাদশ সং ১৩৭১, পৃঃ ১৫০-১৫১।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতমবর্ষ পূর্তি উৎসব টাউনহল ২৮ জানুয়ারি ১৯১২

প্রথম সারি : (বাঁদিক থেকে)—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাচরণ মিত্র, কিরণচন্দ্র দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সারি : (বাঁদিক থেকে)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, চুনীলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রমথনাথ তর্কভূষণ

তৃতীয় সারি : (কেন্দ্রে)—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
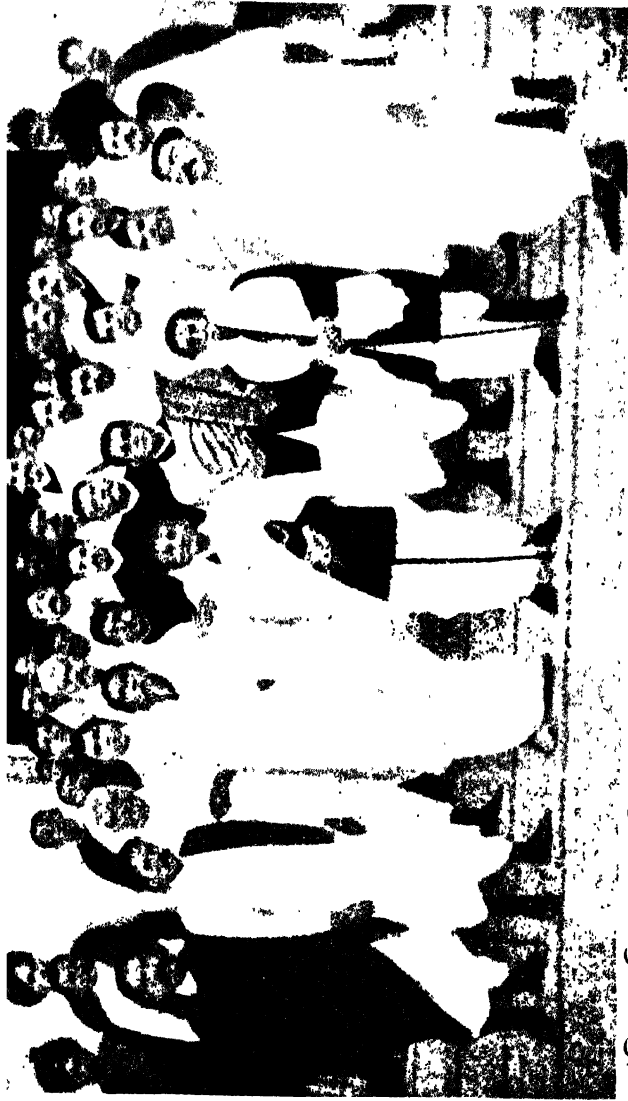
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতমবর্ষ পূর্তি উৎসব টাউনহল ২৮ জানুয়ারি ১৯১২

প্রথম সারি ঃ (বাঁদিক থেকে)—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাচরণ মিত্র, কিরণচন্দ্র দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সারি ঃ (বাঁদিক থেকে)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, চুনীলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রমথনাথ তর্কভূষণ

তৃতীয় সারি ঃ (কেন্দ্রে)—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
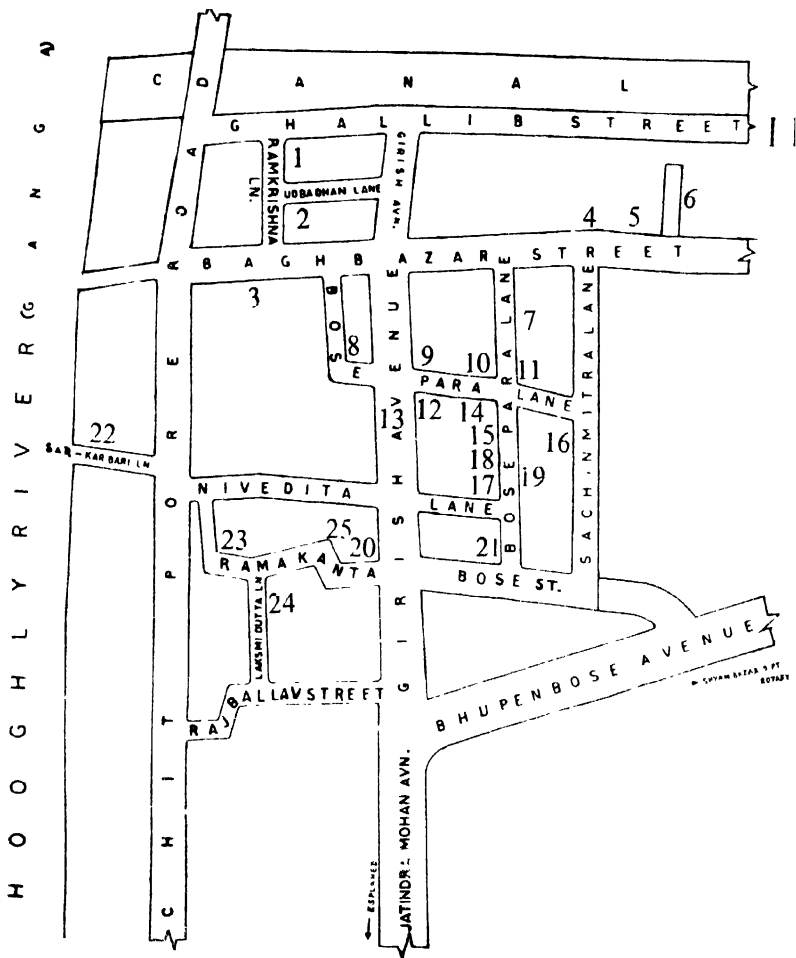
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংশ্লিষ্ট বাগবাজারের মানচিত্র

১। বিবেকানন্দ মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠ

১০ রামকৃষ্ণ লেন

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীশ্রীমাস্টার মশাই [শ্রীম] এখানে এসেছেন। স্বামী নির্মলানন্দ দীর্ঘদিন বাস করেছেন।

২। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি

এই গৃহে শ্রীশ্রীমা, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ দেহত্যাগ করেন।

৩। ২/১ বাগবাজার স্ট্রীট

শ্রীশ্রীমার সাময়িক বাসস্থান

৪। রায় নন্দলাল বসুর প্রাসাদ

৬৫ বাগবাজার স্ট্রীট

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভপদার্পণ ২৮ জুলাই ১৮৮৫ ; চিকাগো সাফল্যের পর এই বাড়িতেই প্রথম স্বামীজী অভ্যর্থনা ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭

কিরণচন্দ্রের সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ।

বর্তমান ঠিকানা : ৯ পশুপতি বোস লেন।

৫। সাধিকা যোগিনমার বাড়ি

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভপদার্পণ ২৮ জুলাই ১৮৮৫ ; শ্রীশ্রীমা এখানে অনেকবার এসেছেন।

বর্তমান ঠিকানা : ৫৯/বি বাগবাজার স্ট্রীট।

৬। সাধিকা গোলাপমার বাড়ি

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভপদার্পণ ২৮ জুলাই ১৮৮৫

বর্তমান ঠিকানা : ৬বি নবীন সরকার লেন।

৭। ৫২/২ বোসপাড়া লেন

শ্রীমা অসুস্থ রাধুকে নিয়ে কিছুদিন এখানে বাস করেন।

৮। ১০/২ বোসপাড়া লেন [ভাগ্যধর মল্লিকের বাড়ি] : অধুনা লুপ্ত

শ্রীশ্রীমার সাময়িক বাসস্থান। এখানে স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগ এবং ভগিনী নিবেদিতা প্রথম শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন।

৯। ১০/১ বোসপাড়া লেন [স্বামী তুরীয়ানন্দের বাড়ি] : অধুনা লুপ্ত

১০। ১১ বোসপাড়া লেন

ড. বশীসেনের বাড়ি

স্বামী বিবেকানন্দের প্রথমশিষ্য স্বামী সদানন্দের দেহত্যাগ [১৮.২.১৯১১]

১১। ৪৭/বি বোসপাড়া লেন

দীননাথ বসুর বাড়ি

রামকৃষ্ণদেবের বাগবাজার অঞ্চলে এখানেই প্রথম শুভপদার্পণ—১৮৭৭

স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এখানেই প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন।

১২। ১৩/১ বোসপাড়া লেন [অধুনা লুপ্ত]

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পার্ষদ কালীনাথ বসুর বাড়ি।

ঠাকুরের শুভ পদার্পণ ১৮৭৭

১৩। কবি-নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের পৈত্রিক বাসভূমি

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, এবং গুরুভ্রাতাসহ স্বামী বিবেকানন্দ বহুবার এখানে এসেছেন।

১৪। ১৬ বোসপাড়া লেন

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা [১৩.১১.১৮৯৮]

শ্রীশ্রীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত।

১৫। ১৭ বোসপাড়া লেন

ভগিনী নিবেদিতার বাসস্থান। পরে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় এখানে স্থানান্তরিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এখানে এসেছেন।

১৬। ৩৮/৪ বোসপাড়া লেন

স্বামী অখণ্ডানন্দের বাড়ি

১৭। স্বামী নির্মলানন্দের পৈত্রিক বাসস্থান ও জন্ম [অধুনা লুপ্ত]

স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভ্রাতাসহ বহুবার এখানে এসেছেন।

১৮। ২০ বোসপাড়া লেন

ঠাকুরের গৃহীশিষ্য বৈকুণ্ঠ সান্যালের বাড়ি।

১৯। ৩০ বোসপাড়া লেন

প্রথম উদ্বোধন কার্যালয়।

২০। বলরাম বসুর বাড়ি [বলরাম মন্দির]

১ মে ১৮৯৭ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের দেহত্যাগ। স্বামী নির্মলানন্দ এখানে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন।

২১। ৫২ রামকান্ত বসু স্ট্রীট

ডাঃ শশীভূষণ ঘোষের বাড়ি

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের বসবাস ও উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদনা।

২২। গুদাম বাড়ি [অধুনা লুপ্ত]

সরকার বাড়ি লেন

দ্বিতলে শ্রীশ্রীমা সাময়িকভাবে বাস করেন।

২৩। ৭০ রামকান্ত বসু স্ট্রীট

কালীবাড়ি। ঠাকুর জলপথে দক্ষিণেশ্বর যাবার পথে এখানে প্রণাম করতেন।

২৪। লক্ষ্মীনিবাস

১ লক্ষ্মী দত্ত লেন

শ্রীশ্রীমা এখানে তিনবার শুভপদার্পণ করেন।

২৫। চুনীলাল বসুর বাস ভবন

৫৯/বি, রামকান্ত বসু স্ট্রীট

ঠাকুরের ব্যবহৃত ছাতা এখানে রক্ষিত।

ও ভগিনী নিবেদিতার) চরণধূলি স্পর্শিত। ঠাকুর যে সব বাড়ীতে আসতেন তার কয়েকটি নাম উল্লেখ করলেই আমরা বুঝতে পারব রামকৃষ্ণ ভাবআন্দোলন সংগঠনে বাগবাজারের ভূমিকা কোথায়—বোসপাড়ায় এটর্নী দীননাথ বসুর বাড়ী, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী, নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসুর বাড়ী, নেবুবাগানের দুখিনী ব্রাহ্মনীর বাড়ী, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়ী। চুনীলাল বসুর বাড়ী যোগিনমা'র বাড়ী। এ ছাড়া শ্যামপুকুরে রামধন মিত্র লেন, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, এবং হাটখোলার বারোয়ারী তলার উল্লেখ করলে, বোঝা যায় গদাধর চট্টোপাধ্যায়কে শ্রীরামকৃষ্ণ হিসেবে বোঝবার ভৌগোলিক পরিমণ্ডলটি কলিকাতার কোন স্থানে গড়ে উঠেছিল।

স্বামী তুরিয়ানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং স্বামী নির্মালানন্দ মহারাজ, বাগবাজারে আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজও বাগবাজারে বাস করে ঠাকুরের চরণাশ্রিত হয়েছিলেন। সাধক প্রবর দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়, বাগবাজার কুমারটুলীতে বাস করতেন এবং বলরাম মন্দিরে আসতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের পরবর্তী দলের অগ্রণী অমেন্দ্রনাথ বসু প্রথম গৈরিক ধারণ করে গৃহত্যাগ করেন। ঐ তরুণ ব্রহ্মচারীও বাগবাজারের অধিবাসী ছিলেন।

বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের লীলাক্ষেত্র। কলকাতা নগরীতে এসে তিনি বাগবাজার সরকারবাড়ী লেন, বোসপাড়া লেন, বাগবাজার ষ্ট্রীট এবং মুখার্জী লেনের বাড়ীতে বাস করেন। বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান এবং গৃহী ভক্তমণ্ডলীর মিলন ভূমি।

স্বামী বিবেকানন্দ বলরাম বসুর বাড়ী, গিরিশচন্দ্রের বাড়ী, স্বামী নির্মলানন্দের বাড়ী রাজবল্লভ পাড়ার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং পি. এন. মিটারের এশক্রফট হলে বহুবার এসেছিলেন।

বাগবাজার পল্লীতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মহা-সমাধি লাভ হয়েছে (বাগবাজার মঠ)। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ (বলরাম মন্দিরে), স্বামী যোগানন্দ (হরিচরণ মল্লিকের বাড়ীতে), স্বামী

সারদানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (বাগবাজার মঠে) সমাধিস্থ হয়েছেন। বিবেকানন্দপ্রাণ স্বামী সদানন্দ বসুপাড়ার গোঁসাই বাড়ীতে সমাধিলাভ করেন। ঐ বাড়ীতে তাঁর শিষ্য শ্রীযুক্ত বশীশ্বর সেন বিবেকানন্দ ল্যাবরেটারি নামক বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপন করেছিলেন। বাগবাজারেই রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র উদ্বোধন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে, উদ্বোধনেই শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এবং বিবেকানন্দের রচনাবলীর প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়া সুবিখ্যাত লীলাপ্রসঙ্গ, শশীভূষণ ঘোষের শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত, গুরুদাস বর্ম্মণ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত প্রথম উদ্বোধনে পরে পুস্তকাকারে বাগবাজারেই প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ বসুর পরমহংসদেব, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত স্বামী শিষ্য সংবাদ বাগবাজারেই প্রকাশিত। স্বামী অরূপানন্দ সংকলিত শ্রীশ্রীমায়ের কথা, স্বামী ভূমানন্দ সংগৃহীত স্বামী সারদানন্দ (যেমন দেখিয়াছি) বাগবাজারেই লিখিত ও প্রকাশিত। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রসঙ্গ বাদ দিলে অমৃতলাল বসুর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যলীলা' কবিতা পুস্তিকাটি এই বাগবাজারেই লেখা হয়। ভগিনী নিবেদিতা, বাগবাজারেই বাস করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কলিকাতায় প্রথম সেবাকার্যের স্থান বাগবাজার নিকারিপাড়ার বস্তি পরিষ্কার।

মহোৎসবের সূচনা—শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর কিছু পূর্বসময় বাগবাজারের নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব সমিতি আমাদের পূর্বোক্ত আক্ষেপ দূর করে। ঐ সমিতি সর্বপ্রথম নন্দলাল বসুর বাড়ীতে ৭ই ফাল্গুন ১৩৩৭ (১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩১), বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত চারদিনব্যাপী জন্মোৎসবের শুভ সূচনা করেছিল। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনটির গুরুত্ব অন্য রকম, সর্বধর্ম সমন্বয় সম্পর্কিত আলোচনার একটি সুস্থ মঞ্চ ছিল এই রকম—

"সভাপতির অভিভাষণ শেষ হইলে* য়ীহুদিধর্ম (জুডাইজম) সম্বন্ধে

* উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বামী নির্মলানন্দের লিখিত দীর্ঘ ভাষণের মধ্যে বলা হয়েছিল—

মিঃ জোসেফ টুইনা, যোরোএষ্টীয়ানিজম্ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুত মন্মথ নাথ বসু এম. এ. মহাশয়, ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে মৌলভী মজিদ আবদুল্লা এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে মিঃ বি. এল. ব্রাউটন বক্তৃতা করেন।"

প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী পৃঃ—৪।

তৃতীয় দিন ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে কৃষ্ণকুমার মিত্র, শিখধর্ম সম্বন্ধে কর্তার সিং, থিয়োসফি সম্বন্ধে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ শেঠ ও বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা করেন।

সংগঠকগণ—প্রথম বছরে (১৩৩৭) কিরণচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে উৎসব সংগঠনে ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। দ্বিতীয় বছরের কার্যনির্বাহক সমিতির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনজন—যতীন্দ্রনাথ বসু, গনেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ), কিরণচন্দ্র দত্ত। আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর কার্যনির্বাহক সমিতির যে সংবাদ প্রকাশিত হয় (৬ ফাল্গুন ১৩৪২ আ.বা. পত্রিকা) তা থেকে দেখা যায় আচার্য—স্বামী নির্মলানন্দ। সভাপতি—দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। সহকারী সভাপতি—

"সত্য সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সত্যযুগের পুনরভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহার ধর্মমত উদার, সার্বভৌমিক ও বিশ্বজনীন। আমরা যে সম্প্রদায়ভুক্তই হই না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার জ্ঞানালোকপাতে আমাদের পথ সুগম হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার অভূতপূর্ব সাধনা, অপূর্ব ত্যাগ-বৈরাগ্য, অলৌকিক তপস্যার পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। তাঁহার জীবিত বিগ্রহ অনেকেই দেখিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণতলে বসিয়া অনেক বিভিন্ন মতের সাধক আপন আপন ইষ্ট লাভের সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহার ভাগবতী তনুতে সচ্চিদানন্দময়ীর অধিষ্ঠান হইয়াছিল। ধর্ম, পবিত্রতা ও আনন্দ উহাতে প্রকট ছিল। শিশুর ন্যায় অনাবিল মন লইয়া, মাতৃস্নেহের ন্যায় পবিত্র প্রেম লইয়া তিনি জগৎকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সর্বদাই বিরজিত ছিলেন। জ্ঞানী-মূর্খ, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, সাধু-পতিত, সকলেই তাঁহার কাছে সমান স্নেহ-ভালবাসা পাইয়াছে।"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিশঙ্কর পাল প্রমুখ। সাধারণ সম্পাদক বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন মাখনলাল সেন, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মৃণালকান্তি ঘোষ, তুষারকান্তি ঘোষ, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, স্বামী ভূমানন্দ, স্বামী অমৃতানন্দ, স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ, স্বামী ত্রিপুরানন্দ, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কিরণচন্দ্র।*

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী মহোৎসব

স্থান শোভাবাজার রাজবাটি। গোপীনাথ জীউ মন্দিরে আট দিন ধরে (১০-১৭ ফাল্গুন, ১৩৪২) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্বোধন উৎসবের সভাপতি ছিলেন শ্রীশচন্দ্র নন্দী।

শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ ফাল্গুন ১৩৪২ এক নগর সংকীর্তনের দল উত্তর কলকাতায় পথপরিক্রমা করেছিল। বঙ্গীয় নাট্য পরিষদের সভাপতি কিরণচন্দ্র একটি গীত বেঁধে দিয়েছিলেন, গীতটির মধ্যে আত্মনিবেদন ও আত্মানুভূতির বিশিষ্ট সুর ধরা পড়েছে। বাহার তেওরা রাগে সুরারোপিত ঐ ঐতিহাসিক গানটি এই রকম—

আনন্দ সাগরে আজি কেন ভাসে ত্রিভুবন ?
বাজিছে মঙ্গল শঙ্খ কার শুভ আগমন ?
হের বিশ্ব পুরবাসী,
অপরূপ রূপরাশি,
শত অমানিশা নাশি উদে কেবা জ্যোতি ঘন !

---

* নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব সমিতির চতুর্থ অধিবেশন বৃহস্পতিবার ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ থেকে রবিবার ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলেছিল। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে মুখ্য বক্তা ছিলেন কিরণচন্দ্র। তাঁর বিষয় ছিল— **Shri Ramkrishna's advent and His speritual message.** চতুর্থ দিনের মুখ্য বক্তা ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কেবা সে অমৃতধারা,
যাহে সবে মাতোয়ারা,
ভুলি শোক ব্যাধি জরা শান্তি সুরা করে পান।
কার 'সমন্বয়' গানে
বদ্ধ প্রেম-আলিঙ্গনে,
দ্বেষ হিংসা ত্যজে আজি জগতের জীবগণ!
জ্ঞান কর্ম্ম সমস্ফূর্ত্তি,
প্রেম-ঘন কার মূর্ত্তি
রামকৃষ্ণ নাম ধরি' মহাশক্তি আগুয়ান।
জড়িত কাম কাঞ্চনে
ত্রিতাপে তাপিত জনে
উদ্ধার হে কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু করি দান।
তুমি না করিলে দয়া,
কিসে যাবে মোহ মায়া,
যাচে হরি, পদ-ছায়া অধম সন্তানগণ।

কলিকাতা
১৭ই ফাল্গুন ১৩৪২ কথা—পরিষৎ সভাপতি শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বক্তৃতা করেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মন্মথমোহন বসু, সরলাবালা সরকার, এবং স্বামী যোগানন্দ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "আমার প্রথম জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাঁহাকে আমি দেখি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান তাঁহার অধিকাংশই তাঁহার সম্বন্ধে রচিত পুস্তকাবলী হইতে গৃহীত। আমি এখানে এই কথা বলিতে চাই যে, তাঁহার অসাধারণ আধ্যাত্মিক প্রতিভায় সকলেই চমৎকৃত না হইয়া পারেন না। তিনি যে কঠোর সাধনা ও তপস্যা করিয়া গিয়াছেন তাহা আধুনিক যুগে আর কেহই করিতে পারেন নাই। তাহার সেই কঠোর সাধনানুরূপ সিদ্ধিলাভও

তিনি করিয়াছেন। পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইলে নানা পথ আছে। এই কথাই তিনি তাঁহার যত মত, তত পথ বাণীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সকলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার এমন শক্তি ছিল যে অত্যন্ত দুশ্চরিত্রের লোকও তাঁহাকে একবার মাত্র দর্শন করিয়া পাপ পথ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে। তিনি ধূলি ও স্বর্ণ সমান জ্ঞান করিতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা উল্লেখ করিয়া রামানন্দবাবু বলেন যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য তাঁহার যে ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, তাহা সকলকে বিস্মিত করিয়া দেয়। তাঁহার বিশ্বমাতৃত্বের ধারণা বিগ্রহ বা মূর্তি অতিক্রম করিয়া অনন্তের ধারণায় পর্য্যবসিত হইত।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ ফাল্গুন, ১৩৪২

রামানন্দবাবুর ভাষণ থেকে বোঝা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ব্রাহ্ম-সমাজের ধারণা কেবল উচ্চ ছিল না। তাঁর মাতৃসাধনার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বোঝাবার শক্তিও তাঁরা অর্জন করেছিল।

চতুর্থ দিনের বক্তা ছিলেন ডঃ কালিদাস নাগ, বিনয়কুমার সরকার এবং কিরণচন্দ্র দত্ত। সভায় আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল বাঙালী জাতির অধঃপতন। দুঃখের বিষয় সংবাদপত্রে যেভাবে তা পরিবেশিত তা থেকে আমাদের ধারণা হয় সংবাদ প্রকাশে ফাঁকির সঙ্গে পরিবেশনের দুর্বলতাও যুক্ত হয়েছিল।

"অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, এম. এ. মহাশয় পরমহংসদেবে খাঁটি বাঙালী জাতি ও তাহার আদর্শের অস্তিত্ব বর্তমান—একথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। তারপর ডঃ কালিদাস নাগ এম. এ, ডি-লিট মহাশয় সহরে বাঙালী জাতির কতটা ক্ষতি করিয়াছে। বর্তমান শিক্ষাভিমানী বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালী আসল বাঙালীকে কতটা নীচে নামাইয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সার্থক করিতে হইলে আসল বাঙালীকে খুঁজিয়া টানিয়া আনিয়া জগতের সমক্ষে গৌরবের আসনে বসাইতে হইবে।

শেষে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সনাতন ধর্ম্ম ও ভারতের আত্মা যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ইহা একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিবৃত করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করিয়া জনসাধারণকে শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে সাড়া দিতে অনুরোধ করেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ ফাল্গুন, ১৩৪২]

আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ থেকে আমরা পরমহংসদেবের মধ্যে কি ভাবে খাঁটি বাঙালী জাতির অস্তিত্ব ও আদর্শ লুকিয়ে আছে জানতে পারিনি।* এমনকি ডঃ কালিদাস নাগের আসল বাঙালীটি কে তাও বোঝা যায়নি। বক্তাদের প্রকৃত বক্তব্যের অতি সরলীকরণের ফলে বাঙালী জাতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত আলোচনা আমাদেরও মুলতবি রাখতে হল।

শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে (২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬) সকাল দশটায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা বার হয়েছিল। সেই উপলক্ষে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নাম সংকীর্তনের আয়োজন হয়।

ষষ্ঠ দিনের সভাটি ছিল স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধির উপর। "On the sixth day (Friday), after the usual morning and evening worship and prayers. Prof. M. M.

---

* ঠাকুরের জীবন ও সাধনা উল্লেখ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে কীভাবে কামারপুকুর গ্রামের খাঁটি বাঙালী মানুষটি লড়াই করেছিলেন উৎপল দত্ত তাঁর 'গিরিশমানস' গ্রন্থে তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। বিবেক-নৈতিকতা বর্জিত কলকাতার শিক্ষিত মানুষের কাছে তিনি ছিলেন মূর্খ, অশ্লীল। কথামৃত পাঠে বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁকে চিনতে ভুল করেছিলেন, তিনি সুশিক্ষিত কলকাতাবাসীর কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেননি। উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন—"বৃটিশ-শোষিত বাণিজ্য শাসিত মুদ্রা-শাসিত কলকাতা শহরের ছিন্নমূল ও denationalized চিন্তানায়কদের মাঝে কেন রামকৃষ্ণ এক বিস্ফোরণ …।" পৃঃ ৪৪

Bose spoke on 'Food', illustrated by lantern slides, and a bioscopic film followed on 'Tuberculosis' At 9 P. M. the amateurs at Bangiya Natya Parishads sang Sri Sri Kali Kritan". —A. B. Patrika,

Saturday March 7, 1936.

অনুষ্ঠানটি বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনব বলে আমরা উল্লেখ করলাম।

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে (১৭ ফাল্গুন ১৩৪১) তরুণ কালীকীর্তন সমিতি গিরিশচন্দ্রের কমলেকামিনী অভিনয় করে। অনুষ্ঠান সম্পর্কে Advance পত্রিকা (3 3. 36) মন্তব্য করে "Judging from the varied and interesting programme of the eight day celebrations that were held in the Sovabazar Rajbati to do honour to the centenary and 101st Birthday of Sri Ramkrishna it will be found that from all points the function was a unique one, and the Calcutta public had rarely such a opportunities to witness and enjoy such a delightful and soul—ennobling treat far a number of days."

ভবানীপুরে শতবার্ষিকী উৎসব—উত্তর কলিকাতায় আটদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের বিরাট সাফল্যের পর ১৯ মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ভবানীপুরে নর্দান পার্কে বিজয়প্রসাদ সিংহরায়ের পৌরোহিত্যে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল। ঐ সভায় বক্তা হিসেবে ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ, রায় পি. সি বসু, রায় জে. এন. সেন, স্বামী গুণাতীতানন্দ এবং কিরণচন্দ্র। ড. মহেন্দ্রনাথ সরকার কমিটির সভাপতি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। বি. পি. সিংহ বলেছিলেন "রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া এ যাবৎ যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ইতিহাসে অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রাম-

মোহন যে সাধনার ধারার সূত্রপাত করেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার পূর্ণরূপ দেন।" অনুষ্ঠানটি চারদিন ধরে চলেছিল। শেষ দু'দিন সভায় শরৎচন্দ্র বসু উপস্থিত ছিলেন।

[সংবাদ সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬ মার্চ, ১৯৩৬]

কাশীধামে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব

কাশীধামেও রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল। সেই সংবাদ আনন্দবাজার পত্রিকা [১৫ চৈত্র, ১৩৪২] এবং বসুমতী পত্রিকায় [৪ চৈত্র ১৩৪২] প্রকাশিত হয়। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ধ্রুব, মদনমোহন মালব্য, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ বক্তাগণ সভায় আসীন ছিলেন। প্রমথনাথ তর্কভূষণ বলেছিলেন—শ্রীরামচন্দ্র প্রধানতঃ সমাজের পরিস্থিতি বিষয়ে যত্নবান ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সমাজ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমধর্ম্মের বিশেষ বিকাশ দেখাইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এই উভয় ধারার অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল। সমন্বয় জিনিষটা ভারতবর্ষে নূতন না হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত সমন্বয় এক অপূর্ব্ব জিনিস। তৎপূর্ব্বে অদ্বৈতভাব অবলম্বনে কেহ সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করেন নাই। ··· শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের অনুভূতি এবং তাঁহার প্রচারের প্রণালী অভূতপূর্ব্ব।"

[আঃ বাঃ পত্রিকা—১৫ চৈত্র ১৩৪২]

প্রমথনাথের সমন্বয় ব্যাখ্যায় কিছু পরস্পরবিরোধী মন্তব্য আছে। যেমন তিনি ভারতবর্ষে সমন্বয়বাদ নতুন নয় বলেছেন; আবার শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে সমন্বয়-ব্যাখ্যা নতুন বলছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় সাধনাকে একাডেমিক আলোকে দেখছেন, তার সংগে রামকৃষ্ণ প্রচারিত 'একের' সাধনার পশ্চাদভূমিটুকুও উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁর আলোচনায় যেটুকু নতুনত্ব তা হল শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় সাধনাকে সমাজ সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি পুরাণকে

ইতিহাস ব্যাখ্যার কার্যকরী উপাদান রূপে গ্রহণ করে তারই পাশাপাশি সমাজ পরিস্থিতির দিকটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ আলোকে উদ্‌ভাসিত করলেন। এটি অভিনব।

দ্বিতীয়বর্ষে শিল্প প্রদর্শনী—১৩৩৮ বঙ্গাব্দে নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব চিত্র ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে। গোকুলচন্দ্র মিত্রের বাগবাজার মদনমোহন জীউর মন্দিরে ২৫-২৯ ফাল্গুন পাঁচদিন ধরে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। শিল্পী যামিনী রায় ও 'কলাভবনে'র সম্পাদক কারুশিল্পী নিতাইচরণ পালের অধ্যক্ষতায় চিত্র ও কারুশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। মেয়েদের হাতে তৈরী কারুশিল্প প্রদর্শনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সাবিত্রী সম্মিলনীর শ্রীমতী রমা দেবী ও শ্রীসরলাবালা সরকার মহিলা বিভাগের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেছিলেন।

সর্বধর্ম সমন্বয় মঞ্চ

নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব সমিতির অন্যতম গুরুত্ব হচ্ছে যে, ঐ উৎসবের শুরু থেকেই কলকাতা শহরে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের একত্রীকরণ। সেই চেষ্টায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি মঞ্চ গড়ে উঠেছিল। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, ডাঃ ভাগবতকুমার শাস্ত্রী, স্বামী সচ্চিদানন্দ, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মৌলানা আক্রাম খাঁ, সরদার কেওয়ান সিং, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, জে. আর. ব্যানার্জী, রে. ডাঃ আর্কুহাট, মহম্মদ ওয়াহেদ হোসেন, অশোক ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দিনে সমন্বয়বাদের উপর আলোচনা করেছিলেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ঐ সভায় কোন্ ধর্মের উপর আলোচনা হয়েছিল? তাতে আমরা দেখি, বৈষ্ণবধর্ম, শিখধর্ম, জুডাইজম, থিওসফি, ব্রাহ্মধর্ম, ইসলামধর্ম, বেদান্ত, খ্রীষ্টধর্ম, সুফিইজম, জৈনধর্ম, জোরাষ্ট্রিয়ানিজম

ধর্মের আলোচনা স্থান পেয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা প্রত্যেক সভার শুরুতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় চিন্তা আলোচিত হোত। এবং তারই আলোকে অন্য ধর্মের আলোচনা গুরুত্ব পেত। দ্বিতীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দৈনিক বসুমতীতে [২৮ ফাল্গুন, ১৩৩৮, ইং ১২।৩।১৯৩২] এইভাবে প্রকাশিত হয়—"সভার প্রারম্ভে সহ-সম্পাদক শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বাগবাজারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের জন্মতিথি মহোৎসব করা কেন হইল তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। ···অতঃপর মহারাজিক চৈতন্যবিহার শ্রীমৎস্বামী সচ্চিদানন্দ মহাশয় বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত সকল নারায়ণ শর্মা কাব্য কাব্যতীর্থ, বিশেষ অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ও মহামহো-পাধ্যায় ডাঃ ভাগবৎকুমার শাস্ত্রী এম. এ. পি. এইচ. ডি, বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন।" দুঃখের বিষয় বক্তৃতার বিস্তৃত বিররণ না পাওয়ায় ঐ সভার গুরুত্ব ঠিক কোন আকারে সংগঠিত—তা আজ আর জানার উপায় নেই।

ঐ ধর্মমহাসভার শেষদিনের সভাপতি ছিলেন দেবপ্রসাদ সর্বাধি-কারী। ঐদিন স্বামী অভেদানন্দ রচিত রামকৃষ্ণ স্তোত্র এবং কিরণচন্দ্রের একটি স্তোত্র পাঠ করা হয়। আশুতোষ শাস্ত্রী সনাতন ধর্ম ও রামকৃষ্ণ, ডঃ আর্কুহাট খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং এম. এম. বোস ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কিরণচন্দ্র সনাতন ধর্ম ও ভারতাত্মা বিষয়ে আলোচনা করেন।

ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রবন্ধঃ ধর্মসমন্বয়—নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব সমিতির তৃতীয় অধিবেশন বসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে (১ বৈশাখ ১৩৩৯)। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সর্বধর্ম সমন্বয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। নরেশবাবুর বক্তৃতার পর ডাঃ সরসীলাল সরকার ও কিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। শেষে সভাপতি হিসেবে মন্মথমোহন বসু একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করার পর রাত্রি ৮৷৷০ টায় সভা

ভঙ্গ হয়। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের পঠিত প্রবন্ধটি ভারত পত্রিকায় (১ বর্ষ আশ্বিন ১৩৪১, শারদীয়া সংখ্যা, পৃঃ ৩০০-৩০৬) মুদ্রিত হয়েছিল।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধটির মূল কথা "সকল বিশিষ্ট ধর্ম্মকে এক সত্য ধর্ম্মের বিকার বলিয়া যতক্ষণ মনে করিবে ততক্ষণ সেই এক ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। মানুষ এই পদার্থকে যদি সকল বিশিষ্ট মানুষের বাহিরে একটা সামান্য পদার্থ বলিয়া কল্পনা কর, তবে সত্য মানুষের সন্ধান পাইবে না। মানুষ পদার্থ আছে, প্রত্যেক মানুষই সেই মানুষ—তার বিকার নয়। তার পরিচয় সব মানুষের বৈশিষ্ট্য বর্জিত একটা **abstract concept**এ নয়, সকল বিশিষ্ট মানুষের সমবায়ে। সত্যধর্ম্মও তেমনি সব ধর্ম্মের বহির্ভূত একটা **abstract** বস্তু নয়, সব ধর্ম্মে যাহা প্রকাশিত, সেই সজীব বস্তু। প্রত্যেক ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম—তার অনুষ্ঠান সমাজবিধি—যাহাতে তাহা সজীব হইয়া বর্তমান তাহাই সত্য ধর্ম্ম—তার সব বৈশিষ্ট্য বর্জিত কোনও বস্তু সত্য ধর্ম্ম নয়। 'যত মত তত পথ' যে পথে তোমার তৃপ্তি সেই তোমার পথ, যে পথে আমার তৃপ্তি সেই আমার পথ। সাধনার সব মার্গেই সিদ্ধি আছে যদি সাধনার জোর থাকে, কেননা যে মার্গেই তুমি যাও, তার শেষ পরিণতি এক।"

"শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন তাঁর অভ্যস্ত সরলতার সহিত উদাহরণ দিয়া, একই পুকুরের দশ ঘাটে দশ জন জল তোলে, একজন তাকে বলে জল, একজন বলে পানি, একজন বলে water—এমনি ভিন্ন ভিন্ন পথে তারা ভিন্ন ঘাটে যায় কিন্তু তোলে সেই একজল।"

[ভারত শারদীয়া সংখ্যা ১ম বর্ষ আশ্বিন ১৩৪১ পৃঃ ৩০৪]

অর্থাৎ নরেশচন্দ্র সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূল কোন সামান্য ধর্ম নয় বলে মনে করেন। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই ঐক্য সাধনের এক আদর্শ 'যত মত তত পথ' রামকৃষ্ণ মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন। Advance পত্রিকা (16. 4. 1932) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিল ঃ

The trend of the essay was psychological. The main point being—Truth to be realised, must be realised through the individual with his pros and cons with influence of enviroument in that sence there can not be any "synthesis of religion" acceptable all the world over. There can be a synthesis of different philosophies but as religion and life are inseparable there must necessarily be variations and varieties."

ডঃ ভগবতকুমার শাস্ত্রী—নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব সমিতির তৃতীয় বার্ষিক (১৩৩৯) আলোচনা মহাবোধি সোসাইটি হলে [১৬ মে ১৯৩২] অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত ভগবৎকুমার শাস্ত্রী সর্বধর্মসমন্বয় ও বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে দু' ঘণ্টাব্যাপী এক গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা করেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের মূল সূত্রগুলি আধুনিক বিজ্ঞানবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেন। তাঁর বক্তৃতার মূল কথা ছিল—সকল ধর্মের মূল সত্য পূর্ণতা প্রাপ্তি ও আনন্দ লাভ। ভগবান লীলাচ্ছলে সৃষ্টি ও রহস্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে যে পূর্ণত্বের বিকাশ করেছেন, জগতের যাবতীয় জীব সেই শক্তিতেই অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ণত্বের দিকে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যাত্রা করছে।

"Consciously or unconscious all creatures are moviug towards the Ideal of supreme Perfection inspired by it as God has manifested himself through his creation (Lella)." [A. B. Patrika 25-5-32],

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ : - নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসবের তৃতীয় বর্ষের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন তিনজন—যতীন্দ্রনাথ বসু, গণেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কিরণচন্দ্র দত্ত। তাদের উদ্যোগে ও প্রযত্নে একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। [স্থান শোভাবাজার রাজবাটি। সময়— ১৪ ফাল্গুন ১৩৩৯। রবিবার।] অবনীন্দ্রনাথ ঐ শিল্প প্রদর্শনী সম্পর্কে

যে ভাষণ দেন তা আনন্দবাজার পত্রিকায় মঙ্গলবার—(২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩) প্রকাশিত হয়েছিল। সেই আলোচনায় দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত রসচেতনায় শিল্পের উৎস কিভাবে মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে তা তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। আলোচনাটি চিত্তাকর্ষক ও অভিনব।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতাংশ

"শিল্পকলা বাদ পড়লে উৎসবের অঙ্গহানি হত, বিশেষতঃ পরমহংসদেবের ন্যায় অবতার পুরুষের। কারণ, ভারতের যত প্রকার উচ্চশ্রেণীর শিল্পকলা পরিণতি লাভ করেছে তা সবই ধর্মের মহাবিকাশকে কেন্দ্র করে। বাঙ্গালার চিত্র-কলার মূলে শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁরই রসধারা সিঞ্চিত হয়ে, নানারূপে সুরে গানে চিত্র-শিল্পে নবভাব বন্যা বয়ে গিয়াছে। প্রাণের প্রাচুর্য্য ও উচ্ছ্বাস না হলে শিল্পে প্রাণ পাবে কি করে? নূতন ভাবের প্রবাহই তাঁর হৃদয়ে নব সৃষ্টির প্রেরণা দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের মত পরম রসিক। তাঁর জীবন, তাঁর রসধারা জীবনের সর্বতোমুখী প্রচেষ্টাকে সঞ্জীবিত করবে। তাঁর জীবনের প্রেরণা নব নব শিল্প গঠন করবে। জগতের সৌন্দর্যরাশিকে শিল্পী চিত্রে ধরে রাখে। বক ওড়ে, হরিণ ছোটে, আকাশে চাঁদ ওঠে শিল্পী তার চিত্রে এঁকে রাখে। শিশু রামচন্দ্র আকাশের চাঁদ চাই বলে একদিন কেঁদে আকুল। থামে না কিছুতেই! শেষে সুমন্ত্র তাঁকে কোলে করে জলে প্রতিবিম্বে রামের মুখ দেখিয়ে বল্লেন ঐ চাঁদ। শিশু রামের কান্না থামল। মাটির বা কাঠের পুতুল পেয়ে আমাদের শিশুরাও কান্না ভুলে যায় তার ভেতর কি রস যে শিল্পী দেয় তা শিশুরাই জানে। আমরা বুড়ো মানুষ আমাদের শান্ত করা সহজ, কিন্তু শিশু চিত্ত শান্ত করা কঠিন। যে শিল্প তা পারে তা কম নয়, তাই যারা কাগজে ছবি আঁকে; যারা মাটির বা কাঠের পুতুল গড়ে তাদের সবাইকে আমি বলি শিল্পী। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমার জীবনে ২টি বাসনা ছিল একটি শিল্প ধর্মের মধ্যে যাতে

ঢোকে, সে আশা আজ পূর্ণ হল। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের সঙ্গে শিল্প প্রদর্শনী খুলে আমার এতদিনের বাসনা আজ আপনারা পূর্ণ করেছেন। আর একটি বাসনা ছিল—শিল্প যাতে কুটিরে প্রবেশ করে, সে বাসনা আমার আগেই পূর্ণ হয়েছে। আমার একটি গরীব শিষ্য গঙ্গার ধারে তার কুটিরে শিল্প নিয়ে গিয়েছে। সজনেগাছে ফুল ফুটেছে তার তলায় বসে আমি তার শিল্প পরিপূর্ণ আনন্দে দেখে এসেছি। আমার কোন দিন এ কামনা ছিল না যে আমার শিল্প কাপ্তেন বাবুদের ড্রইং রূপে ঠাঁই পাবে। কোনদিন আমি তা চাইনি, এখনও তা চাই না। আমি যা চেয়েছি তা পেয়েছি। ধর্ম আমার শিল্পকে নিয়েছে, দরিদ্র আমার শিল্পকে নিয়েছে।"

"মহান ভাবের স্পর্শ না পেলে শিল্পীর চোখ খোলে না, সৃজনীশক্তির বিকাশ হয় না, কিরূপে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পরম প্রিয় নিবেদিতার চেষ্টা ও যত্নে তিনি ভারতের এই বিপুল জীবন ধারার স্পর্শ লাভ করেন ও তাঁর প্রাণ মেতে ওঠে, চোখ খুলে যায় এবং হ্যাভেল সাহেবের শিক্ষায় তাঁর রসবোধ কিরূপে জাগ্রত হয় তাও তিনি বলেন। তারপর পরম রসিক সভাপতি মহাশয় এই রসকৌতুকের ভেতর দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন—আধুনিক চিত্রে বড় বড় আঙ্গুল যে কি করে ঢুকলো তা আমি জানি না। মোট কথা ওটা আমার সৃষ্টি নয় এবং আমি তা বন্ধ করতেও পারি না, কারণ শিল্পীরা কেহই আমার মাইনে করা লোক নয়, মাইনে করা লোক হলেও তবু জোর চলত। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় আমায় এই প্রশ্ন করেছিলেন এবং আমি তাঁর যে উত্তর দিয়েছিলুম তাই বল্লুম তবে আমার আঙ্গুলগুলো একটু বড়ই তাত আমার সৃষ্টি না, তা ভগবানের সৃষ্টি ; তা আর ছাঁটা চলে না।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা মঙ্গলবার ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩]

অবনীন্দ্রনাথ ২৬ ফেব্রুয়ারী শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন। ঐ প্রদর্শনীতে যে সমস্ত শিল্পীর চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল তাঁরা হলেন—নন্দলাল বসু, মণীন্দ্রকুমার গুপ্ত, ক্ষিতিশচন্দ্র ব্যানার্জী, অবিনাশ সেন, সতীশচন্দ্র রায়, এম. এন. দাস, নিতাইচরণ পাল, অবনীভূষণ সেন, রমা

দেবী। সাবিত্রী সম্মিলনী, সরোজনলিনী এবং টালা মহিলা সঙ্ঘের চিত্রও প্রদর্শিত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের আলোচনায় তাঁর শিল্পচিন্তার দুটি দিক সুপ্রত্যক্ষ। এক পরমরসিকতার তত্ত্ব, দুই মানব জীবনে শিল্পের ভূমিকা। তিনি বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের মতন পরম-রসিক। পরমরসিকতার অপর নাম শিল্প। ভারতের নান্দনিক শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ ধর্মের বিকাশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল: এ জন্য তিনি বলেছেন যে ধর্মের মধ্যে এমন একটি পরম রস থাকে যা শিল্পীকে মহান ভাবের স্পর্শ দেয়। এ ছাড়া তাঁর দুটি বাসনার কথা বক্তৃতার মধ্যে সুন্দরভাবেই আলোচিত।

ধর্মসভা ১৩৩৯ –শোভাবাজার রাজবাটিতে (১৭ ফাল্গুন ১৩৩৯) তৃতীয় দিন ধর্মমহাসভার সভাপতি ছিলেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। চতুর্থ দিনে সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম দিনে সভায় যাঁরা বক্তৃতা করেন, তাঁরা হলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, স্বামী নির্মলানন্দ, মণীন্দ্র-প্রসাদ সর্বাধিকারী, এস. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র বেদান্ত চিন্তামণি, শরদিন্দু নারায়ণ রায় এবং কিরণচন্দ্র দত্ত। ১৯ ফাল্গুন (৩ মার্চ ১৮৩৩) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দিবস হিসাবে পালিত হয়েছিল। বক্তাগণ ছিলেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, নরেন্দ্রনাথ শেঠ, কালীপদ তর্কতীর্থ, পঞ্চানন ঘোষ।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনাটি ছিল তুলনামূলক। বিষয়—উপনিষদ ও সূফীধর্ম। বক্তা মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন। তিনি তাঁর লিখিত প্রবন্ধ পাঠে যা বলেছিলেন তার সারসংক্ষেপ হলো—"আমরা হিন্দু মুসলমান কত শতাব্দী ধরিয়া এদেশে পরস্পরের প্রতিবেশী স্বরূপে বাস করিতেছি, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা একে অপরের সাহিত্য এবং সভ্যতার ভিতরের জ্ঞান অতি সামান্যই রাখি, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। আমাদের পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের অস্পষ্ট এবং বিকৃত ধারণা আমাদের অন্তর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের ধর্মানুষ্ঠানে বাহ্যিক আচারে আমাদের কতকগুলি দোষত্রুটিই প্রধানতঃ ইহার মূলে। বেদ এবং

উপনিষদ যে ভাষায় লিখিত তাহা আয়ত্ত করা অহিন্দুদের পক্ষে কঠিন; এজন্য অহিন্দুদের পক্ষে এগুলির সত্যকার ধারণা নাই। পক্ষান্তরে ইস্লাম ধর্ম নীতি এবং দর্শন যে ভাষায় লিখিত, অমুসলমানদের পক্ষে তাহা আয়ত্ত করা কঠিন। আমাদের পরস্পরের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার ফলে জগতের মহান সাধক এবং সত্য দ্রষ্টাদের অবদান সমূহ আমরা উপভোগ করিতে পারিতেছি না। অতঃপর বক্তা উপনিষদ এবং কোরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে, ভগবান এক এবং তিনি সকলের পিতা।" [আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯ ফাল্গুন, ১৩৩৯]

মৌলবী হোসেন হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থগুলির ভূমিকা সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করেছেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ ভাষাগত ব্যবধান, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতাই এই দুই জাতির পরস্পরের ভিতর প্রবেশ করবার শক্তি হারিয়েছে।

স্বামী নির্মলানন্দের ভাষণ—১৩৩৯

[সূত্র : অমৃতবাজার পত্রিকা, ১০ মার্চ ১৯৩৩]

স্বামী নির্মলানন্দ (তিনি তখন বিবেকানন্দ মিশনের প্রেসিডেন্ট) ঠাকুরের ৯৮তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে তৃতীয় দিনের (৩ মার্চ ১৯৩৩) অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। তিনি পঞ্চাশ বছর আগে কি ভাবে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।

ভাষণের নির্বাচিত অংশ :

"In my child mind I pictured in my imagination that I will come across a man with matted locks, long beard and with ashes smeared all over his body and that he will be a very serious and grave man. What I found quite unexpectedly was that he was neither a Yogi nor a Sadhu or Peram-

hansa or anything of the kind. Though he was little advanced in years at the time but to all outside appearances he appeared to me to be a veritable child of a nature. With no pretensions, no poses and no assuming in him, he appeared nothing but a simple child of nature—a child whose heart and soul was never sophisticated by the cultural education and civilisation of the modern days. His mind refused to take any polish of the modern system of education. He was absolutely illiterate in that sense. But he was deeply steeped in the spiritual wisdom of the Rishis of old as was revealed unto him by his Sadhanas. The whole nature was his only book which he did not fail to closely read every page of it. That is all. I could not understand his caste as he did not wear a Holy Thread. I could not understand whether he was a Sadhu as he was not apparently grave but would seem to smile apparently at nothing. He will be smiling sometimes with a vague look, not at all serious. You can well understand if you happen to look at the eyes of an infant, how the infant looks vague and blank with smiles in the lips. Then when at times he appeared serious he seemed to plunge deep in very serious thoughts and meditation and his whole appearance and mode would completely change. It was, in fact, a riddle to me how to study him and what to know of him. Sometimes he would behave just like a little child. I will now relate to you a little story about him. Once a little ant stung his finger. He was under the pain of that sting and was almost besides himself and crying just like a child. One of the temple Pujaris seeing his child-like nature persuaded him, as he would have done to a little child, to turn away his mind from the the thoughts of pain and asked him to put

his wounded finger into the ant hole in order that the ant might draw out the poison of the sting, so that he would be free from pain, and he actually placed his finger there. Now, you see, the man who had controlled his everything, including his senses and every grain of his whole body and the organisms, had been quite beside himself as an ordinary human with the sting of an ant, and to be relieved of the pain, acted according to the dictates of the Pujari just as a little child. This fully demonstrates the child-like nature in him. At the very next moment, however, he could have been found talking to great Pundits and learned men like Keshab Chandra Sen and Pratap Chandra Mazumder. These two diametrically opposite things in his nature seemed to me to be a special phenomenon of the spiritual domain."

[Amritabazar Patrika, 10. 3. 1933]

তিনি বিনীতভাবে জানিয়েছিলেন যে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে তাঁর যাবাব সৌভাগ্য হয়েছিল ; সেখানে তিনি ঠাকুরের পবিত্র পদপ্রান্তে আসেন এবং আশীর্বাদ লাভ করেন। ভাষণের শুরুতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ নামক বিরাট শিশুটির ভিতর কিভাবে প্রবেশ করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতার অতুলনীয় চিত্র তুলে ধরেছিলেন। তাঁর ভাষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে বিরাট শিশুখেলা করত সেই শিশুটির অর্থ পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাবে সমকালীন বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে অসমর্থ ছিলেন। তিনি শিশু ছিলেন কারণ তিনি ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আত্মবিস্তার ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন না। তিনি শিশু ছিলেন কারণ তাঁর সমকালে যে কলকাতা গড়ে উঠেছিল, তিনি সেই কলকাতার "অবতার" ছিলেন না। তাঁর শিক্ষার মূলধন সত্যসাধনা, সত্যাগ্রহ, তাঁর একমাত্র পাঠ্যপুস্তক ছিল, অনন্ত প্রকৃতি। শিশু যেমন প্রকৃতির কোল থেকেই তার পাঠ সঞ্চয় করে ঠাকুরও তেমন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটি

থেকে বিরাটের খেলা উপলব্ধি করেছিলেন। আর এখানেই তাঁর সঙ্গে কলকাতার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের পার্থক্য ছিল। তাঁর অভদ্রোচিত ভাষা এবং অশিক্ষা সম্পর্কে উৎপল দত্তের বিচারটি স্বামী নির্মলানন্দের ভাষণেরই প্রতিধ্বনি। "ইংরিজি ভাষার তিনি এক অক্ষরও জানতেন না। অর্থাৎ বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থার জাঁতাকলে তিনি কোনদিনই পড়েননি। অন্যদিকে সনাতন ধর্মের যে আনুষ্ঠানিক শাস্ত্র শিক্ষা তার কবলেও ধরা দেননি কখনো। তিনি করেছেন "সাধনা"—যা সামনে এসেছে হাতেকলমে ক'রে দেখেছেন - ইসলাম শুদ্ধ। এবং এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার পরম সৌভাগ্য, যে একজন বিশুদ্ধ মৌলিক চিন্তানায়ক হিন্দুধর্মের সম্মান পুনরুদ্ধারে দাঁড়ালেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বাত্মক আক্রমণের মুখে ভারতীয় আত্মমর্যাদাবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হলেন।"—(গিরিশ মানস প্র. স. পৃঃ ৪২)

শিক্ষিত বাঙালীর কাছে রামকৃষ্ণের যেটি অভাব তা হল, ভদ্রতা সভ্যতা এবং সুশিক্ষা। অন্যদিকে এটিই হয়ে উঠেছে ঠাকুরের শক্তি। প্রকৃত অর্থে তিনি বেনিয়া সভ্যতার বিরুদ্ধে এক আধ্যাত্মিক কুঠার। স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন—"Though he was a little advanced in years of the time, but to all outside appearances he appeared to me to be a veritable child of the nature. With no pretensions, no poses and no assuming in him, he appeared nothing but a simple child of nature—a child whose heart and soul was never sophisticated by the cultural education and civilisation of the modern days."

উৎপল দত্ত স্বামী নির্মলানন্দজীর ভাষণের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন —আসলে সেটা [শ্রীরামকৃষ্ণের রহস্যময় ও অবর্ণনীয় কারুণ্যের যাদু] বিচ্ছিন্ন নিঃসংগ, ছিন্নমূল মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া একজন পূর্ণ

বিকশিত মানুষের আত্মবিশ্বাস ও সারল্য দেখে।" His mind refused to take any polish of the modern system of education'. এই 'পলিশ' মানুষের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে উৎপল বাবু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রামকৃষ্ণ পলিশ ছিলেন না। নাগরিক জীবনের প্রগতিশীলতাকে তিনি গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে "I could not understand his [রামকৃষ্ণ]—caste as he did not wear Holy Thread."

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রগতিশীল ছিলেন না অথচ উপবীত ত্যাগ করবারও শক্তি অর্জন করেছিলেন? তাহলে তিনি কি ছিলেন? নির্মলানন্দ স্বামী জানাচ্ছেন—"He was neither a Hindu, nor a Mahomedan, nor a christian, nor a zorastrian, but he was all and also beyond all, He was just the essence of all religions. He was the embodiment of the spirit of all religions. ......We cannot call him a Paramhansa or a great saint or a great Avatar ; he was none of that, but was truth and truth itself manifested in a concretised form."

নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও দর্শনকে সর্বপ্রথম একটি সর্বব্যাপক আধ্যাত্মিক মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত করে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের কাছে, শ্রীরামকৃষ্ণ অভ্যুদয়ের স্বরূপটি বিশ্লেষিত হ'ল। ইংরাজের সৃষ্ট রাজধানী কলকাতা সহরে, শ্রীরামকৃষ্ণচর্চা পরোক্ষে, বেনিয়াপুষ্ট শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে যে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং গোঁড়ামি ছিল তা প্রতিস্থাপনে সাহায্য করে। সমাজের ভয়াবহ ভাঙ্গনের মুখে, সম্প্রদায়গত সংঘর্ষ ও বিরোধের যুগে—হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীগুলি মানুষের চিন্তাশক্তির উপর গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উদ্যোক্তাগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েক বছর পর

অমৃতবাজার মন্তব্য করে—

"The special significance of this festivity is that it is conducted by the house-holder followers and admirers of Sri Ramkrishna of Calcutta in conjunction with the representatives of the different districts of Bengal, all of whom took keen interest in the performance."

Amrita Bazar Patrika
Dated 14th March, 1935

Belur Math

The Calcutta Vivekananda Society Anniversary 1913

Read a paper on "[illegible]" — reference

in "Udbodhana" 15 Vol 3 no & "Prabuddha Bharat" Feby & March 1913

This essay has been published by "Sheuli" — (1st number) Jaistha 1320 B.S. — a new monthly edited by Babu Jatindra Mohan Gupta B.A.

Dr. Gajendra nath Mitra Memorial Meeting:—

on Sunday the 31st March at Rai Nundolal Bose residence

Chairman — Rai Kailash Ch. Bose Bahadur — Read a paper

on the memory of lamented Doctor — a friend & a fellow-[illegible]

(Supporting the III Resolution) reference in A.B. Patrika (1/4/13)

The Bengalee (2/4/13) and Ananda Bazar Patrika (20th Chaitra 19)

Published Ananda Bazar Patrika — 28th Chaitra 1319 BS

কিরণচন্দ্র লিখিত ডায়েরীর অংশ

চতুর্থ অধ্যায়

মাতাঠাকুরাণী ও লক্ষ্মীনিবাস

ভক্ত ও শিষ্য হিসেবে মাতাঠাকুরাণী সম্পর্কে কিরণচন্দ্র কোন কথাই নিজ মুখে বলেননি। বংশকারিকা ও পারিবারিক ইতিহাস রচনায় তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। অথচ দীর্ঘ বাইশ বছর তাঁর পদপ্রান্তে থেকে যে নিকট-সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তা কোনোভাবেই মায়ের জীবন কথার নিরিখে প্রকাশিত হল না। মায়ের প্রথম প্রামাণ্য জীবনীকার ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য ভক্তসাধারণের নীরবতার কারণ সম্পর্কে পরোক্ষে জানিয়েছেন, "মাতৃভাবে ভাবিতা, মানবীমূর্তিতে প্রকটিতা এই মহাশক্তি অতি ধীরে জনমানসে আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। এই প্রকাশের পরিপূর্ণরূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি না; সমসাময়িক আমরা ঘটনাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া শুধু কল্পনাতেই উহা অনুভব করিবার চেষ্টামাত্র করিতে পারি। কিন্তু এইরূপ করিতে হইলেও উপযুক্ত পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, ভক্ত সাধারণের দৈনন্দিন অনুধ্যান বা, স্মরণ মননের পক্ষেও উহা অপরিহার্য।"*

কিরণচন্দ্র মা সম্পর্কে কেবল দুটি গান রচনা করেছেন। আর কিছুই নয়। তিনি প্রতিদিন মায়ের বাড়ীতে মাকে প্রণাম নিবেদন করতেন। এমন কী মায়ের তিরোধানে অশৌচও পালন করেছেন। ভক্ত হিসেবে শিষ্য হিসেবে অনেক আর্থিক দায়-দায়িত্বও গ্রহণ

---

* শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য পরিচয়, ভূমিকা।

করেছিলেন। অথচ জীবনালোচনায় নিশ্চুপ! এর সম্ভাব্য কারণ সশক্তিক মা সম্পর্কে ভক্তি-তন্ময়তা।

অক্ষয়চৈতন্য মায়ের ১১০৮ জন মন্ত্রশিষ্যের নাম সংগ্রহ করেছিলেন। তার মধ্যে ১৪৯ জন কলকাতার। আর বাগবাজারের লক্ষ্মীনিবাসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন চারজন—কিরণচন্দ্র দত্ত, সুধাংশুমোহন দত্ত, বিভূতিভূষণ দত্ত এবং কিরণচন্দ্রের কন্যা শিবরাণী। মা তিনবার বাগবাজারের লক্ষ্মীনিবাসে এসেছিলেন আর কাশীর লক্ষ্মীনিবাসে দীর্ঘ আড়াইমাস ছিলেন।

নানা ছোট বড় কাহিনী ও স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাগবাজার ও কাশীর লক্ষ্মীনিবাস। মাতাঠাকুরাণীর আত্মমুখীনতার ভিতর থেকে এই বাড়িতেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বাৎসল্যময়ী জননী সত্তা। এক অন্নপূর্ণা পূজার দিন জাতপাতের নানান সংস্কারকে মা বিচূর্ণ করেছেন এখানে। লক্ষ্মীনিবাসকে ঘিরে মাতাঠাকুরাণী নারী সমাজের নবীন আদর্শকে উন্মোচিত করেছিলেন। ভক্তগৃহে তাঁর জীবনবৃত্তের বহু সম্প্রসারিত লোকায়ত মানবধর্ম, মঙ্গলময়ী জননীসত্তা, আর নারী জাগরণের ছোটবড় আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। লক্ষ্মীনিবাসে মায়ের আগমন সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের আগে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের আগমনের এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে তা এইরকম —

লক্ষ্মীনারায়ণের স্বপ্ন—"১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা [ঘটনাটি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোনো সময়ে—লেখক]। বাগবাজারের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত একরাত্রে স্বপ্ন দেখেন, নারায়ণ গোপাল মূর্তিতে তাঁহার হাতে ক্ষীর-ছানা চিনি খাইতেছেন। তাঁহার মনে হইল, পরমহংসদেবের শিষ্যদিগকে খাওয়াইলেই তাঁহার গোপালকে খাওয়ানো হইবে। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র কিরণচন্দ্র বেলুড় মঠে যাইয়া মহারাজকে [ব্রহ্মানন্দ] সেই কথা জানাইলেন। মহারাজ তাঁহাদের আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া নির্দিষ্ট দিনে মঠের সাধুদিগকে সঙ্গে নিয়া দত্ত-ভবনে শুভাগমন করিলেন ও তাঁহাদের আয়োজিত নৈবেদ্য ক্ষীর ছানা চিনি মাখন পায়সান্ন ও ক্ষীর

হইতে প্রস্তুত বিবিধ মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "বহু জায়গায় নেমতন্ন খেয়েছি, কিন্তু এমন সাত্ত্বিক আহার করিনি।"*

জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র গ্রন্থে (পৃঃ ১০) আরও বলা হয়েছে—

"স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ খ্রীঃ এ প্রথমবার আমেরিকা হইতে ফিরিয়া কিরণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিয়াছিলেন "কিরণ রাজার চিঠিতে ছানা মাখন খাওয়ার নিমন্ত্রণের খবর পেয়েছিলাম, আমার মনে হচ্ছে ছানা মাখন আমার মুখে এখনও লেগে আছে।"

লক্ষ্মীনিবাসে মাতাঠাকুরাণীর প্রথম শুভাগমন : ১৯০৪

সন্তানগণের আগমনের কিছুদিন পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে শ্রীশ্রীমা প্রথম লক্ষ্মীনিবাসে পদার্পণ করেন। তিনি তখন ২/১ বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে ছিলেন। মাতাঠাকুরাণী যতীন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পদাবলী গান শোনার জন্য এসেছিলেন। মায়ের সঙ্গে ছিলেন নিত্যসেবিকা গোলাপ মা ও যোগিন মা।

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য বলেছেন :

"বাগবাজারের শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত একবার সগৃহে 'মাথুর' কীর্তনের বন্দোবস্ত করেন এবং গান শুনিবার জন্য স্ত্রী ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান।** পদাবলী গায়ক শ্রীযতীন্দ্রলাল মিত্র পেশাদার কীর্তনীয়া ছিলেন না। অথচ অল্প সময়ের মধ্যেই গান খুব জমিয়া যায়। সেই রাত্রেই ট্রেনে অন্যত্র যাইতে হইবে

---

* ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য; পৃঃ ১২৩

** শ্রীকৃষ্ণ বিরহের গান শ্রীশ্রী মা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রেকর্ড গান যখন এদেশে নূতন হইয়াছে, কিরণবাবুর বাড়ী হইতে কয়েকখানি কীর্তনের রেকর্ড লইয়া আসা হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটি গান মা পুনঃপুনঃ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীসারদা দেবী ব্র. অ. চৈ. পৃঃ ৮০

বলিয়া যতীনবাবু শ্রীমতীর বিরহের অবস্থার গান শেষ করিতে যাইতে-ছিলেন।

"এমন সময় গোলাপ-মা চিকের ভিতর হইতে বলিলেন, একখানা মিলনের গান গেয়ে শেষ কর। কোনরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন করাইয়া দিয়া কীর্তন সমাপ্ত হইল এবং শ্রোতারা একে একে আসর ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। গানের সূচনাতেই মা কেমন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, গান শেষ হইলেও সেই একইভাবে বসিয়া রহিলেন। কিছুতেই ভাবভঙ্গ হয় না দেখিয়া গোলাপ-মা তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, কাহাকেও কিছু বুঝিতে না দিয়া কোনরূপে জলযোগের মত যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করাইলেন এবং গাড়ীতে উঠাইয়া বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াও মার ভাবের উপশম হইল না—তিনি ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রইলেন। সাধারণতঃ তিনি কোথাও যাইবার সময় একবার ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন এবং ফিরিয়া আসিয়াই পুনরায় তদ্রুপ করিতেন। আজ ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া এবং অনেকক্ষণ যাবৎ চিত্রার্পিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া জনৈক সেবক মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ঐ ডাক ভিতরে প্রবেশ করিতেই মা যেন চমকিয়া উঠিলেন এবং ভাবাবেগ সংযত করিয়া ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। এইদিনের কথায় গোলাপ-মা বলিয়াছিলেন সেই বৃন্দাবনে মার ভাব দেখেছিলুম, আর এই আজ দেখলুম।"*

"সেদিন 'মাথুর' কীর্তন হইতেছিল—উহা সবটাই বিরহে পূর্ণ। কীর্তনের ভাব ও সঙ্গীতের মাধুর্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চিকের ভিতরে স্ত্রী ভক্তদের মধ্যে উপবিষ্টা শ্রীমা অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে যতীনবাবুর বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। তাঁহাকে ট্রেনে অন্যত্র যাইতে হইবে, তাই তিনি বিরহের মধ্যেই গান সমাপ্ত করিতে যাইতেছেন দেখিয়া ভাবাবিষ্টা শ্রীমা গোলাপ মার দ্বারা

---

* শ্রীশ্রীসারদাদেবী ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য পৃঃ ৭৮-৭৯

বলাইলেন যে, কীর্তনটি মিলনে শেষ করা উচিত। যতীনবাবু মিলন গাহিয়া গান সমাপ্ত করিলেন, এবং উদ্দেশ্যে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। এদিকে মিলন গানের ভাব, তানলয় ও স্বরমাধুর্যে এমন এক অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, শ্রীমা গানের শেষে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া রহিলেন। এরূপ ভাবাবস্থার সহিত সুপরিচিতা বুদ্ধিমতী গোলাপ-মার বুঝিতে বাকী রহিল না, সুতরাং তিনি তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং নামমাত্র জলযোগান্তে গাড়িতে তুলিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, গাড়িতে উঠিবার সময়ও মায়ের দেহ স্ববশে নাই—পা এখানে পড়িতে ওখানে পড়িতেছে। সুতরাং তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে হইল। উদ্বোধন বাটীতে* পৌঁছিলে তাঁহাকে দুইজনে ধরিয়া ঠাকুর ঘরে লইয়া গেলেন। মা সেখানেও নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—ডাকিয়া সাড়া পাওয়া যায় না, চক্ষের পলকও পড়ে না। এই অবস্থা দেখিয়া গোলাপ মা বলিলেন, "সেই বৃন্দাবনে মার ভাব দেখেছিলুম আর আজ এই দেখলুম।"**

'জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র' গ্রন্থে দেখি গোলাপ-মা কিরণন্দ্রকে ডেকে বলেছিলেন "দ্যাখ এইভাবে গেরস্থ বাড়ীতে মাথুর গেয়ে গান বন্ধ করা ঠিক নয়, একটা মিলনের গান গেয়ে শেষ করতে বলো"—গোলাপ-মা কিরণচন্দ্রকে আরো বলেছিলেন, "এখুনি গাড়ী আন মাকে নিয়ে যাব। আর একটু মিষ্টি দাও মায়ের মুখে দিয়ে দেব, না হলে গেরস্থের অকল্যাণ হবে। গোলাপ মা শ্রীশ্রীমায়ের মুখে মিষ্টান্ন স্পর্শ করিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে—

"সেইভাবে তাঁহাকে ধরিয়া গাড়ী হইতে নামানো হইল ও ঠাকুরঘরে লইয়া যাওয়া হইল। শ্রীমা যখনই বাড়ীর বাহিরে যাইতেন ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া যাইতেন এবং বাড়ী ফিরিয়া পুনরায় ঠাকুরকে প্রণাম

---

* উপরোক্ত ঘটনাকালে (১৯০৪) মা বাস করতেন ২/১ বাগবাজার স্ট্রীটে। উদ্বোধনে মায়ের নতুন বাড়ি তৈরী হয়েছিল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে।

** শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ পৃঃ ২৫৭-৫৮

করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির দিকে শ্রীমার দৃষ্টি নিবদ্ধ, একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। গোলাপ মা বারংবার বলিতেছেন, "মা আমরা ফিরে এসেছি, ঠাকুরকে প্রণাম করো।" কিন্তু শ্রীমা ধীর, স্থির, নিস্পন্দ। গোলাপ মার কথা কিছুই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না। পরে গোলাপ মা বালক ব্রহ্মচারী আশুকে [ত্রিগুণাতীতানন্দের ছোট ভাই] বলিলেন, "মার কানের কাছে খুব চিৎকার করে বল—আমরা ফিরে এসেছি। ব্রহ্মচারী আশু গোলাপ মার কথামত খুব উচ্চস্বরে বারবার বলিতে লাগিলেন, "মা, প্রণাম করো, আমরা ফিরেছি।" আশুর চিৎকারে শ্রীমার সম্বিত ফিরিয়া আসিলে শ্রীমা ঠাকুরকে প্রণামান্তে নিজের বিছানায় বসিয়া বলিলেন, "শ্রীরাধার বিরহ ব্যথায় আমাকে একেবারে চঞ্চল করে তুলেছিল, তাই ঐরকম অবস্থায় পড়েছিলাম; না জানি ছেলেদের কত কষ্ট দিয়েছি।" শ্রীমার সংবাদ লইতে কিরণচন্দ্র তৎক্ষণাৎ গিয়াছেন। যোগীন মা তাঁহাকে বলিলেন, বৃন্দাবনে মা-র এইভাব দেখেছিলুম আজ আবার দেখলুম, আর কখনও দেখিনি।"*

—জীবন্মুক্ত পৃঃ ১৪-১৫

লক্ষ্মীনিবাসে মাতাঠাকুরাণীর দ্বিতীয় শুভাগমন : ১৯০৯

দ্বিতীয়বারে মা যখন লক্ষ্মীনিবাসে আসেন, তখন তিনি ছিলেন নবনির্মিত 'মায়ের বাড়ী'তে। প্রেমিক মহারাজ রচিত গান, আন্দুলের কালীকীর্তন শোনবার জন্য তিনি এসেছিলেন। লক্ষ্মীনিবাসের সামনের মাঠে কালীকীর্তনের আসর বসেছিল। মা দোতলার ঠাকুর ঘরে বসে গান শুনেছিলেন। কীর্তন শেষ হলে, গায়ক সম্প্রদায়ের সকলে জটা,

* বিভিন্ন গ্রন্থে ঘটনা ও তথ্যের তারতম্য ঘটেছে সত্য। কিন্তু মায়ের দিব্যলীলার মূল আখ্যানটি অক্ষত আছে।

গেরুয়া আর আলখাল্লা পরা অবস্থায় মাকে দোতলায় এসে প্রণাম করেন। মা সকলকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

লক্ষ্মীনিবাসে মাতাঠাকুরাণীর তৃতীয় শুভ আবির্ভাব

১৩ চৈত্র ১৩১৮ বঙ্গাব্দে (২৬ মার্চ ১৯১২) অন্নপূর্ণার পূজার দিন লক্ষ্মীনিবাসে মাতাঠাকুরাণীর তৃতীয় শুভ মহাআবির্ভাব। সেদিন এক ঐতিহাসিক ক্ষণ। অন্নপূর্ণা পূজার তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেদিন। সেই ঐতিহাসিক দিনে মা ভক্তের সাধনকে তার সাধ্যের সঙ্গে যুক্ত করলেন। তিনি মা অন্নপূর্ণা। স্ব-হস্তে ঠাকুরকে অন্নভোগ নিবেদন করবেন। তাঁর নির্দেশে দোতলার ঠাকুর ঘরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা ও অন্নভোগের সমস্ত রকম আয়োজন সম্পূর্ণ। নির্দিষ্ট সময়ে মা অধিষ্ঠিতা হলেন। পূজা সমাপ্ত হল। ভোগ নিবেদন করে তিনি বললেন—"ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করে দেখি তিনি গ্রহণ করেছেন।" পরে ঠাকুর ঘরে বসেই শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্নপ্রসাদ ও অন্নপূর্ণা মায়ের পাকাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন। আশীর্বাদ-ধন্য দত্ত পরিবারকে নির্দেশ দিলেন প্রতি বছর যেন ঐ দিনে অন্নপূর্ণা পূজার সঙ্গে ঠাকুরের পূজা করা হয়। শ্রীশ্রীমা স্বামী ধীরানন্দ মহারাজকে এই পূজা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আজও প্রভুর আশীর্বাদে ও মায়ের কৃপায় অন্নপূর্ণা পূজার পুণ্য তিথিতে ঠাকুরের পূজা অব্যাহত রয়েছে।*

"কিরণবাবু শ্রীমাকে শুভপদার্পণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে, শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "যাব নিশ্চয়ই, তবে বাবা, তোমাদের কায়স্থ বাড়ীতে মা অন্নপূর্ণার অন্নভোগ তো হয় না, পাকা ভোগ হয় তো ?" কিরণচন্দ্র বলিলেন, "হ্যাঁ লুচি ইত্যাদি ভোগ দেওয়া হয়।" শ্রীমা তদুত্তরে বলিলেন, "দেখ বাবা, ঠাকুরের প্রসাদ না হলে আমার খাওয়া হয় না। তাছাড়া দুটি অন্ন না হলেও আমার চলে না"। বলিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার বলিলেন, "এক কাজ করো, মা

লক্ষ্মীনিবাসে শ্রীশ্রীমা নিঃশব্দে এক অচলায়তনকে ভেঙে ছিলেন। যতদিন ঠাকুর স্থূল শরীরে বর্তমান ছিলেন ততদিন মা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন ব্রাহ্মণ গৃহিনীর সমাজ-আবরণে। কিন্তু প্রথানুগত্যের সিধাপথে চলবার মানুষ তিনি নন। সেই বৈপ্লবিক সত্তাকে সংগোপনে আবৃত রেখেছিলেন। ঠাকুর অপ্রকট হবার পর স্বামীজীর মত ত্যাগী শিষ্য সম্প্রদায়ের মাঝে তিনি চিরন্তন জননী হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের মনে হয় তাঁর আত্মবিশ্বাসে এক প্রমগ্না মাতৃসত্তা দেশজ বিধিনিষেধে প্রচ্ছন্ন ছিল—ত্যাগী সন্তান ও ভক্ত সম্প্রদায় যেন আপন অধিকারে মাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দেশজ অচলতা, অমানবিকতার বিরুদ্ধে। মা অবারিতা হলেন, সপ্রবলা হলেন ভক্ত গৃহে। লক্ষ্মীনিবাসে কেবল জননীসত্তার প্রাবল্য প্রকাশিত হয়নি ; তার সঙ্গে প্রগতির একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। লোকাচারের অচলায়তনকে ভেঙে বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে আহ্বান জানালেন ছোট্ট একটি কথায় "ভোগ নিবেদন করে দেখি তিনি গ্রহণ করেছেন।" বর্ণভেদের বিরুদ্ধে এ এক কঠিন মানবিক নিবেদন, যা তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখালেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মায়ের শক্তি ও সাধনা সম্পর্কে এক অসাধারণ মন্তব্য করেছেন। যেটি উপরিউক্ত ঘটনাটির স্বরূপ বুঝতে সহায়ক হবে—

অন্নপূর্ণার পূজাতো নিচের দালানে হয়, উপরের ঠাকুর ঘরে ঠাকুরের পূজার যোগাড় রেখো, আর সেই সঙ্গে অন্নভোগেরও ব্যবস্থা কোরো। আমি ঠাকুরের পূজা করে অন্নভোগ নিবেদন করে দেব। তাহলে ঠাকুরের অন্ন-প্রসাদ আমার পাওয়া হবে, আর সেই সঙ্গে মা অন্নপূর্ণার পাকা প্রসাদও গ্রহণ করবো।"

তিনি [মা] চলিয়া যাইবার সময় কিরণচন্দ্রকে বলিলেন, "অন্নপূর্ণা পূজার সঙ্গে ঠাকুরের এই পূজা করে যেও, বন্ধ কোরো না। আসছে বছর থেকে কেষ্টলাল এই পূজা করবে।" কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) বহু বৎসর পূজা করিয়াছিলেন। পরে অন্য সন্ন্যাসীগণ এই পূজা করিতেছেন। প্রভুর অমোঘ আশীর্বাদে ও শ্রীমার অশেষ দয়ায় পূজাটি আজও চলিতেছে।"

জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র পৃঃ ১৬-১৭।

"সারদাদেবী মানবী না দেবী? তাঁর জীবন আলোচনা করলে মনে হয় তিনি উভয়ই। তিনি মানবী—কারণ এমন মানবিকতা কোন দেবীতে দেখিনা। তিনি দেবী—কারণ এত সব দৈবীগুণের সমাবেশ কোন মানুষে দেখা যায় না। সংসারে অবস্থিত, কিন্তু নিমজ্জিত নন—নির্লিপ্ত। সর্বদা কর্মব্যস্ত, কিন্তু মন ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত। সরলা গ্রাম্য নারী, অথচ ব্রহ্মবাদিনী। সাধারণ নারীর মতো জীবন কাটিয়ে গেলেও সারদাদেবীর সব কিছুই অসাধারণ।"*

মাতাঠাকুরাণীর কাশীর লক্ষ্মীনিবাস যাত্রা—১৯১২
২০ কার্তিক—২ মাঘ, ১৩১৯
[৫ নভেম্বর ১৯১২ ১৫ জানুয়ারী ১৯১৩]

শ্রীশ্রীমা কাশীধামে যাত্রা করেন ১৯ কার্তিক, ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। কাশীধামে দত্ত পরিবার একটি নতুন বাড়ী কিনেছিলেন, মা কাশীতে আসবেন শুনে বাড়ীটির দ্বিতল অংশ সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরী করান হয় এবং তার নামকরণ হয় লক্ষ্মীনিবাস। এই বাড়ীতে মা প্রায় আড়াই মাস বাস করেছিলেন। প্রশস্ত বারন্দা দেখে মা মন্তব্য করেছিলেন, ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে মনও ক্ষুদ্র হয়। খোলা জায়গায় থাকলে দিলও খোলা হয়।'**

* সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, নবদ্বীপ পৃঃ ১০৭

** "বেলা প্রায় একটার সময় শ্রীশ্রীমা কাশী অদ্বৈতাশ্রমে শুভাগমন করেন। তথায় কিছুক্ষণ থাকিয়া পরে কিরণবাবুদের নূতন বাড়ীতে (লক্ষ্মীনিবাসে) গমন করেন। বাড়ীটি একেবারে নূতন, আশ্রমের নিকটেই। বেশ প্রশস্ত বারান্দা দেখিয়া মা প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবান না হলে এমন হয় না। ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে মনও ক্ষুদ্র হয়, খোলা জায়গায় দিলও খোলা হয়।"

মায়ের সঙ্গে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, গোলাপ মা, যোগিন মা, সস্ত্রীক মাস্টারমশাই, ভানুপিসি, রামলাল দাদা, সুশান্তকুমার ঘোষ, সুধাংশুমোহন দত্ত [হরিপদ দত্তের পুত্র] এবং ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ। মাকে দেখাশুনা করার সকল দায়িত্ব কাশীর ডাক্তার শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রহণ করেন। তখন কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং শিবানন্দ। কাশীর লক্ষ্মীনিবাসে মায়ের অবস্থানকালীন নানা লীলা কাহিনী বিভিন্ন স্মৃতি কথায় লিপিবদ্ধ আছে।*

কাশীর লক্ষ্মীনিবাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কেন্দ্র করে দুটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা আমরা জানতে পারি। এখানে ঠাকুরের প্রতি ঈশ্বর বুদ্ধিতে আকৃষ্টা ভানুপিসির স্বভাব সুলভ রসিকতাময় গান শুনে ব্রহ্মানন্দের শ্রীকৃষ্ণের ভাব-উদ্দীপন হয়। গান** শুনতে শুনতে মহারাজের দু'চোখ বেয়ে অবিরল অশ্রু ঝরতে থাকে। শ্রীমা বলেছিলেন, "ভানি! তুই তো সামান্য নস্! যে রাখাল মহাসাগর, তাকেও তুই উদ্বেলিত করে দিয়েছিস।"

আর একদিনের কথা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এসেছেন লক্ষ্মীনিবাসে মায়ের

মা এই বাড়ীতে দোতলায় উঠিয়াই প্রথম ঘরটিতে ছিলেন। গোলাপ মা মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী ও আরও অনেক স্ত্রী-ভক্তরা সঙ্গে ছিলেন। নীচে প্রজ্ঞানন্দ স্বামী ও আমরা (স্বামী অরূপানন্দ) থাকিতাম।"

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দ্বিতীয় ভাগ) চতুর্থ সংস্করণ পৃঃ—১৩৭

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখিত শ্রীশ্রীসারদাদেবী ও ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা, গম্ভীরানন্দ রচিত শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী অরূপানন্দ সম্পাদিত মায়ের কথা, অপূর্বানন্দ সম্পাদিত শিবানন্দ স্মৃতি সংগ্রহ।

' কালো বেড়াল কে পুষেছে পাড়াতে, / তোরা ধ'রে দে গো ললিতে। / সেই বেড়ালকে ধরতে পেলে বাঁধবো বেড়াল পাটেতে ॥ / কোন ভাতার পুতখাগী। ও সে বেড়াল সোহাগী /ভাঁড়ে রাখতে দেয় না ঘি, দই খেয়েছে, ভাঁড় ভেঙেছে, মুখ পুঁছেছে কাঁথাতে।

সংবাদ নিতে। গোলাপ মা দোতলার বারান্দা থেকে প্রশ্ন করলেন, "মা জিজ্ঞেস করছেন, 'আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?" ব্রহ্মানন্দ উত্তর দিলেন মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই। বলেই বাউলের সুরে গান ধরলেন,

শঙ্করী চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।
মগ্ন হয়ে রও রে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে॥ ···ইত্যাদি।

ভাব তন্ময় ব্রহ্মানন্দ গান গাইতে গাইতে শুরু করলেন—নৃত্য। ব্রহ্মানন্দ গান শেষ করেই ভাবের আবেগে 'হো' 'হো' 'হো' বলে সবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

জন্মতিথি পূজা

লক্ষ্মীনিবাসে মায়ের জন্মতিথি পালিত হয়েছিল। সেদিনের একটি বিশেষ ঘটনা এইরকম।

"১৯১২ খৃঃ দুর্গাপূজার পরে শ্রীশ্রীমা যখন কাশী গিয়েছিলেন সেইবার মায়ের জন্মতিথির সময় ডিসেম্বর মাসে আমরা কাশীতে যাই। জন্মতিথির দিনে সকাল বেলা 'লক্ষ্মী-নিবাসে' মাকে প্রণাম করিয়া ফুলের মালা দিয়া পূজা করিলাম। মা এক একটি প্রসাদী মালা সকলকে দিলেন। পরে শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ (মিষ্টি) গ্রহণ করিয়া 'অদ্বৈত-আশ্রমে' আসিলাম। তথায় জন্মতিথি পূজান্তে যখন হোম হইতেছিল এবং সকলে মিলিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিতেছিলেন, আমরাও তখন আহুতি দিতে উদ্যত হইলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিলেন "তোমরা খেয়েছ, আহুতি দিও না।" কিন্তু আমি বাদে অপর সকলে আহুতি দিলেন। শ্রীশ্রীমাও এই সময়ে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া মা স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, 'এরা

ত আমার প্রসাদ পেয়েছে, খেল কখন? আহুতি দেবে বই কি?" স্ত্রী ভক্তদের নিকট পরে এই কথা শুনিয়াছিলাম।"*

সাধুসেবা

শ্রীমা একদিন লক্ষ্মীনিবাসে সাধুসেবা করেছিলেন। ঘটনাটি এইরকম—

"মা একদিন রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানদের খাওয়ালেন। "লক্ষ্মীনিবাস" নামক কিরণ দত্তের নবনির্মিত যে বাড়িতে মা ছিলেন তার নীচের তলার বারান্দায় সকলে খেতে বসেছিলেন। মা সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সকলকে খাইয়েছিলেন এবং পরে সকলকে একখানি করে কাপড় দিলেন। হাতমুখ ধুয়ে তাঁরা ঐ কাপড় মাথায় বেঁধে নাচতে লাগলেন আনন্দে। মাকে আগে খাবার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু শ্রীশ্রীমা কিছুতেই আগে খেলেন না—বললেন, "আগে ছেলেদের খাওয়া হোক, তারপর আমি খাব।" যতক্ষণ ছেলেরা খাচ্ছিল, ততক্ষণ মা দাঁড়িয়ে থেকে সকলকে পরিতোষ ক'রে খাইয়েছিলেন।"**

মা যখন কাশীর লক্ষ্মীনিবাসে আসেন (১৯১২ খৃঃ) তখন সঙ্গে ছিলেন—রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, হরিমহারাজ (তুরীয়ানন্দ), বিজ্ঞানানন্দ। মাষ্টারমশাই (সস্ত্রীক) মার সঙ্গে কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন। "তখন মহাপুরুষজী অদ্বৈত আশ্রমেই থাকতেন। রাজা মহারাজ ছিলেন সেবাশ্রমে। মহাপুরুষ মহারাজ সেবাশ্রমে

---

* শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫

** শিবানন্দ স্মৃতি সংগ্রহ, ১ম ভাগ পৃঃ ৬৭

বড় একটা থাকতেন না। কাশীতে সেইসময় জমজমাট আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরী হয়েছিল।"*

প্রসাদী জল—মাতাঠাকুরাণীর কাছে কিরণচন্দ্র পেয়েছিলেন অকৃপণ স্নেহ-ভালোবাসা। মা তাঁকে সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। কিরণচন্দ্রের স্ত্রীকে শ্রীশ্রীমা 'ছোট বৌমা' বলে ডাকতেন। কিরণচন্দ্র প্রতিদিন কর্মস্থল থেকে বাড়ী ফেরবার পথে 'মায়ের বাড়ী' হয়ে বাড়ী ফিরতেন। মায়ের বাড়ী যখন পৌঁছোতেন তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা হয়ে যেত। ঠাকুরের ভোগাদি তখন শেষ। ঠাকুরঘরের দরজা তখন বন্ধ। মাতাঠাকুরাণী প্রসাদী জলের গ্লাস চৌকাঠের পাশে বাইরে রেখে দিতেন। পাশে থাকত আর একটি গ্লাস। ঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন করে কিরণচন্দ্র ঐ প্রসাদী জল পাত্রান্তর করে পান করতেন।

ঠাকুরের সিংহাসন—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী নির্মিত হয়। সেই সময় একদিন কিরণচন্দ্র ঠাকুরের জন্য নিয়ে এলেন একটি সিংহাসন। ঐ সিংহাসনে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের পট রেখে পূজা করতেন। এখনও সেটি মায়ের বাড়ীতে সারদানন্দজীর ঘরে সংরক্ষিত আছে।

মায়ের বালা—গোলাপমা একদিন বললেন, 'দেখ কিরণ, মায়ের হাতের বালাটা খয়ে গেছে; ওটা নিয়ে যাও—ভালো করে গড়িয়ে দাও।' কিরণচন্দ্র বললেন, 'ওটা থাক, একজোড়া নতুন করতে দিন, যা পড়ে বলবেন।' আর একজোড়া নতুন বালা গড়ান হল। শেষের কয়েক বছর ঐ বালা দুটি মা ব্যবহার করতেন।

আত্মারামের কৌটো—একদিন গোলাপমা কিরণচন্দ্রকে বললেন, ঠাকুরের জন্য একটি রূপোর পানের ডিবা চাই। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি একটি কাজ-করা রূপোর ডিবে নিয়ে এলেন; গোলাপ মা খুব খুশি। ডিবাটি বেশ পছন্দ হ'ল। কিন্তু কয়েকদিন পরে বললেন,

---

* তদেব পৃঃ ৬৬

কাজ করা বলে রোজ মাজতে বড় অসুবিধে হয়—একটা সাদা পরিষ্কার ডিবে করিয়ে দাও।' সাদা পরিষ্কার ডিবে এলো। শ্রীশ্রীমা বললেন, 'গোলাপ, কাজ করা ডিবেটা কিরণকে ফিরিয়ে দাও।' গোলাপমা তক্ষুনি বলে উঠলেন, 'না না, ওটাতে আত্মারাম রাখতে হবে।' শ্রীমা আর কিছু বললেন না।

ভক্তের কল্যাণ হবে—একদিন কিরণচন্দ্র ফল-মিষ্টি নিয়ে মায়ের বাড়ী গিয়েছেন। ঠাকুর-ভাঁড়ারের সামনে ঝুড়িটা নামানমাত্র গোলাপমা বলে উঠলেন, 'অ বাবা কিরণ, এসব ওপরে নিয়ে যাও; মাকে দেখিয়ে আনো। কিরণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ আবার নতুন নিয়ম কেন? গোলাপমা বললেন, 'কাল রাতে খুব বকুনী খেয়েছি; ঠাকুর রাতে ডেকে বলছেন—'হ্যাঁগা, ভক্তেরা জিনিসপত্র নিয়ে আসে, ওকে (মাকে) একবার দেখাও না কেন? তাতে যে ভক্তের কল্যাণ হবে—।'

অশৌচ পালন

৪ শ্রাবণ (২১ জুলাই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ) সারা দত্ত-পরিবারে নেমে আসে এক গভীর শোকের ছায়া। রাত দেড়টা। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী দেহ রেখেছেন।

ব্রহ্মগোপাল দত্তের কাছ থেকে শোনা—"ঐদিন প্রাতঃকালে বাবার আদেশে বাড়ীর আবালবৃদ্ধবণিতা, এমন কি মায়ের কোলে শোওয়া শিশুটি পর্যন্ত দাসীর কোলে চড়ে মাকে প্রণাম করতে গেল। আমরা চরণ স্পর্শ করে ফুল দিয়ে প্রণাম করলাম। বর্তমান ঠাকুরঘরের মাঝখানে তাঁর দেহটি শায়িত করা ছিল। আমরা বাড়ীশুদ্ধ সকলে তিনদিন অশৌচ পালন করেছিলাম—খালি পায়ে স্কুলে গেছি, শুকনো শুকনো মাথা, মাষ্টারমশাইদের জিজ্ঞাসাবাদে বলেছি, শ্রীশ্রীমা দেহ রেখেছেন, তাই আমাদের অশৌচ। মাষ্টারমশাইদের ঘরে আলোচনা

কানে এলো—'শুনেছেন মশাই, রামকেষ্ট পরমহংসের স্ত্রী মারা গেছে, দত্তবাড়ীর অশৌচ!' 'তাঁদের বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্য আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল।'

সারদাদেবী সম্পর্কিত কবিতা রচনায় কবি কিরণচন্দ্র

সাধারণতঃ ভক্তের কাছে তার আরাধ্যদেবতা যদি মানবী হন তখন সেই দৈবীগুণসম্পন্না মানবীকে তিনি দেবী হিসেবে, শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। তার লক্ষ্য ও অনুধ্যানের গভীরতা ও অনুভব নৈর্ব্যক্তিক হতে চাইলেও প্রকাশের অব্যক্ত বেদনা ভক্তকে কোন কোন সময়ে সঙ্কুচিত করে রাখে। ভক্ত উদ্দীপ্ত হন, উদ্বুদ্ধ হন। ফলে লৌকিক আচরণও বিনম্র, বিনীত হয়। তিনি অভ্যস্থ পথে পরিচালিত না হয়ে নতুনতর পথে পদক্ষেপ করার চেষ্টা করেন। আমরা বুঝতে পারি ভক্তের হৃদয়ে গোপনে মানবজীবনের পরিপূর্ণতা সৃষ্টি হয়েছে; নীড় রচিত হয়েছে। ভক্ত তার পুষ্পাঞ্জলিকে এক সংহত সঘন আবেগে প্রকাশ করার ব্যথা অনুভব করেন। সারদাদেবী সম্পর্কে কিরণচন্দ্রের সংযম ও নীরবতা সম্ভবতঃ এজন্যই তিনটি কবিতায় অর্গল মুক্ত হয়েছে।

শ্রীমা বাগবাজারে আসার পর থেকে তিনি দীর্ঘ ২২-২৩ বছর নিকট আশ্রয়লাভ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় তার লিখিত প্রামাণ্য বিবরণ তিনি রাখেননি। দিনলিপিতে কিছু ছোট-খাটো প্রসঙ্গ যাতায়াতের রোজনামচা থাকলেও সেই উপাদান চরিত্রচিত্র রূপায়নে আদৌ পর্যাপ্ত নয়, তার সম্ভাব্য কারণও আমরা ব্যাখ্যা করেছি। কেবল মা সম্পর্কে তিনটি কবিতায় তার নিশ্চুপতা ভঙ্গ হয়েছে। একটি কবিতা শ্রীশ্রীসারদা দেবী (পরিশিষ্ট গ, পৃঃ ১৩১ দেখুন) সঙ্গীতাকারে এটি মাতৃসাধক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। গান শুনে পরম আনন্দে মা কবি কিরণচন্দ্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন। ঐ কবিতায় তিনি

লক্ষ্য করেছিলেন মা করুণা-মন্দাকিনী, অধম তনয়ের ত্রাণকর্তা। ঠাকুর মা সম্পর্কে তির্যক উক্তি করেছিলেন, "আমি কি আর লাউ-শাক-খাকী পুঁইশাকখাকীকে বে করেছি।" আবার এও বলেছিলেন, 'ও, সারদা-সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।' কিরণচন্দ্র ঠাকুরের দেববাণীকে দেব-বোধনে পরিণত করে বলেছেন, 'চন্দ্রিকার মতো ঘেরিয়া তাঁহারে / রেখেছিলে দেবী পরম আদরে / রামকৃষ্ণ চাঁদে কলঙ্ক না ধরে / তুমি গো, অবিদ্যানাশিনী।' এই প্রসঙ্গে দুটি শব্দ যোজনা করেছেন গানটির চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে। ত্যাগ ও অঙ্গীকার—এই দুটি শব্দ। পরিত্যাগ বর্জনের কথা বলে। অঙ্গীকার গ্রহণের কথা বলে। অঙ্গীকার প্রতিশ্রুত হয়—প্রতিজ্ঞা স্বীকারের কথা উচ্চারণ করে। স্থূল অর্থে ত্যাগ প্রতি-শ্রুতিহীন। ঠাকুর মাকে বর্জন করেননি, বরং ঘটনাটি উল্টো।—"তব শক্তি লয়ে জগৎ উদ্ধার।"

উপরের কবিতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে আমরা দ্বিতীয় কবিতাটির দিকে চোখ ফেরাব। কবিতাটির নাম 'সারদা বন্দনা।' এটি ১৩২২ বঙ্গাব্দে নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীদের জন্য তিনি রচনা করেছিলেন। কবিতাটি একটি উচ্চমানের প্রার্থনা সঙ্গীত। পাঁচটি স্তবকে রচিত এই বন্দনাগীতে তিনি কোটি কোটি মানুষের আত্ম-নিবেদনের মনোভাবটি ব্যক্ত করেছেন। বন্দনা সঙ্গীতের মৌল শর্ত নিজেকে প্রণত করা। আত্মভাব যেখানে মাতৃভাবের কাছে অবনত তখন মাতৃসঙ্গীত হয়ে ওঠে প্রণাম মন্ত্র, মাতৃ আরাধনার সংকীর্তন—

"তব আগমনে, / নব জাগরণে, / উঠি মোরা সবে জাগিয়া, / বিদ্যা-আরাধনে / মহাবিদ্যা-ধনে / রাখি যেন হৃদে গাঁথিয়া।"

কবিতাটির সূচনায় একটি পরিস্নিগ্ধ আবাহনের বাতাবরণ আছে। অনেকটা শিশুদের পুষ্পাঞ্জলি দেবার সুরে। অঞ্জলি দেবার আগে যেমন সঙ্গীতে স্তোত্রে অন্তরকে নত করার সংহত আবেদন থাকে সারদা বন্দনায় সেই আবেদনকে এক উচ্চগ্রামে বাঁধা হয়েছে।

আমরা শ্রীশ্রীসারদা দেবী গানটিতে বিশ্বপ্লাবিনী মায়ের জ্যোৎস্না

স্বরূপকে দেখেছি। যিনি চন্দ্রিকার মত রামকৃষ্ণ চাঁদকে ঘিরে রেখেছেন। ঐ জ্যোৎস্নাবলয়ে আছে মাধুর্য, কলঙ্কবিনাশী শক্তি। কিরণচন্দ্রের কাছে মাতাঠাকুরাণী ছিলেন ভক্তের আশ্রয়। মায়ের নীরব মমতা মাধুর্যের স্পর্শ পেয়েছিলেন তিনি। আবার, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য রচিত প্রার্থনা সঙ্গীতে দেখি মা ভক্ত কবির কাছে জেগে ওঠারও গান। মাতাঠাকুরাণী সেই মা—যিনি, "গুরুপত্নী নয়, পাতান মা নয়, কথার কথা মা নয় - সত্য জননী।" সত্যিকারের মা। সত্যিকারের মা সাতকোটি সন্তানের মুগ্ধা জননী নন। তিনি ঘুম পাড়াবার গান শোনান না, জেগে ওঠার গান হয়ে ওঠেন।

মা-সম্পর্কিত কিরণচন্দ্রের রচিত দুটি গান আলোচনা প্রসঙ্গে সতত আরেকটি কবিতার প্রসঙ্গ আসে। এটি স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 'পীস' কবিতার বঙ্গানুবাদ।*

অনুবাদক স্বয়ং কিরণচন্দ্র। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন তিনি কবিতাটি অনুবাদ করেন। পরের বছর উদ্বোধন পত্রিকায় (২৩/৬, আষাঢ় ১৩২৮) অনূদিত কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছিল। স্বামীজীর বেশ কয়েকটি কবিতাই তিনি অনুবাদ করেছিলেন। তবে বর্তমান কবিতাটির পশ্চাদ্ভূমি অন্য ধরনের।

স্বামীজীর কবিতা কিরণচন্দ্র অনুবাদ করলেন। কোন সালে? দেখি, যে বছর শ্রীশ্রীমা তিরোধান করেন তার আটমাস পর তিনি কবিতাটি অনুবাদ করলেন। শ্রীমা অপ্রকট হবার পর কেন এমন একটি কবিতা অনুবাদে কিরণচন্দ্র হাত দিলেন? অর্থাৎ এ কবিতাটি কেন তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল? প্রশ্নগুলি প্রাসঙ্গিক। আমাদের সম্ভাব্য উত্তর ঐ কবিতাটি অনুবাদ করা ছাড়া কবি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব অসম্পূর্ণ থাকত। তিনি মাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ ও স্নেহ ভালবাসা অত্যন্ত কাছ থেকে পাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ফলে মায়ের দেহাবসানে যে শূন্যতার উদ্ভব তারই পরিণাম ঐ অনুবাদ।

---

* পরিশিষ্ট-খ, পৃঃ ১০৮

আমরা শুনেছি ঐ সময় দত্ত পরিবার তিনদিন অশৌচ পালন করেছিল। আর এই ঘটনাগুলির সঙ্গেই 'পীস' কবিতাটির অনুবাদ কর্মের সম্পর্ক জড়িত। কারণ তিনি কবিতাটির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন স্থির প্রশান্তি ; মায়ের ধ্যান নিমগ্না চক্ষু! তাঁর অসীম আত্মলীন তন্ময়তা। সমাহিত মগ্ন-চৈতন্য। মায়ের দেহাবসানে যে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা, তারই আশ্রয় হয়ে উঠেছে বর্তমান কবিতা। পাখী যেমন দিন শেষে একবার তার ঘরে ফিরে আসে—কিরণচন্দ্রও সেই রকম মায়ের অনুধ্যানে, মায়ের সেবায়, মায়ের স্নেহাকাঙ্ক্ষায়, মায়ের আশ্রয়ে প্রতিদিন একবার উদ্বোধন লেনের বাড়ীতে ফিরে যেতেন। মাতাঠাকুরাণীর অন্তর্ধান তাকে নীড় হারা করেছিল। তিন ভক্ত কবি। তাই কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও কিরণচন্দ্র

[১৩০৩—১৩৫৫]

সূচনা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং বঙ্গ সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঐতিহাসিক অবদানের দিকটি আজও অনালোচিত থেকে গেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কিভাবে বাংলা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাস পুনরুদ্ধারে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা সাহিত্য পরিষদের বাৎসরিক কার্যবিবরণী থেকে সবটুকু উদ্ধার করা সম্ভব নয়। আমরা জানি প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে প্রথম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্। পরিষদ্ একদিকে আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যেমন সুতীব্র কৌতূহল গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল, অন্যদিকে বিদগ্ধ পণ্ডিত ও গবেষকগণকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে প্রকৃত অর্থে প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো অনুসন্ধান ও গবেষণায় সাহায্য করেছিল। যদি প্রশ্ন ওঠে যে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির গবেষণার ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূমিকা কি আকারে ছিল, উত্তরটি অবশ্য কল্পে স্বতন্ত্র গবেষণা গ্রন্থের মর্যাদা পাবে সন্দেহ নেই।

সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস সম্পর্কে দুটি মূল্যবান সংকলন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশ করেছে। প্রথমটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত পরিষদ্ পরিচয় (১৩৪৬ এবং ফাল্গুন ১৩৫৬)। দ্বিতীয় গ্রন্থটি শ্রীমদনমোহন কুমার সংকলিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র সাহিত্য পরিষদের প্রথম বছরের (১৩০০-১৩০১) বিস্তৃত ইতিহাস ও অনুসন্ধান আছে।

মদনমোহন কুমার তাঁর গ্রন্থে আক্ষেপ করে বলেছেন, "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠায় ও কার্য্যসূচি প্রণয়নে ভারতীয় আর্য্য ভাষা সমূহের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার প্রথম পথ-প্রদর্শক জন্ বীমস (১৮৩৭-১৯০২), তাঁহার শিক্ষক স্যার মনিয়র মনিয়র-উইলিয়মস (১৮১৯-১৮৯৯), জর্মান পণ্ডিত ফ্রীডরিখ মাক্স ম্যুলর (১৮২৩—১৯০০), ঐতিহাসিক স্যর উইলসন হাণ্টার (১৮৪০—১৯০০), ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতিবিদ স্যর জ্যর্জ বার্ডউড (১৮৩৪—১৯১৭) প্রভৃতির দান এ পর্যন্ত আলোচিত হয় নাই।"* লেখকের আক্ষেপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন স্বনামধন্য পণ্ডিত গবেষক সম্পর্কে যে নিশ্চুপতা, সেই একই নিশ্চুপতা ও ঔদাস্য থেকে গেছে সাহিত্য পরিষদের গঠনপর্বের 'মজুর'দের সম্পর্কে। বঙ্গ ভাষানুরাগী পাঠকদের কাছে আজও পরিষদের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই। বহু মানুষের বহু সাধনার ধারা, কি ভাবে এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানকে মাতৃজঠর থেকে যৌবনে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল তার ইতিহাস অবহেলার ধুলোয় আচ্ছাদিত—এটি দুঃখের।

পরিষদের সূচনা সম্পর্কে মদনমোহন কুমার জানিয়েছেন—"একাডেমি প্রতিষ্ঠার জন্য বীমসের প্রস্তাবের ২১ বৎসর পরে, ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই, কলিকাতায় ২।২, নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে শোভাবাজার রাজবাটীতে The Bengal Academy of Litarature (বর্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্) প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদিন ছিল পুনর্যাত্রা, শুক্লাদশমী তিথি, বিশাখা নক্ষত্র। বঙ্গভাষায় ব্যুৎপন্ন, বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ইংরেজ মিঃ এল. লিওটার্ড, ইংরেজী ভাষায় ও দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ. বি. এল. পি. আর. এস, কবি ও সমালোচক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি এই একাডেমি প্রতিষ্ঠায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।**

---

* মুখবন্ধ পৃঃ ১২

** ব. সা. প. ইতিহাস (১৩০০-১৩০১) প্রথম পর্ব, পৃঃ ২২

পরিষদের সংগে প্রথম সংযোগ

পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল একদিকে ইংরাজী সাহিত্যের এবং অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার। কিন্তু আমরা দেখেছি পরিষদ্ তার ঘোষিত উদ্দেশ্য থেকে দূরবর্তী পথে হাঁটতে শুরু করে। অবশ্য, সেই পথ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এক মহৎলক্ষ্য অনুসন্ধানের দিক নির্দেশ করেছিল। ক্রমে ক্রমে পণ্ডিত ও গবেষকগণের সারস্বত আরাধনার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে সাহিত্য পরিষদ্।

রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাচরণ মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণের চিন্তার সাধনভূমিতে কিরণচন্দ্রের মতন অভাজনের প্রবেশাধিকার কি ভাবে ঘটল তা জানতে গেলে, শ্রদ্ধেয় ব্যোমকেশ মুস্তাফীর পরিষদ্ সম্পর্কিত নতুনতর ভাবনা-চিন্তার প্রসঙ্গ আসে। পরিষদ্ কেবল গবেষক পণ্ডিতদের আবাস গৃহ নয়, এটি বঙ্গীয় (বাংলার নয়) সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্দোলন ক্ষেত্র। সেই আন্দোলনের বিস্তারকল্পে দ্বি-স্তরীয় সংগঠনের প্রয়োজন ছিল। আমরা উপরে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁরা প্রথম স্তরের প্রতিনিধি। দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ সংগঠনের সংরক্ষণে যাঁরা অংশভুক্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন কিরণচন্দ্র। তাঁর কথাতেই বলি—"ব্যোমকেশ দাদার প্রস্তাবে ও রায় কুঞ্জলাল সিংহ মহাশয়ের সমর্থনে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে আমি পরিষদে সদস্য হই। বড় বড় পণ্ডিতের সমাজে আমার মত লোকের পক্ষে পরিষদের সদস্য হইয়া কোন ফললাভ আছে কি না, সে বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে যে আলাপ হইত, তাহাতে তাঁহার পরিষৎ-প্রীতি ও বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ চিন্তার পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধায় তাঁহার পদে নম্রশির হইত।'*

* একাদশ বিশেষ অধিবেশন (১৯শে চৈত্র, ১৩৩৭ ; ২রা এপ্রিল, ১৯৩১ বৃহস্পতিবার) কার্যবিবরণ ১৩৩৭, পৃঃ ৪১

ব্যোমকেশ স্মরণ সভায় কিরণচন্দ্র যে কথা জানালেন তা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন কুড়ি বছরের তরুণ কিরণচন্দ্রকে ব্যোমকেশ মুস্তাফীর প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে পরিষদের সদস্য হলেন, সেই থেকে সুদীর্ঘ পয়ষট্টি বছর তিনি পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কেন তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই প্রশ্নের উত্তর কিরণচন্দ্রের স্মৃতি কথাতেই খুঁজে পাব। "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থ-ই পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই পরিষৎ-মন্দির গঠনের মূলে অনেক মজুরের আবশ্যক ছিল—আমিও নিজেকে সেই মজুর শ্রেণীর অন্যতম বলিয়া গৌরব বোধ করি। ব্যোমকেশ দাদা সেই মজুরগণের অগ্রণী ছিলেন আর ত্রিবেদী মহাশয় ছিলেন সকলের উপর মিস্ত্রী।"* অর্থাৎ পরিষদের বিপুল কর্মকাণ্ডের শুভ আয়োজনে ত্যাগী কর্মী-সঙ্ঘের প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল মজুরের। যাঁরা গড়ে তুলবেন বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির ইস্পাত কঠিন ইমারত।

সারস্বত ক্ষেত্রে প্রথম সাংগঠনিক প্রতিভার আত্মপ্রকাশ

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে দেশমাতার পুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিরণচন্দ্রের মতো মজুরেরা দেশমাতার সেই পুত্রকে যৌবনে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল। পরিষদের সৃজন পর্বে তিনি কি ভাবে চূণ সুরকি সংগ্রহের কাজে নেমেছিলেন তার পৌনঃপুনিক ইতিহাস আবিষ্কার করা আজ অত্যন্ত কঠিন। আমাদের সম্বল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণী এবং সমকালীন সংবাদপত্র। কোন মনীষী পণ্ডিতের স্মৃতিকথায় যখন সাহিত্য পরিষদ্‌ই যোগ্য গুরুত্ব পায়নি

---

* আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বার্ষিক স্মৃতিপূজা। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, ৬ জুন ১৯৩১ শনিবার, কার্যবিবরণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১

সে ক্ষেত্রে কিরণচন্দ্র সম্পর্কে স্মৃতিচিত্র কেবল অপ্রতুল নয়, একেবারেই নেই। তিনি বিভিন্ন সময় পরিষদের সমিতি উপসমিতিতে কখনও সদস্য, কখনও বা আহ্বায়ক হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিষদের উন্নতি ও বিকাশে তিনি কি জাতীয় অক্লান্ত কর্মী ছিলেন তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি—১৩৩৬ সনে তিনি সাহিত্য-শাখা, ছাপাখানা সমিতি, পুস্তকালয় সমিতি, কর্মচারিগণের কার্যব্যবস্থা ও কার্যনির্দেশ সমিতি, প্রভিডেণ্টফাণ্ড আলোচনা সমিতির সদস্য ছিলেন, ঐ একই বছরে আয়-ব্যয় সমিতি এবং অমৃতলাল বসু স্মৃতি সমিতির আহ্বায়ক ছিলেন। কর্মশক্তির এমন বিপুল বিকাশ সত্যই ঈর্ষণীয়।

এর পরের বছরে (১৩৩৭) আবার দেখা যায় তিনি হিসাব বিভাগের সম্পাদক। সাহিত্য শাখা এবং পরিষদ প্রতিষ্ঠা উৎসব সমিতির সদস্য। অন্যদিকে আয়-ব্যয় সমিতির আহ্বানকারী। এভাবে যদি বিভিন্ন বছরের কার্যবিবরণী দেখা যায়, তবে দেখা যাবে কখনও তিনি আয়-ব্যয় পরিচালনার ভার গ্রহণ কবেছেন কখনও ছাপাখানা, চিত্র নির্বাচন এবং আনুষ্ঠানিক সমিতির সদস্য হয়ে কাজ করছেন ; কখনও নিয়মাবলী পরিবর্তন শাখা সমিতি এবং ঋণ পরিশোধ সমিতির সদস্য তিনি। আবার কখনও বা বাৎসরিক কার্যবিবরণ প্রস্তুত ও সম্পাদনা করেছেন।*

গবেষণাকর্মে উৎসাহ দান

সাহিত্যের বিভিন্ন অবহেলিত শাখায় গবেষণাকর্মে উৎসাহ দেবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ নানা ধরণের পুরস্কার ও পদক প্রদান করত। কিরণচন্দ্র ঠাকুরদাস দত্ত স্বর্ণপদক দান করেন ১৩২৫ সনে। গবেষণার বিষয় ছিল "বঙ্গের পাঁচালী সাহিত্য"। পরীক্ষক ছিলেন

* ১৩২৩, ১৩২৪ বর্ষের কার্যবিবরণ দ্রষ্টব্য।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রদত্ত স্বর্ণপদকটি লাভ করেছিলেন রাধাবল্লভ নাগ। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে তিনি আরও একটি স্বর্ণপদক দান করেছিলেন। রচনার বিষয় ছিল "বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক কাব্য ও নাট্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।" পরীক্ষক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং কিরণচন্দ্র দত্ত। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ছিলেন পুরাণদাস সাংখ্যতীর্থ।

কেবল স্বর্ণপদক প্রদান নয়; পরিষদের গৃহ নির্মাণ তহবিলে কিরণ চন্দ্রের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত একশত টাকা দান করেন। (১৩১১ বঙ্গাব্দ)। এ ছাড়া কিরণচন্দ্র গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধানে বিভিন্ন সময়ে পুস্তক দান করেছেন, বিভিন্ন তহবিলে নানা সময়ে কম-বেশি অর্থদানের পরিমাণও কম নয়। এমনকি তিনি নিজেও অর্থসংগ্রহের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রমের কার্পণ্য করেন নি।

পরীক্ষক

আমরা আগে কিরণচন্দ্র ঠাকুরদাস দত্ত স্বর্ণপদকের অন্যতম পরীক্ষক বলেছি। এ ছাড়া তিনি আরো দুটি রৌপ্য পদকের পরীক্ষক ছিলেন, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে রচনার বিষয় ছিল 'অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী চরিত্র'। পরীক্ষক—কিরণচন্দ্র দত্ত। পুরস্কার প্রাপ্ত লেখিকা শ্রীরত্নমালা দেবী।

১৩৩৬এ রচনার বিষয় ছিল অক্ষয়কুমারের কণকাঞ্জলির বিশেষত্ব। পরীক্ষক কিরণচন্দ্র দত্ত। পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক শ্রীজ্যোৎস্নাকুমার বসু। পদক দুটি দান করেছিলেন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

পরিষদ্ প্রতিনিধি

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও প্রচারের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সভা-

সমিতি ও অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্রতিনিধি পাঠাতেন। কিরণচন্দ্র কয়েকবার নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেটি এই রকম ঃ

তারিখ ও অনুষ্ঠান	নির্বাচিত প্রতিনিধি
৮-১৪ পৌষ, ১৩২২	
কাশীতে ভারতধর্ম মহামণ্ডলের ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন	সারদাচরণ মিত্র, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কাশী শাখা-পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং কিরণচন্দ্র দত্ত।
২৪ ফাল্গুন, ১৩২৩	
আপার ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন, হোলি উৎসব, কলিকাতা	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, বাণীনাথ নন্দী এবং কিরণচন্দ্র দত্ত।
৯ বৈশাখ, ১৩৩০	
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের জন্মস্থান কান্দীতে তাঁর স্মৃতি-রক্ষার্থে দুটি পান্থশালা ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা।	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীজলধর সেন, শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযোগীন্দ্র নারায়ণ রায় এবং কিরণচন্দ্র দত্ত।
১৫ শ্রাবণ, ১৩৩৫	
বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের কার্যকরী সমিতি, কলিকাতা	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।
৯ পৌষ, ১৩৩৫	
সিনেট হলে নিখিল ভারত গ্রন্থালয় সম্মিলন	শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

পরিষদের ষষ্ঠ বার্ষিক কার্য বিবরণ থেকে জানা যায় কিরণচন্দ্র যখন গ্রন্থাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন (১৩০৭ বঙ্গাব্দ) পরিষদের পুস্তক সংখ্যা ছিল ১২৬৯টি। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৩০৮ বঙ্গাব্দের শেষে ঐ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২২৭৩টি। অর্থাৎ এক বছরে তাঁর প্রচেষ্টায় এক হাজারের উপর নতুন পুস্তক সংগৃহীত হয়েছিল। আরো উল্লেখ্য-যোগ্য ঘটনা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে সর্বপ্রথম তাঁর সময় থেকেই বিস্তৃত আকারে পুস্তকালয়ের বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে।* প্রথম সাত বছরের (১৩০০—১৩০৭) আগে পুস্তকালয়ের কোন বিস্তৃত সংবাদ কার্য-বিবরণে প্রকাশিত হত না।

অভিনয় ও আবৃত্তি

ছাত্রজীবনে অভিনয় ও আবৃত্তিতে কিরণচন্দ্রের পারদর্শিতার কথা উল্লেখযোগ্য। সেই পারদর্শিতার মুখ্য কারণ গিরিশচন্দ্র। উত্তর কলকাতায় এমন একটি সময় গিয়েছিল যখন সাহিত্য ও অভিনয় জগতে একমাত্র সম্রাট ছিলেন গিরিশচন্দ্র। ফলে গিরিশ যুগের সমকালে, অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া তরুণ সাহিত্যিক এবং নাট্যমোদীদের মধ্যে গিরিশ প্রভাব। একথা অনস্বীকার্য কিরণচন্দ্র গিরিশ বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

পরিষদে তরুণ কিরণচন্দ্র ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসবে (২৪ বৈশাখ ১৩০৭) প্রথম অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। বাগবাজারের রাজবল্লভ স্ট্রীটের ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা পার্টি ঐকতান বাদন দিয়ে সভা শুরু হয়। তারপর পরিষদের অন্যতম সহকারী-সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রচিত একটি অভ্যর্থনা সঙ্গীত গেয়ে শোনান খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও যতীন্দ্রনাথ বসু। শেষে বীণাপাণি নাট্যসমাজ ভবভূতির উত্তর রামচরিতের প্রথমাংকের

---

* পরিশিষ্ট-ঘ, পৃঃ ১৯২

দুটি দৃশ্য অভিনয় করে। তারপর কিরণচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে নবীনচন্দ্র সেনের কুরুক্ষেত্রের এক অঙ্কের অভিনয় হয়। কিরণচন্দ্রের অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা মন্তব্য করেছিল "কুরুক্ষেত্র নাটকের অংশবিশেষের অভিনয়, অর্জুনের অভিনয় নৈপুণ্যে আমরা প্রকৃতই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। শ্রীমান কিরণচন্দ্র দত্ত যে এমন সুন্দর অভিনয় করিতে পারে, ইহা আমরা এই প্রথম দেখিলাম।"*

যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন—শিশিরকুমার ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহেন্দ্রলাল সরকার, ব্রজেন্দ্রকুমার শীল, মতিলাল ঘোষ, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ ছাড়া 'প্রতিবাসী', 'বসুমতী', সময়' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কিরণচন্দ্রের ঐ দিনের অভিনয় সম্পর্কে সোমপ্রকাশ (৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭) মন্তব্য করে—"অর্জুনের অংশ সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল কৃষ্ণ ও অভিমন্যু তাঁহাদের স্ব স্ব অংশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।"**

---

* শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা, বুধবার, ২০শে বৈশাখ, ১৩০৭

** সোমপ্রকাশ বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে। 'সরস্বতীর বরপুত্রগণ' যেভাবে ইংরাজী ভাষার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সারস্বত যুদ্ধে নেমেছেন তাতে তাঁদের আনন্দের সীমা নেই। —"অর্দ্ধ শতাব্দীরও কথা নয়, বঙ্গভাষা শিক্ষিত বঙ্গসমাজের নিকট অতি হেয় ও নগণ্য পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইত; কেহই স্বপ্নেও বঙ্গভাষার চর্চা রাখিতেন না। ......বঙ্গভাষার একটা স্থায়ী ভিত্তি গঠিত হইল। ইংরাজী শিক্ষাভিমানী বহুসংখ্যক লোক তাঁহাদের (ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়, বঙ্কিম) নিয়ন্ত্রিত পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। দীন বঙ্গভাষা ক্রমশঃই পুষ্টিসাধন হইতে লাগিল...... ঠিক এই সময় যখন সকলে বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হইলেন, তখনই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অভ্যুত্থান হইল, সে আজ ছয় বৎসরের কথা। এত অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্য পরিষৎ যে অননুভাবনীয় কার্য দেখাইয়াছেন, তাহা বস্তুত প্রশংসনীয়। বস্তুতই পরিষদের

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবম বার্ষিক সম্মেলনে [২০ বৈশাখ ১৩১০ বঙ্গাব্দ রবিবার, স্থান: ভারত সঙ্গীত সমাজ]. অভ্যর্থনা সঙ্গীতের পর আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ইংরাজি), গীষ্পতি রায়চৌধুরী (সংস্কৃত) এবং কিরণচন্দ্র দত্ত (বাংলা)। কৌতুক অভিনয় করেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। বসুমতীর সমালোচক (২৬ বৈশাখ ১৩১০) শ্রীমতী কামিনী সেন রচিত একলব্য নাটকের অভিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন ও সন্দেহ তোলেন, কিন্তু আবৃত্তি দুটি প্রশংসিত হয়।*

প্রসঙ্গতঃ আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করতে ইচ্ছা করে (দ্রষ্টব্য পরি-ঘ; পৃঃ ১৭৩)। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এ্যালবার্ট (পুরাতন) হলে এক সান্ধ্যসভার আয়োজন করে। পরিষদের অষ্টম বার্ষিক কার্যবিবরণে ঐ অনুষ্ঠানকে বড়দিনের উৎসব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু কিরণচন্দ্র তাঁর সংগ্রহে জানিয়েছেন অনুষ্ঠানটি ছিল তিলক সংবর্ধনা। ঐ অনুষ্ঠানে

চেষ্টার ফলেই আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ পরীক্ষাসমূহে বঙ্গভাষা পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে। ইহারই যত্নে ও ব্যয়ে শত অমূল্যপ্রায় গ্রন্থের লুপ্ত উদ্ধার হইতেছে। বঙ্গভাষায় প্রত্নতত্ত্ব বলিয়া কোনরূপ জ্ঞানভাণ্ডার ছিল কি না আমাদের স্মরণ হয় না; সাহিত্য পরিষদের যত্নে আজ সে জ্ঞানভাণ্ডারের সৃষ্টি হইয়াছে।" সোমপ্রকাশ, (৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭)।

* "গত রবিবার [২০ বৈশাখ, ১৩১০] ভারত-সঙ্গীত-সমাজ ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবম বার্ষিক সম্মিলন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐকতান বাদন, অভ্যর্থনা সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রাচীন পদাবলী কীর্তন, কৌতুক অভিনয় এবং শ্রীমতী কামিনী সেন, বি. এ. প্রণীত একলব্য নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পান্নালাল চৌধুরী মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় যে ঐকতান বাদন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, তাহার বিশেষত্ব এই যে তাহাতে বিদেশী কোন যন্ত্রই ব্যবহৃত হয় নাই, আমাদের দেশীয় সেতার, বেহালা প্রভৃতির উৎকৃষ্ট সঙ্গতে এই ঐকতান বাদন .... শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহশয়ের আবৃত্তি অতি সুন্দর হইয়াছিল।"

—বসুমতী, শনিবার, ২৬ বৈশাখ, ১৩১০ সাল।

কংগ্রেস, কায়স্থ সভা প্রভৃতি সভা-সমিতির সঙ্গে জড়িত বহু সুধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ঐ সান্ধ্যসমিতিতে কিরণচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীরাম শাস্ত্রী যথাক্রমে বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃতে আবৃত্তি করেন। সমকালের শিল্পী সাহিত্যিক এবং গুণিজনের এত বড় সান্ধ্যসভা পরিষদে আর হয় নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সভায় গান গেয়েছিলেন।

এছাড়া পরিষদের বিশেষ অধিবেশনগুলিতে যেমন মধুসূদন স্মৃতি সভা, নবীনচন্দ্র সেন স্মরণসভা, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী স্মৃতিবাসর, প্রভৃতি স্মৃতিসভা, বিশেষ অধিবেশন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃতি ও স্বরচিত কবিতা পাঠে কিরণচন্দ্র অংশ গ্রহণ করতেন।

পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে স্বরচিত কবিতা পাঠ

ভিখারী প্রিয়নাথ—প্রিয়নাথ চক্রবর্তীর চিত্র-প্রতিষ্ঠা সভা
৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৮

সারদামঙ্গল—সারদাচরণ মিত্রের পরলোক গমনে শোকসভা
৭ আশ্বিন ১৩২৪

সাহিত্যাচার্য্য সুরেশ সমাজপতি—শোক সভায় পঠিত
৯ মাঘ ১৩২৭

জগদীশ সম্বর্দ্ধনা—জগদীশ চন্দ্র বসু সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পঠিত।
১২ মাঘ ১৩২৭*

হরপ্রসাদ বরণগীতি—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংবর্ধনা, রথযাত্রা, ১৩২৯

শ্রীমধুসূদন—মধুসূদন শতবার্ষিক জন্মোৎসব সভা, ১২ মাঘ ১৩৩০

পুরুষসিংহ আশুতোষ—স্মৃতি সভা, ১৩৩১

দু' ফোঁটা অশ্রু—দেশবন্ধু শোকসভা ২৭ আষাঢ়, ১৩৩২

---

* দ্রঃ পরিশিষ্ট-ঘ পৃ ১৮২ ; অমৃতবাজারে প্রকাশিত সংবাদ।

মধু স্তুতি—মাইকেল স্মৃতিসভা, ইং ২৯।৬।২৫

বিনয়কুমার সরকার—সংবর্ধনা উৎসব, ৫ বৈশাখ ১৩৪৪

দাতা কর্ণ মণীন্দ্রচন্দ্র—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পরলোক গমনে শোকসভা। ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

রায় যতীন্দ্রনাথ—যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী স্মৃতিসভা, ১৩৩৩

মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত—চিত্র-প্রতিষ্ঠা সভা, ২০ ফাল্গুন ১৩৩৪

অমৃত অমৃত লোকে—অমৃতলাল বসু স্মৃতিসভা, শ্রাবণ ১৩৩৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পরিচয়—পরিষদের জন্মোৎসব সভা ৮ শ্রাবণ ১৩৩৬

হিসাব রক্ষক

কর্মী হিসাবে তিনি পরিষদের বিভিন্ন শাখা সমিতির সদস্য হয়ে কাজ করতেন। যথা—সাহিত্য শাখা, গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ. ছাপাখানা সমিতি, ঋণ পরিশোধ সমিতি, পুস্তকালয় সমিতি প্রভৃতি। কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে আয়-ব্যয় সমিতি, হিসাব পরীক্ষা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আলোচনা কর্মচারী-গণের কার্যনির্দেশ ইত্যাদিতে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। পরিষদ্ তাঁর হিসাব নিকাশের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তিনি সহকারী সম্পাদক হিসেরে বিভিন্ন সময়ে হিসাব বিভাগের মূল দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে সহকারী সম্পাদক হিসাবে হিসাব বিভাগের দায়িত্ব ছাড়াও কাশীরাম স্মৃতি কমিটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে হিসাব বিষয়ে কিরণচন্দ্রের দক্ষতা সম্পর্কে পরিষদ মন্তব্য করে—"পরিষদের যাবতীয় হিসাব বিভাগীয় কার্য্য অন্যতম প্রাচীন-সভ্য ও কর্মাধ্যক্ষ, বর্তমান বর্ষে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল।"

"তিনি বিশেষ পরিশ্রম সহকারে পরিষদের আয়-ব্যয় বিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া, পরিষদের সেবা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদ ভাজন" (পৃঃ ২১)। এর পরের বছর ১৩৩২ বঙ্গাব্দের সাংবাৎসরিক কার্যবিবরণে হিসাব বিভাগীয় কাজে দক্ষতা সম্পর্কে পরিষদ মন্তব্য করে, "তাঁহার অশেষ পরিশ্রমের ফলে হিসাব বিভাগের কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পরিষদ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ" (পৃঃ ২৩-২৪)।

বাগ্মিতা

কিরণচন্দ্র সুবক্তা ছিলেন। পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় সুচারু বক্তব্য রাখতে দক্ষ ছিলেন। তাঁর ভাষা ব্যবহারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রসাদ গুণ ও ঋজুতা। গুণীর প্রশংসায় তিনি ছিলেন উন্মুক্ত উদার। সংক্ষেপে স্মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা তুলে ধরতে পারতেন। ভাষণ ভঙ্গীর নান্দনিক উৎকর্ষতার পিছনে ছিল শিল্পী এবং সাহিত্যিক সম্পর্কে সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ। কয়েকটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্টতর হয়।

ক· দেবেন্দ্রনাথ সেনের শোক সভা—১৭ পৌষ ১৩২৭ "শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন আমরা যখন প্রথম মাসিক পত্র পাঠ আরম্ভ করি, তখন দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা পাঠ করিতাম। তাঁহার মাধুর্যপূর্ণ কবিতাতে যে ভাব গভীরতা ছিল, তাহা অতি চমৎকার। মাত্র সেই কবিতাতেই তাঁহাকে চির প্রতিষ্ঠিত ভাব-কবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা যায়।" [কার্যবিবরণী ১৩২৭]

খ· বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের শোক সভা—[১৪ ভাদ্র ১৩২৬, ৩১ আগষ্ট ১৯১৯] "বৈকুণ্ঠবাবু নাটকের সুনিপুণ সমালোচক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরারে তাহার সেই সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইত।

তাঁহার ন্যায় সুনিপুণভাবে, অল্প কথায় ও বিশিষ্টভাবে সমালোচনা করিতে খুব কম লোককেই দেখা যায়। কোন একখানি প্রহসনের সমালোচনায় তিনি লিখিয়াছিলেন—There is something new in this book and there is something good in this book, but the goods are not new and the news are not good.*

গ. বাণীনাথ নন্দী শোকসভা—"শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় বাণীবাবু আমার অগ্রজতুল্য। তাঁহার সম্বন্ধে দারিদ্রের কথা উঠিয়াছে। তিনি যদি দরিদ্র হন, তবে বাঙ্গলা দেশের শতকরা ৯৯ জন দরিদ্র। কোন সৎকাজ করিতে হইলে যেমন ধনবল আবশ্যক, তেমনি লোকবল আবশ্যক। পরিষৎ গঠনে যেমন লালগোলা ও কাশিম বাজারের মহারাজদের আবশ্যক হইয়াছে, তেমনি ব্যোমকেশ মুস্তাফী, বাণীনাথ নন্দী প্রভৃতির কর্মীও প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্য সাধনা সার্থক। দারোগার দপ্তরে তিনি সাহিত্য সেবার পরিচয় ও ভাষার শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মনের বল অত্যাধিক ছিল। তিনি কর্মক্ষেত্রে অনুরাগ, ভালোবাসা, প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত খাটিতেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।"**

ঘ. আশুতোষ স্মৃতিসভা—[চিত্র প্রতিষ্ঠা] ৭ মাঘ ১৩৩৫ "শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, প্রাতঃস্মরণীয় স্যার আশুতোষ বাঙ্গালীর আদর্শ পুরুষ ছিলেন। পিতামাতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—আশুতোষ, তাহা সার্থক হইয়াছিল। ভগবানের কাছে যেমন সকলেই সমান—আশুতোষ তেমনই সকলকে সমান দেখিতেন।

---

* পৃঃ ৪৯ কার্যবিবরণ ২৬ বর্ষ পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন।

** পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ শনিবার পৃঃ ৪২ কার্যবিবরণী।

আচণ্ডালে সমানে কোল দিতেন। তাঁহার কি এক মোহিনীশক্তি ছিল—তিনি তাঁহার কর্মীদের মধ্যে যে শক্তির সঞ্চার করিতেন, তাহা অপূর্ব্ব।"*

৬. ব্যোমকেশ-স্মৃতি উৎসব—১৯ চৈত্র ১৩৩৫

"শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশবাবু আমাদের পল্লীবাসী ছিলেন। পরিষদের সেবাব্রত গ্রহণের আগে তিনি একজন সাহিত্যপ্রেমিক ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। মাসিক পত্রিকাদিতে ও বিশ্বকোষ সঙ্কলনে তাহার প্রচুর নিদর্শন পাইয়াছি। তিনি সামান্য ব্যক্তি হইলেও তাঁহার প্রাণ ছিল অসামান্য এবং তাহার বলেই এই পরিষৎ রূপ মহীরুহ খাড়া করিতে পারিয়া ছিলেন। অনেককে সাহিত্যসেবায় ব্রতী করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার হৃদয় শতদল পদ্মের মত বিকশিত ছিল। তিনি অনেক তথাকথিত সাহিত্যিক অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন।"**

কিরণচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্। তার সেবায় তিনি নিজেকে স্বার্থহীনভাবে নিয়োজিত করেন। পরিষদের মঙ্গলসাধনে তিনি নিজে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করেছিলেন। পরিষদের উন্নতির পেছনে তাঁর সময়, অর্থ ও শক্তিনিয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। পরিষদ্ সম্পর্কে তাঁর একাগ্রতা ও নিষ্ঠা মৃত্যুকাল পর্যন্ত বজায় ছিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে কিরণচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল প্রায় ছ'-দশক ব্যাপী। পরিষদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকাকে তিনি অপরিহার্য মনে করতেন। পরিষদের গঠনমূলক কাজে তাঁর সক্রিয়তার কথা পরিষদের তৎকালীন কার্যবিবরণে উল্লিখিত আছে। পরিষদের শৈশব অবস্থা থেকে স্বর্ণযুগ পর্যন্ত এক বিরাট সময়কালে তিনি প্রথিতযশা

* ৩৫ বর্ষের কার্যবিবরণ, পৃঃ ৪৭

** চতুর্দশ বিশেষ অধিবেশনের কার্য বিবরণী, ১৩৩৫, পৃঃ ৫৯

অনেক কৃতবিদ্যপুরুষের সঙ্গে কাজ করেছেন। যেমন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাচরণ মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, এবং ব্যোমকেশ মুস্তাফী।

পরিষদের আয়-ব্যয় এবং হিসাব সংক্রান্ত কাজে তিনি ছিলেন অপরিহার্য অঙ্গ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় হিসাব সংক্রান্ত কাজে কিরণ-চন্দ্রকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। অর্থের অপচয়রোধে এবং সুস্থ বিধি-ব্যবস্থায় তিনি ছিলেন অনন্য। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে জীবনের শেষের দিকে পরিষদের কাজে সক্রিয় না থাকলেও তিনি পরিষদের মঙ্গলচিন্তা সর্বদাই করতেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিষদ্ যে শোকসভার আয়োজন করে, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আজ আর পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ পরিষদ্ কার্যবিবরণীকে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের পর থেকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে। সেই সংক্ষিপ্ত সংবাদটুকু—

> "কিরণচন্দ্র দত্ত—প্রায় ৬০ বৎসর একাদিক্রমে পরিষদের সদস্য ছিলেন। কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য, কোষাধ্যক্ষ, সহকারী সভাপতি হিসাবে নানা ভাবে তিনি পরিষদের সেবা করিয়াছেন। পরিষদের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ শেষ বয়স পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বার্ধক্যহেতু ইদানীং সক্রিয়ভাবে পরিষদের কাজকর্মে যোগদান করিতে না পারিলেও পরিষদের মঙ্গল চিন্তা শেষ পর্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতেও পরিষদ্ একজন সুহৃদ হারাইয়াছেন।"*

* সপ্তষষ্ঠিতম বার্ষিক কার্যবিবরণ ৬ই শ্রাবণ, ১৩ ৮

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কিরণচন্দ্রের কর্মজীবনের সালতামামি*

আষাঢ়	১৩০৩	বঙ্গাব্দ	সদস্যপদ লাভ
	১৩০৭-৮	”	গ্রন্থাধ্যক্ষ
	১৩০৯	”	হিসাবপরীক্ষক
	১৩২২-২৬	”	সহকারী-সম্পাদক
	১৩২৭	”	কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য
	১৩২৮	”	কোষাধ্যক্ষ
	১৩২৯-৩৩	”	সহকারী-সম্পাদক
	১৩৩৪-৩৫	”	গ্রন্থাধ্যক্ষ
	১৩৩৬-৩৯	”	সহকারী-সম্পাদক
চৈত্র	১৩৩৭	”	আজীবন সদস্য
	১৩৪০-৪২	”	কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য
	১৩৪৩-৪৭	”	কোষাধ্যক্ষ
	১৩৪৮-৫০	”	কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য
	১৩৫৪-৫৫	”	সহকারী-সভাপতি

*সূত্র : পরিষদ্ পরিচয় (১৩০০—১৩৫৬)

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ও কিরণচন্দ্র

গ্রন্থাধ্যক্ষ—১৯০৭-৮ (?)

সম্পাদক—১৯২৯-৩২

সহ-সভাপতি—১৯৩৪-৪০

সূচনা

উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের কয়েকজন তরুণ যুবক ঠিক করেছিলেন যাতে দেশের দরিদ্র নাগরিকেরা বিনা পয়সায় সংবাদ পত্রের মাধ্যমে খবরাখবর পেতে পারেন—তার জন্য চাই একটি পাঠাগার। তাঁদের মহৎ-লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার স্ফূরণ। তখন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইলবার্ট বিলের পক্ষে বিপক্ষে বাদানুবাদ চলছে; সেই সময় ৩ জুন, ১৮ নম্বর আপার চিৎপুর রোডের হিন্দু বয়েজ স্কুলের বাড়ীতে বাগবাজারের স্থানীয় জনসাধারণ গ্রন্থাগার খোলার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তদনুযায়ী ১৬ জুন ১৮৮৩ খ্রী. ৬৫, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের (বর্তমানে রাধামাধব গোস্বামী লেন), দোতলা বাড়ি ভাড়া করে স্থাপিত হয়েছিল বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী। প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্রের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তৎকালীন সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই গ্রন্থাগারের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছিলেন।

সংযোগ—কিন্তু লাইব্রেরী যে শক্তি এবং উদ্দম নিয়ে তার যাত্রা শুরু করেছিল, সেই শক্তি ও সচলতা ক্রমশঃ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

গ্রন্থালয় সংগঠনের প্রথম দিকে লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত এবং হরিপদ দত্তের অন্য সকলের সঙ্গে নিজস্ব ভূমিকা ছিল। কিন্তু কিরণচন্দ্র এই গ্রন্থাগারের সূচনাপর্বে এবং কিঞ্চিৎ উত্তরকালেও সংযুক্ত ছিলেন না। কিরণচন্দ্র সর্বপ্রথম ১৯০৭ অথবা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থানে গ্রন্থাধ্যক্ষ হন। তারপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিশেষভাবে যুক্ত থাকার জন্যে, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত থাকা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে লাইব্রেরীর কাজকর্মে কর্মিগণের নিষ্ক্রিয়তা এবং তদানীন্তন সম্পাদক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (কর্মসচিব ১৯০০-১৯২৯) সময়াভাবে গ্রন্থাগারটি অর্ধমৃত অবস্থায় পরিণত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের পর ১৯২৮ পর্যন্ত কোন মুদ্রিত বাৎসরিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত করতে গ্রন্থাগার সমর্থ হয়নি।

কিরণচন্দ্র ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদক হবার পর দীর্ঘ সাতশ বছর পর নতুন করে বাৎসরিক কার্যবিবরণী প্রকাশ করলেন।

As already stated, the Library was established in June, 1883 and reports from that year upto June, 1902, (i.e. for a period of 19 years), were regularly printed and published by the then Secretary under the direction of the Managing Committees of the time. Thereafter no such report were published. (Annual report, 1929, page 3)

গ্রন্থাগার আন্দোলনে—সুদীর্ঘ ২৭ বছর পর কিরণচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় আবার কার্যবিবরণী প্রকাশিত হল।

কেবল কার্যবিবরণী প্রকাশ করা নয়। তিনিই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থতালিকা প্রকাশ করলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন মুদ্রিত গ্রন্থতালিকা ছিল না। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তের মাস ধরে কঠিন পরিশ্রম করে গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা সর্বপ্রথম মুদ্রিত হল।

Manuscript copies of the catalogue of books, both English

and Bengali, have been prepared and typed during the year with the help of an additional staff engaged for nearly 13 months. It was a difficult task to get the books of the library properly arranged, numbered and catalogued as no catalogue was printed during the last 20 years or so ; neither a manuscript catalogue was available. Printing of the Bengali catalogue was taken in hand during the latter part of the year and the committee is glad to report that the same has been published during the present year (in May last). The size is 21 formts of Demy Ootavo with double columns—the getup both in printing and paper is good. A nominal price of ans. 8 only has been fixed for each copy of the Bengali catalogue. We may assure our members that the printing of the English catalogue will also be finished before the next Annual General meeting. (Annual report, 1930, P. 5)

কিরণচন্দ্র ডিমাই অক্টেভ মাপের একুশ ফর্মা পুস্তক তালিকা তৈরী করেছিলেন। কারণ 'A library is useless without a proper equipment of good catalogues,' কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত গ্রন্থপঞ্জীর গুরুত্ব সম্পর্কে রিডিং লাইব্রেরী সচেতন ছিল না। বাংলা গ্রন্থ-তালিকা চূড়ান্ত হবার পর তিনি ইংরাজী গ্রন্থ-তালিকায় হাত দেন।

In August, 1932, a Catalogue of English Books and Magazine of the Library was printed and published at a cost of Rs. 230/4/-. This together with the catalogue of Bengali books, published the year before, has removed a long-felt want. The price of the English catalogue has been fixed at as. -/8/- per copy, being same as the price of the Bengali catalogue. (Annual Report, 1932. p. 2)

কিরণচন্দ্র যখন সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ (১৯২৯) করেন তখন

গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা ১২৮ জন। আর কিরণচন্দ্র যখন সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করেন (১৯৩২) তখন সদস্য সংখ্যা ২৫২ জন। অর্থাৎ তিন বছরে সদস্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১২৪ জন। তিনি প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যও পুনরুদ্ধার করেছিলেন। প্রথম বছরেই তিনি ৭৪৩৩ টাকা উদ্বৃত্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালের আগে লাইব্রেরীতে নিয়মিত কোন অনুষ্ঠান, সেমিনার এবং আলোচনাসভা হত না। তিনিই প্রথম গ্রন্থাগারটিকে সাহিত্য ও সংস্কৃতিরচর্চার মহলাকক্ষে পরিণত করেন। আমরা ১৮৮৩-১৯০২ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের বাৎসরিক কার্য বিবরণগুলি অনুসন্ধান করে দেখেছি যে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে যদি কিরণচন্দ্র শক্তপোক্ত হাতে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগকে সুগঠিত না করতেন তাহলে একথা অনস্বীকার্য যে গ্রন্থা-গারটি একটি তৃতীয় শ্রেণীর পাঠাগারে পরিণত হত। কিরণচন্দ্র অচল গ্রন্থাগারটিকে কেবল সচল করার কাজে ব্রতী ছিলেন না। তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। কেবল গ্রন্থাগারের সদস্য আর গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, তিনি মানন্নোয়নের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আলোচনা সভার সূচনা করে গ্রন্থাগারকে পাঠকবর্গের কাছে জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। আগে লাইব্রেরীর ক্রিয়াকলাপের সংবাদ এবং জ্ঞাতব্যবিষয় সংবাদপত্রে প্রেরিত হত না। লাইব্রেরীটি অচলাবস্থার দিকে চলে যায়। এজন্য বলা চলে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর ইতিহাসে ১৯২৯-১৯৩২ একটি ঐতিহাসিক সময়খণ্ড। ঐ কয়েক বছরের মধ্যে লাইব্রেরী সম্পূর্ণ নতুন আকার পায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন ইম্প্রুভ্রমেণ্ট ট্রাস্ট দখল করে সেই সময় উত্তর কলকাতার কোন গৃহস্থ ঐ বিশাল লাইব্রেরীকে আশ্রয় দেবায়|দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত ছিল না, শেষপর্যন্ত কিরণচন্দ্রই এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের ২২ নম্বর লক্ষ্মী দত্ত লেনের বাড়ীতে সুদীর্ঘ বছর সামান্য ভাড়ার বিনিময়ে গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হয়েছিল। গ্রন্থগারটির

উন্নতিকল্পে কিরণচন্দ্র এবং তাঁর অগ্রজ হরিপদ দত্ত অর্থ, গ্রন্থ আর সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। কিরণচন্দ্রের সম্পাদকত্ব কালে প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ জয়ন্তীও পালিত হয়েছিল।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লাইব্রেরী সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ দৈনিক পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কিরণচন্দ্র বার্ষিক সাধারণ সভা ডেকে নতুন করে লাইব্রেরীর 'রুলস' গঠন করেছিলেন। ২৮ নভেম্বর ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্রেরী আয়োজিত একটি সংবাদ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; তাতে দেখা যায় লাইব্রেরী কেন্দ্রিক একটি বিশেষ আলোচনা চক্রে মুখ্য-আলোচক ছিলেন নিউটন মোহন দত্ত। তিনি বরোদা রাজ্য গ্রন্থাগারের কিউরেটার ছিলেন। জনজীবনে অবৈতনিক গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

"It was may good fortune to visit the Baghbazar Reading Library, an old and established institution which still retains its vitality and which is entirely managed by whole-hearted enthusiasts."

দুঃখের বিষয় বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর ভগ্নাদশাকে পুনরুদ্ধার করার কাজে যে ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে আশ্চর্য-জনকভাবে বর্তমান কর্তৃপক্ষ নীরব। আমরা ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত স্মরণী পুস্তিকায় এবং ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শতবার্ষিকী উৎসব স্মারক-গ্রন্থে দেখেছি কর্তৃপক্ষ অথবা (গ্রন্থ-সম্পাদক) রিডিং লাইব্রেরীর ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাঁরা আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও সত্য গোপন করেছেন। কিরণচন্দ্রের মত অক্লান্ত কর্মী ও বিশিষ্ট মানুষটিকে কেন যে তাঁরা ইতিহাসের কালপঞ্জী থেকে বাদ রেখেছেন তা বোঝা যায় না।

পরিশিষ্ট

॥ এক ॥

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪৩, রবিবার ইং ১১-১০-৩৬

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী—রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় উক্ত লাইব্রেরীর দ্বিপঞ্চাশৎ সাধারণ সভার অধিবেশন লাইব্রেরী ভবনে (২২, লক্ষ্মী দত্ত লেন) হইবে।

॥ দুই ॥

৫২ বৎসরের সাধারণ সভার খবর 'A. B. P.' পত্রিকায় (১৫-১০-৩৬) প্রকাশিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতি ছিলেন জে. এন. বসু, সহ-সভাপতি—কিরণচন্দ্র দত্ত ও বিশ্বনাথ সান্যাল, সম্পাদক—অনিলচন্দ্র দত্ত, সহ-সম্পাদক—রামশঙ্কর দত্ত। লাইব্রেরীয়ান—অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু।

॥ তিন ॥

আনন্দবাজার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

শোকসভা—"শনিবার বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ভবনে (২২, লক্ষ্মী দত্ত লেন) উক্ত লাইব্রেরী, বাগবাজার পল্লীমঙ্গল সমিতি ও 'সঙ্ঘ' এই প্রতিষ্ঠানত্রয়ের উদ্যোগে একনিষ্ঠ কর্ম্মী শ্রীমান প্রদ্যোৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ এক সভা হইবে। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।"

॥ চার ॥

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯শে কার্তিক, ১৩৪৫ ইং ৫-১১-৩৮

"বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে রবিবার ২৪শে কার্ত্তিক অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকায় উক্ত লাইব্রেরী ভবনে (২২, লক্ষ্মী দত্ত লেন), লাইব্রেরীর অন্যতম সদস্য স্বর্গীয় প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের স্মৃতির সম্মানার্থে একটি সাধারণ সভা হইবে। বসুমতী সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।"

॥ পাঁচ ॥

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ এপ্রিল ১৯৩৯

"গত শনিবার ১লা এপ্রিল, অপরাহ্ণ ৫-৩০ ঘটিকায় বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর ৫৫তম বার্ষিক অধিবেশন লাইব্রেরী ভবনে (২২, লক্ষ্মী দত্ত লেন), শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসুর অধিনায়কত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন, লাইব্রেরীর গৃহনির্মাণ কার্য শীঘ্র আরম্ভ হইবে। তিনি সভ্যগণকে এই ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর ১নং লক্ষ্মী দত্ত লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন দত্ত গৃহনির্মাণ তহবিলে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। সভার প্রারম্ভেই বার্ষিক কার্য্যবিবরণী বিতরিত হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত উক্ত বিবরণী উপস্থাপিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়; অতঃপর আগামী বর্ষের জন্য কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু, সভাপতি; শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত ও অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু সহ-সভাপতি এবং শ্রীযুত অনিলচন্দ্র দত্ত সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।"

॥ ছয় ॥

A. B. Patrika, Dt. 5/4/39.

"The Baghbazar R. L. completed its 55th year on the 15th June, 1938. The 55th Annual General Meeting of the Baghbazar R. L. was held on Saturday (22, Lakshmi Dutt Lane, Calcutta) at 5-30 P,M. under the Chairmanship of Mr. J. N. Basu, M. A., M. L. A.".

॥ সাত ॥

যুগান্তর, ১৫-১২-১৯৬০

শোকসভা—"বৃহস্পতিবার, ১৫ই ডিসেম্বর রাত্রি সাতটায় বিখ্যাত সমাজ-সেবী কিরণচন্দ্র দত্তের মৃত্যুতে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে একটি শোকসভার আয়োজন হইয়াছে।"

আট ॥

A. B. Patrika, 28/11/1931

Library Movement

Lecture In Baghbazar Reading Library

"A special public meeting was held on Wednesday, the 25th instant at 6 P.M. in the hall of the Baghbazar Reading Library, when Mr. Newton Mohan Dutt, F. L. A., Curator, State Libraries, Boroda, delivered a most interesting lecture on the utility of establishing Free Public Libraries and Reading Room for spread of Education amongst the people in general whether literate or illiterate.

...Rai Hemkumar Mullick Bahadur was voted to the chair. The Secretary Sj. Kiran Chandra Dutt introduced Mr. N. M. Dutt and Mr. Susil Kumar Ghosh, B. L. to the distinguished gathering. Mr. Dutt's edifying lecture dealing on library movement of America, Germany, England and India specially Boroda State was highly appreciated.

Mr. S. K. Ghosh then explained the lecture in Bengali and with the aid of lantern slides, which proved very interesting. The learned chairman summed up the procedings with a few chosen words befitting the occasion.

Rai Bahadur Ashutosh Banerjee proposed a hearty vote of thanks to the eminent guest and added his suggestions regarding library movement which he has gained from his lifelong labours in the field."

॥ নয় ॥

Baghbazar Reading Library
48th. Annual General Meeting

A. B. P.—2.10.1932

"Thc 48th annual general meeting of the B. R. Library was held on Saturday the 24th instant at 6 P.M. in the hall of the library, Sj. Jatindra Nath Basu, M.A., M.L.C. presided. The the proceedings opened with resolution from the chair appreciating the unprecedented and noble self-sacrifice of Mahatma Gandhi. The resolution was carried all standing. The president then called upon the secretary* to read the annual report which should steady advance in the activities of the library, the audited accounts for the year 1931 was also read. The report and the accounts were adopted unanimously. Office bearers and members of the Managtng Committee were elected."

* কিরণচন্দ্র দত্ত

সপ্তম অধ্যায়

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির রিসিভার কিরণচন্দ্র

[২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৩—১৬ জুলাই ১৯২৯]।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা, তার বিস্তার, রানী রাসমণির জীবনসাধনা আর শ্রীরামকৃষ্ণের তিরিশ বছরের ধর্মবিজ্ঞানের সাধনা সম্পর্কে স্বামী প্রভানন্দ শারদীয়া উদ্বোধনে (আশ্বিন ১৩৯৪, ৮৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, পৃঃ ৫৪১-৫৫৭) বস্তু ভিত্তিক ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। উৎসাহী পাঠক অবশ্যই তা পড়বেন। কিন্তু কালীবাড়ি সম্পর্কে অন্য একটি ইতিহাস যা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে আছে তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের বর্তমান অধ্যায়। বিষয়টি অপরিজ্ঞাত হলেও ঐতিহাসিক।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের স্নানপূর্ণিমার দিন দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐদিনই দাদা রামকুমারের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে আসেন। রাণী রাসমণির দেহত্যাগের (১৮৬১ খ্রীঃ) পর বিষয় ও দেবোত্তর সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন জামাতা মথুরমোহন। কিন্তু রাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণি দেবোত্তর দানপত্রে স্বাক্ষর না করায় রাসমণি অন্তিম শয্যায় অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জুলাই মথুরবাবু পরলোকগমন করেন। তার পরের বছর পদ্মমণি দাসী দেবোত্তর সম্পত্তির উপর কলিকাতা হাইকোর্টে মামলা শুরু করেন। স্যুট নাম্বার ছিল ৩০৮—১৮৭২। পদ্মমণির মামলার ফলে দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে সেবায়েতগণের মধ্যে নানা বিরোধ দেখা দেয়।* শেষে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে

---

* মনে রাখা দরকার রানী রাসমণির উইল অনুসারে বড় ছেলে বা বড় মেয়ে সেবায়েতের কাজ করার অধিকার পেয়েছিলেন। পদ্মমণি দাসী সেবায়েৎ-

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী (সবুজপত্রের সম্পাদক) হাইকোর্ট থেকে রিসিভার নিয়োজিত হন। কিন্তু আঠারো বছর পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল দেবপ্রসন্ন ঘোষের কাছে এস্টেট 'বন্ধক' পড়ে গেছে। ঋণের পরিমাণ সুদ সমেত দেড়লক্ষ টাকা। ঘোষ ভ্রাতারা হাইকোর্টে 'মটগেজ' মামলা শুরু করলেন। সেই সময় বেলুড় মঠের নগেন্দ্র ব্রহ্মচারী এবং কৃষ্ণমোহন দে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করে পরস্পর বিরোধী দুই সেবায়েৎগোষ্ঠীকে একত্র করে এবং কোর্টে দেবালয়ের ঋণ, নীলাম বিক্রয়ের সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনীয় মন্দির সংস্কার ইত্যাদি দেখিয়ে নতুন রিসিভার নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। রিসিভার বদলের ক্ষেত্রে বেলুড়মঠের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তখন মঠের প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বামী শিবানন্দ। 'শ্রীম দর্শন' গ্রন্থে মঠের ভূমিকা সম্পর্কে 'শ্রীম' যা বলেছেন তার একটি অংশ এই রকম—"কিরণবাবু দক্ষিণেশ্বরের চার্জ নিয়েছেন। মানে এখন আমাদের হলো। মঠ recommend (সুপারিশ) করেছেন। জজের তো আর local knowledge (এ-স্থান সম্বন্ধে ভাল জানা) নাই। তাই রেফারি করেছিল একজনকে। পাঁচ জনের মধ্যে কিরণবাবুই হলেন। ভক্ত-লোক, আর অনেক কাজ, তবুও নিয়েছেন ঠাকুরের কাজ বলে। বেশ হলো। দেখে আসুন।"*

হয়েছিলেন। পদ্মমণির পর পর্যায়ক্রমে মথুরবাবু তাঁর স্ত্রী জগদম্বা, তাঁদের পুত্র ত্রৈলোকনাথ বিশ্বাস, সেবায়েৎ ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ ত্রৈলোকনাথের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ব্রজগোপাল মন্দির দেখাশোনার ভার পান। এরপর ব্রজগোপালের মৃত্যু হলে গুরুদাসবাবু এবং চণ্ডীবাবুর সঙ্গে অপর তরফের (পদ্মমণির) বলরামবাবুর সঙ্গে সেবায়েতের অধিকার নিয়ে মামলা হয়। ফলে ১৪৫ ধারা অনুযায়ী পূর্বেকার সেবায়েৎ গুরুদাসবাবু এবং চণ্ডীবাবুই সেবাইতের ভার পান। তখন বলরামবাবু হাইকোর্টে রিসিভার নিয়োগের জন্য আদালতে প্রার্থনা করেন। দ্রঃ দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রা, পৃঃ ১০১-১০৩

* (পৃঃ—২২ শ্রীমদর্শন ৫ম ভাগ ২য় সং ১৯৮৩ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রণীত (।

ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মন্ত্র শিষ্য ব্যারিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে এবং সাহায্যে সেল অর্ডার বন্ধ করে নতুন রিসিভার নিয়োগের রায় বার করেন। এই নতুন রিসিভার হলেন কিরণচন্দ্র দত্ত। ব্রহ্মগোপাল দত্তের পিতৃস্মৃতি থেকে জানতে পারি শিবানন্দস্বামী ভক্ত কিরণচন্দ্রকে কার্যভার গ্রহণের জন্য আদেশ করেছিলেন। শেষে সর্বসম্মতিক্রমে হাইকোর্টের নির্দেশে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ সেপ্টম্বর রিসিভারের কার্যভার গ্রহণ করেন।* তিনি নিজে একলক্ষ টাকা জামিনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি রিসিভার হিসাবে তিনি কোন অর্থ (মাসিক পাঁচশত টাকা) গ্রহণ করতেন না। তিনি যে অনারি রিসিভার ছিলেন ১৬ জানুয়ারী ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে অমৃত বাজার পত্রিকার একটি চিঠিতেও তার উল্লেখ আছে।

তিনি প্রথমে একলক্ষ টাকার মূল ঋণের দরুন ৫০ হাজার টাকার সুদ শোধ করেন। কিরণবাবু যখন রিসিভার হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন তখন মন্দিরের উঠানের প্রতি টালির মাঝখানে এক হাঁটু ঘাস। মায়ের মন্দির, অন্যান্য মন্দির ও বাড়ীর ছাতে বিরাট বিরাট অশ্বত্থগাছ। মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের কেউ নেই।** প্রণামী ও ভোগবাবদ টাকার কোন হিসাব থাকে না। এমনকি মন্দির থেকে অর্থ উপার্জনের কোন চেষ্টা নেই। বর্তমানে আমরা কালীমন্দির চত্বরে এবং সংলগ্ন এলাকায় যে সব দোকান দেখতে পাই তার কিছুই তখন ছিল না,

---

* কোর্ট অওডার ৩০ আগষ্ট বের হয়েছিল।

** "কিরণবাবু একজন বিশিষ্ট ভক্ত এবং উৎসাহী কর্ম্মী। কলিকাতার অনেকানেক ক্ষুদ্র বৃহৎ অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তিনি রিসিভারের দায়িত্ব গ্রহণ করা অবধি দেবালয়ের বহুতর সংস্কার করা হইয়াছে। পুরাতন বন্দোবস্ত উঠাইয়া নূতন সুবন্দোবস্তের প্রবর্তন করা হইয়াছে। ফলে, এই অল্পকালের মধ্যেই দেড় লক্ষ টাকা ঋণের মধ্যে প্রায় ৪০।৫০ সহস্র মুদ্রা ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে। অক্লান্ত কর্মী শ্রীমৎ নগেন্দ্র ব্রহ্মচারী শালবাড়ী পরগণায় থাকিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে

কেবলমাত্র নাট মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণের রকে জীবন মালাকারের একটিমাত্র ডালা পুজোর দোকান ছিল। কিরণবাবু একটানা ছ' বছর ঋণশোধ ও মন্দির সংস্কারের নানা কাজ করতে থাকেন। তিনিই প্রথম প্রণামী ও ভোগবাবদ দেয় পয়সা তালাবন্ধ কাঠের বাক্সে ফেলার ব্যবস্থা করেন। পুরোহিত সম্প্রদায় এবং কর্মচারিবৃন্দ এইভাবে টাকা তোলায় আপত্তি তুলেছিলেন। কারণ ঐ তালাবন্ধ কাঠের বাক্সের প্রণামী টাকা ফটকের কাছে রাখার ব্যবস্থা হওয়ায় পুরোহিত সম্প্রদায়ের আপত্তি তোলা স্বাভাবিক। কিন্তু কিরণবাবু পুরোহিত সম্প্রদায় ও কর্মচারিবৃন্দের এইরকম আচরণে এতটুকু বিচলিত হন নি। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এষ্টেটের কর্মচারীর বকেয়া সমস্ত বেতন শোধ করে দেন। নতুন বেতনক্রম বর্ধিতহারে স্থির করেন। প্রণামী ও ভোগবাবদ প্রাপ্ত টাকা তিনি এস্টেটের আয় হিসাবে ঘোষণা করেন। এবং পূজার সঙ্গে দেয় দক্ষিণা পুরোহিতের প্রাপ্তব্য বলে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ সেই প্রথম দেবত্র এস্টেটের নতুন একটি আয়ের সূত্রপাত করলেন তিনি। এইভাবে কিরণচন্দ্র দত্ত ভবতারিণীর মন্দিরকে নীলাম হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ কিরণবাবু রিসিভার থাকাকালীন নিয়মিত খোঁজ খবর করতেন। সেই মর্মে একখানি চিঠি এই গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টে দেওয়া হল। তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা কিরণবাবুর সুদক্ষ কার্যাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। ফরওয়ার্ড, বসুমতী, অমৃতবাজার পত্রিকা দক্ষিণেশ্বর মন্দির সংস্কার এবং নীলাম বিক্রয়ের সম্ভাবনা থেকে মন্দির রক্ষার বিষয়ে তাঁর বিচক্ষণতার উল্লেখ করে নানা সপ্রশংস মন্তব্য প্রকাশ করে।

দেবালয়েরও অত্যাবশ্যকীয় সংস্কারগুলি সমাপ্ত হইয়াছে; অবশিষ্ট সংস্কার কার্য্য, বর্ত্তমানে ঋণদায়ে আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হওয়ায় ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। কিরণবাবু রাসমণির সময়কার পূজা ও অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত রক্ষা করিতেছেন।"

দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রা, ত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায়; ১৩৩৪ পৃঃ ১০৫-১০৬।

কিরণবাবু যখন প্রথম পর্যায়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণের সুদ এবং রিসিভার থাকাকালীন ছাব্বিশ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করেন তখনও মূলঋণ এক লক্ষ টাকা থেকে যায়। এই সময় কিরণবাবু প্রথমে দশ হাজার টাকা আসল হিসেবে (principal) মড্‌গেজী দেবপ্রসন্ন ঘোষের কাছে পাঠন, কিন্তু দেবপ্রসন্ন ঘোষ বলেন পার্টপেমেণ্ট নেবেন না। তখন কিরণবাবু অত্যন্ত বিচলিত হন। বাড়ীতে এসে এ-বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্তের সঙ্গে পরমার্শ করেন। হরিপদবাবু একলক্ষ টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন।*

এই সময় সেবায়েতগণ ট্রাস্ট বোর্ড গঠনের প্রস্তাব দেয়। সেবায়েতরা একত্র হয়ে ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করে নিজেরা মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এই মর্মে হাইকোর্টে দরখাস্ত দেয় এবং হাইকোর্ট সেবায়ত গণের আবেদন মঞ্জুর করেন। ১৯২৯ সালে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের কার্যভার সেবায়েত ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে চলে যায়।

সংযোজন

নিলাম বিক্রির হাত থেকে ঐতিহাসিক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীকে রক্ষা, তার প্রযত্ন এবং একটি সুস্থ সংগঠিত পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কিরণবাবু যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই ইতিহাসের পরিশিষ্ট হিসাবে আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত সংবাদ তুলে ধরছি।

॥ ১ ॥

বসুমতী

দক্ষিণেশ্বর বাঙ্গালী হিন্দুর—কেবল বাঙ্গালী হিন্দুর কেন, বাঙ্গালার বাহিরের হিন্দুরও পবিত্র পীঠস্থান বিশেষে পরিণত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভাগীরথীর তটে শ্যামল বনরাজী মধ্যে গঙ্গাবক্ষ

---

* যে কোম্পানী জামিনদার হিসাবে অর্থলগ্নী করে সেটি হ'ল—
M/s. Gillanders Arbuthnot Co. Ltd-এর National Guaranteed Insurance Co.

হইতে দক্ষিণেশ্বরের শোভা অতুলনীয়—বোধহয় পশ্চিম বাঙ্গালায় এমন মনোরম তীর্থস্থান অতি সামান্যই আছে। বিশেষ ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পবিত্র স্পর্শগুণে দক্ষিণেশ্বর শাস্ত্রনির্দিষ্ট দেবস্থানের স্থান লাভ করিয়াছে। বড় দুঃখের কথা এমন পবিত্র হিন্দুর তীর্থস্থান—রানী রাসমণির এমন সাধের প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে ধ্বংসমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। সেখানে শত সহস্র হিন্দু দর্শন ও পূজা দিতে নিত্য সমবেত হইয়া থাকেন, সেই স্থানের এমন দুর্দশা হয় কেন বুঝিয়া উঠা কঠিন। ধর্মপ্রাণ সম্পন্ন হিন্দু ইচ্ছা করিলেই যে আবার দক্ষিণেশ্বরের পূর্বশ্রী ফিরাইয়া আনিতে পারেন, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। আমরা দেখিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম যে, বাগবাজার লক্ষ্মী-নিবাসের কৃতীপুত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সংস্কার কার্য্যের ভার স্বেচ্ছায় সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। কিরণবাবু একাধারে কমলা ও বাণীর বরপুত্র। তাঁহার নিজস্ব সাহিত্যিক সম্মেলনে প্রতিবৎসর আনন্দ উপভোগ করেন নাই, এমন সাহিত্যিক বিরল বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। কিরণবাবু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, পিতার যোগ্য সন্তান। তিনি যেভাবে দক্ষিণেশ্বরের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, সেইভাবে উহা সুসম্পন্ন করিয়া হিন্দু জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হউন, ইহাই কামনা।*

॥ ২ ॥

শ্রীম-দর্শন

[স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রণীত]

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) ঈশ্বরের কাজ মানুষের বুঝবার শক্তি নাই। বিচিত্র তাঁর লীলা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর। দেখ না, কি করে এল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভার কিরণবাবুর ওপর। কে একজন নালিশ

* বসুমতী ২৯. ৯. ১৩৩০ (বঙ্গাব্দ) ইং ১৯২৪

করলো। তার মনে কি ভাব কে জানে? সেই নালিশের সম্পর্কে হাইকোর্টের জজরা বেলুড় মঠকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন? না, জজরা অনুমান করলেন, হয়তো বেলুড় মঠ এতে interested (সংশ্লিষ্ট)। দ্বিতীয়, বেলুড় মঠের reputation (সুনাম) আছে। তাঁদের recommendation-এ (সুপারিশে) এটা এল কিরণবাবুর হাতে, মানে মঠেরই হাতে। তবে এই সব হচ্ছে, নহবত হয়েছে। ভোগেরও বন্দোবস্ত ভাল হয়েছে। এখন ভক্তরাও বেশী আসা যাওয়া করছেন।*

শ্রীম—কালীবাড়িতে রৌশন চৌকি আর কীর্তনটি হলে বড় ভাল হয়। কিরণবাবু নেওয়ায় যেন আমাদেরই হলো। আহা! সকলের মুখেই ঐ কথা। ভক্তরা খুব আনন্দ করছে। আমাদেরই ইচ্ছা, ঐ রৌশন চৌকিটি দেখে একবার বাইরে বেড়াতে যাই, কিন্তু ঐটি দেখে। ঠাকুর কিরণবাবুর দ্বারা কত কাজ করাচ্ছেন। তাঁর কত তপস্যা ছিল তবেই কালীবাড়ির ম্যানেজ করবার ভার পেয়েছেন। আমরা প্রার্থনা করছি, তিনি বহুকাল ধরে সুস্থ শরীরে মায়ের সেবা করুন। আলোগুলি দিলে বেশ হয়। রোসো না, দেখবে তিনি কি করেন। কিরণবাবু কবি তাতে আবার ভক্ত। সব চমৎকার সাজাবে। ভক্ত না হলে কি হয়। এতদিন যারা ছিল, তাদের কি দায় পড়েছে? নিজেদের হলেই হোলো।

যোগেন—আজ্ঞে, এখন আমার একটি থাকবার স্থান ওখানে করে নিতে পারলেই হোল।

শ্রীম—না, না এখন বিরক্ত করবেন না। একবার ঠিক হয়ে কিরণবাবু বসুন। তারপর সব হবে ক্রমে। কিরণবাবুর সাধুসঙ্গ কত। নিজের বাড়ী যেন সাধুদেরই স্থান। সুধীর মহারাজ, কপিল মহারাজ, এঁরাই প্রায় থাকেন ওখানে। আর খুব গম্ভীর লোক। আমাদের মনে হয়, আমাদেরই হয়ে গেল কিরণবাবু নেওয়ায়।

---

* শ্রীম-দর্শন, ৯ ভাগ ২ সংস্করণ, পৃঃ ১২৩

ডাক্তার বক্সী—আপনার 'এই কথা মহাপুরুষ মহারাজকে বলায় তিনি বললেন, "তা বই কি। আমাদেরই হোলো। মায়ের সেবার কি কষ্টটাই হতো! মাকে এতদিন বলতাম, মা তুমি এখানে বেলুড়ে খেয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শোও।"

শ্রীম ভক্তদের প্রতি—আপনারা এখন যেতে পারেন দক্ষিণেশ্বর ; যেমন মঠে যাচ্ছেন daily (রোজ)। কিন্তু রৌশন চৌকি আগে চাই।*

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—কিরণবাবু আজ তা হলে তিন চার ঘণ্টা ছিলেন। সব দেখছেন ধীরে ধীরে। আপনারা রৌশন চৌকির কথা বলবেন। আমাদের খুব ইচ্ছা এ-টি আগে হয়, আর কীর্তনটি। আপনাদেরও এই ইচ্ছা আর আমাদের এই প্রার্থনা, একথা বলবেন কিরণবাবুকে।**

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কিরণবাবুর ম্যানেজমেণ্ট মানে মঠেরই ম্যানেজমেণ্ট। প্রায়ই শুনতে পাই, রামলাল দাদা মঠে আসেন। সব বিষয়েই মঠকে consult করেন। বেশ হয়েছে। একজন individual (বিশেষ) লোকের কাছে না থেকে একটি organisation-এর (সঙ্ঘের হাতে) পড়েছে। এতে বেশ হবে।

শ্রীম (দুর্গাপদর প্রতি)—নহবতটি কবে হবে? তাহলে বেশ হয়। আহা সেই ধ্বনি! আমার দুটি dream (বাসনা) ছিল, একটি—দক্ষিণেশ্বর মঠের হাতে আসুক, আর একটি কাশীপুর বাগান। একটি realised (পূর্ণ) হয়েছে, আর একটি বাকি। ওখানে এক বছর ঘরকন্না করেছিলেন ঠাকুর। কাঁকুড়গাছি ওরা মঠের হাতে না দিয়ে ভুল করেছে।

কিরণবাবু নিয়েছেন মানে মঠেরই নেওয়া হোল। ঠাকুর বলতেন, 'হাতীর দুরকম দাঁত আছে, বাহিরের ও ভিতরের। বাইরের দাঁত

---

* শ্রীম-দর্শন, ৩ ভাগ, ৩ সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১৬৬-৬৭

** শ্রীম-দর্শন, ৩ ভাগ, ৩ সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১৭৯

শোভা বাড়ায়। কিন্তু কাজ করে ভিতরের দাঁত। কিরণবাবু বাইরের দাঁত। কিন্তু ভিতরের দাঁত মঠ।*

শ্রীমর দীর্ঘকালের বাসনা, মা কালীর মন্দিরে নহবত বাজে। বহুকাল পরে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, মন্দিরের রিসিভার ভক্তিমান কিরণচন্দ্র দত্তের চেষ্টায়। এখন নিত্য চারিবার নহবত বাজিতেছে— যেমন বাজিত শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়।**

শ্রীমর আনন্দের সীমা নাই। মন্দিরের খাজাঞ্চি আজ রাখালকে পাঠাইয়াছেন শ্রীমকে নিমন্ত্রণ করিতে; আর বলিতে—আপনার প্রার্থনা মা শুনিয়াছেন। তিনি নিত্য চারিবার নহবত শুনিতেছেন আজকাল। আপনিও আসিয়া উহা শুনিয়া যান। রাখালের মুখে শুনিলেন, আজকাল মায়ের জমিদারীতে সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। মায়ের ভোগরাগ পরিপাটির সহিত হইতেছে। পূর্বের ন্যায় কালীবাড়ীতে সাধু, ভক্ত, দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইতেছে। এইসব কথা শুনিয়া শ্রীমর আহ্লাদের সীমা নাই। তিনি আনন্দে ভগবৎ মহিমা কীর্তন করিতেছেন।***

॥ ৩ ॥

Amrita bazar Patrika

Dated 16/1/24

Dakhineswar Temple Improvement

To The Editor,

Sir,

The self-less work of Sjt. Kiran Chandra Dutta, Hony. Receiver of the Dakhineswar Temple property deserves recognition by the Hindu comunity. For some years the up-keep of the property was awfully neglected and jungles were spreading on all sides, the pujah costs were mercilessly cut-down and the public used to be disgusted at this gross neglect.

---

* শ্রীম-দর্শন, ৩ ভাগ, ৩ সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১৯৯-২০০

** শ্রীম-দর্শন, ৯ খণ্ড, ২ সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১২৫

*** শ্রীম-দর্শন, ৯ খণ্ড, ২ সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১২৫

Since the charge has been taken over by Sjt. Kiran Chanra Dutta, matters have vastly improved.

To publicly recognise the services of Babu Kiran Chandra Dutta we propose to hold a public meeting in the Dakhineswar Temple as soon as necessary arrangements are made and we trust that the Hindu public, the leaders, Mohants and Sabaits of verious religious organisation will favour us with their sympathy and patronage. Anyone desirous of helping us with their sympathy and advice are welcome to communicate with us.

Lalit Kumar Mittra
Surendra Kumar Banerjee

Mohan Abash,
224, Upper Circular Road,
(Clock Tower)
12th January, 1924

॥ ৪ ॥

আনন্দবাজার পত্রিকা

২ মাঘ ১৩৩০

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির সংস্কার

জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন :—

মোহান্তেরা মন্দিরের তত্ত্বাবধারক হইয়া মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির যেরূপ অপব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে যদি মন্দির ও দেবকার্য্যে কোনও ব্যক্তির সৎকার্য্যের কথা শ্রুতিগোচর হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয় সাধারণের মধ্যে প্রচার করাও একটা কর্তব্যের মধ্যে বলিয়া আমরা পরিগণিত করি। কয়েক বৎসর যাবৎ দক্ষিণেশ্বর মন্দির রিসিভরের হস্তে থাকায় উক্ত মন্দির ও তৎসংলগ্ন বাগান, জমী ও দেবপূজার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত অবহেলার পরিচয়ে সাধারণে উক্ত দেবালয়ে যাওয়া একরকম বন্ধ করিয়াছিলেন। উপস্থিত অবৈতনিক রিসিভার শ্রীযুক্ত

কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আমলে এই মন্দিরের সংস্কার ও পূজাদির ব্যবস্থার উন্নতি দেখিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের সহিত হিন্দুর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ; এই মন্দিরই ৺পরমহংসদেবের সাধনা ও লীলাস্থল। ৺পরমহংসদেবের শিষ্যগণের পক্ষে এই মন্দির পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এহেন মন্দিরেব সংস্কার ও ব্যবস্থাদির উন্নতি করিয়া কিরণবাবু সমগ্র হিন্দু সমাজের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। কলিকাতা শ্যামবাজারের শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এতদর্থে হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে কিরণবাবুকে ধন্যবাদ প্রদানের জন্য শীঘ্রই এক সভা আহ্বান করিবেন স্থির করিয়াছেন।

॥ ৫ ॥

Basumati

27th August, Saturday '27

High Court

The Dakshineswar Kalibari

Suit By Shebait

Application Rejected By High Court [25/8/27]

Mr. Justice Pearson delivered the following judgment in the suit brought by Jogendra Mohan Das and others against Guru Charan Biswas and others.

This is an application by the plaintiff in the suit that the receiver should give inspection of certain documents and furnish an account of certain voluntary contributions received from tenants. The receiver was appointed by an order of 30th August 1923, and there is now a prayer also for his application meets with support from none other of the large number of persons concerned—indeed they oppose it.

The materials set out in the applicants' affidavit show that

in February 1925 he made certain enquiries as to pending suits from the receiver, there is another letter in May of that year appointed for two years. It was then revived in a letter of 3rd May 1927 and inspection was asked for of certain accounts. The letter of 1925 was replied to and the reply appears to quite reasonable although it did not reach the plaintiff until a copy was sent in 1927. I am not satisfied that there has been any unreasonable obstruction or withholding of books on the part of the receiver. Moreover he is a man who has given security and receives no remuneration. His accounts have been beneficial to the estate in several particulars.

As regards the other matter it is a question of contributions made by the tenants for help towards the payment of the debt of the debutter estate as the receipts show. The contribution was not made to the receiver and he was not a party to it save that he knew of it and received the sum of Rs. 29,700 from those who made the collection. These sums have been credited in the receiver's half-yearly accounts which the parties have seen from time to time. It is true that some of the tenants may be setting up these payments in suits for rent, but that does not mean that the receiver is to be held responsible. At any rate, if he is, his liabilily in a matter of this kind should be established in a suit property framed and not in the manner now propossed. The applicant is of course entitled to reasonable inspection, but I am not satisfied that he has been refused it, nor am I convinced that this application is made bonafide.

The application is rejected. No order for cost of applicants ; others out of the estate.

॥ ৬ ॥

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের পত্র

[দ্র. পরিশিষ্ট ক পৃ ২৬]

॥ ৭ ॥

প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র

[দ্র. পরিশিষ্ট ক পৃ ৫৩]

॥ ৮ ॥

ফরওয়ার্ড পত্রিকা

[দ্র. পরিশিষ্ট ঘ পৃ ১৮৯]

ফরওয়ার্ড পত্রিকায় ২২ জানুআরি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ললিত কুমারী মিত্রের চিঠি।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের সম্পত্তি হস্তান্তর

দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এস্টেটের দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রসঙ্গতঃ তাঁর কর্মজীবনের আর একটি অনুচ্ছেদ আসে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ রামচন্দ্র দত্ত তার যোগোদ্যানের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন সহপাঠী কৈলাশচন্দ্র বসুকে। কৈলাশবাবুর আইন-আদালত সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল না। তিনি কোন পাকা বন্দোবস্ত করে যেতেও পারেননি। ফলে, ডাক্তার চুনীলাল বসু যোগোদ্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চুনীবাবু দেখলেন রামচন্দ্র দত্ত তাঁর নির্দেশনামায় মন্দির তৈরী যে ভাবে করতে বলেছেন—স্যার কৈলাশ তা যথাযথ করতে পারেননি। অথচ টাকা তার কাছে গচ্ছিত রয়েছে। সেইজন্য চুনীবাবু কিরণচন্দ্রকে অনুরোধ করেন যে তিনজনের একটি ট্রাস্ট কমিটি গঠন করা হোক। তাতে সদস্য থাকবে কিরণচন্দ্র দত্ত, যতীন্দ্রনাথ বসু এবং

স্যার কৈলাশের পুত্র স্যার গোপালচন্দ্র বসু। তদনুযায়ী ২৬ জুন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মন্দির কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে অস্থায়ী পরিচালক মণ্ডলীর আহ্বানে, বিকাল পাঁচটায় এ্যালবার্ট হলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে একটি সভা ডাকা হয়। সেখানে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গৃহীত করে বলা হয়—

প্রথম প্রস্তাব—"ভক্ত মণ্ডলী পরিচালিত—কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের সেবা ও তত্ত্বাবধান বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের হাতে দেওয়া হোক।" সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—স্থির হয় যে ২৫নং মহেন্দ্রনাথ বসু লেন নিবাসী রায়বাহাদুর ডাক্তার চুনীলাল বসু মহাশয়কে অনুরোধ করা হোক যে তাঁর কাছে গচ্ছিত যে অর্থ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মন্দির নির্মাণের জন্য আছে—তা যেন বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের হাতে দিয়ে দেন।

তৃতীয় প্রস্তাব—মনসাদ্বীপ নামক স্থানে যোগোদ্যান মন্দিরের যে সম্পত্তি আছে সেইটি এবং যোগোদ্যানের পরিচালনার ভার স্বামী যোগবিমল যেন বেলুড় মঠের অছিগণের হাতে অর্পণ করেন।

এইভাবে যোগোদ্যানের সম্পত্তি বেলুড় মঠের অছি পরিষদের হাতে তুলে নেবার ক্ষেত্রে ঐ সভা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। যার ফলে সম্পত্তি হস্তান্তরে আইনগত বাধা দূর হয়।

অদ্বৈত আশ্রমের মামলা

এণ্টালির অদ্বৈত আশ্রমকে কেন্দ্র করে ঐ একই সময় কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। স্বামীজীর বিশিষ্ট বন্ধু উপেন্দ্রনারায়ণ দেব তাঁর সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেছিলেন। ঐ সম্পত্তি বর্তমানে এণ্টালির অদ্বৈত আশ্রম। কিন্তু ঐ অর্পণনামা নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে দায়াতগণের মামলা শুরু হয়। শেষে কিরণচন্দ্রের উদ্যোগে ২৫ ফেব্রুআরি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারের উদ্বোধন অফিসে স্বামী শিবানন্দ

মহারাজের সঙ্গে একটি সমাধান যোগ্য আলোচনায় আসা সম্ভব হয়। স্বামী শিবানন্দের উপস্থিতিতে ঐ মামলার নিষ্পত্তি ঘটে এবং আশ্রম আবার রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ ঘটনা সম্পর্কে কিরণচন্দ্রের ডায়েরীর প্রয়োজনীয় অংশ :—

২৫-এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৭—"অপরাহ্ণ ৪টার সময় আমার সেজভায়রা-ভাই শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ দেব ৺মহেন্দ্রনারায়ণ দেবের পুত্র ইটালির স্বনামধন্য ৺দেবনারায়ণ দেবের প্রপৌত্রকে সঙ্গে করিয়া বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠে 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে যাই। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত তাঁহার খুল্লতাত ৺উপেন্দ্রনাথ দেবের দেবোত্তর প্রভৃতি অর্পণনামা সম্বন্ধে যে মকদ্দমা হইতেছে উহার আলোচনা সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ ঐ বিবাদ মিটাইবার জন্য ঐ মঠে আসিয়া উপস্থিত হন"।

স্বামী অভেদানন্দ : ১৯২১

স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপাত্ররূপে ইংলণ্ডে ধর্মপ্রচারের জন্য পাড়ি দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি আমেরিকা, ইংলণ্ড ও কানাডায় বেদান্ত বিষয় আলোচনা করেন। কেবল ১৯০৬ সালে একবারমাত্র এসেছিলেন। ঐ দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে তিনি অপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। অথচ তাঁর ঐকান্তিক যত্ন ও প্রতিভায় ইউরোপের বেদান্ত প্রচার সুদৃঢ় হয়েছিল। কিন্তু কলিকাতায় যোগসূত্র না থাকার জন্য তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশ তখন অল্প কথাই জানত। কিরণচন্দ্র অভেদানন্দের সংবর্ধনা এবং মর্যাদা রক্ষায় যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজে' তিনিই প্রথম বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদক হিসাবে লিখেছিলেন—

Swami Abhedananda

Work Done in America

Mr. Kiron Chandra Dutt. Hony. Secretary Vivekananda Society Writes—

Swami Abhedananda, the great Vedanta worker of the Ramkrishna order, is returning to in India and will soon visit his birth place in Calcutta. The accompanying report will give an idea of his Mission in which he is engaged for the last 25 years. He went to America in 1896 to join Swami Vivekananda to preach the highest doctrines of the Vedanta anp kept up his great work alive. We hope his countrymen will give him a reception which a spiritual leader of his position deserves. —Indian Daily News, 30. 9. 21

এরপর বিভিন্ন সংবাদপত্রে তিনি এ বিষয়ে অভেদানন্দের প্রত্যাবর্তনের খবর বিজ্ঞাপিত করতে থাকেন। ১০ নভেম্বর স্বামী অভেদানন্দজী রেঙ্গুন থেকে S. S. Egra জাহাজে কলিকাতায় আউটরাম ঘাটে এসে পৌঁছান। এবং তাঁর অভ্যর্থনার সমস্ত আয়োজন কিরণচন্দ্র করেন। এমনকি বেলুড় মঠে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও কিরণচন্দ্রকে করতে হয়েছিল। কিরণচন্দ্র ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে "Swami Abhedananda Reception Committee" গঠন করেছিলেন। ঐ কমিটিতে প্রায় ৭০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কিরণচন্দ্র সংযুক্ত সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতাবাসীগণের পক্ষ থেকে ২ ডিসেম্বর অভেদানন্দজীকে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক উষ্ণ অভ্যর্থনা-অভিনন্দন জানান হয়। সভাপতি ছিলেন স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। হলে এত ভিড় হয়েছিল যে মঞ্চের এক অংশ ভেঙে পড়েছিল। কিরণচন্দ্র নিজে আবাহনগীতি রচনা করেছিলেন। এবং কলকাতার বিশিষ্ট পণ্ডিত ও গুণিজনের প্রশস্তি, কবিতা, গান অনুষ্ঠানের কার্য্যসূচিতে ছিল। তাঁর এই বিরাট নাগরিক সংবর্ধনার সংবাদ

সেকালের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমরা স্বামী অভেদানন্দের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর অভ্যর্থনার যে প্রাক্ প্রস্তুতি এবং প্রচার কিরণচন্দ্র করেছিলেন সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বললাম। কোন কোন জীবনী গ্রন্থে এত বড় একটি নাগরিক সংবর্ধনার সংবাদ আজও অপ্রকাশিত থাকায় সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হল।

নির্মলানন্দজী

স্বামী নির্মলানন্দ (তুলসী মহারাজ) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য। গুরুভাই স্বামী বিবেকানন্দ পরিচালিত শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনের গঠনপর্বে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দের অনুরোধে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে যান। এখানে বেদান্ত ও যোগদর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। আমেরিকা থেকে ফিরে (১৯০৬) গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে ব্যাঙ্গালোরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন (১৯০৯)। ১৯১০ থেকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে স্বামী নির্মলানন্দ দক্ষিণ ভারতে আশ্রম গড়ার কাজ করেছিলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনায় মোট ১৯টি রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং ৭টি বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ ভারতে জনশিক্ষা, জনসেবা এবং ভারতীয় দর্শন ও বেদান্তের প্রসারে তাঁর অবদান প্রশ্নাতীত। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই প্রচেষ্টায় দক্ষিণ-ভারতে রামকৃষ্ণ আন্দোলন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তের প্রচেষ্টায় বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামঠ ও বিবেকানন্দ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে স্বামী নির্মলানন্দ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতৃ-অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত প্রায় নয় বছর তিনি ছিলেন এই মিশনের অধ্যক্ষ। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্রের সঙ্গে স্বামী নির্মলানন্দের শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক আরো অন্তরঙ্গ হয় বিবেকানন্দ মিশনে। কিরণচন্দ্র

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ছিলেন ঐ মিশনের সম্পাদক। তিনি স্বামী নির্মলানন্দের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে বেশ কিছু প্রামাণ্য তথ্যবহুল প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। নীচে তার তালিকা দেওয়া হল—

১। কোন্‌টি সত্য ?

('রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ইতিহাসের এক অধ্যায়' শীর্ষক আলোচনায় স্বামী নির্মলানন্দ সম্পর্কিত তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ। এখানে কিরণচন্দ্র তথ্য-প্রমাণযোগে দেখিয়েছেন স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য।)

ভারত : ৩ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৪৪

২। কোন্‌টি সত্য ?

(একই বিষয়ে স্বামী নির্মলানন্দ সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

ভারত : ৩ বর্ষ ৫৫ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৪৪

৩। কোন্‌টি সত্য ?

(বিষয়—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ইতিহাস। প্রসঙ্গ—স্বামী নির্মলানন্দ ও সমকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ।)

ভারত : ৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৪৪

৪। স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ (শোক স্মৃতি)

(নাম অপ্রকাশিত) আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৮।৪।১৯৩৮

৫। Swami Nirmalanandaji

(নাম অপ্রকাশিত) Hindusthan Standard 28.4.38

৬। স্বামী নির্মলানন্দজী Amrita Bazar Patrika 28.4.38

(নাম-অপ্রকাশিত)

৭। স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ দৈনিক বসুমতী ১৬ বৈশাখ ১৩৪৫

(নাম-অপ্রকাশিত)

৮। শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজ :

(নাম-অপ্রকাশিত) বন্দেমাতরম : ২৬ বৈশাখ, ১৩৪৫

৯। Swami Nirmalanandaji : By K. C. Dutta
Hindusthan Standard 18.5.1938

১০। মহাপুরুষের মহাসমাধি খাম-খেয়ালী ১৬.৫.৩৮

১১। শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ 'শ্রীজীবন্মুক্ত' নামে প্রকাশিত, উত্তরায়ণ; শ্রাবণ ১৩৪৫ (৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা)

১২। স্বামী নির্মলানন্দের পারিবারিক ইতিহাস ও জীবনকথা
ভারত ৪ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৪৫

১৩। Swami Nirmalanandaji Maharaj in Memorium
—by Kiran Chunder Dutt
Record book-Vivekananda Mission Volume-5

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোন অদৃশ্য কারণে একসময়ে (১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে প্রকাশিত বহু আকর গ্রন্থে নির্মলানন্দজীর নাম ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য হিসাবে পরিত্যক্ত হতে থাকে। এ ব্যাপারে উদ্বোধন কার্যালয় ও অদ্বৈত আশ্রমের প্রকাশনা বিভাগ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দীর্ঘদিন নীরব থাকে। অবশ্য বর্তমানে তাঁর সম্পর্কে মঠ ও মিশনের কাঠিন্য ও শীতলতা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। উপরের প্রবন্ধগুলিতে কিরণচন্দ্র তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনে নির্মলানন্দজীর অবদান এবং রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও শিষ্যত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।*

---

* একদা স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "তুলসীকে দেখ। সাধু তার মত হওয়া চাই। তার খুব ভাল মাথা ও জোরাল দেহ আছে। দিবারাত্রি সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। আবার বহু ঘণ্টা সে ধ্যানে মগ্ন থাকতে পারে। সে ভাল গাইতে ও বাজাতে পারে। সে শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ধর্মপ্রসঙ্গ করতে বক্তৃতা দিতে ও রান্না করতে পারে। তোমরা সকলে এর মত সবকাজে পটু হবে।"

স্বামী নির্মলানন্দ, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত
প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৮ পৃঃ ৭৩

স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি আম-মোক্তারনামায় (power of attorney) তাঁকে ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য বলেই উল্লেখ করেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা (১০ মার্চ ১৯৩৩) স্বামী নির্মলানন্দের আত্মস্মৃতিমূলক বক্তৃতার একটি অংশ প্রকাশ করে। সেখানে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের এক মনোজ্ঞ বিবরণ বিবৃত করেছেন তিনি। এ ব্যাপারে বর্তমান গ্রন্থের ৯১—৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

গিরিশ জীবনী

সাহিত্য সাধনায় কিরণচন্দ্রের অন্যতম কীর্তি নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনালোচনা। এমনকি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে গিরিশজীবনী রচনায় দ্বিতীয় উদ্যোগ তিনিই নিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের বাল্যজীবন, অভিনয় জীবনের সূত্রপাত, নাট্যকাররূপে গিরিশচন্দ্র, বঙ্গ রঙ্গশালা ও গিরিশচন্দ্র এবং গিরিশচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—এভাবে গিরিশচন্দ্রের জীবন ও চরিত্রের একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের সূচনা করেছিলেন। তাঁর আগে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বাদে বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি আলোচনা শুরু হলেও তা সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ এবং গিরিশ প্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নীরব। কিরণচন্দ্র সর্বপ্রথম সাহিত্যিকের দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করেন।

আমরা সূত্রাকারে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর তালিকায় দেখতে পাবো :

(১) **নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের জীবনালোচনা** : নাট্যমন্দির (৩ বর্ষ ৬ সংখ্যা, পৌষ ১৩১৯ থেকে ৪ বর্ষ ১ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২০)

মোট ৪টি প্রবন্ধে তিনি গিরিশ-জীবনী আলোচনা করেছিলেন। বিষয় বিন্যাস করেছিলেন এইভাবে—অবতরণিকা, গিরিশচন্দ্রের নট-জীবন, গিরিশচন্দ্রের নাট্য সাহিত্য সেবা, গিরিশচন্দ্রের গীতাবলী,

গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ শক্তি ও কবি প্রতিভা, নাটক রচনায় আর একটি বিশেষ কৃতিত্ব, গিরিশচন্দ্রের নাট্য সাহিত্যে শিক্ষকতা, সাধারণ ও অসাধারণ গিরিশচন্দ্র এবং শেষ জীবন।

(২) **গিরিশ গৌরব:** ১৯১২, ৯ ফেব্রুআরি নাট্যাচার্য গিরিশ চন্দ্রের তিরোধানের পর কিরণচন্দ্র প্রথম সংস্করণে ৪৮টি ও দ্বিতীয় সংস্করণে ২টি মোট ৫০টি কবিতা খণ্ডে স্বলিখিত 'গিরিশ গৌরব' (মাঘ ১৩১৮) নামক শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ গীতি কবিতা প্রকাশ করেন। এগুলি গিরিশচন্দ্রের শ্রাদ্ধবাসরে এবং ১৩১৯ সনের ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত টাউন-হলে গিরিশচন্দ্র স্মৃতি-সভায় বিতরণ করা হয়।*

প্রসঙ্গত: মহাকবি গিরিশচন্দ্রের মর্মর মূর্তিস্থাপন সম্পর্কে গিরিশ অনুরাগী কিরণচন্দ্রের অবদানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি গিরিশ মেমোরিয়াল কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে উত্তর কলকাতার গিরিশপার্কে (পূর্ব নাম জোড়াপুকুর স্কোয়ার) মর্মরমূর্তি স্থাপনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। অমৃতবাজার (৯.১.২৭) পত্রিকায় এক পত্র-লেখকের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন—As directed by the committee the undersigned has already advanced Rs. 500 to Bramachari Ganendranath who had been elected to supervise over the work of Messers K. C. Ghosh and Co.

একই মর্মে মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠার বাস্তব সমস্যা এবং সমাধানযোগ্য

---

* উক্ত সভায় বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিচারণকালে কিরণচন্দ্র লিখিত গিরিশগৌরবের বিখ্যাত পঙক্তি—

"চিনে না জীবিত কালে / মরিলে অমর বলে / তাই কি হে চলে গেলে তুমি।"

উদ্ধৃত করে বক্তৃতা শুরু করেন।

—দ্রষ্টব্য: অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত "গিরিশচন্দ্র" এবং "গিরিশ গীতাবলী" ২য় ভাগ। আশ্বিন ১৩২০ পরিশিষ্ট, পৃ: ২০৭

উদ্যোগ সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকায় (২১. ৯. ৩৩ বঙ্গাব্দে) আর একটি চিঠি প্রকাশিত হয়।

(৩) ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মার্চ, মঙ্গলবার অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—The Late Babu Girish Chanda Ghosh—(A Biographical Sketch).

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঐ আলোচনায় স্থান পায় ঃ

(i) Birth and Parentage. (ii) Education. (iii) Beginning of his Dramatic Career. (iv) His Love of Drama Supersedes. (v) Girish Babu's Dramatic Works. (vi) His Dramatic Representation. (vii) Babu G. C. Ghosh as a man. (viii) Father of Bengali Dramatic Literature Dead. (ix) His other sides.

পরে প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। ইংরাজী ভাষায় লিখিত এটিই প্রথম মুদ্রিত গিরিশ জীবনী।*

The Telegraph (18th. July 1912) পুস্তিকাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলে "We congratulate the author on the able noble way he has acquinted himself in his noble attempt to preserve the memory of the man."

গিরিশচন্দ্র সম্পর্কিত রচনাগুলি তৎকালীন বঙ্গবাসী (৪ শ্রাবণ, ১৩১৯) নাট্যমন্দির (৩ বর্ষ ৩ ও ৪ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৯) The Bengalee (11th Sept. 1912) এবং কায়স্থ-পত্রিকার (আশ্বিন, ১৩১৮, ৩ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা পৃঃ—২৫৭) পুস্তক সমালোচনা

* অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত (১২. ৩. ১৯১২) রচনাটি অনূদিত আকারে প্রবাসী (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৮) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অংশে আলোচিত হয়। এ বিষয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'গিরিশচন্দ্র' নামক জীবনী গ্রন্থে সবিশেষ উল্লেখ রয়েছে।

(৪) ১৩১৮ সনের ৫ ফাল্গুন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় "নাট্য-সাহিত্য সম্রাট" নিবন্ধ। [গিরিশচন্দ্র সম্পর্কিত ঐ রচনা কবির মৃত্যুর দশ দিন পর প্রকাশিত]

(৫) **শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র :** প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়—বঙ্গশ্রী পত্রিকায়। (৯ বর্ষ ২ খণ্ড—১ সংখ্যা সন পৌষ ১৩৪৮) বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তিনি গিরিশচন্দ্রের সার্বকালিক প্রতিভা, গিরিশ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যানুভূতি, কালাপাহাড় নাটকে 'বীরেশ্বর' ও চিন্তামণির মুখ দিয়ে গিরিশচন্দ্র নিজেকে কিভাবে এঁকেছেন তার কথা এবং গিরিশনাটকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব আলোচিত হয়েছে।

(৬) **গিরিশচন্দ্র :** Girishchandra Ghosh Lectures : 1947 কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থটি মার্চ ১৯৫৪ সনে গিরিশ অধ্যাপক বক্তৃতার মুদ্রিত রূপ। প্রকাশকাল ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৬১। প্রকাশক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোট ৪টি পরিচ্ছেদে গিরিশচন্দ্রের নট জীবনের সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে। বিষয় বিন্যাস :

এক, মানুষ গিরিশচন্দ্র [এখানে তিনি জন্ম, বংশপরিচয়, বাল্য-জীবন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং আর্ত-সেবক গিরিশচন্দ্রের আলোচনা করেছেন]

দুই, নট গিরিশচন্দ্র [এখানে নটজীবন, প্রাক্ গৈরিশ যুগ এবং গিরিশযুগের অভ্যুদয় আলোচিত]

তিন, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র [গিরিশচন্দ্রের নাট্য সাহিত্য, গীত-রচয়িতা গিরিশচন্দ্র, নাটক রচনার বৈশিষ্ট্য, কয়েকটি নাটকের পরিচয়, গিরিশচন্দ্র ও সেক্সপীয়র আলোচিত]

চার, ভক্ত গিরিশচন্দ্র [ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্পর্কে গিরিশ জিজ্ঞাসা

এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-গিরিশ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন]

পাঁচ, পরিশিষ্ট অংশে গিরিশ রচনাবলীর তালিকা এবং গিরিশ-চন্দ্রের উইল (ইংরাজীতে) মুদ্রিত।

প্রসঙ্গতঃ একটি ভুল তথ্যের কথা উল্লেখ করা যায়—১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত লিখিত গিরিশপ্রতিভা গ্রন্থের ভূমিকা অংশে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু গিরিশ জীবন সম্বন্ধে ৬টি উদ্যমের উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি কিরণচন্দ্রের উদ্যমের কথা উল্লেখ করেন নি। যিনি প্রথম গিরিশচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনালোচনা করলেন তাঁর সম্পর্কে এই নীরবতা আমাদের আশ্চর্য করে। দেবেন্দ্রনাথ "উদ্বোধন" পত্রিকায় শ্রীশচন্দ্র মতিলালের লেখা গিরিশচন্দ্রের জীবনী উল্লেখ করলেন, অথচ অমৃতবাজার পত্রিকা এবং নাট্যমন্দিরের মত তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মতিলালের পূর্বেই প্রকাশিত কিরণচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীর বিষয় অবগত নন; এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা!

আমরা কিরণচন্দ্রের ডায়েরী থেকে জানতে পারি, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-নাথ বসুর (ব্যাঙবাবু) সঙ্গে কিরণচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং গিরিশচন্দ্রের অন্ত্যেষ্টি কালে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কিরণ-চন্দ্রকে অনুরোধ করেন গিরিশ সম্পর্কিত প্রবন্ধ সংগ্রহের জন্য। কিরণচন্দ্র নিজে উদ্যোগী হয়ে দেবেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ সংগ্রহ করেছিলেন।

(৭) নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ও দানীবাবুর পারিবারিক ও জীবন ইতিহাস প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ভারত' পত্রিকায়। বাগবাজারের ইতিহাস নিবন্ধের ২০-২৩ অংশে। ৩ বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৩ থেকে চৈত্র ১৩৪৩। ৩৩, ৩৪, ৩৭ সংখ্যা।

(৮) গল্প না বাস্তব? গল্পলহরী আশ্বিন ১৩৪৩

[অমৃতলাল বসু সম্পর্কে অন্তঃরঙ্গ আলোচনা। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশবাবুর অভিনয় রীতির পার্থক্য; প্রসঙ্গত, বিশ্বকোষে রঙ্গালয় শীর্ষক আলোচনায় ভুল ও অতিরঞ্জনের উল্লেখ এবং

অমৃতলাল-গিরিশচন্দ্র সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে]

(৯) কল্পনা নয় সত্য—গল্পলহরী কার্তিক ১৩৪৩

নব্য ভারতে প্রকাশিত গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু সম্পর্কিত ভুল তথ্যের প্রতিবাদ।

কিরণচন্দ্র 'নাট্যমন্দিরে' ধারাবাহিকভাবে জীবন ও সাহিত্যকেন্দ্রিক আলোচনা ছাড়াও নাম অপ্রকাশিত রেখে আরও কিছু গিরিশ আলোচনা করেছিলেন বলেই আমরা মনে করি। যেমন,

এক, সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত ['বিশেষজ্ঞের লিখিত' নামে] (নাট্যমন্দির ৩ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৯।)

দুই, গিরিশ গৌরব [রিপোর্টারের পত্র নামে] (নাট্যমন্দির ৩ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৯।)

তিন, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল লিখিত শাস্তি কি শান্তি' ও 'তপোবল' প্রবন্ধের উত্তরে কিরণচন্দ্র স্বনামে লেখেন 'তপোবল ও বঙ্গবাসী' নামক প্রবন্ধ। (নাট্যমন্দির ৩ বর্ষ ৫ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩১৯।)

স্বামী অখণ্ডানন্দ (১৮৬৪-১৯৩৭)

স্বামী অখণ্ডানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় সভাপতি ৭ ফেব্রুআরি ১৯৩৭ রবিবার বেলা ৩টা ৭ মিনিটের সময় বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহত্যাগের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সতেরজন মন্ত্র-শিষ্যের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির সভাপতি স্বামী অভেদানন্দ, বিবেকানন্দ মিশনের আচার্য স্বামী নির্মলানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ জীবিত ছিলেন।

অখণ্ডানন্দের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কিরণচন্দ্র সর্বপ্রথম আনন্দ-বাজার পত্রিকায় (২৭ মাঘ ১৩৪৩ মঙ্গলবার ৯ ফেব্রুআরি ১৯৩৭) একটি সুললিত সুপাঠ্য সংহত জীবনকথা প্রকাশ করেন। ঐ সংক্ষিপ্ত

জীবনকথায় কিরণচন্দ্র আজন্ম সেবাব্রতী কঠোর সংযমী সন্ন্যাসীপ্রবর অখণ্ডানন্দস্বামীর বিবেক বৈরাগ্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। আনন্দ-বাজারে প্রকাশিত জীবনকথাটি আজও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। অথচ গল্পের আকারে সূত্রাকারে এমন সুখপাঠ্য জীবনী আমরা খুব কমই লক্ষ্য করেছি। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরে 'ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য কয়জন?' এবিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় ২৪ ফেব্রুআরি ১৯৩৭, ১ মার্চ, '৩৭ এবং ২ মার্চ '৩৭ পর পর কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে দুটি চিঠিতে ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশিত। যেমন,

Sir,—A mistaken and misleading statement both in the report and the notice of the meeting held in memorv of Swami Akhandanandaji published in your esteemed paper on the 17th and 19th February has attracted our attention. It has been stated in both the items that "Swami Avedanandaji is the only surviviving direct disciple and spiritual son of Sree Ramakrishna Paramhansa". We hasten to contradict it as the statement is wrong and misleading and is not based on facts. In fact Swami Avedanandaji Maharaj is one of the surviving direct diiciples of Ramakrishna Paramahansa Dev the others being Swami Nirmalanandaji Maharaj, President Vivekananda Mission and Swami Bijnananandaji Maharaj, Vice-President of the Ramakrishna Mission. The later two who are direct disciples of Ramkrishna Dev are also living. Wa may refer everybody to the Himalayan series of the biographies of Sree Ramakrishna Dev and Swami Vivekananda to ascertain the truih. Besides, aged men who know this are still living and enquiries in this respect may kindly be made to Sj. Haripada Dutta, of Lakshmi Nibas and to

Sj. Kiran Chandra Dutt, M.R.A.S. Secretary. Vivekananda Mission as also to Sj. Haridas Ganguli (36/2 Bosepara Lane), younger brother of Swami Akhadanandaji Maharaj.

The few lines of a speech attributed to Sj. Bhutnath Mukherjee form only a part of the stirring speech which was delivered by Sj. Kiran Chandra Dutt, Bhutnath Babu only repeated those lines with the addition that Baghbazar is the Holy Brindaban and secred Navadwip of the Ramakrishna Order—

Aswini Kumar Bose.
51B, Ramkanto Bose Street.
Saileshwar Bose.
60, Ramkanto Bose Street.
Panchanan Mukherjee.
61, Raja Rajballav Street.

Calcutta,
A.B.P—24.2 37

Sir.—I fully endorse the remarks of Messrs Aswini Kumar Bose. Saileshwar Bose and Panchanan Mukerjee, all of Baghbazar, regarding the question of the surviving direct disciples of Thakur Sri Ramakrishna. There is no doubt that three of his Sannyasi disciples are still living—Swami Avedananda, Swami Nirmalanda and Swami Bijgnyananda, all of whom are well-known to the Ramakrishna-world of devotees as direct disciples of the prophet of Synthesis. I might add for the information of your readers that there are still in the land of the living many direct 'lay' disciples of Sri Ramakrishna Deb, who are honoured as such.

To put an end to all such misleading statements in future that appeared in the notice and report of the Swami Akhandananda Memorial Meeting. I quote below the top few lines

of the 'Power of Attorney' executed by Swami Brahmanandaji Maharaj the first President of the Ramakrishna Mutt and Mission, in favour of Swami Nirmalanandaji Maharaj, the Director of the Ramakrishna movement in South India and also the President of the Vivekananda Mission of Calcutta.

Following is the extract from the above mentioned Power of Attorney, [Dated 12th December, 1914.] "To all to Whom these presents shall come I Swami Brahmananda chela and disciple of Thakur Paramahansa Ramakrishna of the sect of sanyasin at present residing in Ramakrishna Advaita Ashram Mohalla Luxa in the City of Benares in the United Provinces of Agra and Oudh send Greetings Whereas I cannot personally transact all business in connection with the Ramakrishna Ashramas situated in Southern India and more specially in Madras Presidency and in Bangalore I am disirous of constituting and appointing a General Attorney on my behalf Now Know Ye and these presents Witnesseth that I the said Swami Brahamananda do hereby nominate constitute and appoint Swami Nirmalananda chela and disciple of Thakur Paramahansa Ramakrisana at present in charge of the Ramakrishna Ashram Bangalore City to be my lawful and true attorney for me and on my behalf to ask demand and sue for and etc."

Birendra Kumar Ghosh,

21/1, Belgachia Road,

A.B.P—1/3/37

---

* অবশ্য অমৃতবাজারে ১৭ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি অখণ্ডানন্দজীকে only surving direct disciple and spiritual son' বলা হয়নি। 'only'র জায়গায় 'a' ছিল।

স্বামী অখণ্ডানন্দজীর মহাপ্রয়াণে বাগবাজারের ৩২/৪ বোসপাড়া লেনে বুধবার ৩ ফাল্গুন ১৩৪৩ ইংরাজী ১৭ ফেব্রুআরি ১৯৩৭ এক বিরাট শ্রদ্ধাসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী অভেদানন্দ সভার কাজ পরিচালনা করেন। তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে উঠে বলেন যে তুলসীদাসের দোঁহায় আছে—"হে তুলসী! তুমি যখন জগতে এসেছিলে, তখন তুমি কেঁদেছিলে, আর সকলে হেসেছিল; তুমি এমন কাজ করে যাও যে, তুমি যখন যাবে তখন হাসতে হাসতে যাবে, আর সকলে তোমার জন্য কাঁদবে', এই কথার সম্পূর্ণ সার্থকতা আমরা দেখিয়াছি স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবনে। তিনি এমন কাজ করিয়া গিয়াছেন যে, জগৎ আজ তাঁহার জন্য কাঁদিতেছে।"

"কি ভাবে স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ হয় অতঃপর তিনি তাহা বলেন, তিনি বলেন এই বাগবাজারে দীননাথ বসুর বাটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম আসেন এবং সেই বাটিতে স্বামী অখণ্ডানন্দ ঠাকুরকে প্রথম দেখেন। সেই প্রথম দর্শন অমোঘভাবে তাঁহার জীবন-তন্ত্রীতে আঘাত করে এবং তাহার ফলে তিনি হন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। অতঃপর তিনি গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত তাঁহার বাল্যজীবনের স্মৃতি, একত্র সাধনা এবং তীর্থদর্শন প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন প্রচারের জন্য বিলাত যান সেই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি ছবি তুলিয়াছিলেন।"*

সভায় কিরণচন্দ্র দত্ত, স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মচারী আদি চৈতন্য, স্বামী অখণ্ডানন্দের দীক্ষিত আমেরিকান শিষ্যা, ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, আতি মিশ্র, স্বামী সত্যরূপানন্দ, কৃষ্ণচন্দ্র বেদান্ত চিন্তামণি এবং ভূতনাথ মুখার্জি বক্তৃতা করেন। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বসু, বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, ইন্দুভূষণ চ্যাটার্জি, ক্ষিতীশ চক্রবর্তী,

---

* আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ ফাল্গুন ১৩৪৩

হেমচন্দ্র মল্লিক, শান্তিরাম ঘোষ, স্বামী ভূমানন্দ, স্বামী অমৃতানন্দ, স্বামী বরদানন্দ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

আমরা আগেই জানিয়েছি স্বামী অখণ্ডানন্দজীর মহাসমাধির কয়েকদিন পর ২৭ মাঘ কিরণচন্দ্র আনন্দবাজারে একটি সংক্ষিপ্ত জীবন কথা প্রকাশ করেন। সেখানে তাঁর জন্ম পরিচয় এবং ঠাকুরের সংগে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের নানা দিক তুলে ধরেন। তাঁর চরিত্রের শুচিতা, নিয়মনিষ্ঠা এবং সাত্ত্বিকতার যে সমাবেশ ঘটে সেই সংবাদও তিনি উল্লেখযোগ্য ভাবে রেখেছিলেন। আমরা প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করলাম—

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা*

"১৮৮২ সালে ১৪ বৎসর বয়সে ইনি প্রথম বাগবাজার বসুপাড়ায়, তৎকালীন কলিকাতার অন্যতম প্রধান এটর্ণী শ্রীযুত দীননাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তখন তিনি পল্লীর ইংরাজী স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার পূর্বা-শ্রমের নাম গঙ্গাধর ঘটক। ইনি পল্লীর শ্রীমন্ত ঘটক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইহারা গঙ্গোপাধ্যায় বংশসম্ভূত। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী এবং বাগবাজার বসুপাড়া লেনের কাঁটাপুকুর নামক স্থানের নিজ প্রস্তুত বাটীতে সপরিবারে বাস করিতেছেন।"

"গঙ্গাধর মহারাজ শ্রীমৎ হরি মহারাজের (হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়—স্বামী তুরীয়ানন্দ) বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং ইহারই সহিত একত্র দীননাথবাবুর বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে যান। ইনি বালককাল হইতেই খুব নিষ্ঠাবান, সাত্ত্বিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। শুনা গিয়াছে, ইনি ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করিতেন। পূজা ও জপে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং গীতা, বিবেক চূড়ামণি এবং ভগবৎ স্তোত্রাদি নিত্য পাঠ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার দুই বৎসর পরে গঙ্গাধর

---

* আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৭ মাঘ মঙ্গলবার, ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এমন কি অন্তরঙ্গ বন্ধু হরিনাথকেও না জানাইয়া এক সাধুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন! তখন তিনি মাত্র ষোড়শ বা সপ্তদশ বর্ষীয় বালক। ভারতের নানা তীর্থ দর্শন অভিলাষে সাধুর সঙ্গে বাটী ত্যাগ করিবার পর তাঁহার মনে পিতামাতার স্নেহের আকর্ষণ প্রবল হওয়ায় একমাস পরে ভ্রমণ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে ফেরেন। কিন্তু বাটীতে ফিরিয়া তিনি বিদ্যালয়ে যাওয়া একরূপ বন্ধই করেন। বন্ধু হরিনাথ ইতোমধ্যে ঘন ঘন শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নিকট যাতায়াত করিতেছিলেন। একদিন গঙ্গাধর হরিনাথের সহিত পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে যান। এই দ্বিতীয় দর্শন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। বালক গঙ্গাধরকে দেখিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত সমাদরে, স্নেহে যেন বহুকালের পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে,—সাধুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলে? শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরাগী বুড়াগোপাল নামক জনৈক ভক্তের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাধরের সাধুর সঙ্গে গৃহত্যাগের সংবাদ নাকি পাইয়াছিলেন। বুড়াগোপাল (পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ ঐ সাধুকে না কি জানিতেন। 'তুমি কি আমাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেছ?'—এ কথাও জিজ্ঞাসা করেন।"

"এই ঘটনার পর হইতে গঙ্গাধর ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে যাতায়াত করতে থাকেন। এই সময় গঙ্গাধর খুব নিষ্ঠাবান গোড়া আচারী ছিলেন এবং পাছে দিনের বেলা মন্দিরে যাইলে কালীবাড়ীর প্রসাদ সেবা করতে হয়, এইজন্য অপরাহ্নের দিকে বা সন্ধ্যাকালে দক্ষিণেশ্বর যাইতেন এবং ফল মিষ্টান্নাদি প্রসাদ হিসাবে সেবা করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাই একদিন মধ্যাহ্নে গঙ্গাধর মন্দিরে যাইয়া নিজের জন্য আহার্য প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিয়াছে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলেন—গঙ্গাজলে রান্না, মা কালীর ভোগের প্রসাদ অতি পবিত্র, এমন কি হবিষ্যান্নের চেয়েও শুদ্ধ, উহা গ্রহণ করিতে তোমার আপত্তি কেন? ঐ প্রসাদই তুমি সেবা কর।"

গঙ্গাধর সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে নাই এবং সরাসরি মা কালীর মন্দিরের প্রসাদ পরিবেশনের স্থানে চলিয়া গিয়া প্রসাদ ধারণ করেন; কিন্তু আমিষ প্রসাদ গ্রহণ করেন নাই।"

"ইহাই কালীমন্দিরে তাঁহার প্রথম প্রসাদ গ্রহণ। শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাধর কোথায় যান তাহা বেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে একটি পান সেবা করিতে দেন। গঙ্গাধর পান খাইতেন না, সেইজন্য উহা গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলেন—পান খেতে দোষ কি? নরেন যে রাশি রাশি পান খায় এবং মাছ মাংস যা পায় তাই খায়। কিন্তু তার মনে সর্বদাই ব্রহ্মানুভূতি হয়, সে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করে, তুমি বালক, নিজ হাতে হবিষ্যান্ন রেধে খাওয়া, মাছ পান ত্যাগ করা এ সবে কোন আবশ্যক নাই তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশা কর।"

"শ্রীরামকৃষ্ণের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া গঙ্গাধর একদিন নরেন্দ্র-নাথের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। নরেন্দ্রনাথের আকৃতি প্রকৃতি এবং আলাপে গঙ্গাধর এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার অনুরাগী হইয়া উঠিলেন এবং উত্তরোত্তর পরস্পরের মিলন ঘনিষ্ঠ-ভাবে হইতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। গঙ্গাধরকে নরেন্দ্রনাথ 'গ্যাঞ্জেস' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু গঙ্গাধরের গোঁড়ামী বা নৈতিক ভাব তখনও পূর্ণ মাত্রায় বজায়। তাঁহার মনে একদিন প্রশ্ন উঠিল যে শাস্ত্রীয় স্থির সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ কেন তাঁহাকে আচার নিষ্ঠা হইতে বিরত হইতে বলেন। তবে কি তিনি আচার নিষ্ঠার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন? ইহার পর একদিন গঙ্গাধর দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া দেখিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট অনেক ভক্ত আসিয়া আলাপ করিতেছে এবং তন্মধ্যে একজন তাঁহাকে অনুযোগ করিলেন, যুবকেরা আপনার নিকট অনেকে আসে এবং আপনি তাহা-দিগকে সংসার ত্যাগ করিবার উপদেশ দেন—ইহা কি সমীচীন? তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করেন—দেখ যে সকল ছেলে আমার কাছে

সকল ছেলে আমার কাছে আসে তাদের মধ্যে কেউ কেউ তিনবার গঙ্গাস্নান করে স্বপাক হবিষ্যান্ন সেবা করে, ধর্মশাস্ত্র পাঠ প্রভৃতি নানা সৎ কাজে নিয়োজিত থাকে। সাধারণ ছোট ছোট ছেলেরা, যারা সংসারের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করবে তারা কি ত্যাগের রাস্তায় চলতে চায়? তাই বলছি, যারা এসকল ত্যাগ ছেলেবেলা থেকেই করতে শিখেছে তারা পূর্ব্বজন্মে কত না ত্যাগ, তপস্যা ও সাধন ভজন করে তাদের মনকে এজন্মে ঈশ্বর অনুরাগী করে তুলেছে। সেই সকল ছেলে আমার কাছে এলে তাদের যদি না আমি ধর্ম্মকথা বলি, তবে তাদের কি বলব? গঙ্গাধর এই সকল কথা শুনে অত্যন্ত হৃষ্ট হলেন এবং তার মনের সন্দেহরাশি দূর হল।"

"একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাধরকে কালী মন্দিরে নিয়ে গেছলেন। গঙ্গাধর মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র স্খলিত হল। কিন্তু পরে গঙ্গাধরকে বলিলেন—জীবন্ত শিব দর্শন কর। বালক গঙ্গাধর মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সমাহিত এবং সত্য সত্যই শিবদর্শন করিয়াছিলেন।"

"গঙ্গাধর তখন হইতে ঘন ঘন শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে যাইতেন এবং তাঁহার মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বে কাশীপুরের বাগানে অন্যান্য গুরু ভ্রাতৃগণের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বহু সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও স্বপাক খাদ্য ভিন্ন গঙ্গাধর কিছু গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট বাসনাদি তিনি মাজিতেন। শ্রীগুরুর সঙ্গ করিতে করিতে ত্যাগের ভাব তাঁহার মনে দৃঢ় হয় এবং উত্তর কালে উহা পূর্ণমাত্রায় প্রকট হয়।"

"স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক অবস্থায় বহুবার সঙ্গীরূপে সহচররূপে ভারতের নানা তীর্থে সহরে ভক্তগণের আবাসে এবং হিমালয়ের নানা উচ্চ শিখরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। একাও তিনি অনেকবার পরিব্রাজকরূপে তীর্থ পর্য্যটনাদি করিয়াছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনিই প্রথম তিব্বতে যাইয়া তিন বৎসরকাল বাস

করেন এবং সেখানকার ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম ব্যবস্থা ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'তিব্বতে তিন বৎসর' নামক প্রবন্ধ রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ হইয়াছিল। পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে স্বামী অখণ্ডানন্দের এই প্রসঙ্গ যদিও সম্পূর্ণ হয় নাই : কতটা ভূয়োদর্শন ভাবগ্রাহিতা ; ভাষার শুচিতা ও আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। এই প্রবন্ধটী সমাপ্ত হইলে বাঙ্গলা ভাষার একখানি বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভ্রমণ বৃত্তান্ত হিসাবে পরিগণিত হইত।"

"রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্যের তিনিই প্রথম প্রবর্তক। স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম প্রতিমার তিনিই প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা এবং এই জন্য তিনি স্বামীজীর নিকট হইতে বহু সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লিখিত স্বামীজীর পত্রাবলী হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দের অনেক কর্ম্ম প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।"

"১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়িয়া যখন মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটী স্থান হাহুতাশ করিতেছিল, তখন ইনি প্রথমে মহুলা নামক গ্রামে পরে সারগাছিতে স্থিত হইয়া এই দরিদ্র নারায়ণ জনসঙ্ঘের মধ্যে আত্মোৎসর্গ করেন। এবং পরে সারগাছিতে একটী স্থায়ী আশ্রম ও কলাশিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্থানীয় সহায় সম্বলহীন দরিদ্র-নারায়ণগণের স্থায়ী কল্যাণ সাধনে চিরজীবন এসম্পর্কে নিয়োজিত ছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :—'এইরূপ কার্য্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মত মতান্তরে আসে যায় কি ? সাবাস—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদাদি জানিবে কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম, হাম আওর কুছ নেই মাঙ্গতে হেঁ"—কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম even unto death (মৃত্যু পর্য্যন্ত) দুর্ব্বলগুলোর কর্ম্মবীর মহাবীর হতে হবে। * * ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নামধাম সব রসাতলেও যায়, অঙ্গোভাগহোভাগ্যম * * * ভ্যালা মোর ভাইরে অ্যায়সাই চলো। It is the heart, the heart that conquers not the

brain, * পুঁথি পাতড়া, বিত্তেসিত্তে, যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূল সমান—প্রেমেই অনিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই মুক্তি। এই ত পূজো, নরনারী শরীরধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু, "নেদং যদিদমুপাসতে।" এইত আরম্ভ, এইরূপে আমরা ভারতবর্ষ, পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না?"

স্বামীজীর এই উৎসাহবাণী অখণ্ডানন্দ স্বামীজী অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ জ্ঞানী, পণ্ডিত, ত্যাগী, এবং আড়ম্বরহীন উচ্চস্তরের সাধু ছিলেন। তিনি মান যশোলিপ্সায় কখনও অভিভূত হন নাই। বহু পুরাতন ভক্তেরা তাঁহাকে জানিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তিনি বহুলোকসঙ্গ ও বহুলোকের সহিত নানারূপ আলাপ করিয়া সময় ব্যয় করিতে ভালবাসিতেন না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় বা অল্পলোকের সহিত আলাপ আলোচনায় তাঁহার জীবন ব্যয়িত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সপ্তদশজন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে তিনি অন্যতম। এবং মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর ইনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়া প্রায় তিন বৎসর কাল ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম বাগবাজারে এখনও তাঁহার বহু অনুরাগী বন্ধু আছেন। তাঁহারা এবং বর্ত্তমানে বেলুড় মঠের সম্পর্কিত তাঁহার বহু ভক্ত ও শিষ্য তাঁহার এই অকস্মাৎ তিরোধানে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী স্মৃতিরক্ষার পুণ্য আয়োজন পরিচালনার জন্য যে সমিতি কার্য্য করিতেছেন, স্বামী অখণ্ডানন্দ সেই সমিতির সাধারণ সভাপতি। আর একমাস পরে তাঁহার নেতৃত্বে এই পুণ্য অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হইলে আক্ষেপের কিছুই থাকিত না কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার অন্যতম সন্তান তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইহাতে অনুযোগ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহার তিরোধানে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ধর্ম্মজগতের যে সমূহ ক্ষতি হইল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণসঙ্ঘ তাঁহার আর একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন হারাইয়া বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইলেন। 'একে একে নিবিছে

দেউটী'—আর মাত্র তিনটী শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তান এখনও শ্রীগুরুর আলোক-বর্ত্তিকা শ্রীকরে লইয়া জগতের সমক্ষে সমুপস্থিত রহিলেন, যথা—আচার্য্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি'র সভাপতি, আচার্য্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী নির্ম্মলানন্দজী মহারাজ, সভাপতি বিবেকানন্দ মিশন ও আচার্য্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, সহকারী সভাপতি, রামকৃষ্ণ মিশন।"

"আমরা শ্রদ্ধার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তান স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতেছি, হে ত্যাগি মহাপুরুষ তোমার অনন্যসাধারণ ত্যাগ, গুরুভক্তি, নিষ্ঠা, কর্ম্মপ্রবণতা এবং আদর্শ চরিত্র আমাদের লক্ষ্য হউক! হে যতিরাজ, সন্ন্যাসীপ্রবর তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ লোক হইতে আশীর্ব্বাদ কর—তোমার দেশবাসিগণ সেবাধর্ম্মের মহিমায় অনুরাগী হইয়া ভারতবাসীকে সম্মিলিত করিয়া স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে নিয়োজিত রাখেন। তুমি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর।"

২৬।১০।৪৩ শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

অষ্টম অধ্যায়

রামকৃষ্ণমিশন : ১৯২৯

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে কিরণচন্দ্রের সম্পর্ক আলমবাজার মঠ থেকে। সেটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন তিনি সতের বছরের তরুণ। বাবু সংস্কৃতির উত্তাপ গ্রহণের পরিবর্তে স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন। এরপর বাগবাজারের নন্দলাল বসুর বাড়ীতে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটলো ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে।* তরুণ

* "লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু। গিরিশচন্দ্রের নিকট প্রথমে যখন শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর কথা কিরণচন্দ্র জানিতে পারেন, তখন স্বামীজী আমেরিকায়। স্বামীজী যেদিন কলকাতায় আসেন কিরণচন্দ্র সেদিন শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হন। ট্রেন যখন প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিতেছে, তখন এক বিশাল জনতা উদ্বেলিত কণ্ঠে 'জয় গুরু মহারাজ জী কী জয়', 'স্বামী মহারাজ জী কী জয়' রবে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। স্বামীজীও মাথার পাগড়ী খুলিয়া কামরার বাহিরে উড়াইয়া দিয়াছেন। জনতা উন্মত্তের ন্যায় স্বামীজীর কামরার নিকট আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কোথাও তিল ধারণের স্থান নাই। ঘোড়ার গাড়ীতে স্বামীজীকে আনিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যুবকবৃন্দ ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই গাড়ী টানিতে লাগিল; কিরণচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে স্বামীজীর আপত্তিতে আবার ঘোড়া জোতা হইল এবং গাড়ী বাগবাজার অভিমুখে চলিল। বাগবাজারের বিখ্যাত বসুবংশীয় রায় নন্দলাল বসু ও রায় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়দ্বয়ের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় স্বামীজীকে লইয়া শোভাযাত্রা আসিয়া পৌঁছিল। মহাকবি গিরিশচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি কিরণচন্দ্রকে লইয়া দ্বিতলের বিরাট হলঘরে স্বামীজীর নিকট লইয়া গেলেন ও পরিচয় করিয়া দিলেন ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭।"

জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র পৃঃ ৩.৪

সমাজের কাছে স্বামীজী নতুন ভারত গড়ার যে আদর্শ সৃষ্টি করেছিলেন, তা তরঙ্গায়িত হ'ল নবীন কিরণচন্দ্রের অন্তরে। এরপর বলরাম বসুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি অন্যান্যদের মতই মিশনের আদর্শ ও কর্মধারার শরীক হয়ে উঠলেন। দীক্ষিত হলেন সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কাছে। রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের আজীবন সদস্য পদও গ্রহণ করলেন। মিশনের আদর্শ ও কর্মপন্থার সঙ্গে কেবল ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে না জড়িয়ে সমগ্র লক্ষ্মীনিবাসকে স্থায়িভাবে মিশনের কাজে যুক্ত করলেন। এইভাবে দীর্ঘ ছত্রিশ বছর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কখনও ভক্ত, কখনও কর্মী কখনও সেবক, কখনও বা সন্তান হয়ে কাজ করেছিলেন। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাগ-বাজারের বলরাম বসুর বাড়ি এবং লক্ষ্মীনিবাসের সঙ্গে বেলুড় মঠের যে ঘনিষ্ঠতা তৈরী হয়েছিল, তা ক্রমাগত অপসৃত হতে থাকল। মিশন-সংগঠনের পিছনে ঐ দুটি পরিবারের অবদান পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে অস্বীকৃত হল।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘজননী সারদাদেবী তিরোহিত হন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এর দু'বছর পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করলেন। তার পাঁচবছর পর স্বামী সারদানন্দ অপ্রকট হলেন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। সাত বছরের মধ্যে পর পর এই দেহাবসানগুলি একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিরাট ক্ষতি সন্দেহ নেই! যেক্ষেত্রে ব্যক্তিই মুখ্য প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করে। ঐ সময় থেকেই মিশনের নবীন সন্ন্যাসিবৃন্দ মিশনকে নূতনতর পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করছিলেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্তৃপক্ষের কাছে ঐ সময় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বর্তমান ছিল—প্রথম সমস্যার নায়ক ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ।

মাতাঠাকুরাণীর জীবনীগুলি পাঠ করলে বুঝতে পারা যায়, গণেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মায়ের কতখানি নিকট সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এমন একটি নিষ্ঠাবান কঠোর পরিশ্রমী মানুষ উদ্বোধনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠলে ইস্যুকেন্দ্রিক কিছু কিছু বিরোধ তার সঙ্গে মিশনের হতে

থাকে। এমনই একটি বিরোধ 'যত্নপতি এস্টেট' সংক্রান্ত। একটি বিশাল সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দান হিসাবে আসে। যত্নপতি চ্যাটার্জীর সম্পত্তি উদ্ধারকে কে-্দ্র করে মিশনের তরুণ সন্ন্যাসিবর্গের সঙ্গে গণেন্দ্রনাথের মৌখিক চুক্তিগত কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিরণচন্দ্র ঐ ঘটনার সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত ছিলেন না।

মিশনের কাছে দ্বিতীয় সমস্যাটি ছিল দক্ষিণ ভারতে স্বামী নির্মলানন্দ প্রতিষ্ঠিত শাখাকেন্দ্রের কর্তৃত্ব সম্পর্কে বেলুড়মঠের বিরোধ। দক্ষিণ ভারতে স্বামী নির্মলানন্দ একটি একক অনন্য অধ্যায়। তাঁর সঙ্গে বেলুড়মঠ কর্তৃপক্ষের রুলস সংক্রান্ত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল।

তৃতীয় যে সমস্যাটি সেটিও সাংগঠনিক এবং কর্তৃত্ব সংক্রান্ত। মঠের তরুণ সন্ন্যাসিবর্গ এবং গৃহী ভক্তের ভারসাম্যহীনতার বিরোধ। কার্যনির্বাহক সমিতিতেও এই Monastic Sannyasin vs lay disciple-এর সংখ্যা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সাংগঠনিক স্তরে কিছু বিরোধ ছিল। আমাদের মনে হয় একটি প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এ জাতীয় সমস্যাগুলির সৃষ্টি অসম্ভব নয়। আমরা এই সমস্যাগুলি মঠের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে তথ্য ও প্রমাণাদি দিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই না।

কেবল উল্লেখ করার কারণ হলো কিরণচন্দ্রকে পরোক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ ঐ ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিরণচন্দ্রের বহুবিস্তৃত জীবনধারার প্রেক্ষিতে বুঝতে অসুবিধে হয় না, তিনি চিরকালই মিশনের ভক্ত ও সেবক হিসেবেই কাজ করেছিলেন। আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও গণ্ডগোল থেকে অনেকদূরেই থাকতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্যাগুলির সঙ্গে তিনি একেবারেই যুক্ত ছিলেন না।

অথচ তিনি মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে অকারণে অপমানিত হয়েছিলেন। মিশন 'লক্ষ্মীনিবাস'কে তার আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছিল। নীতিগতভাবে যার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

বিরোধের প্রথম সূত্রপাত ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত বেলুড় মঠের বার্ষিক সাধারণ সভায়। ঐ সভায় কতিপয় নতুন ভক্তের সভ্যপদ ভুক্তির প্রস্তাবে তরুণ সন্ন্যাসিগণের একাংশ, কতকগুলি নিয়মবহির্ভূত প্রস্তাব এনে সদস্যপদ গ্রহণের বিপক্ষে কথা বলে এবং সভা ভণ্ডুল হয়। ঐ সভার বিবরণ ২ এপ্রিল ১৯২৯ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিরণচন্দ্র ঐ সভায় সদস্য গ্রহণে মিশনের নিয়ম নীতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং দু'জন নবীন সদস্যভুক্তির প্রশ্নে সভা যে অবৈধ নীতি গ্রহণ করে তার প্রতিবাদ করেন। আমরা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি তুলে ধরছি—

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন : সাধারণ সভায় গণ্ডগোল

"গত ২৯শে মার্চ শুক্রবার বৈকাল ৪টায় বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের বিংশবার্ষিক সাধারণ সভা হয়। শরীরের অসুস্থতা প্রযুক্ত মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী শিবানন্দ সভাপতি হইতে না পারায় অন্যতম ট্রাষ্টি স্বামী সুবোধানন্দ (খোকা মহারাজ) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল : (১) মিশনের সাধারণ রিপোর্ট আলোচনা (২) মিশনের হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত করা (৩) সভায় প্রস্তাবিত সভ্য মনোনয়ন (৪) মিশন সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়। বহু সংখ্যক সন্ন্যাসী ও গৃহী সভ্য এবং দর্শক উপস্থিত ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই ঘটনা ছিল যে, মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দ, সভাপতির সমীপে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও স্বামী সর্বানন্দ সভাপতির সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এবং প্রকৃত-পক্ষে তিনিই সভার কার্য্যপরিচালনা করেন।"

"প্রথমে সাধারণ রিপোর্ট আলোচনা হয়। হিসাব পত্র গৃহীত হইবার পূর্ব্বে জনৈক সভ্য সভাপতিকে লিখিয়া জানান যে, মিশনের টাকা কড়ি খরচ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বক্তব্য আছে। ইহার উত্তরে স্বামী সর্ব্বানন্দ তাঁহাকে জানান যে, হিসাব পত্র গৃহীত হইবার

পর তাঁহার বক্তব্য শুনা হইবে। সভ্য মহাশয় ইহাতে আপত্তি জানাইয়া বলেন যে, হিসাব সম্বন্ধেই যখন তাঁহার আপত্তি তখন হিসাব গৃহীত হইবার পর তাঁহার বক্তব্যের কোন অর্থ থাকে না। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য হয় এবং হিসাবও গৃহীত হয়। অতঃপর হিসাব পরীক্ষকগণ নিয়মিত রূপে নিযুক্ত হন; কেবল বেলুড় মঠের জন্য ৪ জনের স্থলে পাঁচজন হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এই অতিরিক্ত হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত হন।"

"ইহার পর সভ্য নিৰ্ব্বাচনের সময় আসে। এই সময় স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ একটি সুচিন্তিত নিবেদন পাঠ করিয়া সভ্যগণকে জানান যে, গৃহবিবাদে ও মতানৈক্যে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত—বেলুড় মঠের পক্ষে মহাবিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে। ইহার আশু প্রতিকার কর্তব্য। এইজন্য নিবেদনের শেষে তিনি সাধারণের ও ভক্তগণের মধ্য হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এবং মঠের সন্ন্যাসীগণের মধ্য হইতে কয়েকজনকে লইয়া একটি নিরপেক্ষ তদন্ত সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব করেন। এইখানে স্বামী সৰ্ব্বানন্দ আপত্তি করিয়া বলেন যে সভায় প্রশ্ন, প্রস্তাব, কমিটি গঠন প্রভৃতি কোন বিষয় উত্থাপন করা যাইবে না। সুতরাং উক্ত প্রস্তাবের বিষয় উল্লেখমাত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার পর স্বামী সৰ্ব্বানন্দ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দের একটি লিখিত বিবরণ সভায় পাঠ করেন। উহাতে প্রেসিডেন্ট জানান যে, মিশনের মধ্যে যে ভেদ উপস্থিত হইয়াছে আগামী দুই মাসের মধ্যে তাঁহারা উহার মীমাংসা করিবেন। সুতরাং উহা লইয়া সভায় আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।"

"ইহার পর সভ্য নির্বাচন আরম্ভ হয়। মিশনের নিয়ম অনুসারে কোন সভ্যের প্রস্তাবে এবং অপর একজন সভ্যের সমর্থনে যে কোন ব্যক্তি সভ্য নিৰ্ব্বাচিত হইতে পারেন এবং এই নিয়মই এ যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে; ইহা লইয়া ভোটাভুটির ব্যাপার হয় না। কিন্তু বর্তমান

নির্ব্বাচনে সভার কর্ত্তৃপক্ষ নানারূপ অপ্রাসঙ্গিক আপত্তি তুলিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বারবার ইহার প্রতিবাদ করেন কিন্তু কোন ফল হয় না। এইভাবে ৪ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং তৎপর শ্রীমাখনলাল সেন ও শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নির্ব্বাচনের সময় আপত্তি ও গণ্ডগোল চরমে ওঠে। সেন ও মজুমদার মহাশয় মিশনের বহু পুরাতন ভক্ত, কর্ম্মী ও সর্ব্বজন পরিচিত হইলেও তাঁহাদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমবেত সভ্যগণকে তাহাদের মুখ দেখাইতে সভার কর্তৃপক্ষ আদেশ করেন। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং সভ্যগণের মধ্য হইতে সমবেত আপত্তি উঠে। কর্ত্তৃ-পক্ষ তাঁহাদের সভ্য করিতে অস্বীকার করায় অন্যান্য সভ্যগণ ভোটের দ্বারা তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে বিচলিত হইয়া স্বামী সর্ব্বানন্দের পরামর্শ মত সভাপতি সহসা সভা ভঙ্গ করিয়া এবং সভার কার্য্যাবলী বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়া উঠিয়া যান। সভ্য নির্ব্বাচন হইল না।"

"সভ্যগণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া সভা চালাইতে মনস্থ করেন এবং স্বামী অভেদানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই বর্ত্তমান মিশন কর্ত্তৃপক্ষের তাঁহার প্রতি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে তিনি মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি হইলেও তাঁহাকে সভার নোটিশ পর্য্যন্ত রীতিমত দেওয়া হয় না এমন কি বর্ত্তমান বার্ষিক সভার খবর তাঁহাকে নিজেকে চিঠি লিখিয়া জানিতে হইয়াছে। এই সকল কথা প্রকাশে মিশনের কয়েকজন সাধু স্বামীজীর প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়া গোলমাল করিতে থাকেন, কিন্তু স্বামীজীর তেজপূর্ণ প্রত্যুত্তরে সকলকে নীরব হইতে হয়। সাধুগণ নীরব হইবার পর জনৈক ট্রাষ্টি অসংলগ্ন চীৎকার করিয়া স্বামীজীকে বাধা দিতে ছুটিয়া আসেন। তখন সভা কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। সকলেই দাবী করিতে থাকেন যে, স্বামী সর্ব্বানন্দকে সভার সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। গোল-মাল বাড়িতে থাকায় স্বামী শিবানন্দ আসিয়া সকলকে শান্ত হইতে

অনুরোধ করেন ও প্রস্তাবিত ও সমর্থিত ব্যক্তিগণকে সভ্য বলিয়া স্বীকার করেন। এইখানেই ব্যাপারের যবনিকা পতন হয় এবং সভার কার্য্য এইরূপে পণ্ড হওয়ায় সভ্যগণ দুঃখিত চিত্তে সভাস্থল ত্যাগ করেন।" আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ এপ্রিল ১৯২৯

ঐ গণ্ডগোলের সংবাদ অমৃতবাজারসহ বেশ কয়েকটি পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। কিরণচন্দ্র ঐ সভা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতি-ক্রিয়া খুব সংক্ষেপে দিনলিপিতে লিখেছিলেন—

"It was very ugly meeting and ended in a golmal— the whole proceedings was full of suspicious and most unconstitutional. Some of the items were gone through. I objected to the demand of the proposed members appearance urged. There was confusion in the election of members. Swami Abhadananda called in the dissolved meeting and said a few words which were very vehemently objected in a very rough way by Dwijen, Sitapati, Nikhil and other Sannyasins."

সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে দেখা গেল সভায় কিছু নিয়ম বহির্ভূত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কিছু সদস্যের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দান করা হয়নি। স্বামী সর্ব্বানন্দ সাধারণ সভার সমস্ত রীতি লঙ্ঘন করেছিলেন। এমন কি নতুন সভ্য গ্রহণে কর্তৃপক্ষের অপ্রাসঙ্গিক আপত্তিতে সকলেই বিচলিত হন। মিশনের পুরাতন ভক্ত কর্মী এমন সর্বজন পরিচিত শ্রীমাখনলাল সেন ও শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারকে উঠে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় দেবার কথা কর্তৃপক্ষ তোলে। কিরণচন্দ্র ঐ ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন। পরে সভা বাতিল ঘোষিত হল। সমস্যার সমাধান হল না। ফলে বিষয়টি জটিল হয়ে উঠল।

এরপর কিরণচন্দ্র শিবানন্দজীর আহ্বানে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন; যাতে ঐ সাময়িক গোলমাল ও মতানৈক্যের অবসান ঘটে। কিরণচন্দ্রের ডায়েরী থেকে আমরা বুঝতে পারি স্বামী সর্বানন্দের পরামর্শে সভার অস্থায়ী সভাপতি সুবোধানন্দ হঠাৎ সভা মুলতবী

রাখেন। কিরণচন্দ্র শিবানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেখা করলে তিনি জানান, "সুধীর, পরেশ তোমার সহিত মঠের বর্তমান গোলযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহে, তুমি তাদের সহিত দেখা কর।" কিন্তু পরেশ মহারাজ কাজের আশু পরিসমাপ্তি প্রস্তাবে অগ্রসর হন না। তখন কিরণচন্দ্র তাঁদের প্রস্তাব দেন তাঁরা যে মত পোষণ করেন তা অবিলম্বে সংবাদপত্রে প্রকাশ করে সাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হোক।

এরপর একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে। প্রতিবছরই লক্ষ্মীনিবাসে অন্নপূর্ণা পূজার দিন বেলুড় মঠের প্রায় সকল সন্ন্যাসী উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু ঐ বছর তার ব্যতিক্রম ঘটে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল, বুধবার লক্ষ্মীনিবাসে অন্নপূর্ণা পূজার দিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্নভোগ নিবেদনের ঐতিহাসিক স্মরণ-ক্ষণে বেলুড়মঠের মাত্র তিনজন সাধু এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। অন্নপূর্ণা পূজার বিরাট আয়োজন সন্ন্যাসিবৃন্দের অনুপস্থিতিতে ব্যর্থ হয়। সেই প্রথম মঠের সাধুরা লক্ষ্মীনিবাস 'বয়কট'* করলেন।

এর কারণ সম্ভবতঃ আলোচনার মাধ্যমে পরেশ মহারাজ [স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ] কলহের পরিসমাপ্তি না চাওয়ার জন্য রিকুইজেসান মিটিং-এ স্বাক্ষর করেছিলেন কিরণচন্দ্র। প্রকৃতপক্ষে এই রিকুইজেসান মিটিং-এর আবেদন পত্রে কি বলা হয়েছিল ? নতুন কোন কর্মসূচি বা প্রস্তাব নয়। অনালোচিত এজেণ্ডাগুলি পুনর্বিবেচিত হোক, আইনানুগ ভাবে আলোচিত ও গৃহীত হোক। এই আশাই ঐ বিজ্ঞপ্তিতে প্রচারিত হয়।

*'বয়কট' শব্দটি বেলুড় মঠকেন্দ্রিক একটি গ্রন্থ থেকে নেওয়া। বিশেষ কারণে গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করা হল না।

রিকুইজেশন সভার বিজ্ঞপ্তি

Ramkrishna Mission
Belur Math P.O.
Dt. Howrah
19th April 1929

Dear Sir,

The following Requisition having been sent to me and the requisitionists subsequently agreeing to my calling a meeting on the 5th May, 1929, I do hereby call a meeting at the Association on Sunday the 5th May 1929 at 4-30 P. m. at the Balur Math.

Yours in the Lord,
Suddhanandr
Secretary

রিকুইজেশন সভার দাবীতে কি ছিল ?

To 14th April 1929

The Secretary,
Ramkrishna Mission, Belur

Dear Sir,

Under rule 11 of the rules and regulations of the Ramkrishna Mission, we the undersigned hereby request you to convene within 15 days from the receipt of this requisition an extraordinary general meeting of the Association to transact the following business.

Should you fail to convene the meeting the requisitionists will themselves convene the meeting.

Yours faithfully

Sd. Bimalendu Bhusan Basu Sd. Sudhansu Mohan Dutt
„ Jotindra K. Dutt. „ Probhat Ranjan Ghosh

Sd. Kiran Chander Dutt
„ Bhutnath Mukherjee
„ Durga Pada Ghosh
„ Anath Nath Mukerji

Sd. Amulya Krishna Dutt
„ Sachindra Narayan Sanyal
„ Nogendra Mohan Rai
„ Bhabesh Chandra Mnkherji

LIST OF BUSINESS TO BE TRANSACTED

1. To consider whether the dissolution of the last general meeting before transacting the business of the agenda made the whole proceedings of the meeting null and void.

If so. then to go

2. through the entire agenda viz :—

(a) To consider the general report of the mission

(b) To elect auditors for the Mission

(c) To elect members proposed at the meeting.

(d) To consider several other things regarding the Mission

If not,

(a) To transact the unfinished part of the business of the last meeting viz : election of new members and other business concerning the Mission.

(b) To consider the conduct at those who were responsible for dissolving the Annual General meeting without finishing the agenda.

N.B. Admission of members will be by cards sent herewith. Defaulters will please pay subscriptions at the Belur Math on or before the 28th April, 1929 and take their cards. Their attention is drawn to Rule 7 :—“ onnection of members and associates with the Ass iation shall cease by resignation or non-payment of d s for two years but shall be capable of renewal in such manner as the Governing Body may from time to time determine.”

ঠিক এর পরই 'অবতার' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় কিরণ চন্দ্রকে কেন্দ্র করে কিছু কুৎসা ও ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়। পরে অবতার পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত শ্রীসুপ্রকাশ চক্রবর্তী এবং বিবেকানন্দ সোসাইটির শ্রীতারকনাথ রায় তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কিরণচন্দ্র তাঁর ডাইরীতে জানিয়েছেন —

"সুপ্রকাশ বাবু বলেন, "যাহারা এই কাজ করিয়াছেন তাহারা নিশ্চয় ছোটলোক। তবে হলধর যাহাকে সকলে হলা বলিত সে আত্মনাম প্রকাশ করিয়া ঐ কীর্ত্তির কর্তা হিসাবে আপনাকে জাহির করিলেও সকলই বুঝিয়াছেন যে রামকৃষ্ণ মিশনের বাষিক অধিবেশনের গোলযোগের ফলস্বরূপ কয়েকজন হীনচেতা তন্মধ্যে সাধু ও গৃহী উক্ত উভয় প্রকারই আছেন এবং মিশনের আশ্রিত পার্শিবাগান রামকৃষ্ণ সমিতি প্রভৃতির কয়েকজন ইহার প্রবর্তক ও প্রকাশক নিশ্চয়ই।"

কুৎসিৎ ব্যঙ্গচিত্র ও নোংরা প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পর ৫ মে ১৯২৯ রিকুইজেশন মিটিং ডাকা হয়েছিল। ঐ সভায় বিজ্ঞাপিত হয় শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ, শ্রীজানকীনাথ ব্যানার্জী, এবং মাখনলাল সেন এঁদের সভ্যপদে নির্বাচন অস্বীকৃত হওয়ায় বাতিল। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বহু সংখ্যক সাধু ডেকে এনে ভোটাধিক্যে উপরিউক্ত তিনজন সভ্যের নাম বাতিল করা হয়। ···মহারাজ (স্বামী···) দু হাত তুলে ভোট দেন। দ্বিজেন মহারাজকে জানান হয় যে আগের সভায় ঐ তিনজন সভ্য নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন সুতরাং বর্তমান সভায় তাদের নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিজেন মহারাজ স্বীকার করেছিলেন, ঐ তিনজন প্রার্থী পূর্বেই নির্বাচিত। এইভাবে রিকুইজিসান মিটিং শেষ হয়। এরপর ২ জুন ১৯২৯ রামকৃষ্ণ মিশনে আর একটি Extraordinary General Meeting ডাকা হয়। ঐ সভার উদ্দেশ্য ছিল চালু নিয়মাদির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, যাতে গৃহী ভক্তদের সদস্যের অধিকার সংকুচিত হয়। এই ভাবে কতিপয় সন্ন্যাসি-বর্গের অনুদারতা এবং সঙ্কীর্ণতায় একটি সভার গোলমালকে কেন্দ্র করে

কিরণচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে।

সুতরাং দেখা গেল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ সভায় কিছু সাংবিধানিক নিয়ম ও রীতি লঙ্ঘিত হওয়ায় তিনি যে প্রতিবাদ করেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ছত্রিশ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

অথচ স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর "History of the Ramkrishna Math and Mission" গ্রন্থে আলোচ্য ঘটনার কোন উল্লেখ না করে কেন বেলুড়মঠের মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কতিপয় গৃহীভক্ত ও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মিশন প্রতিষ্ঠিত করলেন তার একটি ভাষা ভাষা সংবাদ পরিবেশন করেছেন। যেহেতু অনেকেই ঐ গ্রন্থকে আকর মনে করেন সেহেতু কিরণচন্দ্র সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মিশন জগতের অনেকেরই ধারণা স্বামী গম্ভীরানন্দের রচিত মিশনের ইতিহাস গ্রন্থের অনুসারী। তিনি দক্ষিণ ভারতের স্বামী নির্মলানন্দের সঙ্গে বেলুড় মঠের বিরোধ, যদুপতি চ্যাটার্জী এস্টেট সম্পর্কিত বিষয়, বেলুড়মঠের সঙ্গে গণেন্দ্রনাথের বিরোধ এবং বিবেকানন্দ মিশন সৃষ্টিকে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নিয়ম মাফিক পরিকল্পনা বলতে চেয়েছেন। কিরণচন্দ্রের মতো ভক্ত সম্পর্কে তাঁর মনে হয়েছে—

There were certain monastic members within the organisation who, while possessing faith and capacity to work like demons, were too impetuous, indisciplined and egotistic to be easily assimilated in the general 'milieu' of the Math and Mission, and required special guidance. They were naturally avoided by most of the branch centres. Even the Belur Headquarters, under the management of so loving a soul as Swāmi Premānanda, found it impossible to keep them under proper control.* These automatically gravitated towards the

---

* আমাদের মনে রাখা দরকার ১৯১৮ খ্রী প্রেমানন্দ মহারাজ দেহ রাখেন। ঘটনাগুলি অনেক পরের। প্রেমানন্দ মহারাজের সময়ে শ্রীশ্রীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দজী নরদেহে সপ্রকট।

udbodhan office, where the paternal care courteous, behaviour, tolerance for all sorts at vagaries, and penetrating vigilance of Swāmi Sāradānanda kept them contented and within bounds. We alluded, also to a sort of cult growing at the 'Udbodhan' Office, in oppositton of the ideas prevailing at Belur *

এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, "Some, however, among the disowned monks and the diehard dissident devotees started their own organisation, called the Vivekananda Mission, which was registered on December 13, 1929. (Page—311)

স্বামী গম্ভীরানন্দ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চের সাধারণ সভার কোন বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরেননি। এমনকি ৫ মে ১৯২৯-এ রিকুই-জিশান মিটিঙের কারণটি স্পষ্ট করেন নি। অথচ বিবেকানন্দ মিশন সৃষ্টির কারণটি কষ্ট-কল্পিত বিশ্লেষণে বিশ্বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন ; যখন সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা, ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং লীলা প্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ তিরোহিত আর শিবানন্দ মহারাজ জাগতিক বয়সের ভারে এক নির্লিপ্ত আত্মস্থ জীবন যাপন করছেন, সেইসময় বেলুড় মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসীর অনুদারতার জন্যই বিবেকানন্দ মিশনের সৃষ্টি। সম্ভবতঃ এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ শিবানন্দ-জীর তিরোধানের পর অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন! (বর্তমান গ্রন্থের ৭১-৭২ পৃষ্ঠা দেখুন)।

আমরা সংক্ষেপে কিরণচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরলাম। আশা করি ভবিষ্যৎ গবেষক মিশনের ইতিহাস রচনাকালে কিরণচন্দ্র সম্পর্কে যাবতীয় ভ্রান্তির অবসান ঘটাবেন।

* History of the Ramkrishna Math and Mission' Page—304
এগুলি লেখকের নিজস্ব বিবেচনা। কোন তথ্য প্রমাণ নেই।

বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক কিরণচন্দ্র

সূচনা-১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ধর্ম আন্দোলন বাংলার জাতীয় ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। "যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বা জাতি বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যের শক্তিতে বাধা দেয়, সে অন্যায় করিতেছে বুঝিতে হইবে এবং তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।"—স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত এই সারগর্ভ বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করে এবং তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজকে চালকরূপে পুরোভাগে রেখে, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসী ও প্রবীণ গৃহী ভক্ত, অনেক নবীন কর্মীর উৎসাহ ও কর্ম-প্রেরণার সমবায়ে পূর্বোক্ত দিনে "বিবেকানন্দ মিশন" স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য—(১) সকল ধর্মের মূল তত্ত্বগুলির সঙ্গে সার্বভৌমিক বেদান্তের অনুশীলন ও সাধনা। (২) "মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশই প্রকৃত শিক্ষা" স্বামীজী নির্দিষ্ট এই সংজ্ঞা অনুসারে শিক্ষার বিস্তার। এবং (৩) নারায়ণ সেবা বোধে—মানব সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ।

চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীন চিন্তানুযায়ী আচরণ ও স্বাধীন কর্মানুসারী জীবন গঠনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তর কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে যে ধর্ম প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়েছিল, তা কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র ভারতে নিজের ভাবধারা বিকীর্ণ করতে সমর্থ হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, মালাবার, বিহার, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, কুর্গ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত বহু নরনারী ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে।

বিবেকানন্দ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদামঠ বাংলার ধর্ম আন্দোলনে এবং জাতীয় জীবনের গভীরে এক অখণ্ড মনোভাবকে আকার দেবার

জন্য বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হয়; যেমন—ধর্মালোচনা সভা, হরিজন বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, সেবা কাজ, বিবেকানন্দ লাইব্রেরী গঠন ইত্যাদি।*

মিশনের গঠন ও পরিকল্পনার অন্যতম ব্যক্তি কিরণচন্দ্র। তাঁর বাসগৃহেই মিশনের সাংগঠনিক সভার প্রথম শুভ সূচনা। মিশনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা থেকে তিনি ছিলেন সম্পাদক। দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি যোগ্যতার সঙ্গে তার কর্ম সাধনা করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি সম্পাদকের দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি নেন। বিবেকানন্দ মিশন তখন তাকে সভাপতির পদে বরণ করে।

কর্মসূচী—বিবেকানন্দ মিশনের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী থেকেই আমরা বুঝতে পারব মিশনের উন্নতি এবং সেবামূলক প্রকল্পে কিরণচন্দ্র এক প্রথম শ্রেণীর সংগঠকের ভূমিকা, গ্রহণ করেছিলেন। যেমন (১) কলকাতা, চব্বিশপরগণা এবং বাঁকুড়ায় কয়েকটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা। (২) আবৃত্তি, বিতর্ক, সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা কেন্দ্র স্থাপন। (৩) বিবেকানন্দ লাইব্রেরী নামক এক গ্রন্থাগার স্থাপন। (৪) শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামঠ নামক একটি ধর্ম, দর্শন আলোচনা কেন্দ্র

বিবেকানন্দ মিশনের গঠন পর্বে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হলেন—

* কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি, যতীন্দ্রনাথ বসু, স্বামী ধীরানন্দ, স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ, ভুবনমোহন দাস, ব্রহ্মচারী গনেন্দ্রনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়), স্বামী অমৃতানন্দ, স্বামী বরদানন্দ, স্বামী অসিতানন্দ, স্বামী ত্রিপুরানন্দ, স্বামী হরিপ্রেমানন্দ, ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথ, চন্দ্রকুমার সরকার, মৃণালকান্তি ঘোষ, ডঃ দুর্গাপদ ঘোষ, শচীন্দ্রনারায়ণ সান্যাল, যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, অধ্যাপক বিধুভূষণ রায়, নরেন্দ্রনাথ শেঠ, সাংবাদিক মাখনলাল সেন, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সম্পাদক আনন্দবাজার পত্রিকা, অধ্যাপক ভবেশচন্দ্র মুখার্জী প্রমুখ।

প্রথম বছরে সারদমাঠের সন্ন্যাসীর সংখ্যা ছিল ৩৮ জন এবং সাধারণ সদস্যের সংখ্যা ছিল ২৮১ জন।

স্থাপন। (৫) নৈশ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনা। (৬) অবৈতনিক পাঠাগার স্থাপন। (৭) বন্যা ও দুর্ভিক্ষে আর্তসেবা ও ত্রাণকেন্দ্র স্থাপন। (৮) নিপীড়িত সম্প্রদায়ের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া। (৯) দরিদ্র ছাত্রদের গ্রন্থ ও অর্থ সাহায্য। (১০) অবৈতনিক দাতব্য চিৎসালয় স্থাপন।

আমরা মিশনের প্রথমবর্ষের কর্মসূচী থেকে দেখেছি—

Objects :

The objects of the Mission mainly are

(a) The study and practice of the principles of the Vedanta including the essential principles of all religions.

(b) The imparting and spread of education in all its phases as defineds by the Swami Vivekananda viz. "Education is the manifestation of the perfection already in man." And to establish and maintain institutions with that object.

(c) The spread of the ideals and teachings of the Swami Vivekananda.

(d) The service of man regarding such service as the service of divinity.

'ভারত' পত্রিকা

[প্রথম প্রকাশ—আষাঢ় ১৩৪১]

মিশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ মহারাজ সম্পাদিত 'ভারত' পত্রিকা প্রকাশ। পত্রিকাটি এক উচ্চাঙ্গ

সাহিত্য সমাজ দর্শনকেন্দ্রিক সাপ্তাহিক। যার অন্যতম লেখক ছিলেন মিশনের সম্পাদক কিরণচন্দ্র।

ভারত সাপ্তাহিক-পত্রিকার লেখকবৃন্দ—'ভারত' পত্রিকার লেখকসূচি থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না কোন আদর্শ ও সংরক্ষণ ঐ পত্রিকায় কার্যকর ছিল। উদ্বোধন ও ভারতবর্ষ পত্রিকার কিছু অনুবর্তন স্বাভাবিকভাবেই ঐ পত্রিকায় বর্তায়। বিষয় ও বিশ্লেষণে স্বামীজীর বাণী ও রচনা নানা প্রবন্ধে প্রতিফলিত হত সন্দেহ নেই। লেখকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন—কিরণচন্দ্র দত্ত, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, সরলাবালা সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, কাশীপতি বন্দ্যোঃ, স্বামী ত্রিপুরানন্দ, স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ, স্বামী অমৃতানন্দ, অরুণকুমার সরকার, অনুরূপা দেবী, রাধারাণী দেবী, ছায়া দেবী, নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীপঞ্চানন রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

জনশিক্ষা ও জনসেবাকার্য ছাড়া মিশনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান গ্রন্থ-সম্পাদনা, গ্রন্থ-প্রকাশ এবং ধারাবাহিক বক্তৃতা, আলোচনা ও পাঠচক্র স্থাপন করে উত্তর-কলিকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও কর্মসাধনাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

আলোচক ও বক্তা—কিরণচন্দ্র ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিবেকানন্দ মিশনে ২৯টি লিখিত বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যেমন—

১৯৩৬-১৯৩৭ঃ আটটি বক্তৃতা দেন—The development of the Ramkrishna Vivekananda movement in India and abroad and its influence on the culture of the East and the West.

১৯৩৮ঃ দুটি বক্তৃতা—বিষয়ঃ স্বামী নির্মলানন্দ

১৯৩৯ঃ বক্তৃতার সংখ্যা জানা যায়নি

১৯৪৭ঃ চারটি বক্তৃতা—বিষয়ঃ Religion and worship of Sri Ramkrishna Dava.

১৯৪৮ : মোট বক্তৃতার সংখ্যা জানা যায়নি—বিষয় : (i) The life of Swami Brahmananda. (ii) The influence of Sree Ramkrishna Vivekananda on the culture of East and West. [চারটি বক্তৃতা]

১৯৪৯ : মোট বক্তৃতা দুটি—বিষয় : Swami Viveknanda as he was.

১৯৫২ : মোট বক্তৃতা ৯টি—বিষয় : Lilaprosanga—Dibya Bhab-O-Narendrarnath.

বিবেকানন্দ লাইব্রেরী

বিবেকানন্দ লাইব্রেরী ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। আনন্দবাজারে (১৬ চৈত্র ১৩৩৮, ২৯ মার্চ ১৯৩২) লাইব্রেরীর বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিরণচন্দ্র সম্পাদক হিসাবে আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানান —"আচার্য্যপাদ বিবেকানন্দের প্রাতঃস্মরণীয় নামে প্রতিষ্ঠিত এই লাইব্রেরী অত্যল্পকাল মধ্যে যাহাতে একটী বৃহত্তর পাঠাগারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার জন্মভূমির অন্যতম সম্পদরূপে শোভা পায় সে বিষয়ে আমরা সর্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।" আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯.৩.১৯৩২

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৩ বৈশাখ ১৩৩৯) বিবেকানন্দ মিশনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায়, মিশন চারটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপনে, ঢাকা জেলায় বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করে। সভায় শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার এবং রমা দেবী বলেন—"তারপর শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরলাবালা সরকার বলেন—নির্ভীক হওয়াই স্বামীজীর বাণীর মূলমন্ত্র। দেশের ও সমাজের কাজে দেশের নরনারীকে নির্ভীক হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। স্বামীজীর শিক্ষা দীক্ষা কোন মঠ মিশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। স্বামীজীর অনুরাগীদিগকে উদার হইতে হইবে। তারপর শ্রীমতী

রমাদেবী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ একজন ধর্মাচার্য্য কিন্তু তিনি যে একজন বড় স্বদেশপ্রেমিক তাহা ভুলিলে চলিবে না। অতঃপর বড় শিখ সঙ্গতের সর্দার কর্তার সিং বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু (বিবেকানন্দ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট) সভাপতি বলেন, মাত্র দুই বৎসরে মিশন আশাতীতরূপে অগ্রসর হইয়াছে। এইভাবে কার্য্য করিলে সে মানব সাধারণের বহু কল্যাণ করিবে। প্রত্যেক নরনারীর এই কার্য্যে সহায়তা করা কর্তব্য। তৎপরে শ্রীমতী রমাদেবী ও কুমারী কল্যাণী সরকার দুইটি সুললিত গানে সকলকে আনন্দিত করেন।" —আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩।১।১৩৩৯

'বেলুড়মঠে' ভারত পত্রিকার বিক্রয় বন্ধ

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের বিতর্কিত সাধারণ সভার পর বেলুড় মঠ ও নবগঠিত বিবেকানন্দ মিশনের মধ্যে এক অন্ধকার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এমন কি কিরণচন্দ্র পরিকল্পিত ভারত পত্রিকাও ঐ কালো সম্পর্কের মধ্যে বিক্ষত হয়েছিল। হাওড়া জেলা থেকে 'ভারত' পত্রিকার এজেন্ট কাশীপতি ব্যানার্জী অমৃতবাজার পত্রিকায় (২৭ মার্চ ১৯৩৫) জানিয়ে ছিলেন—

"Bharat" & Belur Math

Sj. Kashipati Banerjee, B. A. of 4, Pilkhana 1st. Lane, Howrah, writes under date March 16 :

As an agent of the 'Bharat', a weekly Vernacular paper, I arranged for the sale of its "Ramkrishna Special Number' at Belur Math during the Mahatsab on Sunday, the 10th March. To my utter surprise *the sale of the paper was refused* there by some *Sannyasins of the Math* on the ground that the paper did not belong to their own organisation. I know full well that the paper paid sincere and respectful homage to the memory of Bhagaban Ramkrishna. So I offered them some of the copies for their perusal and consideration if it contained

any blasphemy. *They tore them and threw them away at my very nose.* Even the volunteers of the Mahatsab were instructed to insist the public not to buy any copy of 'Bharat'. I could not sale a single copy at Belur for the 'picketting'—ABP—27.3.1935.

উপরের চিঠির সত্যাসত্য বিচার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ। বেলুড়মঠের সন্ন্যাসিগণ ভারত পত্রিকা ছিঁড়ে দিয়ে বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ঐ চিঠি থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয় যে, অন্ততঃ সাংস্কৃতিক স্তরেও বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিবর্গের সঙ্গে বিবেকানন্দের মিশনের সুস্থ ও সংযত সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

ত্রাণ কাজে

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ব্যাপক দুর্ভিক্ষে যশোর জেলায় মিশন ত্রাণ কাজ চালায়। বিবেকানন্দ মিশনের ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ করে দুর্ভিক্ষের এক মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে অ্যাড্ভান্স্ পত্রিকা ১০ এপ্রিল ১৯৩৪ জানায়—

"The earthquake catastrophe in Bihar is unprecedented and beyond comparison. But here in Jessore people are on the verge of death before our eyes for want of food and other necessities of life"

ফরওয়ার্ড পত্রিকা ২ এপ্রিল দুর্ভিক্ষের চিত্র উদ্ধার করে লেখে—Distressed people are coming for relief to this camp from long distances even outside our area. They are in utmost indigent circumstances, Firstly they tell their dismal tales and afterwards lie down at the camp door saying "We won't return home where also death awaits us. We shall squat here till death,"

"The distress of the people is gradually on the increase.

They utterly lack in foodstuffs and clothes. As we have already reported that for absolute want of cloths womenfolk are compelled to appear even here in semi-nude conditions with tears. The sights have become unbearable and can be better imagined than described. Want of paddy seeds and cattle for the yoke are keenly felt also.

Diseases due to want of nourishments are on the increase and the number of the patients are also increasing."

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বিবেকানন্দ মিশন তার সীমিত সাধ্যানুযায়ী যথেষ্ট তৎপরতার পরিচয় দেয়। বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক হিসাবে কিরণচন্দ্র অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, এবং বসুমতী পত্রিকায় নিয়মিতভাবে সেবাকাজের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করতেন। ৫ ভাদ্র থেকে ২৬ ভাদ্র পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ সূত্র থেকে জানা যায় যে, বাঁকুড়া জেলায় কেঞ্জাকুড়া সেবাকেন্দ্রে বাগবাজারের বিবেকানন্দ মিশন ত্রিশ খানি গ্রামে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র তুলে মিশন জানায়—"চাষের কার্য্য বন্ধ হওয়ায় সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাদ্র মাস এইরূপ চলিবে। আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সাহায্য দিয়া সেবাকেন্দ্র বন্ধ করা চলিবে, কারণ সে সময় ধান কাটা আরম্ভ হইবে।

[আনন্দবাজার পত্রিকা ৫ ভাদ্র ১৩৪৩, শুক্রবার]

দৈনিক বসুমতী (১৯ ভাদ্র ১৩৪৩) ত্রাণকাজের সংবাদ প্রকাশ করে বলে—"এ অঞ্চলে অভাবের প্রকোপ বর্তমানে অত্যধিক হওয়ায় গতকল্য হইতে গভর্ণমেণ্ট পুনরায় মাটিকাটা কার্য্য (টেস্টওয়ার্ক) কিছু কিছু আরম্ভ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং আরও শুনিতেছি যে, আগামী সপ্তাহের মধ্যে টেষ্ট ওয়ার্কে আরও অধিক লোককে গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিবেন। এতদ্বারা মজুর শ্রেণীর কথঞ্চিৎ কষ্টের লাঘব হইলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব পূর্ববৎ থাকিবে। আমরা যাহাদিগকে সাহায্য দিতেছি, তাহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই সংখ্যায় অধিক। অতএব

আমাদের সাহায্য বিতরণের পরিমাণ কমিবার সম্ভাবনা নাই। আশ্বিন মাসের শেষাশেষি আউস ধান কাটা আরম্ভ হইবে এবং যতদিন তাহা না হইতেছে; ততদিন সাহায্য দিতেই হইবে।" বসুমতী ১৯।৫।৪৩

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর মিশন রেজিষ্ট্রীকৃত হওয়ার পর বাঁকুড়া জেলায় পাঁচ বছরের মধ্যে চারটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য স্থাপন করে। এছাড়া আড়াই বছরের মধ্যে ১৪৭টি ধর্ম ও শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা আয়োজিত হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের বন্যায় ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মৈমনসিংহের প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় মিশন বন্যা ও ঝঞ্ঝা পীড়িতগণের জন্য ত্রাণ ও সেবাকেন্দ্র খোলে। এছাড়া খুব দ্রুত পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং উপাসনা মন্দিরও স্থাপিত হয়।

বেদান্তের শিক্ষা

আনন্দবাজার পত্রিকা ২ বৈশাখ ১৩৪০ বিবেকানন্দ মিশনের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশ করে। পরে ২ ও ৩ বর্ষের কার্যবিবরণী ২০ বৈশাখ ১৩৪০ আরও বিস্তৃত করে প্রকাশিত হয়। ৮ এপ্রিল ১৯৩৩ ঐ সভা অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় মিশনের প্রশস্ত হল ঘরে শুরু হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ। সভার আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ হলে নির্মলানন্দজী মহারাজ বেদান্তের শিক্ষা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতার কিছু নির্বাচিত অংশ আমরা তুলে ধরছি :

(ক) "স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'Religion is realisation'। অর্থাৎ ধর্মকে অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে এবং বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে। এবং ইহাকে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে—এইরূপভাবে তাহার সহিত এক এবং একভূত হইতে হইবে। মাত্র বাকচাতুর্য বা পুঁথিগত বিদ্যাকে ধর্ম বলা যায় না।"

(খ) "আমাদিগকে কালের পরিবর্তনের সহিত নিজদিগকে উপযোগী

করিয়া লইবার প্রয়োজন সম্বন্ধে স্বামীজী বলেন যে, আকবরী মোহরের নিজের একটা দাম আছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই মোহরকে ভাঙ্গাইয়া বর্তমানের প্রচলিত মুদ্রায় পরিণত করিতে পারা যায়, ততক্ষণ তদ্বারা কোন অভাবই পূরণ হয় না।"

(গ) "পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে উপযোগী করিয়া লইবার পথে, আকবরী মোহরকে বর্তমানের প্রচলিত মুদ্রায় পরিবর্তিত করিবার প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটি ভীষণ বিপদ—আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে সাবধান করতঃ স্বামীজী কহিলেন যে আমরা মোহর পরিবর্তন কালে প্রচলিত আসল মুদ্রার পরিবর্তে মেকী মুদ্রা পাইতে পারি। ...মেকীমুদ্রা অর্থাৎ বিদেশের হীন অনুকরণই দাসসুলভ মনোবৃত্তির পরিচায়ক।"

(ঘ) "অতঃপর স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শ্রদ্ধা করা সম্বন্ধে একটা সাধারণ ভুল ধারণার কথা উল্লেখ করতঃ কহিলেন—অনেকে বলেন যে তাহাকে শ্রদ্ধা করার মানে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, কিন্তু তাঁহাকে সত্য শ্রদ্ধা করিতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সকল শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই সকল আমাদের প্রত্যেককে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে এবং জীবনে তৎসকল উপলব্ধি ও বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে, তবেই তাঁহার প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা প্রকাশ হইবে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা ২ বৈশাখ ১৩৪০]

মিশনের সেবাকাজকে কিরণচন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে রেখেছিলেন। ঐ সময় লক্ষ্মীনিবাসের ছোট বড় সকলেই মিশনের কার্যধারার সংগে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মিশন তার যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করে। বিবেকানন্দ মিশন ত্রাণকাজে সাধারণের সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সোমবার ২৪ অক্টোবর ১৯৪৬ যুগান্তরে এক আবেদন পত্র প্রকাশিত করে।

"বিবেকানন্দ মিশনের (রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা) সম্পাদক

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত জানাইছেন—দেশবাসীর বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি প্রভৃতি জেলার উৎপীড়িত জনসাধারণকে সাহায্যকল্পে কলিকাতার বিবেকানন্দ মিশন একটি সাহায্য কেন্দ্র খুলিবার আয়োজন করিয়াছেন। জনৈক সহৃদয় পল্লীবাসী একটি বৃহৎ হলঘর বিপন্নগণকে আশ্রয় দিবার জন্য অনুগ্রহ করিয়া ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।”

“বিবেকানন্দ মিশনের সাধারণ সেবাভাণ্ডার হইতে পূর্ব-সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই (এক হাজার টাকা) কলিকাতার অত্যাচারের কিছুদিন পূর্বে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এম্বুলেন্স কোরকে (I.N.A.C.) আর্তনারায়ণের সেবাকার্য্যের জন্য দান করা হইয়াছে। তহবিলে যাহা যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে তাহা লইয়াই মাত্র সহৃদয় স্বদেশবাসীর সাহায্য পাইবার আশায় মিশন এই সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।”

ঐ সময় মিশন পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের জন্য অবৈতনিক বাসগৃহের [রিফুউজি ক্যাম্প] ব্যবস্থা করে। দাঙ্গা দুর্গত ব্যক্তিদের জন্য বিশ্বকোষ লেনে একটি সেবাকেন্দ্র খোলা হয়। যুগান্তরের জনৈক সংবাদদাতা ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ১৩ অগ্রহায়ণ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন “কলিকাতার বিবেকানন্দ মিশন বাঙ্গলার দাঙ্গাপীড়িত নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটি নোয়াখালী ও ত্রিপুরার বহু বিপন্ন পরিবারকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাদের সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গৃহহারারা যাহাতে প্রবাসের বেদনায় ভাঙিয়া না পড়ে মিশনের কর্মীগণ তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের দুঃখমোচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।”

মুঙ্গেরে ভূমিকম্প : ১৯৩৪

মুঙ্গের ভূমিকম্পেও কিরণচন্দ্র মিশনের সম্পাদক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এক বিরাট সেবাদল নিয়ে স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ জামালপুরে অবস্থান করে ত্রাণকাজে আত্মনিয়োগ

করেন। তাঁরা খাদ্য, চিকিৎসা, পথ্য, পরিধেয় এবং গৃহনির্মাণ সরঞ্জাম কিভাবে মুঙ্গের কেন্দ্র থেকে বিতরণ করেছেন তার খবর সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতেন। তারা গৃহ নির্মাণকল্পে মুঙ্গের শহরের তিলক ময়দানে একটি অস্থায়ী আবাসন কেন্দ্র খুলেছিলেন। এমন কি সেবাকাজে মিশনের নিরপেক্ষতার জন্য এক শ্রেণীর বাঙালী, বিহারী বাঙালীরা প্রকৃত ত্রাণ থেকে বিবেকানন্দ মিশনের কাছে অবহেলিত হচ্ছে এই মর্মে নানা সংবাদ প্রকাশিত করে। সেবা-কাজে এই প্রাদেশিকতার অভিযোগে কিরণচন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এবং ঐ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন সংবাদ উপেক্ষা করতে জন-সাধারণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঐ সময় মিশন ভূমিকম্প কবলিত আর্তমানুষের সাহায্যের জন্য একটি স্থায়ী সাহায্য-ভাণ্ডার গঠন করেছিলেন। বাঙালীদের প্রতি উপেক্ষা সংক্রান্ত ঘটনাটি এত ব্যাপক প্রচার পেয়েছিল যে সংবাদপত্রে (১৯৩৪ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস) ঘটনাটির পক্ষে-বিপক্ষে চিঠিপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। মিশনের সভাপতি স্বামী নির্মলানন্দজীর নামে সংবাদপত্রে বারবার মুক্তহস্তে সাহায্যের আবেদন করা হয়।

বিবেকানন্দ মিশন সম্পর্কে আরও সংবাদ

[বর্তমান গ্রন্থের শেষে]

১. পরিশিষ্ট ঘ পৃ ১৬৩—মেমোরানডম্ অব্ এ্যাসোসিয়েশন
২. পরিশিষ্ট ঘ পৃ ১৬৫—বিবেকানন্দ মিশনের ত্রাণকাজ—১৯৩১-৫৫
৩. পরিশিষ্ট ঘ পৃ ১৬৭—উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সংবাদঃ অমৃতবাজার পত্রিকা ১২ ফেব্রুআরি ১৯৩০
৪. পরিশিষ্ট ঘ পৃ ১৮৭—রাজেন্দ্রপ্রসাদের পত্র

নবম অধ্যায়

ঋষিকন্যা নিবেদিতা

বাগবাজারের ঐতিহাসিক শোকসভায় কিরণচন্দ্রের প্রবন্ধপাঠ

ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের দশদিন পরে বাগবাজারে নন্দলাল বসুর বাড়ীতে তেইশে অক্টোবর সোমবার (৬ কার্তিক ১৩১৮) ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন বিকাল পাঁচটার সময় ভগিনী নিবেদিতার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। বাগবাজারের অধিবাসীগণ সভার আহ্বায়ক ছিলেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ। ঐ সভার একটি বিস্তৃত বিবরণ ২৫ অক্টোবর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থের (পরিশিষ্ট ঘ পৃঃ ১৭৫-১৭৯) পরিশিষ্ট অংশে সংবাদটি মুদ্রিত হয়েছে। ঐ শোক সভাতে কিরণচন্দ্র নিবেদিতা সম্পর্কে একটি স্বরচিত সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত পাঠ করেন। পরে প্রবন্ধটি উদ্বোধনে (১৩ বর্ষ ১১ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩১৮) মুদ্রিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের একটি বিখ্যাত কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে তিনি সিস্টার নিবেদিতার মহাপ্রস্থানে দেশবাসীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে বলেন ঃ

"ওখানে গগনে কাল ছিল এক তারা,
কে জানে কেমনে আজ কোথা হল হারা!
বারিধি-বিপুল-কূলে বালুকা বিস্তার,
কে জানে কোথায় গেল এক কণা তার।"

ভগিনীর দেহত্যাগে কবি কিরণচন্দ্রের আন্তরজগতে যে প্রতিক্রিয়া তারই প্রতিফলন ঐ সংক্ষিপ্ত জীবন কথা। সুরেন্দ্রনাথের কবিতার

মতন এখানে কবিমনের ব্যপ্ত বেদনাও যেন বারিধি বিপুল হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধের সূচনায় তিনি ভগিনী কিভাবে ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছিলেন তা বল্‌তে গিয়ে জানিয়েছেন:

"ইনি বঙ্গে জন্মগ্রহণ না করিলেও যথার্থই বাঙ্গালী ছিলেন—ত্যাগ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য এবং সর্ব্বোপরি ভারতপ্রেমে আমাদের অপেক্ষাও ভারতের নিজস্ব হইয়াছিলেন।"

তারপরই সংক্ষিপ্ত জন্ম-পরিচয় সূত্রে সেবাব্রতে আত্মনিয়োগের এক উজ্জ্বল সংবাদ দেন। ঐ প্রবন্ধেই তিনি আর এক জায়গায় জানালেন ভগিনী নিবেদিতা হিন্দু গৃহস্থগণের প্রতিবাসিনী।

কিভাবে তিনি প্রতিবাসিনী হয়ে উঠেছেন তারও অল্লাধিক উদাহরণ প্রবন্ধের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ছড়িয়ে আছে। তাঁর চরিত্রের শুদ্ধতা ও অমায়িকতার কথা স্মরণ করে কিরণচন্দ্রই প্রথম বাগবাজারের শোকমঞ্চ থেকে ঘোষণা করেছিলেন "নিবেদিতাকে ঋষিকন্যা আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হয় না।" রবীন্দ্রনাথের লোকমাতার একটি সার্থক বিশ্লেষণ আছে কিরণচন্দ্রের প্রবন্ধে। তিনি একটি দীর্ঘতর মিশ্র-বাক্যে কিভাবে ভগিনী লোকহিতের জন্য লোকমাতা হয়ে উঠেছিলেন তার একটি অনবদ্য বাণীচিত্র অঙ্কিত করেছিলেন এইভাবে—

"উচ্চকুলসম্ভূতা ও উচ্চশিক্ষিতা ইংরাজ মহিলার পক্ষে সত্যের অনুসন্ধানে স্বীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, কৈশোর ও যৌবনের দৃঢ়াঙ্কিত স্মৃতিরাশি অপসৃত করিয়া, ধনৈশ্বর্য্য ও লীলা-বিলাসের কেন্দ্রভূমি ইউরোপ এবং ইউরোপীয় সভ্যতা উপেক্ষা করিয়া ও স্বীয় পরম প্রেমাস্পদ আত্মীয় স্বজনাসক্তি বিস্মৃত হইয়া আপাত-দৃষ্টিতে জঘন্য, মহামারি-হাহাকার-পরিপূর্ণ, ভোগমাত্রৈক বিহীন, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, অস্থিকঙ্কালসার নরনারী বেষ্টিত এই ভারতবর্ষে আসিয়া দারিদ্র্যব্রতাবলম্বনে লোকহিতের জন্য কালযাপন করা কত কঠিন, কত কষ্টকর, তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।"

জীবন কথাটি তথ্য-ঘটনার পৌনঃপুনিক সংযোগে গ্রথিত না

হলেও তাঁর চারিত্র্যালোকের একটি সুবেদী বিশ্লেষণ পাঠকমনকে আকৃষ্ট করবে সন্দেহ নেই। তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের একটি সংক্ষিপ্ত ও সুসমঞ্জস উল্লেখ সর্বপ্রথম কিরণচন্দ্রই করেছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় নিবেদিতার উপর লেখা প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ। দেহা-বসানের স্বল্প অবকাশে এমন একটি চিত্তগ্রাহী প্রবন্ধ পাঠের পরিবেশটি ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। যে বিস্ময়ে কবি কিরণচন্দ্র প্রবন্ধের শেষে নিবেদিতার বাণী উদ্ধার করে বলেছিলেন the boat is sinking but I shall yet see the Sunrise.

অনালোচিত ও স্বল্প পঠিত এই প্রবন্ধটি স্বদেশবাসীর পক্ষ থেকে জাতির সর্বপ্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে বিবেচিত হোক;—প্রবন্ধ প্রকাশের সাতাত্তর বছর পর এই আশাই আমরা করছি। দি স্টেটসম্যান পত্রিকা ঐ সর্ট লাইফ স্কেচ সম্পর্কে একটি বাক্যে জানায়—the paper was much appreciated.

রেঁম্যঁর সঙ্গে পত্রবিনিময়

এর দীর্ঘকাল পর নিবেদিতার ফরাসী জীবনী লেখিকার সঙ্গে কিরণচন্দ্রের যে পত্র বিনিময় হয় সেখানে আমরা নতুন করে জানতে পারি নিবেদিতা সম্পর্কে কবি কিরণচন্দ্রের নিরলস উৎসাহ পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। কিরণচন্দ্র নিজলে রেঁমোর প্রয়োজনে স্বগৃহে শান্তি-নিকেতন থেকে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথকে ডেকে এনেছিলেন। জীবনী রচনায় সাহায্য করার জন্য লেখক-দম্পতি জীন হারবার্ট ও রেঁমোর সঙ্গে তাঁর ১৯৩৮ থেকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্র বিনিময় হয়েছে।।

সেইসব পত্রের মধ্যে যেগুলি আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টের বাইরে আরো কিছু পত্র পরে আমরা পেয়েছি। সেই পত্রগুলি থেকে বুঝতে পারি শ্রীমতী হারবার্ট কিরণচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন*। একটি চিঠিতে

* "We know that you know Nivedita well and also that she held you in very high esteem, any recollections or

শ্রীমতী হারবার্ট লিখছেন যে তাঁর গবেষণায় কিরণচন্দ্রের মূল্যবান পরামর্শ পেতে তিনি গভীর ইচ্ছা পোষণ করেন। হিন্দুদর্শনের উপর কিরণচন্দ্রের অধিকার সম্পর্কে লেখিকার সপ্রশংস মন্তব্য—

Your authority in the matter of the past would give the clue to many desirous & certainly open new chanels too. Can we hope to have your collaboration ? We are working with the hope of coming as near as possible to Shri Thakur, Sri Ma, Swamiji & Nivedita as they were in their time, free themselves and giving freedom. [৮ নভেম্বর ১৯৪৮ লেখা]

লিঁজলে হারবার্ট চিঠিতে আরও [৮।১১।১৯৪৮] জানাচ্ছেন যে নিবেদিতার জীবনী লেখার এখনই যথাযথ সময় উপস্থিত। কারণ ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন এবং স্বাধীন ভারতের মধ্যেই নিবেদিতার ভবিষ্যতের সকল স্বপ্ন লুকিয়েছিল। তিনি লিখছেন—

During the years of the war, I tried to bring out a life of Nivedita whioh did some good in the West just as it is. But I know all its faults, incompleteness. Such a life must be true in all aspects and that could only be done in India. That is also one of the reasons why I came as early as possible. Now that India is free, a real life can be studied & written about Sister Nivedita. That help you gave me was important in the first deft but quite humbly I want more & more.*

---

documents which you might send us would be greatly appreciated. Nothing would ofcourse be published or even alluded to without the express permission of the people c ncernd. But even what may not be published might help us to clear may doubtful points and prevent us fiom making deplorable mistakes" April 22nd, 1938

২৬ এপ্রিল ১৮৯৯ নিবেদিতা মিসেস ওলিবুলকে এক পত্রে লিখেছেন—"দেখতে পাচ্ছি এ দেশে ইংরেজের প্রতিপত্তির দিন এখনো শেষ হয়নি—কবে সেদিন আসবে, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাই চাইছি। প্রার্থনা করি, পুনর্জন্ম নিয়ে একদিন যেন ধ্বনি তুলতে পারি—"জয় তরুণ ভারত"।

রেঁমর চিঠির উত্তরে ৯ নভেম্বর ১৯৪৮ কিরণচন্দ্র হিন্দু দর্শন সম্পর্কে ফরাসী দম্পতিকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন—Of course we all belong to R. K. V. and naturally we must have colleboration amongst ourselves. Sister Nivedita of revered memory has left undying remembrances in the locality we live in and which is also a 'Lilabhumi' of Sri Ramkrishna.

এরপরই সম্ভবতঃ স্বামীজীর সঙ্গে কিভাবে নিবেদিতার প্রথম যোগাযোগ হয়েছিল তার একটি বিস্তৃত আলোচনা কিরণচন্দ্র রেঁমর সঙ্গে করেছিলেন—কারণ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪৮ একটি চিঠিতে শ্রীমতী হারবার্ট জানাচ্ছেন—

80/1/A, Lansdowne Road.

Dec. 15th, 1948.

Dear Mr. Dutt,

Your letter brought to me last Friday worked like a very special blessing. I am to thankful of your kind thought for me. As soon as the revision of the first chapters of my book is done you will be one of the first to see them—there you will also find the portrait I tried to give last Friday.

I am coming again to Vivekananda Mission next Friday—to speak about how Nivedita meet Swamiji. I just love the subject.

Prof. Seshadri Iyer is in Calcutta—helping me a great deal—he is a great adviser [?] of Swamiji—would love to meet you. Can I bring him to you one morning? We would both of us enjoy to speak to you—learn many objects from you

Most respectfully I am yours.

Lizelle Herbert

রেঁমকে 'কিরণচন্দ্র কি পরিমাণে এবং কি আকারে নিবেদিতার জীবনী রচনায় এবং হিন্দুদর্শন সম্পর্কে সাহায্য করেছিলেন তার ওজন নির্ণয় করা আপাতত দুঃসাধ্য হলেও ঐ ফরাসী দম্পতির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ পনের বছরের চিঠিপত্র বিনিময়ের পরিধি এবং কিরণচন্দ্র সম্পর্কে তাঁদের গভীর শ্রদ্ধাবোধ দেখে আমাদের অনুমান কিরণচন্দ্র ভগিনী নিবেদিতার বাগবাজার অবস্থানকালীন অনেক তথ্য এবং তাঁর জীবনে বাস্তবতার প্রত্যক্ষে যা প্রতিভাত হয়েছে তার অনেক কিছুই রেঁমকে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে নিবেদিতার গোপন বিপ্লবী কার্যকলাপের উপর বেশ কিছু সংবাদ কিরণচন্দ্র তাঁদের দিয়েছিলেন। হয়ত পরাধীন ভারতবর্ষের বাস্তব পরিস্থিতি চিন্তা করে তার সবটুকু শ্রীমতী হারবার্ট নিবেদিতার জীবনী রচনায় ব্যবহার করেন নি।

দশম অধ্যায়

কায়স্থ পত্রিকা

[প্রথম প্রকাশ : ১৩০৯ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক : নগেন্দ্রনাথ বসু। ৫ রামধন মিত্র লেন, শ্যামপুকুর থেকে প্রকাশিত। কিরণচন্দ্র চৈত্র, ১৩১০ কায়স্থ সভায় যোগ দেন]

কায়স্থ পত্রিকা কোন স্বতন্ত্র সাহিত্য পত্রিকা নয়, উচ্চবর্ণের হিন্দু জাতির প্রতিনিধিত্বকারী পত্রিকা। প্রচ্ছদে লেখা থাকত "এটি (এক) ভারতের প্রাচীনতম সামাজিক পত্র। (তুই) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার মুখপত্র। অর্থাৎ হিন্দুজাতির একটি বিশেষ বর্ণের সামাজিক পত্রিকা। সুতরাং কায়স্থ পত্রিকা এবং কায়স্থ সভা তুটি পৃথক প্রতিষ্ঠান নয়, একটি প্রতিষ্ঠান অপরটি তারই মুখপত্র*।

পত্রিকাটির উদ্ভব ইতিহাসের পিছনে একটি বিশেষ ঘটনা আছে।

---

* কায়স্থ সমাজের সর্বপ্রথম মুখপত্রটি 'কায়স্থ কৌস্তুভ'। এটির প্রথম প্রকাশ ১৭ জুলাই ১৮৪৪ বাংলা ৩ শ্রাবণ ১২৫১। ঐ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১২ মার্চ ১৮৪৫) কায়স্থরা ক্ষত্রিয় কিনা সেই প্রসঙ্গটি সর্বপ্রথম আলোচিত হয়েছিল। সংখ্যাটির ভূমিকায় বলা হয়েছে—

"মনুষ্যের স্বীয় স্বীয় জাতীয় ধর্ম সনাতন হয় ঐ স্বধর্ম নাশ হইলে নরকে নিয়ত বাস করেন....কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা...যুক্তির দ্বারা কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহাই দৃঢ়রূপে পণ্ডিতদিগের বোধার্থে এবং সন্দেহ ভঞ্জনার্থে প্রকট করা যাইতেছে।"

পরবর্তীকালে কায়স্থ পত্রিকায় বার বার দেখা গেছে এই কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করার ব্যাপক আন্দোলন চলেছে। কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্পর্কে কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলি ছাড়া নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ (৩ খণ্ড, পৃ ৫৬৫) গ্রন্থে 'কায়স্থ' শীর্ষক আলোচনায় বিস্তারিত তথ্য ও প্রমাণ রাখা হয়েছে।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনায় ইংরাজ সরকার হিন্দু জাতিগুলির উচ্চ-নীচ সামাজিক স্থান নির্ণয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন রিস্‌লী সাহেবের হাতে। তিনি যে তালিকা প্রস্তুত করেন সেখানে কায়স্থগণের স্থান ছিল ষষ্ঠে। প্রথম থেকে পঞ্চম স্থানের ক্রম এই রকম—ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য। প্রকৃতপক্ষে, এই তালিকাই কায়স্থ সমাজের (বিশেষতঃ কলিকাতার কায়স্থ সমাজের) আত্মমর্যাদায় আঘাত করে। সেই আত্মাভিমানের পরিণাম বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নামে একটি জাতি-সভার সৃষ্টি। (২৫ ডিসেম্বর ১৯০১) যে সভার মুখপত্র কায়স্থ পত্রিকা।

সেনস্যাস পরবর্তী গণনার সময় সামাজিক উচ্চনীচ ভেদ না করে বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করে। কিন্তু কলকাতার প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ জাতির মর্যাদা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং সামাজিকতার উপর রিস্‌লী সাহেবের জাতপাতের ধাক্কাটি থেকে যায়। ক্রমে বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ বংশগুলির ধর্মনির্ভর উদারনৈতিক মানবিকতা ও যুক্তিশীলতার জন্য কায়স্থ পত্রিকা এক শ্রেণীর চিন্তাশীল সুধীবর্গের আত্মপ্রকাশের জায়গা হয়ে ওঠে। পত্রিকাটি একটি বিশেষ জাতির মুখপত্র হলেও সেখানে সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম এবং সামাজিক ইতিহাস সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা অনেক প্রথিতযশা পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দেখেছি; যেমন, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, বিশ্বকোষ প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, মনিষীপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। কায়স্থ সভার অধিকাংশ সদস্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের গঠনপর্বে কায়স্থ সভার অনেক ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।*

কিরণচন্দ্র এই সভার সঙ্গে শুরু থেকে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর যুক্ত ছিলেন

অবশ্য এ কথা সত্য, কায়স্থ-সমাজ কেবল ধর্মনিরপেক্ষ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারায় দীক্ষিত ছিল না; পরোক্ষে জাতি ও

[১৩০৯-১৩৪৭]। কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১৩৩২ থেকে ১৩৩৪ পর্যন্ত। সহযোগী-সম্পাদক ছিলেন ১৩৩৬ থেকে ১৩৩৭ পর্যন্ত।

সভা পরিচালনা, সভার কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করা, কায়স্থ-পত্রিকা সম্পাদনা করা ইত্যাদি সভা ও পত্রিকার বিভিন্ন কাজে কিরণচন্দ্র যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঐ সভা ও পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল মূলত কায়স্থ সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন। কিন্তু লক্ষণীয় অন্য কোন জাতি সম্প্রদায়ের প্রতি ঐ সভা কখনও বিদ্বেষ পোষণ করেনি। পত্রিকাটির মূলতঃ দুটি অংশ ছিল—

(১) সভার কার্য বিবরণী এবং কায়স্থ সভার বিভিন্ন সংবাদপ্রদান।
(২) সাহিত্য বিভাগ।

কিরণচন্দ্র লিখিত কার্যবিবরণী এবং রচনাগুলি থেকে দেখতে পাওয়া যায় তিনি কবিতা, প্রবন্ধ, বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ, বংশ ইতিহাস, ব্যঙ্গকৌতুক, স্ত্রীশিক্ষা, পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদি নানা বিষয় যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে নিয়মিত লিখতেন। কিরণচন্দ্র কায়স্থ কুলের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্পর্কে বেশ কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন। সামাজিক ক্ষেত্রে এই সভার অন্যতম অবদান বর্ণবিবাহ ও পণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। সভার কার্য-বিবরণীথেকে এ বিষয় অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা জানা গেছে।

প্রজাতি তত্ত্বের আলোকে এই সমাজ হিন্দু জাতি-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও চেষ্টা করেছে। কিরণচন্দ্র নিজে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে জানিয়ে-ছেন—কায়স্থসভার সৃষ্টি হইতে আজ ২৫ বৎসরের উপর আমি আমার স্বজাতি কায়স্থ সমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, এই দীর্ঘকালব্যাপী সেবা সাধনার মধ্যে সারা ভারতবর্ষ মধ্যে কায়স্থ জাতি বিষয়ক যে কোন শাস্ত্র, যে কোন শিলালিপি ও তাম্রশাসন, যে কোন কুলগ্রন্থ ও কুলপঞ্জী, যে কোন ইতিহাস ও ইতিকথা, যে কোন গাথা বা লৌকিককথার সন্ধান পাইয়াছি সেই সমুদয় মন্থন করিয়া কায়স্থ জাতিতত্ত্ব ও কায়স্থের অতীত গৌরবের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছি ও সঙ্কলন করিতেছি।"

কায়স্থ পত্রিকা পঞ্চবিংশ বর্ষ আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৩

প্রাবন্ধিক কিরণচন্দ্র

কায়স্থ পত্রিকার মধ্য দিয়ে কিরণচন্দ্রের প্রাবন্ধিক সত্তা আত্মপ্রকাশ করে। নৈয়ায়িকের মত তাঁর প্রবন্ধগুলিতে এক যুক্তিসিদ্ধ ভাববন্ধের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। অঙ্গরূপে, প্রকরণে, ধ্যান-ধারণায় চিন্তার অনুশাসন তিনি বজায় রাখতেন। একটি সুদৃঢ় সংহত বাক্যবন্ধের মধ্যে চিন্তার অবয়ব সৃষ্টি করাই প্রাবন্ধিকের লক্ষ্য। তিনি বিষয়ের উপর সহজ ও অনায়াস সন্তরণ করতেন। যেখানে জীবন-জিজ্ঞাসা গভীর সেখানে বাক্‌প্রতিমাকে একটি অনন্য বিন্যাসসূত্রে প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁর দক্ষতা ছিল। চিন্তার সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনে তাঁর পরিমিতি বোধ একটি সার্থক গদ্য রচনার নির্ঝর সৃষ্টি করেছে।

কয়েকটি উদাহরণের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করা যাবে তাঁর চিন্তার গভীরতা ও ঘনত্ব কত পরিণত। আচার্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ (২২ বর্ষ ফাল্গুন ১৩৩০) প্রবন্ধে তিনি স্বামীজীর ধর্মচিন্তাকে আত্মসাৎ করে বলেছেন—

"জগতে যত রকমের মতবিরোধ আছে, তন্মধ্যে ধর্মমতবিরোধের ন্যায় জগতের অনিষ্টকর মতদ্বৈধতা কোথাও নাই। আসল বিরোধ এইখানেই। অন্যান্য বিরোধ সহজে মেটে, কিন্তু এই বিরোধ সহজে মিটে না। কারণ এ বিরোধের মূলে সত্য নাই।"

সারস্বত সম্মেলনে আহ্বায়কের নিবেদনে বলেন "মাতৃভাষার দ্বারাই জাতির পরিচয়। ভাষা জননীই ভাবের প্রসূতি। ভাবই কর্মের প্রসূতি এবং কর্মই জীবন। আসুন শিষ্যের মত, ছাত্রের মত, মেষের মতো চিরকাল না থাকিয়া আমরা আচার্য্যের মত, শিক্ষকের মতো ও সিংহের মত দিবার জন্য কিছু সঞ্চয় করি। দেওয়াই ধর্ম, দেওয়াই কর্তব্য দেওয়াই জীবন।"

আবার ভাষা চিন্তার ক্ষেত্রে উত্তরায়ণ সম্মেলনের আহ্বায়ক হিসাবে চিন্তামূলক প্রবন্ধের পাশাপাশি বর্ণনামূলক প্রবন্ধেও তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি

লক্ষণীয়। বঙ্গেতর প্রদেশে কায়স্থ আন্দোলন প্রবন্ধে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থ সমাজ কিভাবে সম্মিলিত হয়েছে তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়া ঐ প্রবন্ধে সভাসমিতি পরিচালনা, বাণিজ্য, ফণ্ডতৈরী, শিক্ষা, বিবাহ, সমাজ-সংস্কার, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাদের লক্ষ্ণৌ, গয়া ইত্যাদি স্থানে কিভাবে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার বিশদ ও প্রামাণ্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ভাদ্র ১৩৩২-এ কায়স্থ পত্রিকায় তিনি একটি সংলাপধর্মী রঙ্গ ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন—'শ্রীচন্দ্র দত্ত বর্মা' ছদ্ম নামে। সেখানে আবার কৌতুক রচয়িতা কিরণচন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,

ওয়ালী—আমি সাজব দিদিবাবু-মেমসাহেবের আয়া,

ওয়ালা--বাবুর্চ্চি কি পিওন সেজে আমার ভারী পায়া

কোরাস—গণতন্ত্র প্রচার হলে ধারব নাক কারো ধার।

এ জাতীয় ব্যঙ্গ কৌতুকগুলিতে সেকালের ইংরেজ পোষ্য এক শ্রেণীর মানুষকে কটাক্ষ করা হয়েছে। আক্রমণের লক্ষ্য মনিব তোয়াজ। তাদের ব্যবসাকে নয়।

পত্রিকায় মোট ছয়টি সংলাপ ধর্মী কৌতুক প্রকাশিত হয়েছিল (১) গোয়ালা-গোয়ালিনী (২) ঝাড়ুওয়ালা-ঝাড়ুওয়ালী (৩) ভিস্তি-ওয়ালা-ওয়ালী (৪) জেলে-জেলেনী (৫) দরবেশের গান (৬) ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানী।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের সপ্তম সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলমটি লিখেছিলেন কিরণচন্দ্র। তাতে 'প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা' নামে একটি দীর্ঘপ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। নীচে কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ দেওয়া হল—

(১) "স্ত্রীলোক গৃহের লক্ষ্মী এবং তিনি ধরামণ্ডলের জননী। জননীর উপর সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রধান শিক্ষা নির্ভর করে। হিন্দু শাস্ত্রে আদ্যাশক্তির কল্পনা স্ত্রীলোক।"

(২) "বাৎসায়নের কামসূত্র। এই গ্রন্থে সাতটি অধিকরণ আছে অর্থাৎ সাতটি বিষয়। কামসূত্র যদিও রতিশাস্ত্র বলিলে পুস্তকখানির মর্য্যাদা ঠিক রক্ষা করা হয় না। ইহা একটি প্রকাণ্ড সভ্যতার আভ্যন্তরিক সমাজচিত্র। প্রকৃতপক্ষে এ পুস্তক প্রাচীন সভ্যতার গৃহস্থালী বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত অপূর্ব নিদর্শন। এই পুস্তকে "ভার্য্যাধিকারক" নামক চতুর্থ অধিকরণ অবলম্বনে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা কি রূপ শিক্ষা পাইত তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।"

"হিন্দু জাতি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কোন কালেই উদাসীন ছিলেন না। কন্যাঽপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া হতি যত্নতঃ" (কন্যাকেও পালন করিবে ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষিত করিবে।) মহাকবির ভাষায়—

গৃহিনী সচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ ॥

অথবা—কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী—
ধর্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা
রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ! সা প্রিয়া মে ॥ "

"হে লক্ষ্মণ! আমার প্রেয়সী সীতা কার্য্যকালে মন্ত্রণাদাতা, গৃহকর্মে দাসী, ধর্মকর্মে পত্নী, পৃথিবীর মত ক্ষমাশীলা, স্নেহে জননীসমা, শয়নে বেশ্যাবৎ মনহারিণী, রঙ্গরসে সখী, এই সকল গুণে গুণবতী ছিল।"

(৩) "বেদবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী মহিলাগণ সুপরিচিতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে জানা যায় মন্দালসা বিদুষী ও আত্মজ্ঞান বিশিষ্টা ছিলেন।"

(৪) "সংসারে সকলের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে। কাদের সঙ্গে মিশবে না—ভিক্ষুকী, শ্রমণা, কুলটা, কুহকা মূলকারিকা (বশীকরণ কার্য্যকারিণী)"

(৫) "দন্ত পরিষ্কার রাখিবেন, শরীরে কোনরূপ দুর্গন্ধ না হয় বা না থাকে, এমনকি ঘর্মজনিত দুর্গন্ধও যাহাতে না থাকে তাহা করিবেন। শরীর সংস্কার না করিরা বেশভূষা না পরিয়া নির্জন স্থানে স্বামীর সম্মুখে

থাকিবেন না (কেন না মলিন-বেশ-দেখিলে স্বামীর বৈরাগ্য জন্মিতে পারে।)”

(৬) “মহাভারতের বনপর্বে দ্রৌপদী-সত্যভামার সংবাদ হইতে ভারতবর্ষে তৎকালীন স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে আমাদের অসুবিধা হয় না।”

ইছাপুরের বসুমল্লিক বংশ

কায়স্থ-পত্রিকায় চৈত্র ১৩৩১ বঙ্গাব্দে ইছাপুরের বসুমল্লিক বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন কিরণচন্দ্র। প্রবন্ধের নাম—স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক ও ইছাপুরের বসুমল্লিক বংশ।

এই প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় ডাক্তার সুরেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে রণক্ষেত্রের সেবা-স্বেচ্ছাসেবক রূপে Bengal Ambulance Crops নামে এক সেবাব্রতধারী সঙ্ঘ গঠন করেন। পরে বাঙালীর শক্তির আরও উচ্চতর প্রকাশ প্রচার আবশ্যক-বোধে ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক বাঙালী সেনাদল গঠনে উদ্যোগী হন। ক্রমে ইহা Bengal Regiment নামক সেনাদলে পরিণত হয়। ১৯১৮ সালে বাঙালী সেনাদলের একটি শাখা লক্ষ্মী দত্ত লেনস্থ লক্ষ্মীনিবাসে দুইদিন আসেন এবং কিরণচন্দ্র কর্তৃক অভিনন্দিত ও মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত হন। এই আনন্দ সম্মেলনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত থেকে সকলকে আশীর্বাদ করেন।

সম্পাদক কিরণচন্দ্র

কিরণচন্দ্র সম্পাদকীয় রচনায় কতখানি চিন্তাশীল ছিলেন তার প্রমাণ আছে কায়স্থ পত্রিকার চতুর্বিংশ বর্ষে।

কায়স্থ পত্রিকার (ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩২) চতুর্বিংশ বর্ষের সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে দেখা যায় সম্পাদক পত্রিকার একটি ধারা বাঁধবার চেষ্টা করছেন। ইতিহাস, ধর্ম, জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, গল্প ও ভ্রমণবৃত্তান্ত,

কবিতা, অন্নসমস্যা সমাধানের কথা, স্বাস্থ্য ও কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশেষ প্রযত্ন এবং বিশিষ্ট কায়স্থগণের চরিতাভিধান ও অপ্রকাশিত বিশিষ্ট বংশাবলীর পুরুষ পরম্পরায় কারিকা প্রকাশ করবার আগ্রহ সম্পাদক প্রকাশ করছেন।

চতুর্বিংশ বর্ষে ফাল্গুন ১৩৩২, ১১ সংখ্যায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উপর দুটি মুল্যবান আলোচনা করেন।

(এক) বিদ্যার উৎসাহ দাতা স্বামী বিবেকানন্দ।

(দুই) হৃদিবান শ্রীবিবেকানন্দ।

কায়স্থ-সভা

[১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১০ পৌষ (২৫ ডিসেম্বর ১৯০১) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তার পাঁচমাস আগে ৬ শ্রাবণ সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল।]

কায়স্থ-সভার মূল লক্ষ্য ছিল কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় হিসাবে চিহ্নিত করা। সে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্নে একটি বিশেষ অঙ্গ কায়স্থ-সমাজে উপনয়ন বিধি প্রচলিত করা। কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এক উদার মানবিক দৃষ্টিকোণও চোখে পড়ার মত। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে কায়স্থ সমাজ 'বরপণের ভূত' নামে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তারই সঙ্গে কতকগুলি সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি তারা গ্রহণ করে। কর্মসূচির কিছু উল্লেখ করলেই আমরা কায়স্থ সমাজের সামাজিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গীটি বুঝতে পারব, যেমন:

(এক) সহরে চুরি ও ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিত্তশালী কায়স্থ সমাজ নিতান্ত ভীত হয়ে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সঙ্গে একযোগে আন্দোলনে নামে।

(দুই) দরিদ্র মেধাবী কায়স্থ ছাত্রদের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা।

(তিন) বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ এবং পণের দাবী বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা।

(চার) কায়স্থ-সভায় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে অভাবগ্রস্থ উপবীতি কায়স্থদের সাহায্য করা।

(পাঁচ) দরিদ্র বিধবার জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা।

(ছয়) সংস্কৃত কলেজের কায়স্থ ছাত্রদের বেদ-বেদান্ত পাঠের অধিকার বিষয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা।

কায়স্থজাতিকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ও কয়েকটি সংস্কৃত পরীক্ষার বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করার আন্দোলন সম্পর্কে ১২ জুলাই ১৯৩১ কায়স্থ সভায় সবিশেষ আলোচনা করা হয়। পরে অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৪ জুলাই ১৯৩১ সংস্কৃত কলেজে কায়স্থ জাতির অধিকারের প্রশ্নে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল।

(সাত) প্রত্যেক কায়স্থ পরিবারকে দেশের অন্নসমস্যার দিনে চরকা প্রচলন এবং খাঁটি খদ্দর ব্যবহারের জন্য অনুরোধ।

(আট) কায়স্থ সমাজের বিবাহবিধি সরলীকরণ এবং পণপ্রথার উচ্ছেদ।

(নয়) স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার।

একাদশ অধ্যায়

বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়ন

(১৯০৮—১৯২২)

[স্থান : ৬৭ রামকান্ত বসু স্ট্রিট ' পরে ১ লক্ষ্মী দত্ত লেন]

সূচনা—বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়ন এক সময় উত্তর কলিকাতায় গিরিশ নাটকাভিনয়ে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। গ্রুপ থিয়েটারের মতনই ঐ সংস্থা নাট্য-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। কিরণচন্দ্র ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের নাট্যাচার্য এবং নাট্যপরিচালক। নাট্যপ্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পল্লীর তরুণ যুবকেরা তাদের অবসর সময় সংস্কৃতি চর্চা করবে, নাট্য শিল্পের নন্দনতত্ত্বেকে আত্মস্থ করবে এই মহতী আশাকে সামনে রেখেই কিরণচন্দ্র জানিয়েছিলেন—Giving particular stress on the culture of the histrionic art. For dramatic representations have two good objects the first is to amuse, to entertain and relax the mind after fatigues and cares of business ; the second is much more noble one, they are intended to cultivate and refind the heart and to expand and enlighten the understanding.

An Introduction by K. C. Dutta. 22 August 1909

তাঁরই নির্দেশনায় ঐ বছর প্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য অভিনীত হয়। সেই সময় কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলে সোস্যাল ইউনিয়নের মত নাট্য সংস্কৃতির চর্চা থাকলেও বাগবাজারে এজাতীয় কোন সংস্থা ছিল না। কিরণচন্দ্র বাগবাজারে একটি মহৎ-লক্ষ্য নাট্য সংস্থা স্থাপন করলেন। যে প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার শপথ গ্রহণ করেছিল।

ইউনিয়ন তার প্রথমবার্ষিক অধিবেশনে জানিয়েছিল—**This little union will be an object of attraction to the general public and will be the means of diffusing a healthy aroma of universal brotherhood, love and charity.**

নাট্যচর্চার পিছনে তরুণ কিরণচন্দ্রের কলেজজীবনের নাট্যচর্চা ও গিরিশ নাট্য আন্দোলনে তাঁর ব্যক্তিগত সংযোগ কার্যকর ছিল।

ছাত্রজীবনে অভিনয় ও নাট্যচর্চা

ছাত্রজীবনে কিরণচন্দ্র অভিনয়, আবৃত্তি এবং সাহিত্য রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াকালীন তিনি নাটকাভিনয়ে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিলেন।

The Calcutta University Magazine, (October 1898) থেকে জানা যায় ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন—বিচারক শ্রীযুক্ত গুরুদাস ব্যানার্জী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১৮৯৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে 'মেঘনাদবধ' নাটক অভিনীত হয়। কিরণচন্দ্র রামের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। **The Indian Mirror (February 1, 1899)** জানায়—"**but the palm must be given to Rama. Never have we seen such a difficult part performed so admirably. The audience were simply electrified by his acting.**

Statesman পত্রিকা জানিয়েছিল **(February 17, 1899) The principal characters were well sustained, displaying dramatic alent."** কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ ২৬ ফেব্রু-আরি ম্যাকবেথ নাটক মঞ্চস্থ করে। কিরণচন্দ্র ম্যাকডফ চরিত্রে

অভিনয় করে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে (২৪ বৈশাখ, ১৩০৭) কিরণচন্দ্রের পরিচালনায় "কয়েকজন উৎসাহী যুবকের দ্বারা 'কুরুক্ষেত্র' অভিনয় হয়। "শ্রীমান কিরণচন্দ্র দত্ত যে এমন সুন্দর অভিনয় (অর্জুনের ভূমিকায়) করিতে পারেন, ইহা আমরা এই প্রথম দেখলাম।"

আনন্দবাজার পত্রিকা—২৭ বৈশাখ, ১৩০৭

তাঁর অভিনয় ও আবৃত্তি বিষয় তৎকালীন সোমপ্রকাশ ও বসুমতী পত্রিকা অত্যন্ত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করে।

নাট্যপরিচালক কিরণচন্দ্র

কিরণচন্দ্রের ছাত্রজীবনে আবৃত্তি ও নাটকে যে প্রতিভার স্ফুরণ তারই প্রতিষ্ঠা বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়নে। কিরণচন্দ্র প্রতিষ্ঠাকাল (১৯০৮-১৯২২) থেকে এটির নাট্যাচার্য ও পরিচালক।

ইউনিয়নের দুটি বিভাগ ছিল নাটক বিভাগ এবং সাহিত্য বিভাগ। এছাড়া ইউনিয়ন আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল। নাটক বিভাগে কিরণচন্দ্র পরিচালিত নাটকের কিছু নমুনা—

২২ আগষ্ট, ১৯০৯ : মেঘনাদবধ—নাট্যরূপ কিরণচন্দ্র দত্ত।

অভিনয়ের আগে উদ্বোধন সংগীত এবং নাটকের প্রস্তাবনা সংগীত কিরণচন্দ্র রচিত।

১ জানুআরি, ১৯১২ : বীরের শোক—মূলসূত্র, নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র, নাট্যরূপ—কিরণচন্দ্র দত্ত।

আনন্দবাজার পত্রিকা (৪ মাঘ ১৩১৮) প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য করে।

২ মার্চ, ১৯১৩ : প্রথমে ভারতবন্দনা গীত (কিরণচন্দ্র লিখিত) শেষে গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেব নাটকাভিনয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা ও বঙ্গবাসীতে প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত।

২৭ মার্চ, ১৯১৫ : ক্ষীরোদপ্রসাদের বরুণা।

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ : নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র ও ক্ষীরোদ প্রসাদের বরুণা।

১২ এপ্রিল, ১৯১৮ : ক্ষীরোদ প্রসাদের ভীষ্ম। (স্টার থিয়েটার)

The audience seemed to be charmed and paralised by the beautiful style of acting.

—Amrita Bazar Patrika. 19.4.1918.

২ জুন, ১৯১৯ : গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডব গৌরব। (মির্ণাভা থিয়েটার)

নাটকাভিনয়ের বিবরণ মন্তব্যসহ অমৃতবাজার পত্রিকা (৭.৬.১৯১৯) 'ও দি বেঙ্গলী'তে প্রকাশিত হয়।

২২ মে, ১৯২২ : পাণ্ডব গৌরব। (স্টার থিয়েটার)

রামকৃষ্ণ মিশনের খরা ত্রাণে সেবাসত্রের জন্য অভিনয়

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন "সেবাসত্র" খোলে এবং দেশবাসীর কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন জানায়। বাগবাজার সোশ্যাল ইউনিয়ন ঐ ভাণ্ডারে সাহায্য করার জন্য নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের বরুণা অভিনয় করে,* বিক্রয়লব্ধ ৭৫০ টাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্বামী সারদানন্দ ধন্যবাদ জানিয়ে কিরণচন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। ৬ অক্টোবর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী প্রেমানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে ৭৫০ টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদ পাঠান। স্বামী সারদানন্দ দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়কে ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে আর্তসেবার কাজে লিপ্ত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দের চিঠিটি পরের পাতায় মুদ্রিত করা হল।

---

* ৯/২ বিডন স্ট্রিটে অবস্থিত 'থেস্পিয়ান টেম্পল' নামক রঙ্গমঞ্চে (Site of the old Royal Bengal Theatre) অভিনয় হয়। বর্তমানে বিডন স্ট্রিট পোস্টঅফিস যে স্থানে অবস্থিত।

UDBODHAN OFFICE
1, Mukherji Lane, Baghbazar, Calcutta
Dated 6th Oct. 1915

To

Srijut Kiran Chandra Dutt and Srijut Jitendra Nath Dutt,
Director and Hony. Secy. of The Baghbazar Social Union.

Dear Sir,

Your kind contribution on behalf of the members of the Baghbazar Social Union, of Rs. 750/-only, towards famine relief operations of The Ramkrishna Mission, has duly come to hand. I take this opportunity to thank you and all the members of the Union, severally and jointly for the same and congratulate you on the unique success of your noble effort to raise the amount. You have indeed demonstrated the fact that all the different clubs and Unions of the town can help the starving hundreds of our countrymen at this critical hour if they have the mind only to do so.

May the Union's efforts to help the cause of suffering humanity be always attended with such success and may its members always earn the blessing of the Lord by such disinterested works as the present, is the sincere prayer of.

Yours in the Lord
Saradananda
(Secy. R. K. Mission)

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে দর্জিপাড়া অঞ্চলের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়ন বন্যা পীড়িতদের সাহায্যের জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত অর্থ বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদক কিরণচন্দ্রের হাতে তুলে দেয়। ঐ সংবাদ দি

বেঙ্গলী* এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সোস্যাল ইউনিয়নের নাটক চর্চায় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিবর্গ উপস্থিত থেকে উৎসাহ দিতেন। ১২ এপ্রিল ১৯১৮ ইউনিয়নের নবম বার্ষিকী নাট্যানুষ্ঠানে স্টার থিয়েটার দর্শক সমাগমে পরিপূর্ণ ছিল, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রাসঙ্গিক উক্তি এই রকম :-

The spacious auditorium of the Theatre was literally packed with the elite of the Calcutta Society with a sprinkling of a Sadhus of the Belur Math and members of the famous Japanese merchants of the city. (A. B. P—19.4.1918)

---

* দি বেঙ্গলী পত্রিকার প্রতিবেদন—

"Babu Kiran Chandra Dutt writes from Baghbazar :

The following contributions have been received and made over to the authorities of the Rama Krishna Mission for North Bengal Flood Relief on behalf of the Rama Krishna Mission :

From Baghbazar gentlemen and boys Rs. 293. Massrs. Ralli Bros. Cossipore Agency European and Indian staff Rs. 283, S. Babu Krishna Vihary Banerjee, Baghbazar Rs. 51. Collected by Sj. Radha Raman Nandi from Khoksa Janspur, Nadia Rs. 50, Golabary Press House, Baghbazar. (Europeans and Indians) Rs. 46, Vivekananda Society Calcutta Rs. 55-8 Mr. Surendra Nath Guha, Entally Rs. 10. Sj Nobin Chandra Das, Baghbazar Rs. 5. Sj. Kali Krishna Chatterjee, Baghbazar Rs. 2. Total Rs. 796.

Besides the above sum 8½ mds. of rice has been made over to Bengal Relief Committee and 28 seers of rice and 12 new and 145 old cloths to the R. K. Mission Relief Fund. [7 Nov. 1922]

ইউনিয়নের দশম বার্ষিক অনুষ্ঠানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত ছিলেন বিদগ্ধ দর্শকের উপস্থিতিও কম ছিল না।

As previously announced this anniversary celebration came off with due eclat on Monday last, at the Minerva Theatre. The whole auditorium was filled up with Indians of light and leading and a sprinkling of the European community. His Holiness Swami Brahmananda, the president of the Ramkrishn Mission, with his Sonnyasi disciples, occupied the seat of honour.

The meeting opened at 9 P. M. and Rai Bahadur Ashutosh Banerjee, M. A. the president of the General Section of the Union, welcomed the distinguished guests in a nice little speech and spoke a few words on the utility of social union. Then the Director Babu Kiran Chunder Dutt, gave a short report of the activities of the Union in its tenth year and expressed great sorrow at the ultimely death of two of its prominent members, who fell a victim to the dreadful Influenza epidemic last year—the late Babus Subodh Kumar Banerjee and Sailendra Bhusan Mitra. Next he read an introductory Poem explaining the aims and objects of the Union, which was much appreciaated.

After the Director's famous song "Bharata-Bandana Giti" was sung by the members, the curtain rose at 9-30 P.M. Girish Chandra's "Pandava Gauraba", the great mythological drama was enacted by the members and the piece, in one word, never flagged in interest from start to finish. Acting, songs, dresses and sceneries were all that could be desired. Year after year this Union seems to show signs of improvement and its Director, Babu Kiran Chander Dutt, its energetic Secretaries Babu A. N. Mukherjee and J. N. Datta aud the

group of amateurs of Baghbazar are to be congratulated upon their success. —"Amrita Bazar Patrika."—June 1919

বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়নের সভ্যবৃন্দ মূলতঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি অভিনয় করতেন। ঐ সময় পেশাদারী মঞ্চের পাশাপাশি অপেশাদারী উৎসাহী যুবকদের কেন্দ্র করে নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা এবং তার সাফল্যে নাট্যসাহিত্য ও নাট্যমঞ্চের উপব কিরণচন্দ্রের সাধনা ও সিদ্ধিকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

বাগবাজারে অপেশাদারী নাট্য আন্দোলন—১৯০৮-৯

নাট্যাচার্য ও পরিচালক শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়নের দুটি বিভাগ ছিল। (ক) সাহিত্য বিভাগ (খ) নাট্য আলোচনা ও অভিনয় বিভাগ।

সাহিত্য বিভাগ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (প্রধান-শিক্ষক, মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়) সহকারী-সভাপতি, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, (সম্পাদক, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী)

নাট্যবিভাগ

সভাপতি—নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ সহকারী-সভাপতি —সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, সম্পাদক—শ্রীপ্রভাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রমথনাথ বসু। প্রথমে প্রমথ বসু সম্পাদক ছিলেন ও প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ম্যানেজার ছিলেন শ্রীজিতেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নাট্যাভিনয়ের কার্যালয় ৬৫, রামকৃষ্ণ বসু স্ট্রীট, ব্রজবিহারী সোম মহাশয়ের বাড়ীতে।

নাট্য বিভাগের প্রথম অধিবেশন ও প্রথম নাট্যাভিনয় রজনী ২২ আগষ্ট ১৯০৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র এটি নাটকাকারে পরিবর্তিত করেন। এটি চার অঙ্কে বিভক্ত

বেলভেডিয়ারে ৪ মার্চ ১৮৯৯ লেফ টেন্যান্ট গভর্নর জন উডবার্ণের সঙ্গে কিরণচন্দ্র (চিহ্নিত ব্যক্তি) দ্র প—১১৫

THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

Evening Party—to B. G. Tilak

Albert Hall—The 29th December 1901.

1. *Concert* :—Babu Nani Lall Neogi.
2. *Song* :—Babu Rabindranath Tagore.
3. *Recitation* :—(1) English—Mr. Satyendranath Tagore.
4. *Song* :—Kumar Pramatha Nath Roy Chowdhuri.
5. *Recitation* :—(1) Bengali—Babu Kiran Chandra Dutta.
   (2) Sanskrit—Shatabadhani Sriram Shastri.
6. *Songs* :— (1) Jayadeva and (2) Vidyapati—
   Prof. Mahendra Nath Banerjee.
7. *Theatricals* :—(1) Sketches by
   Babu Ardhendu Sekhar Mustaphi.
   (2) Scenes from Mrichchhakatika in Sanskrit,
   Bhowanipur Vinapani Samiti.

(FIFTH ACT)

1st Scene—Road.

Vidusaka.

2nd Scene—Garden.

Charudatta, Vidusaka & Kumbhilaka.

3rd Scene—Road.

Bandhula, Bita, Vasantasena. Female attendants and Vidusaka.

4th Scene—Garden

Vasantasena, Charudatta & Famale attendant.

8. *Gramophone* :—Babu Ganendra Nath Tagore.
9. *Comic Songs* :—Mr. D. L. Roy and Babu Rajani Kanta Sen B.L.
10. *Graphophone* :—Kumar Pramatha Nath Roy Chowdhury.
11. *Concert.*

Four Original Oil paintings, showing changes in the face under different emotions.—Sitting by Babu Ardhendushekhar Mustaphi—the great Actor By Babu Upendranath Sinha.

ছিল। নাটকের পাণ্ডুলিপি কিরণচন্দ্র স্বয়ং প্রস্তুত করেন। ১৫টি দৃশ্যে অভিনয় হয়। নাটকটি অভিনীত হয় ৬৭, রামকান্ত বসু স্ট্রীটে রায়বাহাদুর অভয়চরণ মল্লিকের বাড়ীতে।

বেলভিডিয়ারে : ১৮৯৯

ছাত্রজীবনে কিরণচন্দ্র মেঘনাদবধ নাটকাকারে যখন অভিনয় করেন (২৭ জানুআরি ১৮৯৯) তখন রামেব ভূমিকায় কিবণচন্দ্রের অভিনয় দক্ষতাব খ্যাতি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে; লেফ্‌টেন্যাণ্ট গর্ভনর স্যার জন উড্‌বার্ণ অভিনয় দেখাব ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৬ ফেব্রুআবি ১৮৯৯ কলকাতাব বিশিষ্ট নাগবিকবৃন্দের সঙ্গে স্যাব জন উড্‌বার্ণ আসেন অভিনয় দেখতে। সকলেই খুব প্রশংসা কবেন। ৪ মার্চ ছোটলাট বাহাদুর বেলভিডিয়ারে তরুণ সভ্যবৃন্দকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন। 'মিবর' দ্বিতীয় অভিনয় সম্পর্কে ১৯ ফেব্রুআরি লেখে—As usual Babu Kiran Chandra Datta of Presidency College acted the part of Rama admirably well and carried the audience along with him.

অভিনয় চলাকালীন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লাটসাহেবের পাশে বসে সকল ঘটনা বুঝিয়ে বলছিলেন; নাটকের একটি দৃশ্যে বামচন্দ্র নতজানু হয়ে স্তোত্রপাঠ করছিলেন, তখন গভর্ণর স্যার জন উড্‌বার্ণ হবপ্রসাদ শাস্ত্রীকে প্রশ্ন কবেন, I think prince of Ayodhya in prayer?" শাস্ত্রীমশাই 'yes' বলামাত্র উড্‌বার্ণ সাহেব নতমস্তকে উঠে দাঁড়ান। লাট বাহাদুর দণ্ডায়মান হওয়ামাত্র চারশ দর্শক তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এটি একটি অভিনব ঘটনা।

বিজয়া সম্মিলনী ও প্রথম বার্ষিক অধিবেশন

রবিবার ২১ কার্তিক ১৩১৬ ইং ৭ নভেম্বর ১৯০৯। স্থান—ইউনিয়নের গৃহ প্রাঙ্গণ। সাহিত্য বিভাগের সভাপতির অনুপস্থিতিতে

প্রতিষ্ঠানের সহকারী-সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১১ নভেম্বর ১৯০৯ অমৃতবাজার অধিবেশন ও অভিনয়ের বিবরণ-সংবাদ প্রকাশ করে। ঐ সংবাদ থেকে আমরা জানতে পারি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রথমে বাংলা ভাষায় লিখিত সুললিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের বিষয় "সোস্যাল ইউনিয়নের অরাজনৈতিক আবেদন (প্রয়োজনীয়তা)।" এরপর পি. এন. বসু রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন এবং বাবু পি. সি. চ্যাটার্জী সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ থেকে পাঠ করেন। বিবেকানন্দের গদ্য থেকে পাঠ করেন কিরণচন্দ্র দত্ত। মঞ্চটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তৈরী করা হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত "বুদ্ধদেব" নাটকের চারটি দৃশ্য অভিনীত হয়। পনের মিনিটের বিবতির পর কাওয়ালা গান পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে বাগবাজারেব অপেশাদারী অর্কেষ্ট্রা পার্টি বাদ্য বাজান। উৎসব সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫ কার্তিক ১৩১৬ বৃহস্পতিবার লেখে—"বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়ন বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষ্যে বাগবাজাব সোস্যাল ইউনিয়নের পরিচালক, নাট্যাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় নানা বিষয়ক নির্দোষ আমোদ প্রমোদ ও সাহিত্যালোচনের বন্দোবস্ত করিয়া উপস্থিত জনগণের প্রীতি বর্ধন করিয়াছিলেন। আরৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, অভিনয়, সঙ্গীত প্রভৃতিতে কৃতিত্বের পরিচয় ছিল অবশেষে জলযোগের ব্যবস্থায় বিজয়া মিলন "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হইয়াছিল। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তের আদর অভ্যর্থনায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিল, এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র।"

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন

অধিবেশন রবিবার ১৪ জানুআরি ১৯১২ (২৯ পৌষ ১৩১৮) অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত হেমকুমার মল্লিক (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বর্ধমান।) স্থান ইউনিয়ন প্রাঙ্গণ। প্রায় দুই শতাধিক পুরুষ ও

একশ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকা ১৭ জানুআরি ১৯১২ লিখছে—Then the performance of Nabin Babu's "Birer Soka" (from Kurukshetra) dramatised by Babu Kiran Chandra Dutt,—the Director of the union,—began at 9 p. m. on the beautiful miniature stage created for the occasion.

বিবরণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে টুকরো সম্পাদকীয় মন্তব্যে (scrap) অমৃতবাজার লেখে—Great credit is due to Babu Kiran Chandra Dutt and his collegues of the Baghbazar Social Union, Ramkanta Bose's Street, for the very successful treat provided by them to members neighbours and invited guests on Sunday last, on the occasion of the third anniversary of the Institution ......The premises of the club was tastefully decorated and brilliantly lighted. There are recitations, both English and Bengali ... Such gatherings do a lot of good by providing healthy and innocent amusment. —Wednesday, 17. 1. 1912

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত নাট্যমন্দির মাসিক পত্রিকা [৭।৮ সংখ্যা মাঘ ও ফাল্গুন ১৩১৮] নাট্যপ্রসঙ্গ পরিচ্ছেদে ৬২৫ পৃষ্ঠায় অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানাচ্ছে "বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়নের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে সভা সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই ইউনিয়নের নাট্যবিভাগের সভাপতি ছিলেন। অনেকগুলি সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুবক এই ইউনিয়নে সংশ্লিষ্ট। উক্ত বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে ইউনিয়নের সভ্যগণ ইউনিয়নের পরিচালক ও নাট্যাচার্য্য সুলেখক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত কর্তৃক কবিবর নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' হইতে নাটকাকারে গ্রথিত 'বীরের শোক' অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল। আমরা এই ইউনিয়নের সাফল্য কামনা করি।"

উৎসবের যে 'পরিচয় সূচী' প্রকাশিত হয় সেখানে প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্র

গুপ্তের 'মায়া' কবিতাটি বিশ্বনাট্য কলা নামে প্রকাশিত হয়। কিরণচন্দ্র রচিত উৎসব আবাহনগীতি* এবং বীরের শোক নাটকটির নাট্যপরিচয় লিপিবদ্ধ হয়।

চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন

ইউনিয়নের সভাগৃহের পিছনে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে বিস্তৃত মণ্ডপ সুসজ্জিত করে ২ মার্চ ১৯১৩ অধিবেশন বসে। নাট্যানুষ্ঠানে ছয়শ' দর্শক উপস্থিত ছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখ বেলুড় মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। রায় বিনোদবিহাবী বসু সভাপতিব আসন অলঙ্কৃত করেন। কিরণচন্দ্র রচিত স্বদেশী সঙ্গীত 'ভারতবন্দনা' গানটির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়।

ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হবিপদ ভট্টাচার্য, আনন্দচন্দ্র মিত্র, ক্ষীবোদ-বিদ্যাবিনোদের রচনা ও কালিদাসেব রচনাংশ পাঠ করেন। নাট্য বিভাগেব সভাপতি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং সাহিত্য বিভাগের সভাপতি শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। 'বীরেরশোক' ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধদেব চরিত' এই দুটি নাটক অভিনীত হয়। বুদ্ধদেব চরিত অভিনয়ের আগে ইউনিয়নের নাট্যাচার্য কিরণচন্দ্র ঐ নাটকে নিজ সৃষ্ট একটি চরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলেন। ঐ অনুষ্ঠানের সংবাদ অমৃতবাজার পত্রিকা ৫ মার্চ ১৯১৩ বুধবার, দি বেঙ্গলী পত্রিকা ৬ মার্চ ১৯১৩

---

* এই আমাদের সম্মেলন—নয় ত কিছু নূতন তেমন।
নূতন ধাঁজে, নূতন সাজে লাগছে বটে কেমন কেমন॥

* * *

আমরা চাই বালক বুড়ো রাখবে না ক' আপন-গোপন।
রোজ মিলে মিশে হেথা এসে প্রেমের বীজ করবে রোপণ॥

* * *

কোন্ রকমে করতে হবে মরুর মাঝে জল সেচন;
শুকনো মুখে হাসির রেখা তুলতে প্রাণে আকিঞ্চন॥

বৃহস্পতিবার, বঙ্গবাসী ২৪ ফাল্গুন ১৩১৯ শনিবার, আনন্দবাজার ৬ মার্চ ১৯১৩ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়।

ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন স্থান ১৬/১ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট বাগবাজার কৃষ্ণলাল দত্তের বাড়ী

অভিনীত নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের বরুণা। অনুষ্ঠান সূচী থেকে আমরা জানতে পারি সাধারণ (সাহিত্য) বিভাগের সভাপতি শিক্ষাব্রতী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু সভাপতি নির্বাচিত হন।

রবীন্দ্র কবিতা, সংস্কৃত কবিতা ও ইংরাজী কবিতা বিভিন্ন ব্যক্তি আবৃত্তি করেন। নাটকাভিনয়ের আগে মঙ্গলাচরণ হিসাবে কুশীলব রূপে জিতেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ও যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'হর নাচত গায়ত গঙ্গাধর' গানটি গেয়েছিলেন। বরুণা নাটকে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের দশটি গানের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি অনুষ্ঠান সূচিতে আছে। এর মধ্যে সপ্তম সংখ্যক গানটি কিরণচন্দ্র রচিত। অষ্টম গানটির (অভিরাম ও মাধবীর দ্বৈতগীত) মহড়াটুকু কিরণচন্দ্র পরিবর্তিত করেন।

অধিবেশনে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ সহ বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বরুণা নাটকে গানের নব সংযোগ ও পরিবর্তন সম্পর্কে নাটক শেষে ক্ষীরোদপ্রসাদ কিরণচন্দ্রকে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করেন এবং বলেন—বৈতনিক রঙ্গালয়ের নানাস্তরের দর্শকের মনস্তুষ্টির জন্য নাট্যকারগণকে শুদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে কিছু কিছু চটুল রস পরিবেশন করতে হয়। যেটা প্রকৃত সুধীসমাজ সমর্থিত নয়। "তোমার (কিরণচন্দ্র) শ্রোতৃবর্গ সম্ভ্রান্ত ও সুধী। আশীর্বাদ করি তুমি রচনায় সিদ্ধ হও।"

নবম বার্ষিক অধিবেশন

১২ এপ্রিল ১৯১৮ ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' (স্টার থিয়েটারে) নাটকাভিনয় হয়। ১১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার অমৃতবাজার পত্রিকা

লিখছে "Admission is free by tickets, which are to be had at the Lakshmi Nivas Baghbazar."

দশম বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চ। সোমবার ২ জুন ১৯১৯। অধিবেশনের বিজ্ঞাপন অমৃতবাজার পত্রিকা ৩১ মে ১৯১৯ এবং বেঙ্গলী ১ জুন ১৯১৯ প্রকাশিত হয়। অধিবেশনে ইউনিয়নের সভ্যগণ গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব গৌরব' অভিনয় করে। বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গের মধ্যে তদানীন্তন রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভ্রাতৃ ও শিষ্যগণ সহ প্রধানঅতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। অমৃতবাজার অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করে—Year after year this union seems to show signs of improvement and its director, Babu Kiron Chandra Dutt, its energetic secretaries Babus A.N. Mukherjee & J. N. Dutta and the group of amateurs of Baghbazar are to be congratulated upon their success."

বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়ন কোন দীর্ঘস্থায়ী নাট্য-আন্দোলন নয়, অল্পকালের ঐ নাট্য আন্দোলন নতুন কোন নাট্যধারার সূচনাও করেনি। নাটক নির্বাচনে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের ধারাটি কালগত। সমকালীন বাংলা নাটকের ধ্রুপদী ধারাটিকে ইউনিয়ন আত্মসাৎ করে।

বাগবাজারে একটি নাট্য সংস্থা প্রতিবছর গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, নবীনচন্দ্রের নাটক অভিনয় করছে শিল্পকলাকে সমাজ স্বার্থে 'প্রদর্শনী রজনী' হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে, এগুলিতে কেবল নতুনত্ব নেই ; একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকারও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। নাটক কেবল চিত্তবিনোদনের শৌখিন মজদুরী নয়, সেখানে যেমন জীবনের নানা জটিলতা দৃশ্য ও শ্রুতির অন্তর্গত তেমনই তাকে সমাজ কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত করে অভিনয় কলাকে সমাজ সচলতার সঙ্গে সমীভূত করা—একটি প্রগতিশীল আধুনিক নন্দন দৃষ্টি নয় কী ?

দ্বাদশ অধ্যায়

উত্তরায়ণ সম্মেলন

'শিক্ষার মাধ্যম হোক মাতৃভাষা'

ভারতে ভাতু ভারতী

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতা শ্রেষ্ঠ তপ।

পিতার প্রীতিতে প্রীত দেব দেবী সব ॥

আগামী ৩০ এ পৌষ ১৩৩৩, ইংরাজী ১৪ই জানুয়ারী ১৯২৭, শুক্রবার, উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূত বাসরে সন্ধ্যা ৬ টায় ১, লক্ষ্মী দত্ত লেনস্থ, বাগবাজার "লক্ষ্মী নিবাসে" শ্রীশ্রীবাণীচরণ কমল মধুপগণের শুভ সম্মেলন হইবে। এই সম্মেলনে বঙ্গ সাহিত্যের দিকপাল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম এ. বার এটল* মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক এই সারস্বত সম্মেলনে যোগদান করিয়া দীন আহ্বায়ক ভ্রাতৃদ্বয়কে কৃতার্থ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

লক্ষ্মীনিবাস
১, লক্ষ্মীদত্ত লেন,
বাগবাজার, ২৭ এ পৌষ '৩৩

ভবদীয় গুণমুগ্ধ ও শ্রদ্ধানিবদ্ধ
শ্রীহরিপদ দত্ত
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, আহ্বায়ক।

সারস্বত সম্মেলনের আমন্ত্রণ পত্রটি (৩০ এ পৌষ ১৩৩৩) একটি সাফল্য মণ্ডিত সাহিত্য সভার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনের লিপি। এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২৯ পৌষ। কিরণচন্দ্রের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের জন্মদিন উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ১২৪৮ বঙ্গাব্দে। পিতার ঐ জন্মদিনকে স্মরণ করে এক অভিনব সাহিত্য সভার উদ্দেশ্য নিয়েই

* পরিশিষ্টে পত্রাবলী অংশে পৃঃ ৬১ প্রমথ চৌধুরীর চিঠিটি দ্রষ্টব্য

উত্তরায়ণ সম্মেলনের সূত্রপাত। ঐ সম্মেলনের আগে লক্ষ্মীনারায়ণের জন্মদিনকে স্মরণ করে এক ঘরোয়া পরিবেশে আত্মীয়সভার আয়োজন করেছিলেন কিরণচন্দ্র। লক্ষ্মীনারায়ণের শাক্তগীতিগ্রন্থ ঐ সভাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। পববর্তীকালে সেই ঘরোয়া আত্মীয়সভাই একটি মহতী সাহিত্য সম্মিলনে পবিণত হয়। বসুমতী পত্রিকা উত্তরায়ণ সম্মেলনকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'পূর্ণিমা মিলনে'র সঙ্গে তুলনা করেছিল।*

১৩১২ বঙ্গাব্দের শনিবার উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন কিরণচন্দ্র লক্ষ্মী-নারায়ণ রচিত 'উপাসনা' নামক ভক্তিমালিকাটি প্রকাশ করেন। উপাসনা প্রকাশের একযুগ পরে (১৩২৬, ২৯ পৌষ) প্রমথনাথ তর্কভূষণেব** সভাপতিত্বে উত্তরায়ণ সম্মেলনেব সূচনা। ঐ সম্মেলনেই স্থির হয় সভা

---

* "গত শনিবার বাগবাজারে লক্ষ্মীনিবাসে সুধী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে পৌষ-সংক্রান্তিতে এক সাহিত্য সম্মেলন হইয়াছিল। আজ এ সম্মেলনের সম্পর্কে আমাদের পরলোকগত কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত পূর্ণিমা মিলনের কথা মনে পড়িতেছে। দীন ধামে এমন কত সাহিত্যরথীর মহাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সে অনুষ্ঠান আজ আর নাই। কিরণবাবু যে সাধু অনুষ্ঠান ভিন্নাকারে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, এজন্য তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যিক মাত্রেরই ধন্যবাদর্হ। কিরণবাবু কমলা ও বাণীর বরপুত্র। কিরণবাবুর শিষ্টাচারে ও অতিথি-সৎকারে সমবেত সুধীবৃন্দ পরমানন্দলাভ করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপে বাণীর সাধনায় সুচেষ্টিত থাকুন, ইহাই কামনা।" —বসুমতী, মাঘ ১৩২৮
'কিরণবাবু একাধারে কমলা ও বাণীর বরপুত্র।] তাঁহার নিজস্ব সাহিত্যিক সম্মেলনে প্রতি বৎসর আনন্দ উপভোগ করেন নাই, এমন সাহিত্যিক বিরল বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না।' —বসুমতী ২৯ পৌষ ১৩৩০

** প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৮৬৫-১৯৪৪)। ইনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রীঃ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। এঁর জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনের ভাষণে তিনি হিন্দু সমাজবিধির কালোচিত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও হিন্দু অনুন্নত জাতির উন্নতির জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহযোগিতা করে রক্ষনশীল হিন্দুদের বিরাগভাজন হন।

একটি ভাষা আন্দোলন গড়ে তুলবে। আন্দোলনের বিষয়ঃ ভবিষ্যতে শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষা বাংলাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করবে কিনা। প্রস্তাবক ছিলেন প্রমথনাথ তর্কভূষণ, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমৃতলাল বসু, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও জলধর সেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা সম্মেলনের একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করে। যদিও সেখানে সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিস্তৃত তথ্য ছিল না। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা গৃহীত হোক্ তা বলা হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা সংস্কৃত ও ইংরাজীতে আবৃত্তি, যন্ত্রসঙ্গীত এবং নাটক পরিবেশনের উল্লেখ আছে।

A largely attended literary re-union was held on Wednesday, the holy last day of Pous (14th January) at the "Lakshmi Nibas", Baghbazar, the residence of late Babu Lakshmi Narayan Dutt. A very large number of famous litterateurs of the Bangiya Sahitya Parishat, Pundits of the Sanskrit Sahitya Parishat and Sanskrit Mohamandal, Journalists, Professors, Lawyers, Authors, Dramatists, Poets, Musicians and Government Officers were present. Amongst whom we noticed Mohamohopadhyaya Promotha Nath Tarkabhusan (in the chair), Rai Yatindra Nath Chowdhury, Babus Hirendra Nath Dutt, Amrita Lall Bose, Sarat Chandra Chatterjee, Jaladhar Sen, Hemendra Prosad Ghose, Satish Chandra Roy, Chandra Shekhar Kar, Jatindra Mohan Singha, Charu Chandra Banerjee, Banwarilal Chowdhury (Dr.), Mrinal Kanti Ghose, Piyush Kanti Ghosh, Bimal Kanti Ghosh, M.A., B.L., Radha Nath Banerjee and Jitendra Nath Dutt. Profs. Khagendra Nath Mittra, Monmotha Mohan Bose, Amulya Charan

Vidyabhusan, Batuk Nath Bhattacharya and Arun Chandra Sen. Rai Bahadur Ashutosh Banerjee, Rai Saheb Nagendra Nath Bose, Pandit Suresh Chandra Samajpati. Parbati Charan Tarkatirtha, Rakhaldas Sharadarshan-tirtha, Ram Kamal Sinha and others. After the election of the Chairman, Babu Kiran Chundra Dutta, the convener of the Meeting, welcomed the distinguished guests with a nice little speech in which he explained the objects of this literary union, i.e. to discuss whether Bengali should be the medium of our education in future.

The programme was a varied interesting, including recitations from Bengali, Sanskrit and English authors, music both vocal (including comic songs) and instrumental, enactment of dramatic scenes and speeches in three languages. The members of the Baghbazar Social Union opened the proceedings with "Bani Bandana" by Sj. K. C. Dutt. Master Sudhangshu M. Dutt, Pt. Dakshina Ranjan Vidyabhusan, Prof. Khagendra Nath Mitra, M.A., Babu Radha Nath Banerjee, B.L., Sj. Tulshi Narayan Ghosh, Messers, Jitendra N. Dutt (Solicitor) and Promotha N Mukherjee, Babu Amrita Lal Bose, Rai Bahadur A. T. Banerjee, M.A., Sj. Surendra M. Bose and Prof. Chandi Ch. Banerjee and Babu Biswanath Bhattacherjee and Mathuranath Mukherjee took prominent parts in the programme.

Mahamahopadhyaya Tarkabhushan, the Chairman brought the proceedings to a close with a stirring speech sympathising with the object and utility of convening such a literary meeting and urged that such unions should be organized now and then. The function was a success from start to

finish. Babu Hari Pada Dutt, eldest brother of the convener with his sons and nephews was all attention to the guests who were served with a light refreshment. But the special feature of this meeting was the presentation of a book of religious songs named "Upasana", composed by the late lamented Babu Lakshmi Narayan Dutt to all who attended. Every one present enjoyed a gala evening and the Sammelana closed at 10-30 p.m.

The Amrita Bazar Patrika

Tuesday, the 20th January 1920

দ্বিতীয় বছরের (৩০ পৌষ ১৩২৭) বাৎসরিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। উপস্থিত অন্যান্যরা হলেন—যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, মন্মথনাথ মিত্র, অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, মন্মথমোহন বসু, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বসন্তরঞ্জন রায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পীযূষকান্তি ঘোষ, জলধর সেন, যতীন্দ্রনাথ বসু, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, বাণীনাথ পণ্ডিত, কলিকাতার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত পণ্ডিতবর্গ এবং বেলুড় মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী। ঐ সভাতেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করুক, সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভার প্রাথমিক বিবরণ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহন হোক সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অমৃতবাজার পত্রিকা লেখে

In the beginning "Bani Bandana" was song by the members of the Baghbazar Social Union. Then the convener of the Sammelana Babu Kiran Chander Dutt welcomed the distinguished guests in a nice little speech, in which he said, that the object of convening this meeting of the distinguished educationists is to discuss and settle which should be the

medium language of our National University—Sanskrit, English or Bengali, and also moved a resolution deeply regretting the untimely death of Pt. Suresh Chandra Samajpati.

Pts. Dakshina Ranjan Bhattacharya B,A. and Kalipodo Tarkacharya delivered Sanskrit speeches on the subject and Rai Yatindra Nath Chowdhury dwelt at length on the question from various stand-points and was followed by Babus Hemendra Prosad Ghose, Kshirode Prosad Vidyabinode, Hirendranath Dutt and (Dr.) Chunilall Bose all speaking in Bengali and Babu Jogendra Nath Mukherjee concluded the debate in English. The spenkers were unanimous in saying that Bengali should be the medium language of our National University and that the English language should also be studied as a second language or by specialists. After a song sung by Babu A D Dutt the president Pt. Shastri delivered aan interesting and learned speech and summed up the proceeding by saying that all Bengali students up to the age of 16 should learn every branch of knowledge through their mother tongue and let English be taken up by professionalists nd experts after 16th year. The proceedings were cut short for want of time and Babu Radha Nath Banerjee, B. L. brought the same to a close by singing three highly humerous songs. Tea and refreshments were served to the guests and Babu Hari Pada Dutt, elder brother of the convener, was all attention to them. Copies of "Sree Ramakrishna Upadesh" were distributed.

—The Amrita Bazar Patrika, 22nd January, 1921.

বসুমতী পত্রিকা ভাষা আন্দোলনে উত্তরায়ণ সম্মেলনের বিশিষ্ট

ভূমিকার প্রশংসা করে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য করে। সেখানে বিশুদ্ধ বাংলার সঙ্গে উর্দু, সাধু বাংলার সঙ্গে চলিত বাংলা; উচ্চারণের বিভিন্ন দিক এবং বাংলা বানানের নিয়মবিধি গঠনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তার নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ করুক, এবিষয়ে এক বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

"সেদিন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে বাগবাজার লক্ষ্মীনিবাসে যে সাহিত্য সম্মেলন হইয়াছিল, উহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে একটা বড় কাজের কথা উঠিয়াছিল। কথাটা এই শিক্ষার বাহন কি হবে, বাঙ্গলা না অন্য ভাষা? অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু প্রমুখ কৃতবিদ্য সাহিতসেবীর অভিমতে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালাকেই শিক্ষার বাহন করা কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত করা হয়েছিল। তবে সে বাঙ্গালা বিশুদ্ধ খাঁটি বাঙ্গালা না হইয়া উর্দুর মত বাজারের ভাষা (camp language) হইলে ভাল হয়, অধ্যাপক মহাশয় এ কথাও বলিয়াছিলেন। এ কথার সমীচীনতা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কেননা বাঙ্গালাদেশে এখন কেবল বাঙ্গালী শিক্ষার্থী নাই, নানা প্রদেশের নানা শিক্ষার্থী এখানে জ্ঞানার্জনে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্যও সুযোগমত সকল প্রদেশেরই কথা—যাহা বাঙ্গালা ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—বাঙ্গালা ভাষার সংগ্রহ করিলে মন্দ হয় না। বৈদেশিক বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের অনেক কথার প্রতিশব্দ বাঙ্গালা ভাষায় খুঁজিয়া বাহির করা দুরূহ; সে সব কথা বাঙ্গালায় প্রচলন করিলে শিক্ষার পথ সুগম হইতে পারে। ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমশঃ বাঙ্গালাকেই শিক্ষার বাহন করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। প্রবীণ সাহিত্যিক আমাদের জলধর দাদা আর এক সমস্যার কথা তুলিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—"নাতি বাঙ্গালার বানান লইয়া বড় জ্বালাতন করে। বাঙ্গালা শব্দ কিরূপে বানান করিতে হইবে? কেহ লিখেন বাঙ্গলা, কেহ বাঙলা, কেহ বাংলা, কেহ বাঙ্গালা—নানা মুনির নানা মত। তার উপর ই, ঈ কারের

উপদ্রব আছে। কি করে ই হইবে, না ঈ হইবে?" ইহার উত্তরে শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ বলেন, "বাংলা ভাষার জননী যখন সংস্কৃত ভাষা, তখন সংস্কৃতের অনুরূপ উচ্চারণে বাঙ্গালার বানান দোরস্ত হইতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও গোল আছে। সংস্কৃতের একম্ বাঙ্গালার এক, উহার উচ্চারণ কিন্তু এ্যাক। এক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা হইবে। এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সভায় এমনও প্রস্তাব হইয়াছিল যে, এ বিষয়ে সাহিত্য পরিষদে সভা করিয়া বানানের একটা নির্দিষ্ট ধারা বাঁধিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু মানিবে কে? আমাদের দেশে হাম্-বড়া intellectual aristocrat -এর অভাব নাই। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কি করিবেন? এ Aristocracy-র প্রভাব সাহিত্যিক সভা সমিতিতেও অনুভূত হয়। এই গণতন্ত্রের দিনেও সে সব রুই কাতলারাই ঘাই মারেন, চূঁনা পুটীরা একঘরে হইয়া থাকে। এদিকেও সাহিত্য পরিষদের দৃষ্টিপাত আবশ্যক।" —বসুমতী, ৬ই মাঘ ১৩২৮ শুক্রবার

তৃতীয় বছরেও আলোচনার বিষয় ছিল, বাংলা ভাষায় শিক্ষাচর্চা। এবং সেই ভাষা বিশুদ্ধ খাঁটি না হয়ে উর্দুর মতন বাজারের ভাষা (camp language) হবার পক্ষে সকলে রায় দেয়। বৈদেশিক বিজ্ঞান এবং গণিত শাস্ত্রের উপযুক্ত প্রতিশব্দের কথা আলোচিত হয়। বাংলা বানান সমস্যার কথা তোলেন শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ। এই সম্মেলনের ব্রত পরবর্তীকালে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, কেননা ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত আর সব কটি বিষয়ই বাংলা ভাষায় উত্তরপত্র লেখবার কথা বিবেচনা করে।

কিরণচন্দ্র গল্পলহরী পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩৪৬) উত্তরায়ণ সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতৃ আহ্বায়কের ভাষণ—এই শিরোনামায় এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় প্রথম থেকে ষষ্ঠ সম্মেলন পর্যন্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, নাট্যকার অমৃতলাল বসু, এবং দীনেশচন্দ্র সেন

পর পর পৌরোহিত্য করেন। ঐ সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিরণচন্দ্র লিখেছেন—

"গীর্ব্বাণবাণীর সাধকগণ, বঙ্গবাণীর সেবকগণ ও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনীষীগণ একত্রে মিলিত হইয়া সর্ববাদী সম্মতরূপে স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন যে, বঙ্গভাষাই বাঙ্গালীর শিক্ষার বাহন হইবে। বহুকাল যাবৎ প্রতিপালিত "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই ব্রতটীর উদ্‌যাপনের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন শিক্ষার ত্রিবেণীধারাকে একত্রে করিয়া সারগত প্রয়াগে পরিণত করিতে উত্তরায়ণ সম্মেলনের এই প্রচেষ্টা।" —গল্পলহরী ফাল্গুন, ১৩৪৬, ৭০৪ পৃঃ

পূর্ব-উল্লেখিত পণ্ডিতগণ ছাড়া ঐ সভায় আরো যাঁরা আসতেন তাঁরা হলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, নগেন্দ্রনাথ বসু, সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যরথী জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, পণ্ডিত দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ অধ্যাপক বোধিসত্ত্ব সেন, গোলাপলাল ঘোষ প্রমুখ।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের উত্তরায়ণ সম্মেলন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ দিন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে লক্ষ্মীনিবাসে তৎকালীন কলিকাতার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণকে কেন্দ্র করে এক বিরাট নাগরিক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু নিম্নলিখিত দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী ঐ প্রস্তাব দুটি সমর্থন করেন :

এক, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলা ভাষাকে প্রবেশিকা পর্যন্ত সর্ববিধ শিক্ষার বাহন করাতে এই সভা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালা ভাষাকে সর্ববিভাগে উচ্চশিক্ষার বাহন করবার জন্য সভা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছে।

দুই, অন্যান্য বাঙ্গলা ভাষাভাষী প্রদেশকে বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে মিলিত করে বাঙ্গলার বর্তমান পরিধিকে পরিবর্ধিত করবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং বাঙ্গলা ভাষা প্রচার ও

প্রসারের জন্য এই 'উত্তরায়ণ সম্মেলন' সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে অনুরোধ করছে।

প্রতিষ্ঠাতৃ আহ্বায়ক [কিরণচন্দ্র] এই অধিবেশনে জানান "১৯৪০ সালে মরাগাঙ্গে কেন আবার জোয়ার আসিল, অনেকেই হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহাব উত্তর এই যে, এই বৎসর হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পবীক্ষায় ইংবাজী সাহিত্য ব্যতীত সব কয়টি বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষায় উত্তব-পত্র লিখিবার ব্যবস্থা মঞ্জুর হইয়াছে ; অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্যন্ত আমাদেব মাতৃভাষা শিক্ষাব বাহনরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। 'উত্তবায়ণ সম্মেলনেব ব্রত' আংশিকভাবে উদ্‌যাপিত হইল।"

১৪ জানুআরি ১৯৪০, উত্তবায়ণ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে গঠনমূলক নীতি নির্দেশ কবে কিবণচন্দ্র আরও বলেন*—

এক, মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষাব গবেষণা পীঠ স্থাপন কবা হোক।

তুই, মাতৃভাষায় মৌলিক প্রবন্ধ বচনাব জন্য বৃত্তিলাভেব ব্যবস্থা কবা হোক।

প্রস্তাব তুটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবাব পব সম্মেলনেব সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"আজ আমাকে এখানে যে ভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে, তাহাতে আমি সম্যক কৃতজ্ঞতা

---

* The Senate of Calcutta University decided on the 8th August last, that all subjects (except English) should be taught and examined at the Matriculation stage in the vernacular and not, as hither to, in English...

But this spoken Bengali of our masses—Hindu and Muslim alike is not Pandit's Bengali, which latter is a highly sanskritised and artificial language, often more difficult to understand than ordinary text book English."

The Bengalee, 19. August 1925

জানাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার মনে হয় এই এক ঘণ্টা-কাল আমি নিতান্ত আপনজনের মধ্যে কাটাইলাম। আপনারা যে দুটি সময়োপযোগী প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণভাবে ও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের চেষ্টা গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি আসিয়াছিল আমাদের দেশবাসীর নিকট হইতেই। পরে ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত করেন, যে মাতৃভাষার সাহায্যে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করা হইবে। কিন্তু ইহা যে এতদিন কার্য্যে পরিণত হয় নাই, তাহার কারণ গভর্ণমেণ্টের সহিত এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা ও পরিশেষে অনুমোদন। আমি আশা করি, আমাদের জীবদ্দশাতেই আই, এ, বি-এ প্রভৃতি উচ্চতর পরীক্ষাতেও মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইবে।"

দেখা গেল, উপরের প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সম্মেলনের [১৯৪০] সভাপতি হয়েছিলেন। সম্মেলনে অন্যতম প্রস্তাব ছিল অন্যান্য বাংলা ভাষাভাষী প্রদেশকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠন করা এবং বাংলা ভাষার সার্বিক প্রচার করা। ঐ প্রস্তাবকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—

"বাঙ্গলা দেশের যদি পুনর্জ্জাগরণ হয়, তবে তাহা সভা সমিতিতে বক্তৃতা দ্বারা হইবে না। বাঙ্গালার জনমতকে জাগাইয়া তুলিতে হইলে তাহার একমাত্র উপায় জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি। রাশিয়ার নবজাগরণ সম্ভব হইয়াছে তাহার জাতীয় সাহিত্যের জন্য। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। আপনারা সকলে সমবেতভাবে ইহার জন্য চেষ্টা করুন।" (ভারত ৯ মাঘ ১৩৪৬)

উত্তরায়ণ সম্মেলনের আয়ুষ্কাল কুড়ি বছর। সময়ের বিচারে এটি ক্ষুদ্র পরিক্রমা নয়। বিশেষতঃ যেখানে সম্মেলনের আর্থিক দায়দায়িত্ব ও

অতিথিসেবা একটি পরিবারই বহন করত। সম্মেলনটি যে নিছক শৌখিন মজহুরী নয় তার প্রমাণ আছে সমকালীন সংবাদপত্রে। সম্মেলনের আমন্ত্রণ পত্রে কিরণচন্দ্র লিখেছিলেন—

মাতৃভূমি, মাতৃভাষা, স্বধর্ম্ম, স্বজাতি—
হয় যেন আমাদের ধ্যান দিবারাতি !

অর্থাৎ, জাতীয় চেতনার বিকাশে স্বাজাত্যবোধের শক্তিকেই উত্তরায়ণ সম্মেলন উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এ কথা সত্য, বছরে একদিনের সমাবেশ কোন বর্ষব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি করে না। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতই এ জাতীয় অনুস্রোতের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে স্বদেশ তার আত্মাভিমানের রসে জাড়িত হয়েছে। সম্মেলনের ব্যক্তিবর্গের নাম সামনে রাখলে বুঝতে পারা যায় এই আন্দোলন আসলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরই এক অন্যতম পদক্ষেপ। সংবাদপত্রেও সে কথা জানাতে কসুর করেনি অমৃতবাজার পত্রিকা মন্তব্য করে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।"

সূর্যের উত্তরায়ণে দিন ছোট হয়ে এলেও, লক্ষ্মীনিবাসের সম্মেলনে ভাষা-চেতনার মুক্তিসূর্যটি ক্রমাগত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকেই এগিয়ে চলেছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

‘সঙ্ঘ’

[‘লক্ষ্মীনিবাস’ থেকে প্রকাশিত একটি হস্তলিখিত পত্রিকা

স্থায়ী সভাপতি : কিরণচন্দ্র দত্ত]

উত্তরায়ণ সম্মেলনের সূচনা বর্ষের (১৩২৬ বঙ্গাব্দ) দু’বছর পরে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে শ্রীপঞ্চমীর দিন কিরণচন্দ্রের স্থায়ী সভাপতিত্বে,* মধ্যমপুত্র কালীকৃষ্ণের একান্ত চেষ্টা ও উৎসাহে, প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতায় ‘সঙ্ঘ’ নামক এক সাহিত্যালোচনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘ-সমিতি থেকে প্রতিমাসে হস্তলিখিত একটি সচিত্র মাসিক-পত্র প্রকাশিত হবার প্রস্তাবও নেওয়া হয়। প্রতি বছর সঙ্ঘ সমিতি বার্ষিক উৎসবে (শ্রীপঞ্চমী) প্রবন্ধপাঠ, গল্পপাঠ, কবিতাপাঠ, আবৃত্তি, সঙ্গীত ইত্যাদি অনুষ্ঠানসূচির অন্তর্গত ছিল। পত্রিকার অধিকাংশ লেখকই ছিলেন তরুণ ছাত্র। প্রতিবছরই সম্পাদক পরিবর্তিত হত। উপযুক্ত ব্যক্তিকে কাজ করবার সুযোগ দেওয়াই তার মূল উদ্দেশ্য। ‘বাঙলার কথা’ ১ কার্তিক ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংবাদে সঙ্ঘের সপ্তমবার্ষিক উৎসবের রিপোর্টে বলা হয়—“সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব বিগত ২৮শে আশ্বিন, রবিবার বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী গৃহে স্থানীয় “সঙ্ঘ” নামক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ও হস্তলিখিত মাসিক পত্রের সপ্তম বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ব্যাকরণতীর্থ প্রমুখ গণ্যমান্য সজ্জনগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তন্মধ্যে অনেকে সভার কার্যে

* সহকারী সভাপতি—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী।

যোগদান করিয়াছিলেন। ···সঙ্ঘ পত্রেব নিয়মিত লেখক, চিত্রকর, ও লিপিকারদিগের মধ্যে যোগ্যতানুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক এবং পুস্তক পুরস্কার স্বরূপ বিতরিত হয়।* তৎপরে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আহ্বানে চরিত্র গঠনের একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, যুবক ও বালকগণ যেন বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম অতি গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করে। বাত্রে সাড়ে আট ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।"

১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যাব সঙ্ঘ পত্রিকাটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেব দৃষ্টিগোচর হয়—কবির উক্তি "সুন্দব ইহার সজ্জা ও লিপিনৈপুণ্য"।

পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল অসামান্য ছবি। চিত্র শিল্পীরা (শ্রীসুধীরকৃষ্ণ তালুকদার, শ্রীঅমূল্যকুমাব সিংহ সুনীল বসু ও রেবা দেবী) প্রায় সকলেই আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

সঙ্ঘের একনিষ্ঠ সেবক কালীকৃষ্ণের অকাল (১৯০২-১৯২৭) মৃত্যুতে সঙ্ঘ 'কালীকৃষ্ণ স্মৃতি সংখ্যা' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। মাসিক পত্রটি ছিল কালীকৃষ্ণের অন্যতম সাধনা। প্রতি বছর সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে কালীকৃষ্ণ অক্লান্ত পরিশ্রমে সভাপতি নির্বাচন করতেন।

সঙ্ঘ পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে ভ্রমণ সম্বন্ধীয় প্রতিযোগিতা-প্রবন্ধ লিখে কালীকৃষ্ণ প্রথম পুরস্কার পান। প্রবন্ধেব নাম 'কাঁদিতে দিনকয়েক' (সঙ্ঘ ২ বর্ষ ১২ সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৩০) আচার্য রামেন্দ্র-সুন্দব ত্রিবেদীর স্মৃতি রক্ষা উৎসব হয় কাঁদিতে, উৎসবে পিতার সহযাত্রী ছিলেন তিনি। সঙ্ঘ আয়োজিত কালীকৃষ্ণ স্মৃতি সভায় (৫ ফেব্রুআরি ১৯২৮ স্থান ঃ বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী) সভাপতি হয়েছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সভায় শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"বুদ্ধদেব সংঘ গঠন করে গেছেন, সংঘ তাঁকে অমর করে রেখেছে ও রাখবে। গদাইচাঁদও 'সংঘ' গঠন করে গেছে. সংঘ তাকে

* পুরস্কার প্রদানকারীর নাম—রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী, ললিতমোহন দত্ত, সুধাংশুমোহন দত্ত, বামাচরণ ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয়কুমার রায়চৌধুরী।

অমর করে রাখবে। …বুদ্ধদেব দেহত্যাগের পর তাঁর শিষ্যরা দুই ভাগে বিভক্ত হল। একদল কেবল শোক করতে লাগলো; তারা 'হীনযান' আখ্যা পেলো। অপর দল শোক না করে বলতে লাগলো—তিনি গিয়েছেন, তাঁর আদর্শ রয়েছে তাঁর সংঘ রয়েছে; …এই ব'লে সংঘের সেবা করতে লাগলো। তারা হল 'মহাযান'। গদাইও সংঘ রেখে গেছে, আদর্শ রেখে গেছে। যতদিন এগুলি থাকবে, ততদিনই সে অমর। ……কিরণকে* আপনারা গিয়ে বলবেন যে, তার ছেলে মরেনি, আমাদের চেয়েও জীবিত আছে।"

সঙ্ঘ পত্রিকায় কিরণচন্দ্র সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে একটি কবিতা প্রকাশ করেন। তাতে সামাজিক কুপ্রথা এবং অবি-চারের বিরুদ্ধে পত্রিকার সামাজিক দায়িত্ব পালনের কথা লেখেন কিরণচন্দ্র—

বরপণ—নবপ্রথা,
তুলনা ইহার কোথা!
করিতে কি উচ্ছেদ সাধন—
মিলিত কি হেথা আজি ধুরন্ধরগণ?

কিংবা,

'স্বাস্থ্যের পতনে দেশ মৃতপ্রায় আজ,
চারিদিকে ব্যাধি মূর্তিমান;

সঙ্ঘের লক্ষ্য হওয়া উচিত 'ত্যাগ ও বৈরাগ্য,' 'নিয়ম ও শাসন', 'তপস্যা ও সংযম' আর "বিবেক উজ্জ্বলামেধা করিয়া অর্জন", 'সঙ্ঘ' পত্রিকা ছড়াবে 'উজ্জ্বলবিভা'। ঐ একই কবিতায় কিরণচন্দ্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ফর্মের থেকে কনটেন্টের গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন।

---

* উক্ত ভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিরণচন্দ্র সম্বন্ধে উক্তি করেন "কিরণ আমার ছাত্র—উৎকৃষ্ট ছাত্র এবং বহুদিনের ব্যবহারে সে উৎকৃষ্ট ছাত্র অপেক্ষাও প্রিয় পাত্র হয়েছে।"

জীবন সম্পর্কে সদর্থক মূল্যবোধ সাহিত্যের বাতাবরণ হোক একথা জানিয়ে তিনি লিখেছেন—

সাহিত্যের স্বাস্থ্য চাই, চাই শালীনতা,
ধ্যানপূত লেখনি-চালন ;
লক্ষ্য স্থির, সংযম, সহ ওজস্বিতা,
ধীরে ধীরে বক্তব্য বর্ণন।
ভাষা হ'বে সুমার্জ্জিত,
উচ্চ-ভাব সুচিন্তিত,
দিতে হবে নূতন সম্পদ !
সাহিত্য-সাধনা নহে বিহীন-বিপদ !

ভাষা যদি নাহি ধরে উচ্চ ভাবরাশি,
প্রাণহীন শবদেহ-প্রায় !
শব্দের ঝঞ্ঝনা মাত্র শূন্যে যায় ভাসি'
অন্তরে না লেখা রাখে হায় !
গ্রন্থকর্তা কবি কাছে
সম্ভ্রমে দাঁড়া'য়ে আছে
পাঠক-পাঠিকা, দেশবাসী।
দাও কিছু মূল্যবান তত্ত্ব অবিনাশী !

(সজ্ঘ-শ্রাবণ, ১৩৩৫)

সজ্ঘ পত্রিকাটির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করে। [যদিও সকল সংখ্যা পাওয়া যায় নি, যেগুলি পাওয়া গেছে তার মধ্যে কিছু কীটদষ্ট প্রায় অপাঠ্য]

প্রথমতঃ একটি হস্তলিখিত পত্রিকা দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে প্রকাশিত হয় কিছু উৎসাহী যুবকের আগ্রহ এবং কিরণচন্দ্রের পৃষ্ঠ-পোষকতায়। একটি লিটিল ম্যাগাজিনের পনের বছর চলেছিল এটি কম বিস্ময়ের কথা নয়।

দ্বিতীয়ত : যে সমস্ত লেখক, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লিখতেন এবং ছবি আঁকতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই বয়সে তরুণ ছাত্র। অবশ্য কিরণচন্দ্রের কিছু কবিতা এবং একটি উপন্যাস 'সুকল্যাণী' (১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৪৩) এখানে প্রকাশিত হয়। নিয়মিত লেখকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, আশুতোষ কাব্যতীর্থ, বিজয়মাধব মণ্ডল, হরিপদ গুহ, বনবিহারী গোস্বামী, অবনীমোহন সিংহ।

তৃতীয়ত : প্রবন্ধগুলির মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে যেমন,

শিক্ষা—আশুতোষ কাব্যতীর্থ (৭ বর্ষ ২ সংখ্যা ভাদ্র ১৩৩৪)

অস্কার ওয়াইল্ডের 'আদর্শ স্বামী' – শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় („)

ছোট গল্পের কথা—শ্রীহরিপদ গুহ („)

জল (বৈজ্ঞানিক আলোচনা)—শ্রীসরোজকুমার মিত্র

(১৬ বর্ষ শারদীয়া কার্তিক ১৩৪৩)

সবিনয় নিবেদন (রাজনৈতিক আলোচনা)

হিন্দু মুসলমান ঐক্য—শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় („)

আল্‌কাতরা (বৈজ্ঞানিক) শ্রীসরোজকুমার মিত্র („)

বার্লিন ভার-উত্তোলন প্রসঙ্গ (১ আগষ্ট ১৯৩৬)

— হরেন্দ্রনাথ কাবাসী (১৭ বর্ষ ফাল্গুন ১৩৪৪—আষাঢ় ১৩৪৫)

পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

(৯ বর্ষ ১০ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩৭)

আনন্দ মঠে শান্তি চরিত্র—স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

(৯ বর্ষ ১১ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭) আষাঢ় ১৩৩৭

কাশীযাত্রীর ডায়েরী (ভ্রমণ লিপি)—শ্রীরমলা দেবী

(১২ বর্ষ ১৬ সংখ্যা শ্রাবণ-পৌষ ১৩৩৯)

রত্নাবলী কিরণচন্দ্র দত্ত („)

---

* বিহার ইয়ংমেন ইন্‌ষ্টিটিউটের আয়োজনে ১৩ নভেম্বর শনিবার ১৯৩২ ইউনিভার্সিটীর রিডার মিঃ সারদেশাই বক্তৃতাটি করেন।

রামদাস ও শিবাজী (প্রবন্ধ) – নলিনীকুমার নাগ চৌধুরী
কর্তৃক অনূদিত („)

ভারতের সাধনা—শ্রীকুলদারঞ্জন দাস
(৪ বর্ষ শ্রাবণ ১ সংখ্যা ১৩৩১)

শরীর বিদ্যা-পরিপাক ক্রিয়া—সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
(৪ বর্ষ ভাদ্র ১৩৩১ আশ্বিন ১৩৩১)

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা কৃষি ও বাণিজ্য—শ্রীবনবিহারী গোস্বামী

আর্যগণের দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন—সুরেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় (৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা শারদীয়া সংখ্যা ১৩৩১)

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা (যুদ্ধ বিগ্রহ)—শ্রীবনবিহারী গোস্বামী („)

বিজ্ঞানের বিকাশ—শচীন্দ্রকুমার মিত্র
(৪ বর্ষ ৫ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৩১)

যোগ ও বিজ্ঞান—শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী
(১৬ বর্ষ কার্তিক ৪ সংখ্যা ১৩৪৩)

বাংলার অনাদৃত উদ্ভিদ তৈল সম্পদের সদ্ব্যবহার
— শ্রীতিনকড়ি বসু (১৩ বর্ষ কার্তিক ১৩৪৩)

ভাষা সমস্যার মীমাংসা—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী
(৮ বর্ষ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩৬)

জীবাজীব ভেদ (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ)— শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(৫ বর্ষ ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়)

নক্ষত্র পরিচয় (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ)—হরেন্দ্রনাথ কাবাসী
(৫ মাঘ ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)

পিষ্টক পরিচয়—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী
(৫ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৩২)

নারীর স্বাতন্ত্র্য—আশুতোষ কাব্যতীর্থ
(৫ বর্ষ ৭ সংখ্যা মাঘ ১৩৩২)

বৌদ্ধ দর্শন—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (”)

প্রবন্ধগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনব। বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে সংঘের সেবকবৃন্দের মধ্যে জানার আগ্রহ ও পাঠকবৃন্দের কাছে নতুন খবর পৌঁছে দেবার ঐকান্তিক চেষ্টা আমরা বুঝতে পারি।

সংঘের বিভিন্ন বর্ষের অধিবেশনে পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভারতবর্ষের সম্পাদক জলধর সেন, ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা সবলাবালা দেবী আসর অলংকৃত করেছিলেন। এই আসরেই কাজী নজরুল ইসলাম ও জসিমুদ্দিন সাহেব তাঁদের নতুন কবিতা পাঠ করেছিলেন।

'সংঘ' পারিবারিক সাহিত্য ও নন্দন চর্চার পরিমণ্ডল অতিক্রম করে অনেক পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকবর্গের প্রশংসা অর্জন করে। সংঘের ১৫ বার্ষিক উৎসবে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানান হয়। সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে শরৎচন্দ্র সভাপতির ভাষণে বলেন—

"আমি ঢাকায় বলেছিলাম, আমার এর পরের লেখায় মুসলমান চরিত্র নেবার চেষ্টা করবো—সম্ভবতঃ নেবো। মুসলমানেরা আমাকে বলেছিলেন, "আপনারা আমাদের boycott করেছেন কেন?" আমি বলেছিলাম, "হিন্দু সমাজের গলদ যেমন 'পল্লীসমাজে' দেখিয়েছি—আপনাদের সমাজের গলদ যদি দেখাই, আপনারা সহ্য করবেন?" তারা বলেছিলেন, "হাঁ, দরদ দিয়ে গলদ দেখালে আমরাও সহ্য করবো।"

"তারপর থেকে আমি মুসলমান সাহিত্যিকের অনেক বই পড়েছি। অনেকের ভাব ও ভাষা আমাকে মুগ্ধ করেছে।"

"আমাদের পাশাপাশি বাস করতে হবে, পাশাপাশি থেকেও যদি আমরা আলাদা হয়ে থাকি তবে সেটা আমাদের উভয়ের পক্ষে খারাপ হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমি সমস্ত লেখকদের অনুরোধ করি, এদিকটায় মন দিতে হবে। নিরন্তর দ্বেষ-বিদ্বেষ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। একদিন সত্যের অনুভূতির দ্বারা একটা নূতন পথ খুলেছিলাম—আজও

যদি মনে করি একটা নূতন পথে আমার যাওয়ার দরকার, ত' যাবই। এ বিষয়টা আমি ভেবে দেখেছি—সাহিত্যিকদেরও ভেবে দেখতে অনুরোধ করি যে, সাহিত্যই একটা বড় Platform যেখানে হিন্দু মুসলমান প্রতিবেশী হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারে। আপনাদের "সংঘ' সাহিত্য-সমিতি ; বহু সাহিত্যিক-এর মধ্যে আছেন, তাঁদের লক্ষ্য করেই আমি এ কথাগুলো বললাম।"

(উত্তরায়ণ, কার্তিক ১৩৪৩ পৃঃ ৮৮২)

'লক্ষ্মীনিবাসে'র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের স্বরূপ বিশ্লেষণে উত্তরায়ণ সম্মেলন, 'সংঘ' পত্রিকা, তার পরবর্তীকালে 'ঘরের আসর' নাট্য-সংস্থাটির পরিচয় জানা একান্ত প্রয়োজন। পারিবারিক দৃষ্টিকে এমন বহতা রাখার পিছনে কিরণচন্দ্রের সারস্বত মনন এবং অগ্রজ হরিপদ দত্তের ঔদার্য ও ত্যাগ একত্রে কার্যকর ছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

সাহিত্য সাধনা

কিরণচন্দ্র যৌবনে বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বাংলার নাট্যশালার প্রথম ইতিহাসও লেখেন তিনি। পরে উত্তর কলিকাতা ও বাগবাজার সম্পর্কিত কিছু নিবন্ধ 'ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিষয়ক আলোচনার পথিকৃৎ তিনি। কিন্তু আমাদের মনে হয় এগুলি তাঁর বহিরঙ্গ পরিচয়। অন্তরঙ্গ পরিচয়—তিনি কবি। তাঁর কবিতার কাব্য ভাষা, বিষয় এবং আঙ্গিক আজকের পাঠক সমাজের কাছে অপরিজ্ঞাত; এমন কী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত কবি। তিনি রবীন্দ্র-মণ্ডলের' কবি নন, তার প্রমাণ আমরা দু-দিক থেকে পাব। এক, অন্তর্নিহিত শিল্প সৌন্দর্য বিশ্লেষণে—দুই, যে সব পত্রিকায় কবিতাগুলি মুদ্রিত হয়েছে সেগুলির চরিত্র ও নাম পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে।

কিরণচন্দ্রের ছাপা কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা দুটি—বন্দনা ও অর্চনা। তিনটি দীর্ঘ শোক কবিতা—'ললনা-মহিমা', 'গিরিশ-গৌরব', 'চারুস্মৃতি' বন্দনা কাব্য গ্রন্থে যুক্ত কাব্য-পুস্তিকা। তাঁর কবিতাগুলি সমকালীন সৌরভ, বীণাপাণি, প্রভা. পূর্ণিমা, উদ্বোধন, সুহৃদ, তত্ত্বমঞ্জরী. নাট্য-মন্দির, প্রতিবাসী, প্রভাত, বাঁশরী, মাধুরী, জগজ্জ্যোতিঃ কায়স্থ-পত্রিকা, বিশ্ববাণী, গল্পলহরী, উত্তরায়ণ ও ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি পাঠে বুঝতে পারা যায় যে কবিতা রচনার পিছনে স্বামীজী এবং গিরিশচন্দ্রের কাব্য মীমাংসার দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত। তিনি পয়ার, ত্রিপদী এবং চতুদ্দর্শপদী ছন্দে সাবলীল ছিলেন।

বিষয়বস্তুব দিক দিয়ে কবিতাগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ কবতে পারি,

এক ॥ শ্রীবামকৃষ্ণ, সাবদাদেবী, রামকৃষ্ণ সংঘ ও শিষ্যকেন্দ্রিক কবিতা

গুরুপূজা, (স্বামী বিবেকানন্দকে নিবেদিত অর্ঘ্য) জীবণ্মুক্তের গীতি, শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীসাবদা দেবী, স্বামী বামকৃষ্ণানন্দ, বিশ্ববাণী, স্বামী সাবদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্গীত, মহাপুরুষেব মহাসমাধি।

দুই ॥ ব্যক্তি প্রশস্তি ও মনীষী বন্দন।

অর্দ্ধেন্দু স্মৃতি, জগদীশ সংবর্ধনা, নাট্যবথী অমরেন্দ্রনাথ, ভিখাবী প্রিয়নাথ, সাহিত্যচার্য্য সমাজপতি, অমব শিশিবকুমার, দাতাকর্ণ মণী_চন্দ্র, পুরুষসিংহ আশুতোষ, ভাবতপূজ্য সুবেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি, মনীষী বিহাবীলাল সুর, মহাত্মা অশ্বিনীকুমাব, মহাত্মা শিশিবকুমাব, বায যতীন্দ্র চৌধুবী, লডসিংহ, শ্রীমধুসূদন।

তিন ॥ গিবিশ বন্দনা

গিবিশ গৌবব, গিবিশচন্দ্র, গিবিশচন্দ্রেব প্রতি।

চাব ॥ মহাপুরুষ ও ধর্মকেন্দ্রিক কবিতা

কর্ম, কাশীপঞ্চক, প্রবুদ্ধ ভারতেব প্রতি, বুদ্ধদেব, ব্রহ্মজ্যোতি : ১, ব্রহ্মজ্যোতি : ২, যীশুখ্রীষ্ট, তত্ত্বমসি, শ্রীশ্রীকালী, শ্রীশ্রীচিত্তগুপ্ত, শ্রীশ্রীগোবিন্দধ্যান, শ্রীশ্রীরাধিকাধ্যান, স্নান পূর্ণিমা, একাম্রকানন।

পাঁচ ॥ প্রেম ও প্রকৃতিকেন্দ্রিক কবিতা

দীপান্বিতা, পতিতাব ক্ষেদ, নিদ্রিতা সুন্দরী, প্রণয়মগ্না, প্রেমতত্ত্ব, বিলাপ, বিশ্বমঙ্গল, সখার প্রতি, ললনা মহিমা, প্রণয় উন্মেষ।

ছয় ॥ অনূদিত কবিতা

নিদ্রিতা সুন্দরী, প্রণয়ীর আশা, প্রেমতত্ত্ব, জীবন্মুক্তেব গীতি, শান্তি, অমরার পথ, খেলা মোব সাঙ্গ হোল, নবম নন্দন, শ্রীশ্রীগোবিন্দ ধ্যান, শ্রীরাধিকাধ্যান, শ্রীশ্রীসিংহবাহিনী ধ্যান।

এই অঙ্গ বিভাগ থেকে আমরা বুঝতে পারি তাঁর কবিতায় পৌরাণিক সংস্কারের সঙ্গে নব্য হিন্দুধর্মের মূল্যবোধ, প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে কবিমনের রোমান্টিক স্বপ্ন অভিসারও যুক্ত হয়েছে। কাব্যপ্রকরণের এই ধারাটিকে বুঝতে হলে সমকালীন কাব্য ইতিহাসের দুটি স্রোতের সংবাদ জানা প্রয়োজন।

বিশশতকের গোড়ার দিকে রবীন্দ্র কবিতার নৈতিকতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে এক শ্রেণীর কবি ও সমালোচক নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ঐ শ্রেণীবৃত্তের কবি। এঁরা সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে রক্ষণশীল হিন্দু নৈতিকতা ও সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন। কিরণচন্দ্র এই ধারার কবি। তিনি ধারাটিকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেননি। কারণ, কিরণচন্দ্রের সাহিত্যসাধনায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের দুর্লক্ষ্য সহাবস্থান। কবিতার লিরিকধর্মীতা, যা ব্যক্তিগত অনুভূতির স্নায়ু স্পন্দনে প্রতিধ্বনিত সেই গীতিকবিতার ভোরের পাখী বিহারীলালের উত্তরসূরী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনুগামী কিরণচন্দ্র তার কবিতায় নারীর জননী ও জায়ারূপের গুরুত্ব বেশী দিয়েছেন। যৌবনে কিরণচন্দ্রের বাক্রতী ও চিত্রকল্পে নারীর কল্যাণময়ী রূপ ফুটে উঠেছে। গীতিকবিতার সঙ্গীতময়তা এবং কল্পনা তিনি ধরে রাখতে পারেন নি। ফলে তাঁর রচনায় ক্রমশঃ ক্লাসিক সংযম মাথা তুলেছে।

ভাষা 'উচ্চ ভাবরাশির ধারক' হবে এই সচেতনতা কবিতার সঙ্গীত ধর্মকে কখনো কখনো সংযত করে। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে সংযম, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার এমন একটি উচ্চতা আছে যা হিন্দু গার্হস্থ্য ধর্মকে কোনমতে লংঘিত করে না। এভাবেই কবিতাগুলি গীতিকবিতার আশ্রয় বঞ্চিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সুরেশ সমাজপতি দ্বিজেন্দ্রলালের ধারানুসারী পথে পরিভ্রমণ করেছে।

কিরণচন্দ্রের কয়েকটি কবিতা আলোচনা করলে উপরের কথাগুলি স্পষ্ট হবে। 'শ্রীরাধিকার উক্তি' কবিতার শুরু এই ভাবে "বসন্তের

জোছনায় ও কে সখী গান গায় / মোহন মুরলী রবে মাতায় ভুবন।"
এ কবিতায় ওকে, আহা, অই, সই অ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার কবিতার প্রেম তন্ময়তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিম্বা মদিরা কবিতায় সনেটের ক্লাসিক কাঠামোয় "কি, মদিরা পান করে জীবে এ সংসার/প্রমত্ত সদাই তুমি দেহ টলমল"-এ গীতিধর্মীতা অনুপস্থিত থাকলেও নৈতিকতার ছুঁচিরাই নেই। তিনি প্রথমদিকে বিহারীলালের সারদামঙ্গলের প্রভাবে "সারদার প্রতি" গীতি কবিতা ইত্যাদি রচনা করেন। শেলীর লাভর্স ফিলোজফিও অনুবাদ করেন তিনি।

ফরাসী কবি মিসেস অ্যাকেরম্যানের 'দি স্লিপিং বিউটি' কবিতা [তরু দত্ত কৃত ইংরাজী থেকে] বাংলায় অনুবাদ করেন। তরু দত্তের আর একটি কবিতা 'এ লাভার্স উইস' [অনূদিত নাম প্রণয়ীর আশা], সখার প্রতি ঊষা সমাগমে, প্রণয় মগনা কবিতায় বিহারীলাল বৃত্তের ছাপ সুস্পষ্ট। পরবর্তী কবিতায় ক্রমশঃ তিনি রোমান্টিক লিরিকধর্ম থেকে ধর্মনির্ভর ধ্রুপদী কাব্য ভাবনায় ফিরে আসেন।

দীপান্বিতা আর একটি অসাধারণ কবিতা। প্রকৃতির পটভূমিতে দেশমাতৃকার বন্দনা। এখানে বাক্ সংযম এবং সঙ্গীত ধর্ম দুই বজায় থেকেছে।

"আকাশেতে ঘোর ঘটা   আঁধারের মহাছটা ;
মহাহিমে ঘেরা হেরি আনন্দ বিমান।

কিংবা

"ভারত শ্মশান মাঝে   নাচ মা রঙ্গিনী সাজে,
জাগুক তনয় তোর উন্মাদ আহ্বানে !

দীপান্বিতায় অনুভবের পটভূমি ধ্রুপদী কিন্তু রোম্যান্টিক বিস্তার দানা বেঁধেছে। তুলনায় ব্রহ্মজ্যোতি কবিতাটিতে ধ্রুপদী চিন্তার উপর রোম্যান্টিক বিস্তৃতি এক পূর্ণাঙ্গ অবয়ব সৃষ্টি করেছে। আমরা কিরণ-চন্দ্রের কাব্য সৌন্দর্য বর্ণনায় বেশি কথা বলতে চাইছি না। কেবল তাঁর রচনার মধ্যে বিভিন্ন স্তরের যে ধারাগুলি ঘনীভূত হয়েছে

সেগুলিকে চিহ্নিত করছি মাত্র। রোম্যান্টিক আত্মতন্ময়তায় ক্লাসিক বাতাবরণে যে মানুষটির সারস্বত যাত্রার শুরু ; কাব্য রসের বিচারে তার একটি অবশ্য গ্রহণীয় সাময়িকমূল্য আছে। তবে সমসাময়িক মূল্যকে অতিক্রম করে ক্রমাগত বন্দনা ও অর্চনার কবি হবার পেছনে জীবন-দর্শনের ব্যবহারিক নিয়ন্ত্রণ আছে। প্রথমতঃ তিনি হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই রক্ষণশীলতাকে তাঁর কবিধর্ম, সাহিত্যজীবনের সূচনায় কাব্যআত্মাকে সজাগ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর কবিতাব মধ্যে প্রচলিত ছন্দ ও ভাষাকে ধরে রাখবার চেষ্টা আছে। পয়ার, ত্রিপদী এবং চতুর্দশপদী কবিতার উপর তাঁর যে আকর্ষণ সেখানে আধুনিক শব্দ বা কবিতার শব্দ-ভাষা সম্পর্কে তিনি নতুন পথেব পথিক ছিলেন না। ফলে তাঁর কবিতার শব্দ ব্যবহারকে বিশ্লেষণ করলে মনে হবে তিনি, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের ধারানুসারী। তাঁর জীবনে অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে নবীনচন্দ্রের প্রভাব উপস্থিত না থাকলেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং গিরিশচন্দ্রের ধারা তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন। এর উপর হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা ক্রমশঃ তাঁর কবিতাকে এক আনুষ্ঠানিক সূচিতার উপর দাঁড় করায়। ইতিমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে কিরণচন্দ্রের যে নবজন্ম ঘটে, সেখান থেকে শুরু হয় কবিতার পালাবদলও। স্বামীজীর ইংরাজী কবিতা-গুলির অনুবাদ এবং সেইসব কবিতার বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নতুন ধরণের কাব্য প্রয়াসের ফলে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে নতুন ধরণের অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক কবিতা লিখতে শুরু করলেন। এর যথেষ্ট উদাহরণ তাঁর 'বন্দনা' ও 'অর্চনা'য় পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনীষী বন্দনা। কবিতায় যখন ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর যাত্রা শুরু হয়—তখন অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর কবির ক্ষেত্রে ভক্তি ভাবের আবদ্ধতা কল্পনার লাবণ্যকে রুদ্ধ করে। কিরণচন্দ্র যখন অনুবাদ করেন কিম্বা উচ্চস্তরের দর্শনচিন্তাকে কবিতায় ধ্রুপদী আঙ্গিকে প্রকাশ করেন

সেখানে তিনি সাবলীল, স্বচ্ছন্দ। স্বামীজীর কবিতার অনুবাদে, মনীষী বন্দনায়, গিরিশচন্দ্রের বিয়োগে, এবং পত্নীবিয়োগে শোক কবিতা রচনায় কিরণচন্দ্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট ঐতিহাসিক দিক থেকে অবশ্য আলোচনার দাবী রাখে। ভাবের দিক থেকে তিনি জাতীয়তাবাদী,— হিন্দু ধর্মের উদ্বোধনকে আত্মস্থ করেছিলেন। ফলে, কবিতায় হিন্দু সামাজিকতার নৈষ্ঠিক আচরণ লক্ষণীয়। মনীষী বন্দনা, শোককবিতা এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রিক কবিতায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের সঙ্গে ভক্তির সুরটি উপস্থিত। তাঁর শোক কবিতাগুলিতে সংযম ও শ্রদ্ধা এ দুয়ের সংমিশ্রণে রাখালিয়া সুরটি ধরা পড়েছে। এই প্রসঙ্গে দুটি শোকোচ্ছ্বাস গীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'গিরিশ গৌরব' এবং 'চারুস্মৃতি' মহাকবি গিরিশচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'শোক শেফালিকামালা' সময়ের দিক থেকে মহাকবি সম্পর্কে রচিত প্রথমশোকোচ্ছ্বাস গীতি। ঐ সময় গিরিশচন্দ্রের বিভিন্ন শোকসভায় "গিরিশ গৌরব" এর নানা ছত্র মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। যেমন—

(১) চিনে না জীবিতকালে মরিলে অমর বলে
তাই কিহে চলে গেলে তুমি।

(২) শূন্য সিংহাসন পাশে আজি আঁখি নীরে ভাসে
রসিক ভাবুক শত শত !

(৩) বিল্বমঙ্গলের কথা আমি কি কহিব হেথা,
শতমুখে নরেন্দ্র গাহিল।

(৪) ভৈরব তোমার নাম দিল সেই গুণধাম ;
'বকল্মা' গ্রহণ তব তরে !

চারুস্মৃতি (১৩২৪) পত্নী বিয়োগে রচিত কবিতা, শোকাঞ্জলি। গাথা কবিতার মতো এখানে epitaph এর কিছু কিছু সার্থক প্রয়োগ আছে। শোকজনিত মানসিক পীড়নের পিছনে অতন্দ্র স্মৃতির প্রতিফলন কাজ করেছে। নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট স্মৃতির বিয়োগ সজল সঙ্গীত শোক কবিতার মর্মধ্বনি। কিরণচন্দ্রের 'চারুস্মৃতি' দু ফোঁটা অশ্রুজল ;

শোকের কাব্য, বহু বরষের স্মৃতি। প্রেমের ঔজ্জ্বল্য ও স্নিগ্ধতার সঙ্গে বিরহ ব্যথা চারুস্মৃতিকে রসোত্তীর্ণ করেছে।

কয়েকটি এপিটাফের দৃষ্টান্ত।

ক স্রোতস্বিনী বাধা পেলে যথা বেগে ছোটে!

খ. কর্ত্তব্যে কিঙ্করীসম, প্রেমে প্রিয়া অনুপম,
ধর্ম্মের সঙ্গিনী তুমি ছিলে চিরদিন!

গ কথা নহে, কার্য্যমাত্র—জীব পরিচয়।

ঘ পাঁচে গড়া জীব-দেহ, গেল নিজ নিজ গেহ,
ছিল নাক, নাই কিছু—ব্রহ্ম সারাৎসার!

এই প্রসঙ্গে বলা যায় অনূদিত কবিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য, স্বামী বিবেকানন্দের ছয়টি ইংরাজী কবিতার অনুবাদ। কবিতার গাম্ভীর্য্য এবং গতিশীলতা অনুবাদে রক্ষিত। যে স্থাপত্য-সৌন্দর্য স্বামীজীর কবিতার অন্যতম অবয়ব তাকে তিনি ধ্রুপদী বাংলায় ছন্দোবদ্ধ করেছেন। যেমন—

"The wounded snake its hood unfurls,
The flame stirred up doth blaze,
The desert air resounds the calls
Of heart-struck lion's rage :"

অনূদিত রূপটি

"বিস্তারে বিশাল ফণা দলিতা ফণিনী,
প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যথা সঞ্চালনে,
শূন্য ব্যোমপথে যথা উঠে প্রতিধ্বনি
মর্ম্মাহত কেশরীর কুপিত গর্জ্জনে!"

এখানে অনুবাদ কেবল মূলানুগ নয়—মূলের ব্যঞ্জনা—অনুভবকেও আত্মস্থ করেছিলেন আশ্চর্য প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে। কবিতার ভাষান্তরিত রূপ দেখে স্বামী সারদানন্দ মন্তব্য করেছিলেন "মূল কবিতা এবং অনুবাদ একাকার হয়ে গেছে।" স্বামী অভেদানন্দ তির্যক উক্তি করে

বলেছিলেন যে, "ও কিরণের লেখা নয়; স্বামীজী ওর হাত ধরে লিখিয়ে নিয়েছে।" পরিশিষ্ট (খ) অংশে অনূদিত কবিতাগুলির সংযোজন পাঠককে দেখতে অনুরোধ করি।

গদ্যচর্চা

গদ্যচর্চায় কিরণচন্দ্র ছিলেন প্রাচীন ক্লাসিক গদ্যানুসারী। তৎসম শব্দ বহুল গদ্যভাষায় সমাস ও সন্ধির সুষম ব্যবহারের সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগবাহুলে। গদ্যের বাক্য-সজ্জা কেবল মিশ্র-যৌগিক হয়নি বক্তব্যের গাম্ভীর্য ও ঋজুতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর বাক্-বিন্যাসে ভাষাগত নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শৈল্পিক দক্ষতা। তিনি ছিলেন সুনিপুণ বক্তা—এজন্য ভাষার বাগ্মিতার ছাপ স্পষ্ট। তাঁর গদ্য-চর্চার কিছু নমুনা ঃ

"বহু সৌভাগ্যের দীপ্তি দান করিয়া বাঙ্গালীর মনে বহুতর আশা-বাণী জাগাইতে জাগাইতে আজ অকস্মাৎ অস্তমিত হইল, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কখন কোন কালে যে তাহার অনুরূপ আর একটী দেখিতে পাইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।"

বা, "তাহার রচিত নাট্য গ্রন্থাবলী দীনা বঙ্গভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব কি পরিমাণে বর্দ্ধন করিয়াছে, তাহা নাট্যসাহিত্যে কোবিদ মাত্রেই অবগত আছেন।"

বা, "শ্রীবিবেকানন্দ শুদ্ধাদ্বৈতবাদের গরিষ্ঠ শিখরে সমাসীন ও তাঁহার শ্রীমুখে তত্ত্বমসি বাণী সদা উচ্চারিত।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখক কিরণচন্দ্র

[রঙ্গালয়—২ চৈত্র ১৩০৭ থেকে ৬ অগ্রহায়ণ ১৩০৮ মোট ছয়টি প্রস্তাবে লিখিত।

নাট্য মন্দির—অগ্রহায়ণ ১৩১৮ থেকে ভাদ্র ১৩২০; আদিযুগ থেকে বেঙ্গল থিয়েটার ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত ষোলটি প্রস্তাবে লিখিত।]

সূচনা :

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'রঙ্গালয়' পত্রিকায় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় নাট্যশালার উৎপত্তি ও শৈশব কথা লিখে একটি নিরপেক্ষ নাট্য-ইতিহাস লেখার সূচনা করেন। রঙ্গালয় পত্রিকায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন—"প্রত্যেক সভ্যদেশের প্রাচীন নাট্যশালার একটা ইতিহাস আছে। থাকাও আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন নাট্য-শালার ইতিহাস নাই। তবে অধুনা প্রচলিত বঙ্গদেশের নাট্যশালার ইতিহাস ধারাবাহিক রূপে সংগৃহীত হইতে পারে।"

এর আগে বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস সংকলনের কোন পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ চেষ্টা হয় নি। কবি কিরণচন্দ্রই রঙ্গালয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং নাট্যমন্দিরে একটি অপক্ষপাত ইতিহাসের কাঠামো খাড়া করলেন। মাইকেল মধুসূদনের জীবনী লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু জাতীয় নাট্য-শালার কয়েকটি কথা প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন, তারপর মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি তাঁর পুরোহিত ও অনুশীলন মাসিকপত্রে নাট্যশালা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য লিখেছিলেন ঠিক তারপরই কবি কিরণচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা।

গিরিশ-অর্ধেন্দু বিরোধ ঃ

১৩০১-১৩১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বঙ্গীয় নাট্যশালাকেন্দ্রিক নানা প্রবন্ধে দুটি ভিন্ন বা বিপরীত ধর্মী প্রাবন্ধিক সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়। এই দুটি ধারার যে বিরোধ তা মূলত গিরিশ-অর্ধেন্দু ভক্ত সমাজের বিরোধ। যেমন প্রথম বিরোধ ছিল 'ফাদার অফ দি বেঙ্গলী ষ্টেজ' কে? অন্য প্রসঙ্গগুলি হল, ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা কে? স্থায়ী নাট্যশালার উদ্যোক্তা কে? বৈতনিক ও জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা কে? 'প্রথম কে' এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তাহ'ল অভিনয় দক্ষতা ও অভিনয় শিক্ষকতার জন্য কে অগ্রণী? গিরিশচন্দ্র, না অর্ধেন্দুশেখর?

এই বিরোধের প্রথম সূত্রপাত করেন মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এবং অর্ধেন্দুপুত্র ব্যোমকেশ মুস্তাফী। তিনি 'রঙ্গভূমি' সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং বিশ্বকোষে 'রঙ্গালয়' শব্দে প্রকাশিত নাট্যশালা ইতিবৃত্তে চূড়ান্ত গিরিশ বিদ্বেষ দেখিয়েছিলেন।*

---

* বিশ্বকোষে 'রঙ্গালয়' শীর্ষক আলোচনায় অর্ধেন্দুশেখরকে বাংলা নাট্যমঞ্চের পথিকৃৎ বলে ঘোষণা করা হয়। ১৮৬৭, ১৪ সেপ্টেম্বর চোরবাগানে যে অবৈতনিক থিয়েটার স্থাপিত হয় সেখানে (১২৭৪ বঙ্গাব্দে ১৬ কার্তিক) অর্ধেন্দুশেখর কিছু কিছু বুঝি অভিনয় করেন এবং বিশ্বকোষ মন্তব্য করে "গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি স্বনামখ্যাত অভিনেতারা কেহই এত অধিক পূর্বে নাট্যে মিলিত হয় নাই।" (পৃ ১৮৪)। বিশ্বকোষের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে নাট্য সমালোচকগণ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যান। কিরণচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করে দেখালেন কালের বিচারে গিরিশচন্দ্রই মঞ্চ জগতে সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছেন। এছাড়া অভিনয় রীতিকে কেন্দ্র করে অর্ধেন্দু ধারা ও গিরিশ ধারা প্রচলিত হয়। বিশ্বকোষের মতে "মুস্তাফীর রীতিতে কি গদ্য কি পদ্য কথোপকথনের সুরে অভিনীত হয়। কেহ কোনরূপ নকল সুর অবলম্বন করিয়া আবৃত্তি করে না। কিন্তু গিরিশবাবুর রীতিতে কি পদ্য অভিনয়ে কি গদ্য অভিনয়ে অভিনেতারা যেন একটা কবিতার সুর ধরিয়া শ্রোত্রসুখকর উপায়ে অভিনয় করিতে

অন্যদিকে কিরণচন্দ্র দত্ত এবং অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় একটি নিরপেক্ষ নাট্য তদন্ত শুরু করেছিলেন। তাঁদের লেখায় কোন ধরণের অর্ধেন্দু বিদ্বেষ ছিল না। ব্যোমকেশ মুস্তাফী ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামে বঙ্গীয় নাট্যশালা নামক একটি গ্রন্থও লেখেন। সেখানেও গিরিশ বিদ্বেষ ছিল।

এই ধরনের অর্ধেন্দু-গিরিশ বিরোধের জন্য বঙ্গীয় নাট্যশালার যথার্থ ইতিহাস রচনা দীর্ঘদিন ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন নট ও নাট্যকারের প্রকৃত অবদানের দিকটিও ধোঁয়াটে হয়ে ওঠে।

কিরণচন্দ্রের অবদান

কিরণচন্দ্র ঐ অস্পষ্টতার ধোঁয়াশা কাটিয়ে প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের প্রথম নিরপেক্ষ পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লেখক। তিনি যখন নাট্যমন্দির পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ লিখছেন তখন 'সময়' পত্রিকা (১২ আশ্বিন ১৩১৮) একটি সমালোচনা স্তম্ভে ব্যোমকেশ অনুগামীদের গিরিশ বিদ্বেষ দেখে মন্তব্য করে "পুরাতন

থাকে।" [পৃ—১৯৮] সত্যিকথা বলতে কি 'রঙ্গালয়ে'র আলোচনাটি একদেশদর্শী। সেখানে নিরপেক্ষ নাট্য-তদন্তের অবকাশ ছিল না। কিরণচন্দ্র তাঁর নাট্য প্রবন্ধে সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্য তদন্তের পদ নির্দেশ করলেন।

তিনি বললেন,—বাগবাজারে 'সধবার একাদশী'তে অর্ধেন্দুশেখর নিছক অভিনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু—"বঙ্গীয় স্থায়ী নাট্যশালার জনক স্বরূপ এই সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের একমাত্র নেতা ও শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।" এবং এর আগেই তিনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শর্মিষ্ঠা নাটকে গান লিখে দিয়েছিলেন। এবং গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাগবাজারে (চোরবাগানের আগে) অবৈতনিক যাত্রা সম্প্রদায় গঠন করেন।

কিরণচন্দ্র কি ভাবে গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধর্মদাস সুরের প্রচেষ্টায় বাগবাজারের সখের যাত্রা সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন। প্রবন্ধটিতে নাট্য ও অভিনয় শিল্পের উৎস ও বিকাশ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ সংবাদ পাওয়া যাবে।

প্রসঙ্গে থিয়েটার সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে—মুস্তফী সাহেবের পেশাদারি থিয়েটার খোলা অবধি আছে। নাই কেবল গিরিশচন্দ্রের নাম। গিরিশচন্দ্র না হয় 'অশ্লীল ব্যক্তি' বলিয়া সাহিত্য জগৎ হইতে 'বয়কট' হইয়াছেন ; তা বলিয়া থিয়েটারের বিষয় বলিতে হইলে তাঁহাকে বাদ দিলে তো চলিবে না। থিয়েটারের সে ইতিহাস যে খোঁড়া হইবে।*

এখন দেখা যাক্ রঙ্গালয় এবং নাট্যমন্দির পত্রিকায় কিরণচন্দ্র বঙ্গীয় নাট্যশালার কোন্ দিক্গুলি তুলে ধরে ছিলেন।

রঙ্গালয় পত্রিকায় নাট্যশালার জন্ম ও শৈশবকাল পর্যন্ত আলোচিত হয়েছিল। নাট্যমন্দিরে' তা বেঙ্গল থিয়েটার ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় অংশে শেষ হয়। ধারাবাহিক এই নাট্যনিবন্ধে তিনি নাট্যশালার ইতিহাস লেখার ঐতিহাসিক কারণ ও তাৎপর্য, বঙ্গীয় নাট্যশালার উৎপত্তি কথা, নাট্যশালার শৈশব ইতিহাস, (এখানে কয়েকটি নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সংক্ষিপ্তসার আছে।) বঙ্গীয় সমাজে নাট্যচর্চার ইতিহাস, প্রথম বাংলা নাটক, প্রথম বাংলা নাটকাভিনয়, বাঙ্গালী কর্তৃক ইংরাজী নাটকের অভিনয়, বেলগেছিয়া থিয়েটার, বাগবাজারের শৌখিন নাট্যসমাজ, অবৈতনিক ও বৈতনিক নাটকের ধারা, বাগবাজারের 'সধবার একাদশী' অভিনয় সম্প্রদায়ের কথা বলেছিলেন। বাগবাজারে লীলাবতী অভিনয়ের কথা, ন্যাশান্যাল থিয়েটারকে কেন্দ্র করে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে পেশাদারী অভিনেতাগণের বিরোধ, গিরিশচন্দ্র-অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় দক্ষতার আলোচনা, মাইকেল ও দীনবন্ধুর

---

* মনে রাখা দরকার ঐ সময়ে কতকগুলি মুখরোচক বিতর্ক নাট্যামোদীদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। যেমন কে নটকুল শেখর? অর্দ্ধেন্দু না গিরিশচন্দ্র? অভিনেতার সম্মানসূচক উপাধি তাঁর জনপ্রিয়তার মানদণ্ড ছিল। যেমন কে 'নট সূর্য্য' কে নট সম্রাট? কে নটরাজ, আবার কে নট কুলচূড়ামণি, কে নটকুল কেশরী? কেই বা নটকুল ধুরন্ধর এমন কী রবীন্দ্রনাথকেও 'মহাকবি' না কবিবর' এই বিতর্কে নামানো হয়েছিল। জনপ্রিয়তা ও তদ্‌সংক্রান্ত বিশেষণ প্রয়োগ দর্শকের রুচি নির্ধারণ করত?

নাটকগুলির মঞ্চস্থ করার নেপথ্য কাহিনী, নীলদর্পণ নাটকাভিনয়ের উদ্যোগ, ন্যাশান্যাল সম্প্রদায়ের বৈতনিক ভাবের উদ্যোগে এবং নাট্য ও মঞ্চশিল্পে গিরিশচন্দ্রের অবদানও তিনি তুলে ধরেছিলেন।

তিনি গিরিশ-জীবনী লেখক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সমকালীন পল্লীবন্ধু বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শে মোট ছয়টি প্রস্তাবে রঙ্গালয় পত্রিকায় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্ম ইতিহাস প্রথম আলোচনা করেন। সেখানে ইতিহাসের লক্ষ্য ছিল নাট্য পটভূমি ও গিরিশচন্দ্র অর্থাৎ নাট্যশালার জন্ম ও শৈশবকাল এবং গিরিশচন্দ্রের অবদান। এরপর ১৩১৮ বঙ্গাব্দে নতুন করে নাট্যমন্দিরে আদি যুগ থেকে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস লেখেন। কিরণচন্দ্রই প্রথম নাট্যশালার হেঁসেলের কথা উদ্ধার করেন। অর্থাৎ থিয়েটারের বিভিন্ন দল উপদলের কলহ, নাটক নির্বাচন, মঞ্চশয্যা টিকিট বিক্রি ইত্যাদি নাট্যজগতের অন্দর মহলের বিভিন্ন সংবাদ নাট্যমন্দির পত্রিকায় একের পর এক প্রকাশিত হয়। ১৮৩১-১৮৭৫ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছরের বঙ্গীয় নাট্যশালার নষ্টকুষ্ঠী উদ্ধারে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন।

উৎসাহী পাঠক যদি নাট্যমন্দিরের পাতাগুলি লক্ষ্য করেন দেখবেন একদিকে যেমন লালবাজারের প্লে-হাউস থেকে শুরু করে নবীনচন্দ্র বসু, মেট্রোপলিটন একাডেমী, বেলগাছিয়া থিয়েটার, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী, নীলমণি মিত্রের বাড়ী, পটলডাঙ্গা ও শিমুলিয়ার মঞ্চ, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী, কালীপ্রসন্ন সিংহ, জয়চাঁদ মিত্র, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার, সিন্দুরীয়া পটি, রাজেন্দ্রলাল পালের বাড়ী, বাগবাজারের শখের সম্প্রদায় (১৮৬৭) নগেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী, মধুসূদন সান্যালের বাড়ী, রাধাকান্ত দেববাহাদুরের বাড়ী, ন্যাশান্যাল থিয়েটার ও টাউন হল, দি হিন্দু ন্যাশান্যাল থিয়েটার ও লিণ্ডসে স্ট্রীটের অপেরা হাউস, ঢাকার পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি, পাথুরিয়া ঘাটার জয়রাম বসাকের বাড়ী ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন জমিদার বাড়ীতে, নাটক

মঞ্চস্থ করার কারণগুলির গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধান করেছেন, তেমনই নাটক নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যগুলিও তিনি লক্ষ্য করেছেন। নাটক, নাট্য-শালা, নট ও নাট্যকার বিষয়ে তাঁর ইতিহাস সংগ্রহের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম অপরিসীম। ঐ সময় নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়কে কেন্দ্র করে উত্তর-মধ্যকলিকাতায় যে সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন নাট্য সম্প্রদায়ের আলোচনা করেছেন। কিরণবাবুর এ বিষয়ে আর একটি বড় অবদান হলো, তিনিই প্রথম কিভাবে বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার ন্যাশন্যাল থিয়েটারে পরিণত হয় সেই তথ্য তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে কিভাবে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ও অমৃত-লাল বসু পাল্টা 'দি হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার' গঠন করেন তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

শেষকথা ঃ

কিরণচন্দ্রের প্রাথমিক প্রয়াসটি কখনই সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর নাট্য-শালার ইতিহাস নয়। কিন্তু এটি বঙ্গীয় নাট্যশালা সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য লিখিত উপাদান। কিংবদন্তী ও স্মৃতিকথার সঙ্গে সমকালের সাক্ষ্য উপদানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। কারণ এ জাতীয় সংকলনের মধ্য দিয়ে একটি যুগের কথাও জানতে পারা যায়। প্রতিষ্ঠাতৃগণের দু'একজন আলোচ্য প্রবন্ধ লেখার সময় বর্তমান ছিলেন এবং যাঁরা অল্পকাল লোকান্তরিত হয়েছেন তাঁরাও কিছু কিছু উপাদান রেখে গিয়েছিলেন—কিরণচন্দ্র ঐ সাক্ষ্যগুলিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ গঠনের আগে থেকেই নাট্যমঞ্চ ভাঙা গড়া, দল-বদল, অভিনেতা অভিনেত্রী কেনাবেচা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঐ ধ্বংস কাজে সকলেরই ইন্ধন ছিল। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ এবং মান-অভিমানের কথা সমকালীন পত্র-পত্রিকায় ও স্মৃতিকথায় যথেষ্ঠ রয়েছে। সেদিক থেকে কিরণচন্দ্রের প্রবন্ধটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পরিশিষ্ট—ক

INDIAN ROUND-TABLE CONFERENCE.

G (Seal) R
Tel No
Gerrard 4040

St. James's Palace,
London, S.W.I.
১লা ডিসেম্বর, ১৯৩০

কল্যাণবরেষু—

এখানে আসিয়া অবধি কন্‌ফরেন্সের কার্য্যে ব্যস্ত আছি। দেশের অনেক প্রধান লোক এখানে উপস্থিত। ভারতের মুসলমান সমাজের যারা অগ্রণী তাহারা আসিয়াছে। রাজন্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহারা হয় স্বয়ং বা প্রধানমন্ত্রী দ্বারা উপস্থিত। ভারতের অনুন্নত শ্রেণীর লোক, খৃষ্টধর্মাবলম্বী, ফিরিঙ্গি, ইংরাজ-ব্যবসায়ী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোকের প্রধান প্রধান প্রতিনিধি এখানে আসিয়াছে।

আমরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এখনও সফল হই নাই। কন্‌ফরেন্সে প্রথম পাঁচদিন যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে পড়িয়াছেন। সকল বক্তাই জাতীয়তার সুরে গাহিয়াছেন, ও ভারত যাহাতে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করে, সেই আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

যখন পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিয়া কাহার হস্তে উপরিতন ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে সেই বিচার উপস্থিত হইল তখনই ঐক্য দূরে গিয়া মতের বিভিন্নতা ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে লাগিল। ভারতীয় রাজারা ইংরাজের প্রভুত্ব চান না, নিজ রাজ্যে নিজেদের একাধিপত্য চান, ও বৃটিশ ভারতের সহিত বন্ধনের গ্রন্থী যত কম হয় তাহাই চান। প্রকারে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে চান যে বৃটিশ ভারত তাঁহাদের অনেক পরিমাণ খরচ দিবে, ও তাঁহারা নামে বৃহত্তর ভারতভুক্ত হইয়া থাকিবেন। বন্ধনের গ্রন্থীগুলি যে কি হইবে তাহা লইয়া অনেক বিচার তর্ক হইয়াছে, এখনও কোনও নিষ্পত্তি হয় নাই।

দিনের পর দিন কেবল বিচার ও আলোচনা চলিয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই বেসরকারি। প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের আন্তরিক ইচ্ছা

যে ভারতীয়েরা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ নিজেরা মিটাইয়া ফেলে। চেষ্টা হইতেছে, তবে সে চেষ্টা কতদূর সফল হইবে বলা যায় না। বঙ্গদেশ হইতে যে সব মুসলমান প্রতিনিধি আসিয়াছে তাঁহারা একটু গোলযোগ করিতেছেন। শিখ, অনুন্নত জাতি ও শ্রমিকের দলও গোলযোগ করিতেছে। একধারে দেশীয় রাজা, অপরদিকে মুসলমান, শিখ, অনুন্নত জাতি, খৃষ্টিয়ান ও শ্রমিক ইহাদের লইয়া সামঞ্জস্য বিধান করা যে কঠিন তাহা এখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে শেষ বিচারে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা বুঝিতে পারি নাই। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুগণ যাহারা ইতিপূর্ব্বে লাঞ্ছনা সহিয়াছে ও সহিতেছে তাহারাও আপত্তি করিতেছে। তবে এখানে হিন্দুদের মধ্যে এইটুকু জাতীয়তা দেখিতেছি, যে তাহারা বলিতেছে যে যদিও তাহারা কতকগুলি প্রদেশে সংখ্যায় কম, যদি ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে জাতিবিচার না থাকে, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ ব্যবস্থা চাহিয়া কোনও আপত্তি করিবে না। কিন্তু মুসলমান ও অপরাপর বিশেষ দলের মত কতকটা এ বিষয়ে কংগ্রেসের মত। মিউনিসিপ্যালিটি বা ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদিতে নির্ব্বাচিত হইতে হইলে যোগ্যতা বা কৃতকর্ম্মের আবশ্যকতা নাই, শ্রেণীভুক্ত হইলেই হইল। আমাদের দলাদলি এরূপ মজ্জাগত, যে কংগ্রেসের মধ্যেও অত্যধিক দলাদলি।

আমি যে রকম দেখিতেছি তাহাতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দেশে ফেরা বোধ হয় সম্ভবপর হইবে না। আমাকে বাগবাজার লাইব্রেরীর সভ্যেরা তাহাদের সভাপতি করিয়া শুধু সম্মানিত করে নাই, তাহাদের কার্য্য পরিচালন শক্তির একটি প্রধান অঙ্গ করিয়াছে। আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে আমি কোন কার্য্যই করিতে পারিতেছি না। আমি সে জন্য সভাপতিপদ ত্যাগ করিতেছি। সেজন্য লাইব্রেরীর প্রতি আমার যে শুভেচ্ছা আছে ও লাইব্রেরীর অনেক সদস্যের প্রতি আমার যে স্নেহ ও শ্রদ্ধা আছে তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

আশা করি আপনি, হরিপদবাবু ও ছেলেরা সব ভাল আছে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

লণ্ডন
১৩ই জানুয়ারি, ১৯৩১

কল্যাণবরেষু—

আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম।

হিন্দু মুসলমান বিরোধ আপোষে মিটে নাই। এই পত্র প্রাপ্তির বহু পূর্ব্বেই আপনারা জানিতে পারিবেন যে কি ভাবে সে বিরোধ নিষ্পত্তি হইয়াছে। মুসলমানেরা এখানে আসিয়া যাহা চাহিয়াছিল, হিন্দুরা তাহা অন্যায় ও অতিরিক্ত আবদার বিবেচনায় স্বীকার করিতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত চিন্তামনি একটি অধিবেশনে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে ধর্ম্মমত অবলম্বনের জন্য ক্ষমতা, অধিকার ও পৃথক বিশিষ্টতা, ইহা বর্ত্তমান কালে ভারতে ইংরাজ প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ইহা আশা করা যায় না যে যাহারা কোনও অধিকার ও বিশিষ্টতা উপভোগ করিতেছে তাহারা স্ব-ইচ্ছায় উহা ত্যাগ করিবে; ইংরাজ ভারতের উন্নতির পথে এই জঞ্জাল স্থাপন করিয়াছে। ইংরাজের কর্ত্তব্য এই জঞ্জাল সরাইয়া দেওয়া। শ্রীযুক্ত চিন্তামণির এই উক্তির কেহ উত্তর দেয় নাই।

যেদিন হইতে গোলটেবিল বৈঠকের সূচনা হইয়াছে* সেইদিন হইতেই ভারতের ইংরাজগণ ও ইংল্যাণ্ডের ভারত হইতে অবসরপ্রাপ্ত যে সব ইংরাজ আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমানদিগকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া বৈঠকের কার্য্য যাহাতে পণ্ড হয়, সে বিষয়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা জানেন যে ভারতের প্রতিনিধিরা যদি ইংল্যাণ্ডের রাজধানীতে উপস্থিত সকলে এক বাক্যে স্বাধীনতা চায়, তাহা হইলে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ এত স্বাধীনতাপ্রিয় যে ভারতের সে দাবী অস্বীকার করিতে পারিবে না। সেইজন্য স্যার মাইকেল ওডায়ার, লর্ড লয়ড্ ইত্যাদি যাঁহারা আমাদের স্বাধীনতা লাভের শত্রু, তাঁহারা দেশীয় রাজন্যবর্গকে ও মুসলমান, দেশী খৃষ্টান ও অনুন্নত জাতি ইত্যাদির প্রতিনিধিগণকে করতলগত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁহারা অনেকটা সফল হইয়াছেন।

যাই হোক আমরা হিন্দুর বা ভারতবাসীর কোন দাবী ত্যাগ করিতে

* গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনাকাল ১২ নভেম্বর ১৯৩০—জানুয়ারী ১৯৩১।

স্বীকার করি নাই। এখান হইতে বোধ হয় সব সময়ে সঠিক সংবাদ ওখানে যায় না।

এ বিষয়ে আমি মেজবাবুকে (শ্রদ্ধেয় মন্মথনাথ সেন মহাশয়কে) এক পত্র লিখিয়াছি তাহার নকল এই পত্রসহ আপনাকে পাঠাইতেছি।*

পরিষদ, শ্যামবাজার বিদ্যালয় ও বাগবাজার লাইব্রেরীর কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম।

শ্রীমৎ স্বামী নির্ম্মলানন্দজি মহারাজকে আমার প্রণাম জানাইবেন।

আমি আগামী সপ্তাহে এখান হইতে রওনা হইব। ও আপনি এই পত্র পাইবার এক সপ্তাহ পরে কলিকাতায় উপস্থিত হইব।

আশা করি আপনি, হরিপদবাবু ও ছেলেরা সব ভাল আছেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স চুক্তির প্রতিবাদে ২ জানুয়ারী ১৯৩১ কলিকাতার টাউন হলে এক সভা হয়। ঐ সভায় একথাও বলা হয় যে আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিরা কেউ কেউ হিন্দু স্বার্থের বিরোধী বা ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়েছেন। ঐ সভার খবর যতীনবাবুকে টেলিগ্রাম যোগে জানানো হয়। সেই অনুযোগের প্রত্যুৎত্তরে যতীনবাবু কিরণচন্দ্রকে উপরিউক্ত চিঠি (১৩।১।১৯৩১ লণ্ডন) দেন এবং শ্রীমন্মথনাথ সেনের চিঠির নকলটিও কিরণচন্দ্রের চিঠির সঙ্গে পাঠান। চিঠির মূল বক্তব্য এই যে তিনি বা তাঁর মতাবলম্বী প্রতিনিধিরা হিন্দু অথবা ভারতীয় কারো স্বার্থেরই ব্যাঘাত হতে পারে এমন কোন প্রস্তাবে তাঁরা সাক্ষ্য দেননি। শ্রীমন্মথনাথ সেনকে লেখা চিঠির নকলটি বর্ত্তমান চিঠির সঙ্গেই মুদ্রিত হল।

[শ্রীমন্মথনাথ সেন মহাশয়কে লেখা
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসুর চিঠি]

C/C H. Commissioner for India,
India House, Aldwyeh,
London, W. 2.
12/1/31

My dear Mejo Babu*,

I had a telegram from you, Kiran Babu** and others about the communal question.

I do not know what gave rise to the apprehensions in India about the attitude we were taking up here.

In order to build up a strong future for the free and self-governing India that we desire to see established, we the nationalists have always thought that separate communal electorates must be abolished, and that there should be joint electorates for the entire people, as also joint representation irrespective of caste or creed. From the day that the delegates on the Round Table Conference were appointed, we the nationalists of the Deputation have been straining every nerve to induce the Mohammedan leaders to agree to joint electorates. We knew that once joint electorates were established the elections would not be carried on a communal basis, nor will the time and energies of the legislature be frittered away in communal squabbles, as unfortunately has happened in the past. The result of communal electorates and communal representation has so far been against the real interests of the masses and the people, whether Hindu or Mohammedan, have been neglected.

---

* শ্রীমন্মথনাথ সেন, এটর্নী, ভবনাথ সেনের মধ্যমপুত্র ।

** কিরণচন্দ্র দত্ত

Many of our English friends here, including the Prime Minister tried to induce the Mohammedans to take a truly nationalistic view, but success has not attended those efforts.

We carried on long and anxious negotiations with the Mohammedan leaders from different parts of India, but those negotiations were based on the corollary that the Mohammedans would accept joint electorates if joint electorates were accepted by the Mohammedans as a whole, we were prepared to negotiate with them for reservation of seats for their community for a temporary period. As regards the ratio of reserved seats, there was no very great difference between the Hindu and Mohammedans of Bengal so far as the province of Bengal was concerned. The Mohammedans of the other provinces as also European reactionaries who have been straining every nerve and usiug every endeavour that they are capable of putting forth to urge the Mohammedans, here to take up a pronouncedly separatist attitude, induced the Bengal Mohammedans not to come to an agreement with us. Sir. P. C. Mitter had some independent talks with H. H. the Aga Khan, which he told me were satisfactory. Sir P. C. Mitter did not ask me to be present at those talks, nor did he inform me of the details. I did not go as I was not prepared to negotiate separately from and independently of the Hindus from the rest of India.

The tempest in a tea-pot that has arisen is probably due to a remark Sir. P. C. Mitter made at a small informal conference held by the Prime Minister. At that conference Sir. P. C. Mitter said that so far as the Mohammedans and

Hindus of Bengal were concerned, they were likely to come to an agreement as to the communal question, and that if joint electorates were agreed upon, the exact ratio of seats for the temporary period might be adjusted with the help of H. H. the Aga Khan.

Yon must have since read in the papers that the Mohammedans not having agreed to joint electorates, all negotiations between them and the Hindu groups have terminated. The communal question is now formally before the Conference, which has referred the question to a Sub-Committee known as the Minorities Committee. With expect the decision of that Committee in the course of this week I am inclined to think that the English delegates will not force joint electorates on the Mohammedans if the Mohammedans themselves do not agree to joint electorates. I am inclined to think that communal electorates will continue until Mohammedan opinion in India becomes sufficiently advanced so that the Mohammedans themselves become prepared to do away with the separatist system.

The story of the Hindus or the Indian Liberals yielding to the unreasonable demands of the Mohammedans is a false story.

You should know that we are at a very critical point of our country's history. The negotiations that have been carried on, have been so anxious as to amount almost to peace negotiation after a war between two countries.

Both the British representatives and the Indian representatives have felt that if the Conference breaks up unsuccessfully such a result will mean no good either to England or

to India. The Indians that have come here may not have been elected by the people, but it can hardly be denied that many of them are men of the front rank amongst our countrymen. From the speeches at the opening sessions of the Conference you will have noticed that the leaders who spoke are as strongly nationalistic as the most advanced Congress men in India, and that they have not shirked from telling the representatives of the British people in bold and unmistakable language India's desires and aspirations, and have emphasised that nothing will satisfy or pacify her than the investing of India with the fullest control over her own affairs.

I have been meeting the Indian leaders, some of the Indian Princes, and their ministers. I can assure you that their love for the Motherland and their desire for her honour and glory are as intense and real as those of any other Indian nationalist. The time has come when we must leant to trust our own people. The Pleni potentiarise that have come here ask for nothing more than to be regarded as fellow countrymen of yours, who have lived through three months of intense anxiety and hard work in serving to the best of their power the interests of our common Motherland.

From the facts stated above you will know that there is no ground for the charge that I have been a party to the surrender of any interests, whether such interests are those of Hindus or of the people of India as a whole.

I trust you are quite well.

Yours Affectionately

P. S.—A great deal of the important work done by us has been informal, in personal interviews and in meeting Englishmen and English-women of different shades of opinion. If the Round Table Conference has achieved nothing else, it has achieved this, that the eyes of Britishers have been opened to the evils of bureaucratic despotism in India, and to the reality and intensity of the urge for freedom felt in India, and from end to end.

Outside the Conference, my demands for full self-government for my countrymen have met with deep and genuine sympathy. No doubt the Anglo-Indian die-hards, and some of the Conservative and Liberal leaders still desire to dominate over our people. But Lord Reading's attitude shows that the rank and file of his party must have put pressure on him to recognise India's rightful claims.

৩২।৯ বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা
৪-৩-৪২

পরম শ্রদ্ধাস্পদ কিরণবাবু,

আপনার সহৃদয়তা ও আমার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাসূচক পত্রখানি পাইয়া প্রীতি ও শান্তিলাভ করিলাম এবং সেইজন্য আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আপনাদের সহিত আমার নিজের ও আমার স্কুলের কত যে সুখস্মৃতি জড়িত, তাহা সময়ে সময়ে কথা প্রসঙ্গে বা কারণ বিশেষে যখন স্মরণ হয়, তখন হৃদয় আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আপনাদের পল্লীতে যখন প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠিত করি (১৯২০ সালে)* তখন উহাতে একটাও ছাত্র ছিল না—অল্পদিনের মধ্যেই যে ৭০০ ছাত্র হইল, সে কেবল আপনাদের ও আপনাদের বন্ধুবান্ধবদের সহানুভূতির ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। প্রথম হইতেই সকল বিষয়ে আপনাদিগের পরামর্শ ও সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম। কি sportএ, কি prizeএ, কি ছাত্রদিগের অন্যান্য অনুষ্ঠানে আপনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া, কখন কখন বক্তৃতাদি করিয়া আমাদের যথেষ্ট উৎসাহিত ও উপকৃত করিয়াছিলেন। সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। অন্য এক বিষয়ে আমি নিজে আপনাদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, কারণ আপনারা শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে আমাকে দরিদ্রনারায়ণদিগের সহিত একসঙ্গে আহার করিতে অনুমতি না দিলে আমি আত্মাভিমান বর্জ্জন স্বরূপ কঠোর পরীক্ষায় পাশ হইতে পারিতাম না। দুই বৎসর চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে চিত্তবিকার হেতু আমার সংকল্প ভাসিয়া গিয়াছিল আমি আপনাদের বাড়ীর ভিতর দ্বিতল গৃহে বসিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের সহিত আহার করিয়া চলিয়া আসিতাম। তৃতীয় বৎসরে দৃঢ় সংকল্প করিয়া আপনাদের দ্বারস্থ হইয়া এই কঠোর পরীক্ষায় পাশ করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম—আপনারা (আপনি ও স্বর্গীয় হরিপদবাবু) প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, অবশেষে সম্মত হইলেন—আমিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। আমি কাহারও অনুকরণে বা আদেশে ঐ পরীক্ষা দিই নাই, কারণ আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, ইহা গান্ধীজীর অস্পৃশ্য বিমোচন আন্দোলনের পূর্ব্বের ঘটনা।

---

* সরস্বতী ইনষ্টিটিউশান, পরবর্ত্তীকালে শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় নামে পরিচিত।

এই সমস্ত সুখ স্মৃতির সহিত একটী বিষাদ স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে ব্যথা দেয়—সে স্মৃতি আমার অতি কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রিয়পাত্র কালীর (গদাই-এর)! তার আত্মা চিরসুখে অমরধামে শান্তি লাভ করুক।

আমি মহাপাপী—আপনি বন্ধুত্বজনিত পক্ষপাতিত্বাবশতঃ তাহা ভাবিতে পারেন না। আমি যে কষ্ট পাইতেছি, তজ্জন্য বিধাতার দোষ দিই না—আমি একটী গান রচনা করিয়াছিলাম, আপনার ন্যায় ভগবৎ ভক্তের ভাল লাগিতে পারে। গানটী এই:

"আমার যা' ভাল, তুমি জান ভাল, তুমি যে আমারে গড়েছ,
হাসিমুখে সব মাথায় তুলিয়া তুমি যা' আমারে দিয়েছ।
অকাতরে সব দুখের ভার, কেন দুখ হ'ল না করি বিচার,
বিচারে আমার নাহি অধিকার, তুমি যা বিধান করেছ।"

গান লিখিয়াছি বটে· কিন্তু "হাসিমুখে" মাথায় তুলিয়া লইতে পারি কই? প্রার্থনা করুন যেন পারি।

আমার একমাত্র পুত্র কানুর গত কালীপূজার দিন হইতে অত্যন্ত খারাপ typeএর ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া হয়। একদিন রাত্রে নাড়ী ছাড়িয়া যায়, কিরূপ দৈব কৃপায় সে বাঁচিয়া যায়। তাহা এই ছাপান কবিতাটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

চিরকৃতজ্ঞ

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার

গুরুধাম—৺কাশীধাম,

১৭ই আশ্বিন, ১৩১৯

সপ্রণাম নিবেদন—

আপনার ১১ই আশ্বিন তারিখের পত্র প্রাপ্তির পূর্ব্বেই "কবিবর" শব্দযুক্ত পত্র পাইয়াছিলাম। একখানি পত্রে কি হইবে, আমরা যখন সাধারণ সভায় গিরিশচন্দ্রকে "মহাকবি" বলিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, তখন ক্ষুদ্রচেতারা কি করিতে পারিবে। ১২ই অক্টোবর প্রাতঃকালে আমি কলিকাতায় পৌঁছিব। সাক্ষাতে সমস্ত কথা হইবে। আমরা সকলে ভাল আছি।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

শ্রীহরি

কলিকাতা

১৯।৯।২০

প্রিয় কিরণবাবু!

আপনার পত্র পাইয়াছি। বিপদের সময়* বান্ধবগণের সমবেদনা প্রধান সান্ত্বনা। আপনার পত্র দ্বারা সেই সান্ত্বনা পাইলাম।

আপনি নিজে ভুক্তভোগী—আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা ভোগ করিয়াছেন। আমাদের এ বিপদে আপনার সহানুভূতি স্বাভাবিক।

আমার নিজের শরীর ভাল নাই। আশা করি আপনি কিছু সুস্থ আছেন।

ইতি—

ভবদীয়

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

* ভ্রাতুষ্পুত্র শচীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু

Mahamahopadhya
Haraprasad Shastri M. A., C. I. E.
Professor,
Dacca University

44, Nilkhet Road
Ramna P. O.
Dacca, July 15, 1922

কল্যাণবরেষু—

কিরণ, তুমি আমার অভ্যর্থনায়* যে দুটি পদ্য** লিখিয়াছ অবসর মত পড়িয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি কবির পুত্র। কবি কবির মতই গুরুদক্ষিণা দিয়াছ। অন্যে পড়িয়া কি বলিবে জানি না। আমারত বড় ভাল লাগিয়াছে। তুমি দীর্ঘায়ু হও এবং তুমি দিন দিন ধনী মানী যশস্বী হইতে থাক ইহাই আমি জগদীশ্বরের নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি।

শুভার্থী
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ২৭ জুন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে (১৩ আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩২৯) রথযাত্রার দিন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে এক সংবর্ধনার আয়োজন করে।

** ঐ সংবর্ধনা সভায় কিরণবাবু 'হরপ্রসাদ বরণ গীতি' নামক একটি পদ্য লিখেছিলেন।

ঐ পদ্যের কিছু অংশ নীচে দেওয়া হল—

কত যে নূতন কথা হয়েছে প্রকাশ,
প্রভাময় হইয়াছে বৌদ্ধ ইতিহাস।
তোমার নূতন পথে লয়ে ইতিহাস রথে,
আজ কত ধায় রথিগণ।
তুমি তাহাদের গুরু, স্থাপিয়াছ কীর্ত্তি-মেরু,
হে আচার্য্য, বিদিত ভুবন!

Dr. DINESH CHANDRA SEN, 7, Biswakosh Lane,
B.A. D-Litt. Rai Bahadur Baghbagar, Calcutta.

১৯।৯।২৩

শ্রীহরি

সুহৃদ্বরেষু,

'Mymensing Ballad's* গুলি যদি আপনাকে একদিন শুনাইবার সুবিধা হইত, তবে আপনার মত সহৃদয় ব্যক্তির অশ্রুর উপর তাহারা বিশেষ দাবী রাখিত। এমন সুন্দর, এমন করুণ, এমন আশ্চর্য্য কবিত্বের অজস্র দান বঙ্গ সাহিত্যের কবিরা অল্পই করিতে পারিয়াছেন।

এগুলির জন্য রোগের শয্যায় খাটিয়া খাটিয়া আমি মরিতে বসিয়াছি। এখন আমার উঠিবার শক্তি নাই। ময়মনসিংহবাসীরা এখানে একটা সভা করিয়া এই ballad গুলির সমস্ত সংগ্রহ করিবার জন্য যে সাহায্য তাঁহারা করিতে পারেন তাহাই জানিতে চাহিয়াছিলেন। সভাপতি ছিলেন রাজা মন্মথ। তাঁহারা আমাকে ১০,০০০ টাকা তুলিয়া দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। সে ৪ মাস পূর্ব্বে। তার পরে আমি শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছি। ময়মনসিংহের প্রতিশ্রুত সাহায্য পাইতে হইলে যে উদ্যম, যাতায়াত ও চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা শয্যাগত রোগীর পক্ষে অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় কোনরূপে বইখানি ছাপাইয়া দিতেছেন। (প্রথমখণ্ড), এই খণ্ড ৯০০ পৃষ্ঠা রয়েল আট পেজী ফর্ম্মায় ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। পূজার অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকার একান্ত অভাব। ব্লকগুলিও মানচিত্র লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জন্য ১০০৲ টাকা দিয়াছেন। আর একজন ভদ্রলোক আমার বই পড়িয়া appreciation স্বরূপ আমাকে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন—সে টাকা আমি নিজে না লইয়া এই ব্লকের খরচে দিলাম। পুস্তকের copy right বিশ্ববিদ্যালয়ের, আমার কোন স্বার্থ নাই। বাণী সেবক সমিতি হইতে আপনি ২৩৲ টাকা কয়েক আনা দিয়াছেন। এ টাকার ১০৲ টাকা আমি ও আমার বাড়ী হইতে আরও ৪।৫৲ টাকা হইয়াছিল। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে।

Eastern Bengal Ballads Mymensing Vol I : Part I
Dinesh Chandra Sen. Rai Bahadur, B. A. D. Litt.
Published by the University of Calcutta 1923

সুতরাং একুনে ২২৩্ টাকা হাতে আছে. খরচ লাগিবে ৩৭৫্ টাকা।

বাণী সেবক সমিতিতে আপনি ১৫ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং বোধহয় আরও কিছু টাকা ছিল। আপনি হিসাব দেখিবেন, আমার মনে নাই। সে টাকাটা দয়া করিয়া এই সঙ্গে দিবেন। আমি বিছানায় পড়িয়া আছি; লোক পাঠাতে পারি না—দয়া করিয়া এই সঙ্গে দিলে কৃতার্থ হইব। আমি তিন মাসের ছুটিতে আছি, এই ছুটিই বোধহয় শেষ ছুটি।

শুধু ইহাতেই সন্তুষ্ট হইব না। এই রোগের শয্যা ত বটে - মৃত্যু শয্যাও হইতে পারে—এই শয্যা হইতে করজোড়ে বঙ্গ সাহিত্যের নামে আপনার নিকট নিবেদন ও প্রার্থনা করিতেছি আপনি যাহা এই উদ্দেশ্যে দিতে পারিবেন, কষ্ট করিয়াও যদি আমার বহু কষ্টের এই জিনিষগুলি প্রকাশের কিছু সহায়তা করিতে পারেন, তাহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে বঞ্চিত করিবেন না; এই সঙ্গে যতটা সাহায্য করিতে পারেন, অনুগ্রহপূর্বক করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি ব্লকের নীচে আপনাদের দানের কথা স্বীকার করিবেন। আমরা ভূমিকায়* বিস্তৃত ভাবে এই দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। এই মাসের মধ্যে বই বাহির হইবে।

ভবদীয়

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

এই গ্রন্থের Introduction এর XII অধ্যায়ে দীনেশবাবু লিখেছেন "fifty rupees received from Bahu Kiran Chandra Dutta. Secretary the Bani Savaka Samiti of Calcutta."—Page XCIX.

শ্রীকালিদাস রায়
কবিশেখর

রসচক্র—সাহিত্য সংসদ্
পি, ২৩০।৩, রাজা বসন্ত রায় রোড,
টালিগঞ্জ পোঃ কলিকাতা।

রসোবৈসঃ

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু—

আপনার সনাতন কবিতাটির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া আমার কাহিনী নামক পুস্তকে লইলাম। কাহিনী বাহির হইতে এক সপ্তাহ দেরী হইবে। আমার জামাতা শ্রীমান জগৎমোহন সেনের বিজ্ঞানিকা, বিজ্ঞান মুকুলিকা ও ব্যাকরণিকা approved হইয়াছে। পূর্বের বইত সবই স্কুলে স্কুলে দেওয়া আছে—আপনাকেও পাঠাইয়াছিলাম—নিদর্শনী, মনিমাল্য, বাঙ্গালা রচনা ও অনুবাদ। প্রাথমিক রচনা ও অনুবাদ।

এবার আমার ইতিবৃত্তিকা (৫ম ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস) approved হইয়াছে—রচনাদর্শ Clases IX & X, আপনার কাছে ক্রমে সকল বই পাঠানো হইতেছে। ইতিবৃত্তিকার মস্তবড় Rival মন্মথবাবু। অতএব কি হইবে জানিনা। এখন আপনি যাহা পারেন করিবেন। ইতি

ভবদীয়
শ্রীকালিদাস রায়

Raibahadur
Dr. Dinesh Chandra Sen
D. Lit. (Hon.)

Behala
Near Calcutta
১৯।১২।১৯৩৫

শ্রীহরি

প্রিয়বরেষু,

নানারূপ বিপদ ও শোকে অতিশয় কষ্টে দিন যাইতেছে। ১৩ বৎসরের নাতনীটির অকাল মৃত্যুতে বুকের একখানি হাড় খসিয়া পড়িয়াছে। ১১ বৎসর বয়সে ৫ বৎসরের মেয়েটির সঙ্গে পিতামাতা বিবাহ দিয়াছিলেন (?)। তাঁহার এখন বয়স ৬৪,—তিনি মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছেন। ডাক্তারগণ ছাড়িয়া দিয়াছেন (?)।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন পেন্সন পাই নাই। তখন পেন্সন দেওয়ার রীতি ছিল না। প্রায় ১০০০৲ টাকা মাসিক আয় চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে অর্থ কষ্টে পড়িয়াছি। সম্প্রতি "রামায়ণী কথা" ও "পৌরাণিকী" গুরুদাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় পুস্তকই পরিচিত। পৌরাণিকীতে সতী, বেহুলা, জড়-ভরত, ফুল্লরা ও ধয়া দ্রোণ, এই বইগুলি সংশোধিত হইয়া বহু চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। রামায়ণীকথা পূর্ব্ব সংস্করণ আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ভট্টাচার্য্য কোম্পানি ফেল হওয়াতে, সেই সংস্করণের কি অবস্থায়—তাহাদের হিসাব নিকাশ কিছুই জ্ঞাত নহি। বর্ত্তমান সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে দুইটি সন্দর্ভ বেশী আছে। তাহা প্রথম পুস্তকের অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের নব পর্য্যায়ে স্থান পাইয়াছিল, যদিও রামায়ণীকথায় তাহা প্রকাশিত হয় নাই। এবার সেই দুইটির জন্য প্রায় ৩০ পৃষ্ঠা বাড়িয়া গিয়াছে; নূতন করিয়া ছবিগুলি আঁকা হইয়াছে। এই সংস্করণ (গুরুদাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত ১৯৩৫) ১৮৩৮ (?) সনের ম্যাট্রিকুলেশন লিষ্টে স্থান পাইয়াছে।

আপনার অনেক স্কুলের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। যদি এই দুইখানি বই, Supplementary ভাবে অন্তত: Prize book হিসাবেও সেই সকল স্কুলে পাঠ্যের তালিকা ভুক্ত হয়। তবে উপকৃত হইব। আপনি আমার বহুকালের অকৃত্রিম সুহৃৎ। অধিক আর আপনাকে কি লিখিব। আশা করি কুশলে আছেন।

পু: আপনার জন্য ২ খানি বই পরে পাঠাচ্ছি।

স্নেহবদ্ধ
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সাহিত্য

২/১, রামধন মিত্রের লেন,
শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

ভ্রাতৃ স্নেহাস্পদেষু

পরম শুভাশিসাং রাশয়ঃ সন্তু—

পত্রবাহক শ্রীযুক্ত চুনীলাল দাস আমাদের বন্ধু ও প্রতিবেশী। ইনি গুণীব্যক্তি। নন্দরাম সেনের গলি হইতে ৩রা চৈত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবে। ইঁহারা একটি গানের জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু "ও রসে বঞ্চিত দাস সুরেশ", তা তো জানেন। তাই আমি আপনার নিকট চুনীবাবুকে পাঠাইতেছি। আপনি ভক্ত, সুকবি ও শক্তিশালী। একটি গান* বাঁধিয়া দিবেন। সুরের চেহারা চুনীবাবুর নিকট পাইবেন। আশা করি আপনার সমস্ত কুশল।

কল্যাণকামী

ইতি ৬ই ফাল্গুন, ১৩১৯। শ্রীসুরেশ সমাজপতি

---

* গান রাগিণী রাজবিজয়—ঝাঁপতাল

পুরব গগনে পুনঃ উঠিল কি জ্যোতিঃ ঘন,
পাঞ্চজন্য-রব শুনে মাতে ত্রিভুবন ॥
অধর্ম্ম প্রবল অতি, তাহে তপ্ত বসুমতী,
ব্যথিত বিশ্বের পতি—তাপ-বিমোচন ॥
কামিনী-কাঞ্চন-রসে ভ্রমে জীব মোহ-বশে,
অবিদ্যা নাশিতে আসে তিমির-নাশন ॥
এস, এস বিশ্ববাসী, এস প্রেম-নীরে ভাসি,'
রামকৃষ্ণ-পুণ্যরাশি কর দরশন,—
পাপ, তাপ, দুঃখচয়, তপন-তনয়-ভয়,
সব জ্বালা দূর হয় হেরে নিরঞ্জন ॥
['বকলমে' হ'য়ে লয় নর-নারায়ণ ॥]

ফোন বড়বাজার ৫৫৫৫

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, দিবস ১৩ই আষাঢ়

সবিনয় নিবেদন,

আপনার গত ৩ আষাঢ় ১৩৪৮ দিবসের পত্র যথা সময়ে আমরা পাইয়াছি। গত ১৩০৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া আপনি আজ ৪৫ বৎসর কাল অবিচ্ছেদে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবা করিয়া আসিতেছেন—এই কথা স্মরণ করিয়া আমরা গৌরব বোধ করিতেছি এবং পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাকে এই জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

আমরা আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ইতি
বশংবদ
শ্রীযদুনাথ সরকার
সভাপতি

মান্যবর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সমীপে

সাহিত্যবন্ধু সুকবি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সমীপে—

শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর,

সেদিন অনাথবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া আপনার প্রদত্ত প্রীতি উপহার 'বন্দনা'* প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত চিত্তে গৃহে ফিরিয়াছিলাম, বাহিরের সৌন্দর্য্য নয়নাভিরাম; কাব্যখানির ভিতরের পরিচয় পাইয়া মাথায় করিয়া লইলাম। ঐতিহাসিক গদ্যের নীরস বন্ধুর পথে বহুদিন ঘুরিতে ঘুরিতে কাব্যপাঠের অভ্যাস হারাইতে বসিয়াছিলাম, আপনার অমৃতবর্ষিণী হৃদয়-নির্ঝরিণী আমারও এ শুষ্ক হৃদয় সরস করিয়া পুনরায় কাব্যপাঠে প্রবৃত্ত করিয়াছে। আপনার সাধা বীণার তারগুলো বেশ স্বচ্ছন্দে বাজিয়া উঠে, তাহার স্পন্দন উপর্য্যুপরি প্রাণস্পর্শ করে, তাহার ছন্দের নৃত্য ও সঙ্গীতের ধ্বনির মধ্যদিয়া আপনার প্রেমপূর্ণ, ভক্তিপূর্ণ, শ্রদ্ধাপূর্ণ অকৃত্রিম কবি হৃদয়ের পরিচয় দেয়। আপনার "বন্দনা" কাব্যরস পিপাসুর পরম আদরের সামগ্রী হইয়াছে, একথা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। আমার আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধাগ্রহণ করুন।

আমড়াপাড়া
৪ঠা ফাল্গুন ১৯২৯

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

---

* কিরণচন্দ্র লিখিত

Phone B. B. 1294

Depertments

1. School.
2, Bani Bhawan
3. Mahila Shilpa Bhawan
4. Zenena Work
5. Bani Bhawan Training

NARI SIKSHA SAMITI
294-3, Upper Circular Road,
Calcutta

৩০শে জুন, (১৯৩৭*)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার গত পত্রে আমি বুঝিতে পারি নাই যে আপনি সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন : আপনি আমাদের পুরাতন বন্ধু। বিপদে আপদে আপনি সাহায্য করিয়াছেন, আপনাকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না, সুতরাং আপনাকে আমার অনুরোধ শুনিতেই হইবে। এ বৎসরে আপনাকে কাউন্সিলে নিয়া আপনার পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। আপনি বহু নারীহিতকর প্রতিষ্ঠানে যুক্ত আছেন, আমরা কেন বঞ্চিত হইব? আশা করি সভ্যপদ ত্যাগ করিবেন না।

বিনীত
শ্রীঅবলা বসু

---

* আনুমানিক।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির,
২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ তারিখ ১৩ই শ্রাবণ

মান্যবর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, এম আর এ এস মহাশয় সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঊনপঞ্চাশৎ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আপনি পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ নিম্নোক্ত মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার* দিয়াছেন। গত ১১ই শ্রাবণ তারিখে পরিষদের প্রতিষ্ঠা উৎসবের প্রদর্শনীতে আপনার এই দান প্রদর্শিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল এবং উৎসবক্ষেত্রে সমবেত সভ্যমণ্ডলী তদ্দর্শনে বিশেষ প্রীতি জানাইয়াছিলেন, এই দ্রব্য দান করিয়া আপনি পরিষদের সম্পদ্ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। পরিষদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে এই শ্রেণীর মূল্যবান্ দ্রব্য দান করিয়া পরিষদের সম্পদবৃদ্ধি ও উন্নতিকল্পে সহায়তা করিবেন।

ইতি—

বংশবদ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

* সংকীর্তনরত সপারিষদ মহাপ্রভুর (১২৬৪ সালের) একখানি ছবির পুনর্মুদ্রণ।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ ভরসা

কলিকাতা ৯ই আগষ্ট '৩১

শ্রীযুক্ত কিরণবাবাজী,

তোমার রচিত স্নেহ উপহার গ্রন্থগুলি* পড়িয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি। দাদা বাটির সকলে, তুমি ও (সারদা) মঠের ছেলেরা সকলে আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানিবে। এই সুখ দুঃখের সংসারে ৺ঠাকুর আমাদের রাখিয়াছেন। কালীকৃষ্ণ, শিবরাণী ও তাহাদের স্নেহময়ী মাতার কথা পড়িয়া যেন নূতন শোক হইল। রক্তমাংসের শরীর, চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল- আবার অমৃত বস্তুর উপদেশ "শ্রীরামকৃষ্ণ নাম কর" স্মরণ করিয়া একটু প্রকৃতস্থ হইলাম, আবার শিবানন্দ মহারাজের পত্রে লিখিত উপদেশ "তাঁহারা ৺ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার ধামে গিয়াছে" পড়িয়া আরও কতক শান্তি হইল। এসো আমরা সকলে তাঁর নিকট নিশিদিন প্রার্থনা করি, তিনি যেখানে রাখুন ছোট সংসারের মধ্যে বা সমাজের মধ্যে বা মাঠে বা নির্জন গিরি গুহায়, যেখানে রাখুন, যেন তাঁর পাদপদ্ম নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় স্মরণ থাকে, আর তিনি সকলের ভিতর আছেন বলিয়া, মানুষ জীবজন্তু সর্ব্বভূতে আছেন বলিয়া সকলকে পূজা করিতে পারি ও ভালবাসিতে পারি। যেন ৺ঠাকুরকে সর্ব্বদা হৃদয় মধ্যে দেখিতে পাই—যিনি হিন্দু, ভিন্ন মতাবলম্বী সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু, সকল ব্রাহ্ম ভক্তদের, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তী, গৃহী, সন্ন্যাসী, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী সকলকে ভাল বাসিয়াছেন— আর ভাবোল্লাসে বার বার বলিয়াছেন 'পর কেউ নেই, সকলেই আপনার"। যিনি অন্তরে বাহিরে জগন্মাতাকে দেখিতেন, আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। যিনি যদু মল্লিকের মাকে ও অন্যান্য গৃহী ভক্তকে বারবার বলিয়াছেন "ছেলেমেয়েদের আমার ছেলেমেয়ে বলবে না, বলবে নারায়ণের এক একটি রূপ আর নারায়ণ বোধে বলবে এ সব তাঁরই জিনিষ, আমরা কেবল সেবক।" কতবার বলেছেন, 'আমি' আর 'আমার' এইটা অজ্ঞান, 'তুমি" ও 'তোমার' এইটি 'জ্ঞান', তিনি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার বাক্যগুলি আমাদের ধারণা হয় যেন মার ভুবন-মোহিনী মহামায়ায় আমরা মুগ্ধ না হই।

শরণাগত, শরণাগত।

শ্রীম

---

* সুধীরা-শিবরাণী স্মৃতি, কালীকৃষ্ণ কথা এবং চারুস্মৃতি—কিরণচন্দ্র লিখিত তিনটি শোক-পুস্তিকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি।

Cal : 50 Amherst St,
15th March 1924

শ্রীশ্রীকিরণবাবু,

আমার স্নেহ সম্ভাষণ ও নমস্কার জানিবেন।

শ্রীযুক্ত মোহন বাঁশী মহাশয় ৺অশ্বিনী বাবুর আত্মীয়—আপনার সহিত আলাপ করিবেন। এই ভক্তটী শ্রীবৃন্দাবন ও ৺কাশীতে অনেকদিন সাধু সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ৺দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া মা জগদম্বার সেবা করিবেন। ইনি অনেক responsible কাজ করিয়াছেন—মার সম্বন্ধে যদি কোন কাজ দেন খুব ভাল করিয়া করিবেন সন্দেহ নাই। ইনি কোন বেতন লইবেন না। শুধু মার প্রসাদ পাইয়া সেবা করিবেন—এই বাসনা।

affy
শ্রীম

My dear Kiron—

আমাদের পরম স্নেহাস্পদ বিপিনের* জীবনী বলিয়া অনেক আয়াসে ও আগ্রহে প্রবন্ধটি যথাসাধ্য সংশোধিত করিয়া দিলাম। আশাকরি তুমি উহা উদ্বোধনে মুদ্রণের নিমিত্ত পাঠাইবে।

আমাদের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে। আশাকরি দিন দিন সুস্থ ও সবল হইতেছ।

ইতি—
শুভাকাঙ্ক্ষী
সারদানন্দ
25. 10. 10

* কিরণচন্দ্র লিখিত বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী। উদ্বোধনে প্রকাশ—পৌষ ১৩১৭, ১২ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা

Bhubaneswar

29 XII/19

প্রিয় কিরণবাবু—

আপনার পত্র যথা সময়ে পাইয়াছি। কাঁসর ও ঝাঁঝরের কথা যাহা লিখিয়াছেন তাহা ৺পুরী হইতে আনান ভাল মনে করিতেছি। আমাদেরও একবার ৺পুরী যাইবার কথা আছে, সে সময় নিজেরা দেখিয়া কিনিব ইচ্ছা আছে, এবং পরে আপনাকে তাহার মূল্য জানাইব।

সম্প্রতি ৺পুরীধামের শ্রীযুক্ত অটলবাবুকে* দেখিবার জন্য ডাক্ বাঙ্গালায় গিয়াছিলাম. তিনি এখানে কয়েকদিন আসিয়া ঐ স্থানে ছিলেন। আসিবার সময় আপনার জমিটা** দেখিয়া আসিয়াছি ; দেখিলাম কয়েকখণ্ড পাথর আছে আর একটি কুয়া সবেমাত্র খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

এখানকার সংবাদাদি একপ্রকার ভাল। আশা করি আপনাদের সব কুশল। আমার ভালবাসা শুভাশীর্বাদ সকলে জানিবেন। ইতি—

Affly yours

Brahmhananda

P. S. জমিটির পাশে বস্তি থাকার দরুন বিস্তর লোক ময়লা করে, সেজন্য বড় দুর্গন্ধ। ওখানে বাটী হইলে বোধহয় একটু আধটু ঐ সকল nuisance হইবে।

S. B.

* অটল মৈত্র পুরীর প্রবাসী বাঙালী।

** ঐ জমিতেই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে দত্ত পরিবার একটি সুরম্য বাড়ী তৈরী করান। শ্রীশ্রীমহারাজ নির্মীয়মান বাড়ীর ছাদে বসে ধ্যান করেছিলেন। এজন্য বাড়ীটির নাম দেওয়া হয় 'ব্রহ্মানন্দ ধাম'।

শ্রীরামকৃষ্ণ
শরণং।

Sri Ramkrishna Asharam
Basaneugudi
Bangalore City
28.10.26

শ্রীমান্ কিরণ,

তোমার পত্রে তোমাদের কুশল সংবাদ ও বলু অন্ন পথ্য করিয়াছে সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। দ্বিজেনের পত্রে তোমাদের এবং দক্ষিণেশ্বরের বিস্তারিত সংবাদ ইতি পূর্বেই পাইয়াছি। হরিবাবুর বুকে ফোঁড়া হইয়াছিল আশা করি উহা আরাম হইয়া গিয়া থাকিবে—তাঁহাকে আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানাইবে। তাঁহার কাশীতে change-এ যাইবার কথা ছিল তাহার কি হইল এবং তাঁহার শরীরই বা কেমন আছে জানাইয়া সুখী করিবে।

দক্ষিণেশ্বরের সুদের টাকা অনেক শোধ হইয়াছে সংবাদে আনন্দিত হইলাম, আর কত টাকা সুদ পাওনা আছে? মায়ের কৃপায় এবার কিছু রকম আদায় উসুল হইয়া উহা শোধ হইয়া যাইলে তোমাদের অনেকটা ভার লাঘব হয়। Court-এ যে হিসাব পেশ করিয়াছ তাহা পাশ হইয়াছে কি? নগেনের কথা সব শুনিলাম—সে লোকের সহিত ব্যবহার ভাল করিতে পারে না এবং অনেক সময় রূঢ় ব্যবহার করিয়া ফেলে, ইহা আমরা জানি ও সেইজন্যে ভুগিতেও হইয়াছে—কিন্তু এই সব কাজ সে বেশ করিতে পারে—মা তাকে একটু সুবুদ্ধি দিন আর দিনকতক থাকিয়া একটু আদায় পত্র করিয়া দিক তাহা হইলেই যে হয়। তুমি এখানে দেখাশুনা করিতেছ তথায়ও একজন জবরদস্ত লোকের থাকাও বিশেষ প্রয়োজন। দেখ মা ও শ্রীশ্রীঠাকুর কি করেন।

আমার শরীর এখানে আসিয়া একটু সর্দীতে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা আজ একটু ভাল বোধ করিতেছি। এইবার এখান হইতে দিন ১০/১২ বাদে মাদ্রাজ যাইব। তথায় সপ্তাহ দুই থাকিয়া বম্বে যাইব।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্ব্বাদাদি ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং বাড়ীর সকল ছেলেদের ও বৌমাদের এবং মেয়েদের জানাইবে! তোমাদের কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিবে। ইতি,

তোমাদের চির শুভানুধ্যায়ী।
শিবানন্দ

পুঃ—তুলসী প্রভৃতি এখানকার অন্যান্য সকলে ভাল আছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

Sett Villa
Madhupur
22. 10. 27

প্রিয় হরিপদবাবু*

…বাড়ীর দুঃসংবাদ শুনিয়া পর্য্যন্ত মর্মাহত হইয়া আছি। শ্রীমান গদাইয়ের জন্য চিন্তিত নই ; সে ভক্ত ছেলে—ঠাকুর ও মার কৃপায় তাঁদের কাছে গিয়ে সমস্ত আনন্দের অধিকারী হইবে। কিন্তু কিরণকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব জানি না। একমাত্র ভরসা কিরণ মা ও ঠাকুরের ভক্ত, আমাদের অতিশয় প্রিয়—কৃপা করে যদি তাঁরা তাকে সান্ত্বনা দেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কিছু লিখিবার নাই, আমার আশীর্বাদ তাকে জানাবে এবং তোমার বাড়ীর সকলে জানবে।

প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমাদের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি বিধান করুন। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

বেলুড়মঠ
১৬।১০।২৯

শ্রীমান্ কিরণ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং হরিপদবাবু ও বাড়ীর সকল ছেলেমেয়ে ও বৌমাদের জানাইয়া সুখী করিবে।

মা সব বুঝিয়ে দেবেন—তাঁর কৃপায় তোমার মনের সব অশান্তি দূর হইবে। তাঁকে জানাও প্রার্থনা কর—তাঁকে ডাক—তিনি তোমাদের কৃপা করেছেন ও করবেন ও কোন চিন্তা নাই। আমার শরীর খুবই খারাপ—কয়েকদিন হাঁপানীতে কষ্ট পাইতেছি। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

---

* কিরণচন্দ্রের পুত্রবিয়োগে অগ্রজ হরিপদ দত্তকে লিখিত শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

The Ramkrishna Mission
Calcutta Centre
1 Mukherjee Lane, Baghbazar
Calcutta—4th August 1919

শ্রীমান কিরণ—

আশাকরি ৺কাশীধামে যাইয়া তোমার শরীর ও মন ভাল আছে এবং ছেলেরা আনন্দে আছে। হরিপদবাবুও যে কয়েক দিন বিশ্রাম লইতে পারিতেছেন ইহা বড়ই ভাল হইতেছে। কাশীতে আর কতদিন থাকা হইবে জানিতে পারিলে সুখী হইব। ওখানে গরম কিরূপ এবং সাধারণ স্বাস্থ্যই বা কেমন?

৺পূজার সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যদি কলিকাতায় না আসেন তাহা হইলে আশ্বিন মাসের প্রথমেই আমি কয়েক সপ্তাহের জন্য কাশী যাইব মনে করিতেছি যোগীনমাও যাইবেন, অতএব ঐ সময়ে তোমাদের বাড়ী খালি থাকিবে কিনা লিখিবে। তোমরা কেহ থাকিলে অবশ্য তাঁহার থাকিবার কোনও অসুবিধা হইবে না—কারণ তোমাদের সঙ্গে তিনি থাকিতে পারিবেন; অপর কাহাকেও যদি ঐ সময় বাটীতে থাকিতে অনুমতি দিয়া থাক তাহা হইলেই যোগীনমার অন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যাহা হউক ঐ বিষয়ের অনেক সময় আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তখন যাহা হয় হইবে।

অন্য একটি বিষয়ের কথা আমি বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া লিখিতেছি। অবশ্য অনুরুদ্ধ হইলেও যদি ঐ বিষয়ে তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি হইবে একথা মনে জ্ঞানে বুঝিতাম তাহা হইলে কখনও লিখিতাম না, একথা লেখা বাহুল্য। কারণ, তোমরা দুই ভাই আমাদের জন্য যাহা করিয়াছ ও করিয়া থাক, তাহার জন্য আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে ঐজন্য তোমাদের নিয়ত মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি। যাহা হউক, ঐ বিষয়ে আর অধিক লিখিব না, কারণ সজ্জনেরা আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত বোধ করে। কথাটা ইহাই শুনিলাম। ৺বলরাম বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র নিত্যানন্দ তোমাদের নিকটে নিজ সম্পত্তি সকল বাঁধা রাখিয়া যে বিপদে পড়িয়াছে তাহা হইতে সে উদ্ধারের চেষ্টা পাইতেছে।

যদি সকল দিক বুঝিয়া সুঝিয়া তোমরা তাহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা কর তাহা হইলে আমি পরম আনন্দিত হইব। নিতাই আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছে যে, সে তোমাদের তাহার বিষয় সম্পত্তির যে তালিকা দিয়াছে তাহাতে ঐ সকলের এখনকার হারের মূল্য না ধরিয়া ৺হরিবল্লভবাবুর জীবৎকালে উহাদিগের যে মূল্য ছিল প্রায় সেইরূপ হারে মূল্য ধরিয়া দেখাইয়া দিয়াছে তোমাদের লোকসান হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অতএব সে আমাকে তোমাদের বলিতে অনুরোধ করিয়াছে যে, অন্য লোকের কথায় তাহাকে প্রার্থিত সহায়তায় বঞ্চিত না করিয়া যদি তোমরা তাহাকে তোমাদের যুক্তিযুক্ত কোন আপত্তির কথা বল, তাহা হইলে সে নিজ পক্ষ হইতে ঐ আপত্তির যথাযথ উত্তর দিয়া তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে। অধিক আর কি লিখিব। তোমাদের নিকট হইতে অত সহায়তা পাইয়াও আমার ভ্রাতারা বাড়ী রাখিতে পারিল না। শুনিয়াছি তাহারা Court হইতে Sale order পাইয়াছে বা শীঘ্র পাইবে এবং শীঘ্রই তোমাদের টাকা পরিশোধ করিবে। আশীর্বাদ জানিবে এবং উহা সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীপাদপদ্ম ভরসা

Sri Ramakrishna Ashrama

Bull Temple Road,
Bangalore City,
Dated 24th August 1931

শ্রীযুত জীবন্মুক্তজী

কাজ কর্ম্ম ও মামলা[১] মকদ্দমার হাঙ্গামে বিব্রত থাকায় আপনাকে এতদিন কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই, সেজন্য কিছু মনে করিবেন না। আশাকরি আপনি পরিবার বর্গের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় কুশলে আছেন।

বিবেকানন্দ মিশনের কার্য্যকলাপ বেশ সুন্দরভাবে চলিতেছে সত্যেন্দ্রের[২] পত্রে অবগত হইয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। পরম পূজ্যপাদ স্বামীজীর পরমপূত নামে উৎসর্গীকৃত মিশনের আয়ুবিবৃদ্ধি ও উন্নতিকল্পে তাঁহার করুণামাখা অজস্র আশীর্বাদ বর্ষিত হোক্ ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা।

খালের ধারের জমি ও বাটী মিশনের কেন্দ্র স্থায়ী ভাবে[৩] প্রতিষ্ঠিত করিবার আপনি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন জানিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। আপনার সুচেষ্টা মহাদুদ্দেশ্য জয়যুক্ত ও সফলীভূত হোক্ ইহাই সর্ব্বান্তঃ করণে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করি।

উক্ত বাটির ও জমির একটা পাকা লেখাপড়া যতশীঘ্র সম্ভব করিতে পারিলে আমাদের পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়। যদি ৺পূজার পূর্ব্বেই ঠাকুরকে উক্ত বাটীতে

---

১. ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড়মঠের কর্তৃপক্ষ স্বামী নির্মলানন্দের বিরুদ্ধে ব্যাংগালোর জেলা জজ কোর্টে মামলা করেন। এই মামলা দীর্ঘ পাঁচ বছর চলেছিল।

২. ত্রিপুরানন্দ স্বামী,—স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামঠ ও বিবেকানন্দ মিশনের অধ্যক্ষ (১৯৫১-১৯৭৭)।

৩. ১০ রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩; শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামঠ ও বিবেকানন্দ মিশনের ৩/১ রামকৃষ্ণ লেনস্থ ভাড়া বাড়ীতে প্রথম কর্মসূচির সূচনা। পরবর্তীকালে উপরিউক্ত ঠিকানায় মিশনের নিজস্ব বাড়ী তৈরী হয়।

সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন্ তো বড়ই আনন্দিত হবো।

ভবিষ্যতে নূতন মঠ কিভাবে পরিচালিত হলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হবে। আপনি ইতঃপূর্ব্বে সতীন্দ্রের পত্রে সংক্ষেপে অবগত হইয়াছেন। আপনার উক্ত বিষয়ে অভিমত জানিতে পারিলে বড় সুখী হবো।

এখানে শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় একপ্রকার সমস্ত মঙ্গল। আপনি আমার সপ্রেম শুভাশীষ জানিবেন ও বাড়ীর সকলকে স্নেহ ও শুভাশীর্ব্বাদ দিবেন।

ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
নির্ম্মলানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
মহুলা পোঃ মুর্শিদাবাদ
৪ঠা চৈত্র, ১৩২৪

শ্রীমান কিরণবাবু—

গতকল্য প্রভাস মহারাজের* পত্রে তোমার স্ত্রীবিয়োগের সংবাদ পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। তোমার ঐ আকস্মিক শোকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। তোমাকে সান্ত্বনা দিবার মত এমন কোন কথা জানি না—যাহা তোমার জানা নাই। সুতরাং তোমার এতকালের সঞ্চিত জ্ঞান ও ভক্তি এক্ষণে তোমার একমাত্র সান্ত্বনা স্থল হইবে। জানি না শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে এত শীঘ্র এই মহা-পরীক্ষায় কেন ফেলিলেন। বোধহয় তোমাকে দিয়া কোনও মহত্তর কার্য্য সাধনের জন্যই ঠাকুর এইরূপ করিতেছেন। তোমরা ঠাকুরের পরম ভক্ত। তোমাদের এই বিপদের মধ্যেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কোনও মহাসম্পদই যেন এতদিন লুক্কায়িত ছিল।

যাহা হোক আশাকরি এই সময় তুমি মঠে গিয়া কিছুদিন আমাদের শ্রীশ্রীমহারাজের কাছে থাকিলেই তোমার পরম সান্ত্বনা স্থল হইবে। সদানন্দময় শ্রীশ্রীমহারাজের** কাছে গিয়া থাকিলেই তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে। আর একটা কথা আমার মনে হইতেছে এই যে শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে তাঁর নিজের কাছে বেশী টানিয়া লইতেছেন বলিয়াই কি এইরূপ হইতেছে ?

হঠাৎ এইরূপ কেন হইল এবং তাঁহার কি হইয়াছিল জানিতে ইচ্ছা থাকিলেও তোমাকে এই সময় কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না।

তোমার শান্তি কামনায় সতত রত
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

---

* কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা স্বামী বেদানন্দ

** স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব পাদপদ্মভরসা

Math Muthigunge
Allahabad, 1 Nov., 1911

কল্যাণবরেষু,

প্রিয় কিরণবাবু,

আপনার ২৫শে অক্টোবরের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। ভারতের সকলেই বড় হইতে ছোট ছেলেরা পর্যন্ত Sister Niveditaর দেহত্যাগের কথায় অতিশয় দুঃখিত। এটি তাঁহার জ্বলন্ত স্বার্থত্যাগের ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত। এমন কি যাঁহারা তাঁহাকে দাহ করিয়াছিলেন তাঁহাদের একজন বলিলেন যে শেষ পর্যন্তও তাঁহার হাসি হাসি মুখ শোভিত হইতেছিল। কি জানি অন্য কোথাও কর্মের আবশ্যক হইয়া থাকিবে যে জগৎপিতা তাঁহাকে সেইখানে টানিয়া লইয়াছেন। তিনি একজন মুক্তাত্মা, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে?......। অত্র কুশল।

ভগবান আপনাদের সকলকে মঙ্গল ও আনন্দচিত্তে রাখুন—এই তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা—

ভবদীয় শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামী

Udbodhan Office
13-12-05

My dear Kiran Babu,

অভেদানন্দ স্বামীর Works আসিয়াছে কি না? আসিয়া থাকিলে পাঠাইবেন। 'মহিলার'* সমালোচনা উদ্বোধনে পাঠ করিয়া জনৈক গ্রাহক 'মহিলা' ক্রয়ার্থী; 'মহিলা' কোথায় পাওয়া যায় জানাইবেন।

অনুগ্রহ করিয়া কাল প্রাতে একবার সাক্ষাৎ করিতে পারিলে (পারিতে) ভাল হয়।

আপনার প্রেরিত কপি অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। ঠাকুর আপনাকে সৎপথে অগ্রসর করান। ইতি

আপনার
শুদ্ধানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শরণম্

কাশী—
অদ্বৈতাশ্রম।
২২।৭।২২

মান্যবরেষু—শ্রীযুক্ত কিরণবাবু,

গতকল্য অপরাহ্ণ ৬টা-৪৫ মিঃ সময় পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীহরিমহারাজ [স্বামী তুরিয়ানন্দ] সজ্ঞানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে করিতে মহাসমাধিযোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ আশা করি ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে—মানুষের ইহার উপর কোন হাত নাই।

আপনার প্রেরিত ১০ টাকা পাইয়াছি। আমি শীঘ্রই মায়াবতী ফিরিয়া যাইব। আপনি আমার নমস্কারাদি জানিবেন এবং পূঃ সুধীর মহারাজকে [স্বামী শুদ্ধানন্দ] সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবেন। ইতি—

আপনাদের
শ্রীদয়ানন্দ

---

* কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাব্যগ্রন্থ।

ওঁ

Dated 8th July, 1921
Brindaban Sevashram

প্রিয় কিরণবাবু,

আপনার ২১শে জুনের পত্রের অদ্য উত্তর দিতেছি। এত বিলম্বের [?]··· যে যদিও পূর্ব্বে আপনাকে ঐ সময় নাগাদ বৃন্দাবনে পঁহুছিব লিখিয়াছিলাম, কিন্তু নানা কারণে কনখল হইতে ৩০শে জুনের পূর্ব্বে বাহির হইতে পারি নাই। তা'রপরে সাহারানপুরে ১ দিন মিরাটে ১ দিন ও দিল্লীতে ২ দিন halt করিয়া বিগত ৫ই জুন অপরাহ্ণে বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছি। আসিয়াই আপনার পত্র পাই, কিন্তু ৬ই ও ৭ই দুইদিন এখানকার দেব দর্শনাদিতে খুব ব্যস্ত ছিলাম। পরেশের* এক কার্ডে অবগত হইলাম যে, আপনি পুরীধামে গমন করিয়াছেন; কিন্তু আপনার তখনকা'র [?] ঠিকানা জানা না থাকায় কলিকাতার ঠিকানায় লিখিলাম—আশা করি, যদি এখনও পুরীতে থাকেন, এই পত্র তথায় redirected হইয়া পাবেন। কাগজে দেখিলাম, পুরীতে এবার বেশীরকম কলেরার আবির্ভাব হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট যাত্রিগণকে এ সময় পুরী দর্শন নিষেধ করিয়া circular প্রচার করিতেছেন। এই কারণে আপনার কুশল সংবাদের জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব রহিলাম। আমরা এখানে আর ২ দিন থাকিয়া আগামী সোমবার ১১ই জুলাই এখান হইতে যাত্রা করিব মনে করিয়াছি, পথে আগ্রা দর্শন করিয়া ১৪ই জুলাই নাগাদ লক্ষ্ণৌ সেবাশ্রমে পৌঁছিব ও তথায় ২।৩ দিন থাকিয়া ১৭ই ১৮ই জুলাই নাগাদ ৺বারাণসীধামে পৌঁছিব ইচ্ছা এবং জুলাই মাসটা সমগ্র তথায় থাকিব। অতএব এই পত্রের উত্তর আপনি কাশীর ঠিকানায় দিবেন এবং তথায়ই আমার নামে সোসাইটির রিপোর্ট পাঠাইবেন। এবার আপনার চেষ্টায় রিপোর্ট খুব শীঘ্র বাহির হইতেছে—ইহাতে বিশেষ সুখী হইলাম। এদিকে Societyর rules এবং 'বন্দনা'ও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইলে এক একখানি কাশীতে পাঠাইবেন। কাশী গিয়া আমার পরবর্ত্তী programme আপনাকে জানাইব। আপনি আবার কায়স্থ সভার অন্যতম সম্পাদক এবং সাহিত্য পরিষদের কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, ইহা অতি

* শ্রীপরেশ সেনগুপ্ত, সহ সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটি।

শুভ সংবাদ। যদিও আপনার কিছু কাজ বাড়িবে, তথাপি আমার যৎসামান্য অভিজ্ঞতায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বেশ জানি, যাহারা কাজের লোক, তাহাদের ঘাড়েই কাজ বেশী পড়ে এবং তাহারা তাহা করিতেও পারে। ইহাতে বিবেকানন্দ সোসাইটিরও উন্নতিতে আমি আশান্বিত। কারণ আপনার পদ-গৌরব বৃদ্ধির সহিত সোসাইটিও আপনার সম্পাদকত্বে বিশেষ গৌরবান্বিত হইবে। আপনারও নানাপ্রকার opportunity বর্দ্ধিত হওয়া বিবেকানন্দ সোসাইটির উন্নতির আপনি আরও অধিক সাহায্য করিতে পারিবেন। তাহা সোসাইটির উৎসবের অভূতপূর্ব success-এই বুঝিতে পারিতেছি। তারপর পরেশের পত্রে বিগত কয়েকটি conversazione ও success সম্বাদ পড়িয়া বিশেষ পুলকিত হইয়াছি। এখন কেবল একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার বলিয়া মনে হয়—উহা আমার অপেক্ষা আপনি অধিক ভাল বুঝিবেন—কারণ, আপনি গৃহস্থ এবং উদার পরায়ণ। আমরা ভিক্ষামতজীবী, বেশমাত্র সহায়, ধনবান সহায় বিরহিত সন্ন্যাসী।

এখন স্বামীজীর নামে building fundটার জন্য উঠে পড়ে লাগতেই হবে। স্বামীজীর জন্মস্থান কলিকাতায় তাঁর স্মৃতিচিহ্ন একটা থাকবে না? আমার এখানে এসে যোগীন সিংহের সম্বন্ধে ২।১টা কথা শুনে মনে হচ্ছে, তাঁকে যদি একবার বলে পাঠান, বোধহয় সে পূর্ব্ববৎ উৎসাহের সহিত সোসাইটির অর্থ-সংগ্রহ কার্য্যে লাগতে পারে। আমি পরেশকেও একথা লিখেছি। এখন যদি ভাল বিবেচনা করেন, সোসাইটির prestige নষ্ট না করে তার দ্বারা বোধহয় খুব কাজ করিয়ে নিতে পারবেন।

ভাল কথা, লাইব্রেরীর বই কেনা হচ্ছে—এখানে এসে 'বৃন্দাবন কথা' নামে পুলিনবিহারী দত্ত, ১নং সিকদার পাড়া লেন লিখিত ২॥০ মূল্যের (publisher গুরুদাস চাটুয্যে এক উৎকৃষ্ট পুস্তক পড়লাম। উহা যদি লাইব্রেরীতে না থাকে তো প্রথমে author কে দিয়ে আপনি পাবার চেষ্টা করতে পারেন—খুব সম্ভব দিলে দিতে পারে।

এখানে এখন ভয়ঙ্কর গরম—আমরা আসিবার আগে ১ দিন ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল—দিনে গলদঘর্ম এবং রাত্রে বাহিরে শুইতে হয়। যা হোক, নাদু* খুব যত্ন

* ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ। বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ (১৯০৭)।

কচ্ছে। আপনার ward-এর tablet*-এর কথা চিঠি হইতে তাহাকে শুনাইলাম। অবশ্য যদি কেহ আসে, সে আপনাকে জানাইবে, আপনিও যদি কেহ কলিকাতা হইতে বৃন্দাবনে আসিতেছে জানিতে পারেন, তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন। খুব সম্ভবতঃ মঠের দুজন ব্রহ্মচারী আষাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণের প্রথমে এখানে আসিবে। আপনি কৃষ্ণলালের নিকট সন্ধান করিলে সম্ভবতঃ এ বিষয়ের নিশ্চিত সংবাদ পাইবেন। এখানে আজকাল নাডু ছাড়া আর দ্বিতীয় worker নাই। সে বলিতেছিল সামনের ঝুলনের সময় কাজ খুব বাড়বে—সেই সময় যদি ২১ জন ভাল worker আসে সুবিধা হয়। আপনি ফিরে এসে শরৎ ম. সঙ্গে দেখা হইলে তাঁর সামনে এই worker-এর কথাটা পাড়তে পারেন। নাডু আপনাকে তাহার ভালবাসা শুভেচ্ছাদি জানাইতেছে।

বাড়ীর ব্যারাম প্রভৃতির কথা এবং এখন সকলে অপেক্ষাকৃত ভাল আছে সংবাদ জানিলাম। শোকের হস্ত হইতে কতকটা ছুটি পাইবার ২টা উপায় আছে। এক—যথাসাধ্য নিঃসঙ্গ হইবার চেষ্টা, অপর "বসুধৈব কুটুম্বকং" করিবার প্রয়াস। আপনাদের পক্ষে চেষ্টা হয় শেষোক্ত পন্থাই ব্যবস্থা। আর প্রাতঃকালে উঠিয়াই এই দুইটি শ্লোক পাঠ ও স্মরণ হিন্দুমাত্রেরই উপায় ব্যবস্থা আছে—

জগদ্যোধর বোদ্ধব্যং মহদ্ভব স্বপস্থিতং
মরণ-ব্যাধি-শোকানাং কিমন্য সম্ভাবিষ্যতি।

পরে—"অহং দেবো ন বান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽস্মহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।

পুনঃ—কনখলে আমার শরীর অর্শ প্রভৃতিতে একটু অসুস্থ হইয়াছিল, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত ভাল। তবে দিন দিন জরার আক্রমণ দন্তহীনতা সর্ব্বদাই কোন না কোনরূপে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি উপলব্ধি করিতেছি। আশা করি আপনার শরীর এখন একটু সুস্থ। আপনার দাদাকে আমার ভালবাসাদি দিবেন এবং আপনিও জানিবেন এবং ললিত, ফটিক, লালু, পটল, সুধাংশু, কানু, গদাই, বলু, বাশুিল, ভোঁদর প্রভৃতি সকলকে জানাইবেন। রাধারাণী ও বাবুলালকেও দিবেন। আগষ্ট মাসের মধ্যেই কলিকাতায় আপনাদের সঙ্গে মিলিত হইব [আশা] করি। ইতি—

ভবদীয়
শুদ্ধানন্দ

---

* কিরণচন্দ্রের পিতা ও মাতা লক্ষ্মীনারায়ণ ও ত্রিপুরাসুন্দরীর নামাঙ্কিত স্মৃতিফলক।

ওঁ

7th August 1921
C/o. Brahmachari
Brahmachaitanya,
Kunda, Deoghar
P.O. E. I. Ry.

প্রিয় কিরণবাবু,

বিগত ৩রা আগষ্ট বুধবার আমি ও ভরত [স্বামী অভয়ানন্দ] কাশী অদ্বৈত আশ্রম হইতে রওনা হইয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় আপনার ১লা আগষ্টের পত্র পাইলাম এবং গাড়ীতে বসিয়া ও স্টেশনে উহা পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। পরদিন ভোরে (৪টা) বৈদ্যনাথধাম স্টেশনে পৌঁছাই এবং ব্রহ্মচৈতন্যের (অনাথবাবুর ভাই ফণীর) প্রেরিত আমাদের মঠের হরিচরণ পাণ্ডার সাহায্যে ১৷৷৹ টাকায় একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরবর্তী এই স্থানে পৌঁছি। ইহা একটী ভাড়া বাটী ব্রহ্মচৈতন্য ও নরচৈতন্য থাকেন— একটা ছোকরা রসুই ব্রাহ্মণ আছে। ফণীর এবং উপস্থিত আমাদের দুবারের আহারাদি খরচ অনাথবাবুই বহন করিতেছেন। নরচৈতন্য প্রাতে নিকটবর্ত্তী একটী মন্দির হইতে অন্নাদি প্রসাদ আনিয়া খাইয়া থাকে। স্থানটী বেশ নির্জ্জন ও মনোরম—নিকটে দূরে দূরে ৮/১০ খানি বাড়ী আছে। নিকটেই ফাঁকায় অনাথবাবু কতকটা জমি ক্রয় করিয়াছেন—তাহায় কতকটা [?] একটা মঠ স্থাপনের জন্য আমাদের মঠের হাতে দিবার ইচ্ছা। নিকটেই ফণীর চেষ্টায় একটা পাঠশালাও চলিতেছে। আর দেওঘর শহরে যোগেশবাবু (যিনি ভবানীপুরের গদাধর আশ্রম করিয়া দিয়াছেন।) খানিকটা জমি মঠকে দান করিয়াছেন—তথায় সেবাশ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক ফণী আমাদিগকে খুব যত্ন করিতেছে। গতকল্য এখান হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী করনিবাগ নামক স্থানে যাইয়া বালানন্দ ব্রহ্মচারী ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ শিব ও দুর্গা মন্দির শোভিত একটা দাতব্য ঔষধালয় সংযুক্ত, বেদ পাঠার্থী ছাত্রগণ শোভিত মনোরম আশ্রম দর্শন করিয়া আসিলাম। পূর্ব্বে যখন ৩ মাইল দূরবর্ত্তী—তপোবনে ইঁহার আশ্রম ছিল, তখন প্রায় ২৬/২৭ বৎসর পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ১৮৯৪ সালে ইঁহাকে একবার দর্শন করিয়া ইঁহার আশ্রমে একদিন বাস করিয়া গিয়াছিলাম।

ব্রহ্মচারীজী বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি শরীরে সামর্থ্য আছে বলিয়া বোধ হইল মঠের [?]··· প্রভৃতি অনেককে জানেন। মিশনের কার্য্যের খুব প্রশংসা করিলেন। ইঁহার বাঙ্গালী শিষ্য পূর্ণানন্দ স্বামীকেও দেখিলাম। তখন তিনি কিশোর ছিলেন। এখন প্রৌঢ় হইয়াছেন। ইঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সেই পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তখন সিটি কলেজে ৪র্থ yearএ পড়ি। অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় নামক একজন Class friend-এর সঙ্গে Philosophy-এর বই handker-এর দোকানে বিক্রী করে বাড়ী থেকে ট্রেনযোগে না বলিয়া পলায়ন ও একটা পাণ্ডার গৃহে অবস্থান। আর তপোবনে বালানন্দের আশ্রমে লোহার উনুনে খিঁচুড়ি রন্ধন করিয়া চাটনি সংযোগে খাওয়া আর রাত্রে তপোপাহাড়ে পথ হারাইয়া একলা সারারাত্র একটা ঢিবির উপর অবস্থান। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় ১৮৮৮ সালে প্রথম বৈদ্যনাথ আগমন—উপেন নামক একটা বন্ধুর সঙ্গে বাটী হইতে পলাইয়া পদব্রজে grand trunk road-এর ওপরে রেলের ধারে ধারে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত বিনা সম্বলে আসা—একটা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ, পরে জ্বরাক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে অবস্থান। তারপরে মঠে যোগ দিবার পর রাজবল্লভ পাড়ার প্রিয় মুখুজ্যের বাড়ীতে change-এর জন্য কয়েকদিন আসা ও তথায় জ্বর হইয়া মঠে ফিরিয়া যাওয়া।

এবার এখনও বাবার দর্শন লাভ ঘটে নাই। ইচ্ছা আছে এখানে আগামী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত থাকিয়া এখান হইতে দেওঘর গিয়া দর্শনাদি করিয়া পরদিন শনিবার সন্ধ্যার পর Delhi Expressএ সন্ধ্যার পর কলিকাতা পৌঁছিব। কলিকাতায় গিয়া প্রথমে উদ্বোধনে নামিয়া বা direct মহাশয় বাটী নামিব—এখনও স্থির করি নাই। এখন [ঠাকুরের] ইচ্ছায় যাহা হয়।

আমার ভ্রমণে আপনি আনন্দিত হইয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আমারও সময়ে সময়ে শারীরিক কষ্ট ও নানা অসুবিধা সত্ত্বেও মোটের উপর আনন্দই হইয়াছে—এমন কি, প্রায়ই মনে হইয়াছে, আর একটু সবল ও সুস্থ শরীর, একজন উপযুক্ত সঙ্গী ও কিঞ্চিৎ অর্থ থাকিলে অন্ততঃ ভারতের আরও নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র ঠাকুরের নানাবিধ অদ্ভুত নানা দর্শন করিয়া বেড়াইতাম। বাল্যকাল হইতেই ভ্রমণ পিপাসা ছিল—নানাকারণে উহা এক্ষণে হৃদয়ের অভ্যন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় চাপা পড়িয়া আছে— ··· বিশেষ সুযোগ পাইলে একটু আধটু ফুটিয়া উঠে। এবার আপনাদের বিশেষ অর্থসাহায্যে এবং

মায়াবতী হইতে ভরতকে সঙ্গী পাওয়ায় ইহার কিঞ্চিৎ সিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। পুস্তকে যখন আরও নানা সুন্দর সুন্দর স্থানের কথাগুলি শুনি, তখনই প্রাণ যেন লাফাইয়া উঠে। কিন্তু মানসনেত্রে দর্শন ভিন্ন অধিকাংশ স্থান আর স্বচক্ষে দর্শনের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বিশেষ, পথে এত ব্যয় হইয়া যায় যে, অনেক টানাটানি করিয়াও কুলনে দায় হইয়া উঠে। এখানে পৌছিয়া দেখিতেছি হাত এতখানি গিয়াছে যে কোনরূপে কলিকাতায় পৌছিতেই কিছু ধার হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ভ্রমণ বাসনাকে সংযত রাখিয়া এখন কিছুদিন কলিকাতা গিয়া চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া থাকিব মনে করিয়াছি।

সোসাইটির* কার্য্যে নানা বিঘ্ন বাধার মধ্যেও আপনার অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের সহিত অটলভাবে কার্য্য চালাইয়া যাওয়ার বিবরণ জানিয়া আমারও নিরুৎসাহ হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হইতেছে। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ'—তবে এই শ্লোকের একটা নূতন অর্থ শ্রদ্ধাস্পদ রায়দয়াল মজুমদার মহাশয় একবার করিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণে রাখিলে আমাদের বিশেষ কাজ হইতে পারে। সেই অর্থ এই যে, যত্ন করিলে যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে কোঽত্র দোষঃ অর্থাৎ 'অত্র' কি না—যত্ন সম্বন্ধে' কঃ (কোন) দোষঃ (অস্তি)—আমাদের যত্নের ভিতরই কোন দোষ আছে! অর্থ যাহাই হউক। কথাটা অনেকটা সত্য নয় কি?

সেই ব্রাহ্মণের মৃত্তিকা খনন করে সাগর আনিবার চেষ্টার গল্পটা জানেন ত? শেষে দৈব সাহায্য পেয়েছিল। আমরাও নিশ্চয় পাব, যদি আমাদের একজনেরও যথার্থ আন্তরিকতা থাকে।

'সাহিত্য' সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার একটা বিষয়ে আমার একটু অন্যমত আছে। আপনি লিখিয়াছেন যে, সমাজপতির মা ও স্ত্রীকে সাহিত্যের আয় হইতে ৫০৲ টাকা করিয়া মাসে দেওয়া হইতেছে—ইহাতে সাহিত্য বয়কট করা কঠিন। কি বলেন! বাঙ্গালী কি এমনি মনুষ্যত্বহীন হয়েছে যে, যে ঠাকুর ও স্বামীজীর জন্মধারণে ও কার্য্যে তাদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল। তাঁদের অযথা নিন্দাকারীর ও উহায় প্রশ্রয়দাতার উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের জন্য তাহারা অন্ততঃ একটা বৎসর এই ৫০৲ টাকা যোগাইতে পারিবে না! ইহা যদি না পারে

---

* বিবেকানন্দ সোসাইটি।

তবে বুঝিব, বাঙ্গালী মেরুদণ্ডহীন, এবং ঠাকুর স্বামীজীর প্রতি বাঙ্গালীর Sincere regard এখনও জন্মায় নাই। এবং আপনাদের বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রভৃতি পরিচালনার ফলও বিশেষ কিছু হয় নাই। 'হিন্দুস্থানের' প্রবন্ধটি এখানে আসিয়া পড়িলাম—বেশ লিখিয়াছে। পাঁচকড়ির ভণ্ডামীকে সংযত করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সতীশ শীল একখানি বিস্তারিত পত্রে সম্প্রতি তাহার অনেকগুলি সংকল্প আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল—মনে করিয়াছিলাম আপনাকেও কিছু বলিয়া থাকিবে। সম্প্রতি সে আমাকে লিখিয়াছে, সঙ্কোচবশতঃ সে আপনাকে কিছু বলিতে পারে না। আশা করি, আপনি জোর করিয়া সঙ্কোচ ভাঙ্গাইয়া তাহার অভিপ্রায় শুনিয়া লইবেন এবং আপনার বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহার উচ্ছৃঙ্খল উৎসাহকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া যাহাতে তাহার কল্যাণ হয় তদ্বিষয়ে সৎপরামর্শ দিবেন এবং যদি তাহার দ্বারা সোসাইটির কোন কার্য্যের সহায়তা হইতে পারে মনে করেন, তদ্বিষয়ে তাহাকে উৎসাহিত করিবেন। এ বিষয়ে এখান হইতে ইহা হইতে অধিক কিছু লেখা সম্ভব মনে করি না।

শুনিতেছি, শরৎ ম, [স্বামী সারদানন্দ] প্রভৃতি ৪ জনে গতকল্য কাশী গিয়াছেন; পূজনীয় হরিবাবুর* বাড়াবাড়ি দেখিয়া আসিয়াছি এবং এখানে আসিয়া অবধি তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন আছি। নরচৈতন্য এখান হইতে তাঁহাকে দেখিতে কাশী যাইবে বলিতেছে। তাঁহার কোন সংবাদ পাইয়া থাকেন, জানাইয়া চিন্তা দূর করিবেন। আমার ভালবাসাদি জানিবেন ও সকলকে জানাইবেন। আশা করি আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। ইতি

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী

শুদ্ধানন্দ

---

* কিরণচন্দ্রের অগ্রজ হরিপদ দত্ত।

ওঁ

কুণ্ডা, দেওঘর

১১ই আগষ্ট, '২১

প্রিয় কিরণবাবু,

আপনার ৮ই তারিখের বিস্তারিত পত্র পড়িয়া সকল অবগত হইলাম। হাবুল ও বলুর অসুখ শুনিয়া বিশেষ চিন্তিত রহিলাম। আশাকরি, তাহারা একটু ভাল আছে। রাম[১] ও রবীনের[২] মেয়েদের অসুখ শুনিয়াও দুঃখিত হইলাম। বোধ হয় কৃষ্ণলাল মহারাজ [স্বামী ধীরানন্দ] তাহাদের জন্য খুব ব্যস্ত আছেন। ভগবান তথাগত বুদ্ধদেব এই কারণেই জরা ক্ষয় ব্যাধিরূপ দুঃখকেই জগতের স্বাভাবিক অবস্থা বুঝিয়াছেন ও জ্ঞানযোগে উহাদের প্রতিকারের জন্য বোধিবৃক্ষ-তলে আসীন হইয়াছিলেন।

যাহা হউক শীঘ্রই দেখা হইবে—সুতরাং সাক্ষাতে আপনার সহিত সদালোচনা করিয়া সুখী হইব। আমি ও ভরত[৩] আগামীকল্য এখান হইতে রওনা হইয়া দেওঘরে বেলাবাগানে নবকুমার নামক একটি ভক্তের বাটী উঠিব ও ঐ দিন তথায় থাকিয়া বাবা বৈদ্যনাথ ও তাঁহার মন্দিরাদি দর্শন করিব। অর্থের কিছু আবশ্যক আছে বটে, কিন্তু এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই এবং সময়ও নাই (উপস্থিত ভরতের নিকট মায়াবতী আশ্রমের দ্রব্যাদি খরিদের জন্যে কিছু টাকা আছে), তাহা হইতে ধার লইব এবং কলিকাতায় গিয়া আপনার নিকট যাহা ধার হইবে চাহিয়া লইয়া শোধ করিয়া দিব।

আশা করি সতীশের সঙ্গে আলাপাদি করিয়া তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে সৎপরামর্শ দিয়াছেন এবং সোসাইটি নিয়মিতভাবে চালাইবার জন্য নিয়মিত অর্থ সংগ্রহেরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। আমার মনে হয়, অল্প চাঁদা লইয়া এইরূপ ব্যয়সাধ্য কার্য্য চালাইবার চেষ্টা যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে কয়েকজন ধনী ব্যক্তিকে আজীবন সভ্য করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে নিয়মিত কাজ চালাইবার চেষ্টার সময় আসিয়াছে।

---

১ শ্রীবলরাম বসুর পুত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ বসু।

২ শ্রীরামকৃষ্ণ বসুর জামাতা, শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র।

৩ স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ)।

গতকল্য পূজনীয় হরিমহারাজের অপেক্ষাকৃত ভাল সংবাদ পাইয়াছি। ঈশ্বরেচ্ছায় বোধ হয় এ টাল সামলাইয়া গেলেন। তবে যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, কতদিন আর যুঝিবেন বলা যায় না।

আপনি অনেক সাধু মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু এখনও চৈতন্যলাভ করেন নাই লিখিয়াছেন। কথা কতকটা ঠিকও বটে, কতকটা ঠিক নয়ও বটে। চৈতন্য লাভ কতকটা আপনার হইয়াছে বৈকি—নহিলে পিতৃমাতৃ বিয়োগ, অল্প বয়সে পত্নী বিয়োগ, বিস্তৃত সংসার, সর্ব্বত্রই রোগশোকের প্রাদুর্ভাব। নিজের শারীরিক বিশেষ অসুস্থতা ও অন্যান্য নানা অশান্তির ভিতরও ঠাকুর স্বামীজীর উপর দৃঢ় বিশ্বাসে অবিচলিত থাকিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকা এবং গুরুভার সংসার কার্য্য, সঙ্গে সঙ্গে নানা সৎ কার্য্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সচ্চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভবপর হইত না। আপনি গৃহী হইয়াও ত্যাগী ও সংযমী, সনাতন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন ও উহার একজন পৃষ্ঠপোষক। উপার্জিত অর্থে কেবল নিজ বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা না করিয়া নানা সাধুকর্ম্মে ব্যয় এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবায় সদা বদ্ধপরিকর। এইরূপভাবে সংসারে থাকিয়াও সংসারের বাহিরে থাকা বিশেষ ঈশ্বর কৃপা ও সাধুকৃপা ব্যতীত হয় না। আমি ইহা আপনাকে তোষামোদ করিয়া বলিতেছি না। আপনি জানেন বিবেকের অনুরোধে আমি আপনাকে কত রুষ্ট কথা বলিতে ও অপ্রিয় সত্য বলিতে কখনও সঙ্কুচিত হই নাই। পূর্ব্বে যাহা লিখিলাম ইহা আপনার সম্বন্ধে আমার যথার্থ ধারণা। আপনাকে প্রশংসা করিয়া আপনাকে অহংকৃত হইতে বলিতেছি না—কেবল আত্মবিদ্যা সম্পন্ন হইতে অনুরোধ করিতেছি।……

ইতি—

আপনার

শুদ্ধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর (পুরী)
১১।২।'২৩

প্রিয় কিরণবাবু,

আপনার পত্র পাইয়া সমুদয় সমাচার জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, সোসাইটির সাম্বাৎসরিক খুব ভালভাবে নির্ব্বাহ হউক। তাঁহার ইচ্ছায় এবং আপনাদের ন্যায় উৎসাহী ভক্তগণের চেষ্টায় খুব ভালই হইবে এবং সাধারণের ভিতর স্বামীজী মহারাজের অভয়বাণী বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়া লোককে আলস্য, জাড্য ও মোহ হইতে নিশ্চিত জাগ্রত করিবে। বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রতিও সাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবে। উহার যে রিপোর্ট পড়া হইবে, সময়মত তাহার একটী কপি আমায় পাঠাইতে ভুলিবেন না—আর যাহাতে ১৯২২ সালের বিস্তারিত রিপোর্ট এবার মার্চের মধ্যেই বাহির হয়। তজ্জন্য এখন হইতে সকলকে একটু উত্তেজিত করিতে থাকুন। ঠাকুর স্বামীজী আপনার ভিতর প্রবল শক্তি সঞ্চারিত করিয়া আপনার দেহ মন হৃদয়ে বহু শুভ অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া বিশ্বাস।

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ এখনও কি আপনাদের বাটীর ত্রিতলে আছেন, যে ঘরে আমি ছিলাম—না, অন্যত্র কোথাও গিয়াছেন? যাহা হউক, ফিরিয়া গিয়া যেন আমি উহা পুনরাধিকার করিতে পারি, এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিলে বাধিত হইব। আমার ইচ্ছা—মঠের কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ব্যতীত উক্ত ঘর যেন আর কেহ না থাকে। প্রকাশানন্দ স্বামী* মাদ্রাজে ৪টা বক্তৃতা দিয়া ব্যাঙ্গালোরে একটা বক্তৃতা দেন। তার আর কোন সংবাদ পাই নাই। সম্ভবতঃ এতদিনে বোম্বাই, বৃন্দাবন, কনখলাদি হইয়া কাশীতে পৌছিয়াছেন। কারণ, তাঁকে ১৫ই-১৬ই ফেব্রুয়ারী নাগাদ বেলুড় মঠে ফিরিয়া তথায় তিথি পূজা দেখিবার কথা।

---

* স্বামী প্রকাশানন্দ (১৮৭৪—১৯২৭): স্বামী শুদ্ধানন্দের ভ্রাতা। সানফ্রান্সিস্‌কোতে বেদান্ত প্রচারে অসামান্য দক্ষতা দেখান। ১৯২২ খ্রীঃ কলকাতায় ফিরে এলে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে (৬।১।১৯২৩) এক নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন কিরণচন্দ্র। সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী।

আশা করি, আপনি স্বয়ং সুস্থ আছেন। আমার মধ্যে শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়াছিল এখন অনেকটা ভাল। ভালবাসাদি গ্রহণ করিবেন এবং হরিপদবাবু ও ছেলেদের জানাইবেন। ইতি—

সদা শুভার্থী

শুদ্ধানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শরণং

Godabari House

Ootacamand

6/10/26

মান্যবরেষু,

আপনার পত্র যথা সময়ে পাইয়াছি। আপনাদের সমস্ত সংবাদ পূজনীয় মহাপুরুষকে জ্ঞাপন করিয়াছি। তিনি ত সদা সর্ব্বদাই আপনাদের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। প্রায়ই বলেন ওদের ধর্ম্মের সংসার, উহারা ঠাকুরের লোক—ঠাকুর উহাদের কল্যাণ করুন। অতএব এ ক্ষেত্রে অধমের চুপ করে থাকাই ভাল। গত কল্য সন্দেশের পার্শেল আসিয়া পৌঁছিয়াছে—হরিবাবুকে বলিবেন।

গত 28th এখানের মঠ প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ৩ জন সাধু এখানে থাকিবেন। অতঃপর বাঙ্গালোর যাওয়া হইবে—এখনও দিন স্থির হয় নাই। সেখানে দিন ১০।১৫ থেকে মাদ্রাজ, তাহার পর বম্বে। পূজনীয় মহাপুরুষের এবং আমাদের শরীর একরূপ ভালই আছে। আপনারা সকলে তাঁহার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবেন ও দাসের নমস্কারাদি গ্রহণ করিবেন। আশা করি বাড়ীর সকলে এখন শারীরিক সুস্থ আছেন। ইতি—

দাস

গঙ্গেশানন্দ

ওঁ

Ramkrishna Mission Home of Service
Laksha Benares City
6th Dec '23

প্রিয় কিরণবাবু,

আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবেন এবং আপনার দাদা হরিপদবাবু এবং আপনাদের ছেলেপুলেদের ভালবাসাদি জানাইয়া সুখী করিবেন। শুনিলাম সম্প্রতি আপনার শরীর সর্দ্দিকাশি হাঁপানি প্রভৃতিতে অসুস্থ হইয়াছে আশা করি এতদিনে বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আপনাকে নিরাময় করিয়া দীর্ঘকাল তাঁহার কার্য্যসাধনে নিরত রাখুন।

প্রায় আড়াইমাস যাবৎ ৺কাশী বাস চলিতেছে ইহার মধ্যে আপনাকে কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই তবে আপনার সংবাদ নানা স্থান হইতে মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি। আপনি বর্ত্তমানে দক্ষিণেশ্বর* মন্দিরের নানাবিধ সংস্কার কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন শুনিয়াছি—উহার নানাবিধ উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। আমাদের—সমগ্র ভারতবাসীর—সমগ্র জগৎবাসীর মহাতীর্থ—মূলকেন্দ্র, যেখান হইতে শক্তিধারা বিকীর্ণ হইয়া সমগ্র জগৎকে পবিত্রতা ও তেজে মহীয়ান করিতেছে, আপনি তাহা লইয়া এক্ষণে ব্যাপৃত। আপনি বিশেষ সৌভাগ্যবান।

এই গুরুতর নূতন কর্ম্ম স্কন্ধে লইয়াও আপনি বিবেকানন্দ সোসাইটির কার্য্যেও সদা অবহিত এবং উভয়ের জন্য আপনার শক্তি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিতেছেন, এ সংবাদও তারক,** পরেশ প্রভৃতি সোসাইটির অক্লান্ত কর্ম্মিগণের পত্রে মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি।

এত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আপনাকে এই পত্রে আর একটা নূতন কর্ম্মে সময় শক্তি···প্রয়োগ করিতে সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি কারণ উহা আপনার সহায়তা ব্যতীত সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে না এবং উহাও ঠাকুরের কাজ। অতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস—উহাতেও আপনি একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

---

* সংস্কারের বিবরণ 'দক্ষিণেশ্বর' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

** তারক রায়। পরে ব্রহ্মচারী। বিবেকানন্দ সোসাইটির অন্যতম সক্রিয় কর্মী।

স্বামী বোধানন্দ (হরিপদ মহারাজ) কে আপনি নিশ্চিত জানিতেন। তিনি প্রায় ১৭ বর্ষ পরে এই ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ ভারত ভূমিতে পদার্পণ করিতেছেন। তাঁহার সহিত Sister Christine, Mrs. Lesstet প্রভৃতি স্বামীজীর মার্কিন ভক্ত ও শিষ্যাগণ আসিতেছেন। তাঁহারা লণ্ডন পৌঁছাইয়াছেন—এ সংবাদ অবশ্যই অবগত আছেন। বোধানন্দ স্বামীকে কলিকাতাবাসীর তরফ হইতে অভিনন্দিত করা আমার অবশ্যকার্য্য বলিয়া মনে হয়*। ইহাতে শুধু তাঁহাকে সম্মান করা হইবে না। কলিকাতাবাসীগণ তাঁহাদেরই একজন বাঙ্গালী সাধুকে সম্মান প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের আত্মসম্মান বাড়িবে ; তাঁহারা স্বামীজী, ঠাকুর ও তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত মিশনের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করিবেন। দেশের কল্যাণ কামনায় অকপট যত্নবান্ প্রথম যথার্থ পথভ্রষ্ট আমাদের স্বদেশবাসী আজ কংগ্রেস, অসহযোগ election প্রভৃতি নানা হুজুগে ব্যস্ত হইয়া আজ পূজ্যপাদ গিরীশবাবুর ভাষায় যাত্রার কামদেবের অভিনয় ব্যস্ত। এইবার ভারতের প্রাণস্বরূপ ধর্ম্মের প্রচারককে সম্মান প্রদর্শন করিয়া আপনারা "ব্যাস দেবকে" আসরে নামাইয়া দিন—লোকের দৃষ্টি ঠাকুরের দিকে সাময়িকভাবেও একটুও আকৃষ্ট করুন—ইহাই আপনার নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ। আমি এ বিষয়ে পরেশ, ধাহু [শ্রীসুপ্রকাশ চক্রবর্তী], বিনোদ, উদ্বোধনের কার্ত্তিক [স্বামী নির্লেপানন্দ], মঠের অনঙ্গ [স্বামী ওঙ্করানন্দ], পশুপতি [স্বামী বিজয়ানন্দ] প্রভৃতিকে লিখিয়াছি ও বলিয়াছি—সংবাদও পাইয়াছি···

নিজে থাকিতে না পারিলেও সৎপরামর্শাদি দিয়া স্বয়ং দাঁড়াইয়া এই কার্য্যটি নির্বাহ করিয়া দিবেন—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এখানে বেশ আনন্দেই আছি।

বিবেকানন্দ সোসাইটী আশা করি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় পূজনীয় স্বামীজীর পদে তাহার শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইতি

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী
শুদ্ধানন্দ

* শ্রদ্ধেয় স্বামী বোধানন্দ কলিকাতায় এসে পৌঁছান ডিসেম্বর ১৯২৩ খ্রীঃ। তাঁর অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন উৎসবের (রবিবার, ২০/১/২৪ C. U. I. হল) সকল আয়োজন যুগ্মসম্পাদক হিসেবে কিরণচন্দ্রই করেন। সভাপতি ছিলেন শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বার-এট-ল।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কাশীধাম
৪. ৮. ২২

প্রিয় কিরণবাবু—

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ও আপনাদের শুভেচ্ছায় শ্রীশ্রীহরি মহারাজের মহাসমাধি উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম ও প্রায় ৪০০ সাধু, ৩৫০ ভক্ত ১৫০০ দরিদ্রনারায়ণ সেবা গত বুধবার অতি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। লুচি, কচুরী, আলু-পটলের ডালনা, চচ্চড়ি, দুই প্রকার চাটনি, দই, সন্দেশ, পানতুয়া, লাড্ডু, আম, সাধু ও ভক্তেরা পরিতোষপূর্বক ভোজন করিয়াছে। দরিদ্রনারায়ণেরা পুরী তরকারী হালুয়া বুঁদে তাহাদের আশানুযায়ী ও পরে এক আনা দক্ষিণা পাইয়া আনন্দ করিতে করিতে প্রস্থান করিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে ২০০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

আমাদের ভালবাসাদি গ্রহণ করিবেন।

ইতি—
শ্রীপ্রবোধানন্দ

Ramkrishna Mission Home of Service
Laksha, Benaras City. U. P.
8/9/26

প্রিয় কিরণবাবু,

এবার আপনার পত্র বহুদিন না পাইয়া একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম—আপনার ৪ঠার পত্র পাইয়া চিন্তা দূর হইল। আপনি শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ অশান্তি ও ঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন—ইহার কিছু কিছু আভাস উদ্বোধনের পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রে কিছু পাইয়াছিলাম।...

পাবনায় উৎপীড়িত হিন্দুদের সাহায্যে সোসাইটি কিছু করিতে পারিতেছে এবং তাহাতে "লক্ষ্মীনিবাস"ই অগ্রণী—ইহা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। সোসাইটি মেদিনীপুর বন্যায় সাহায্য কার্য্যে কি অগ্রসর হইয়াছে? কাগজে যেরূপ দেখিতেছি, এবার মেদিনীপুর দৈব কোপে পড়িয়াছে।

শুধু রামকৃষ্ণ মিশন নহে, স্যার পি. সি. রায়, ব্রাহ্ম সঙ্ঘ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কংগ্রেস, গভর্মেণ্ট প্রভৃতি সকলে মিলিয়াও কিছু করিতে পারিতেছে না—কি ভীষণ ব্যাপার! মঠ হইতে ১৫।১৬ জন সেবক গিয়াছেন এবং কাগজে সারদানন্দজী স্বাক্ষরিত appeal যেরূপ ঘন ঘন বাহির হইতেছে এবং অর্থাভাবে সাহায্যরূপ যেরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে বোধহয় বিবেকানন্দ সোসাইটি এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠবিড়ালের কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। বোধ হয় আপনার উৎসাহে সোসাইটি যথাসাধ্য ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া পূজ্যপাদ স্বামীজীর নাম কিঞ্চিৎ সার্থক করিতেছে। ...

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। আপনারা শ্রীশ্রীঠাকুরের চিহ্নিত ভক্ত ও তাঁহার রসদদার। তিনি ভক্তকে সর্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন।

পত্রে কুশল সংবাদে সুখী করিবেন।

ইতি—শুদ্ধানন্দ

কাশীধাম

২।১০।২৬

প্রিয় কিরণবাবু,

আপনার পত্র পাইয়া আপনাদের ও সোসাইটির সব সমাচার পাইয়া সুখী হইলাম। মেদিনীপুরের জন্ম বিবেকানন্দ সোসাইটির সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম; সংবাদপত্রে মেদিনীপুরের বিবরণ যেরূপ পাইতেছি, তাহাতে এ সময় বিশেষভাবে মেদিনীপুরবাসীকে সাহায্য করিতে না পারিলে কর্ত্তব্যে বিশেষ ত্রুটি হইত।...

...আপনি মধ্যে মধ্যে যখন যান, তখন পাঁচজনকে ডাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর কোন গ্রন্থ হইতে একটু পাঠ করিয়া বা কাহারও দ্বারা করাইয়া যদি এ বিষয়ে আলোচনাদি ও প্রসঙ্গ আলোচনা করেন তবে ভাল হয়। ধর্ম্মালোচনা কেবল সন্ন্যাসীদের দ্বারা হইবে, ইহা স্বামীজী মহারাজের মত ছিল না, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের যে প্রথম নিয়মাবলি করেন (মনে না থাকিলে উদ্বোধন ১ম বর্ষ সম্ভবতঃ ৫ সংখ্যা 'রামকৃষ্ণ মিশন' হেডিং দেখিবেন) [তাহাতে] 'গৃহস্থ প্রচারকের' উল্লেখ করিয়াছিলেন। আপনি স্বামীজী মহারাজ এবং অন্যান্য শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের যেরূপ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, যেরূপভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী সম্বন্ধনীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং বাল্যকাল হতে যেরূপ স্বয়ং ও যথাসাধ্য সনাতন ধর্ম্মা-বলম্বীর ও সৎভাবের জীবনযাপনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আপনার ভিতর যে বস্তু আছে তাহা ছেলেদের নিকট প্রকাশ করিলে, তাহাদের বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। অতএব সোসাইটিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে ক্লাস করেন তবে বড় ভাল হয়—ইহা আমার আন্তরিক অনুরোধ জানিবেন।....

কুশল জানিবেন—

শুদ্ধানন্দ

Vedanta Publication Committee Office
102 East 58th Street, New York,
October, 23, 1906

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়

প্রিয় কিরণবাবু

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন ও বেশ কাজকর্ম্ম করিতেছেন। কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবার সময় আপনার সহিত দেখা হয় নাই। তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। স্বামী অভেদানন্দের অভ্যর্থনা খুব সমারোহের সহিত হইয়াছে শুনিয়া আনন্দিত। পরম পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এখন কোথায় আছেন ও কেমন আছেন লিখিবেন। তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ বোধ হয় বাগবাজারেই আছেন। তাহাকে ও আর সকল স্বামী ও ব্রহ্মচারীগণকে আমার ভালবাসা ও প্রণাম দিবেন। ইতিপূর্ব্বে স্বামী শুদ্ধানন্দকে কতকগুলি পুস্তক পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছিলাম, যদি এখনও না পাঠাইয়া থাকেন একখানি শঙ্করাচার্য্যের জীবন বৃত্তান্ত ও মহম্মদ চরিত তাহার সহিত পাঠাইতে বলিবেন। যদি পূর্ব্বলিখিত পুস্তকগুলি ইতিপূর্ব্বে পাঠাইয়া থাকেন আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ দুইখানি পুস্তক (বাঙ্গালা ছাপাই) আমাকে বেদান্ত সোসাইটীর ঠিকানায় পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। মধ্যে মধ্যে আপনার পত্র পাইলে পরম সুখী হইব। আপনি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবেন। আশা করি আপনার অগ্রজ ও পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ সকলে ভাল আছেন। বেদান্ত সোসাইটীর কাজ এমনি একরকম হচ্ছে। মেম্বারগণ আমার উপর সদয়। আমার শরীর এক প্রকার মন্দ নয়। এখানকার সকলে ভাল আছেন। সকলে আপনাকে ভালবাসা নমস্কার দিতেছেন।

ইতি—দাস বোধানন্দ

পুঃ—অনেকদিন আপনার লিখিত প্রবন্ধ উদ্বোধনে দেখি নাই কেন? আপনার প্রবন্ধ সুন্দর হয়। আমি খুব পছন্দ করি।

বোঃ

সোমবার*

ভুবনেশ্বর

পূজনীয় কিরণবাবু—

আশা করি ভাল আছেন। আমার ভালবাসাদি জানিবেন। পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজ এখন একটু ভাল আছেন। গত মাসের দুধের দরুন ২॥৵০ টাকা হাতে আছে। জানুয়ারী মাসে কত লাগিবে পরে জানাব। আপনার লিখিত সুধীর মহারাজের চিঠিখানি পড়িয়া দেখিলাম, সোসাইটির বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন। সুধীর মহারাজের যাইতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। তবে মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতির ইচ্ছা আরও কিছুদিন থেকে যান, কারণ এখানে এসে কলকাতা অপেক্ষা অনেক ভাল আছেন। তবে যদি বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন তো ৩।৪ দিনের জন্য যেতে পারেন। ইহাতে মিছি মিছি কিছু অর্থ ব্যয় হইবে। সুধীর মহারাজ উৎসবে উপস্থিত থাকিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। দ্বিতীয়, তিনি জেনে শুনে সোসাইটির সামান্য Fund হইতে যাতায়াত ইত্যাদি অত খরচ যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছেন না; খরচ ত আর কম নয়। আজকাল ট্রেনে যে রকম ভিড় তাতে 3rd Class বা Inter Class এ যাওয়া সুধীর মহারাজের পক্ষে অসম্ভব। যেতে হলে Second Classএ যেতে হবে; সঙ্গে একজন লোক যাওয়াও বিশেষ দরকার। যাতায়াতের এত খরচ বহন করা সোসাইটির পক্ষে সম্ভব নহে। তবে কোন অর্থশালী ব্যক্তি যথা আপনি যদি এই ব্যয়ভার বহন করিতে রাজী হন তো যেতে পারেন বলিতেছেন (৩।৪ দিনের জন্য)। সুধীর মহারাজ বলিলেন আমার রাতাবি সন্দেশের কথাটা কিরণবাবু পড়িতে পারিয়াছেন কি না বুঝিতে পারিলাম না।

দাস নির্ব্বাণানন্দ

---

* চিঠিতে তারিখ অনুল্লেখিত। বাগবাজার পোষ্ট-অফিসের ডেলিভারী ষ্টাম্প ২০ জানুয়ারী ১৯২০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শরণম্

৭৫এ বিডন ষ্ট্রীট
সেণ্ট্রল এভিনিউ
কলিকাতা
28. 4. 48

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রিয় কিরণবাবু, গতবারে আপনি বলিয়াছিলেন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা আমাকে দিবেন। যদি উহা কাহারও দ্বারা লিখাইয়া আমাকে পাঠান বড়ই অনুগৃহীত ও উপকৃত হইব। এই বেলা উহা সংগৃহীত করিয়া না রাখিলে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

আমার নমস্কার ও প্রীতি জানিবেন। উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম।

ইতি
আপনার
ওঁঙ্কারেশ্বরানন্দ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সমীপেষু

মান্যবরেষু,

সম্প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় (ব্যাঙ্‌বাবু) ও আমি দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। নানা ব্যাপারে উন্নতি দেখিয়া আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম আপনি সেদিন যান নাই। দেবালয়ের তত্ত্বাবধান কার্য্য যে মহাশয়ের ন্যায় যোগ্য হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে ইহাতে হিন্দু সমাজের কর্ত্তব্য আপনাকে অভিনন্দিত করা।

যেরূপ ভাব দাঁড়াইয়াছিল জগদীশ্বরের কৃপায় যে তাহা রোধ হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ স্বদেশবৎসল মনীষীর হাতে মন্দিরের ভার পড়িল ইহা যে কিরূপ সুখের বিষয় এবং হিন্দুর পক্ষে কত গৌরবের কথা তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

নং ৮১ শ্যামবাজার স্ট্রীট — স্নেহানুগত
কলিকাতা — শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঘা)

Biraja Kutir
Bargenda
Giridit 8/1/31

সবিনয় নিবেদন,

আমি নির্ব্বিঘ্নে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি ও ভাল আছি। সহরের প্রান্ত দেশে একটি নির্জ্জন স্থানে রহিয়াছি। অদূরে উস্রীনদী ও পাহাড়। বেশ ভাল লাগিতেছে। শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ। গতকল্য ভারি মজা হইয়াছিল। আপনি জানেন গিরিডী একটা ব্রাহ্ম দুর্গ বিশেষ। বহু ব্রাহ্মের বাস এখানে। গতকল্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে "ব্রাহ্ম সমাজে" উৎসব ও উপাসনা ছিল। সন্ধ্যার পর আমিও সেখানে গিয়াছিলাম। আলাপ পরিচয় হইবার পর জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্ম উপাসনা-মন্দিরে প্রচারক কেশববাবু সম্বন্ধে আমায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা [!] ইহা যে অভাবনীয় ব্যাপার। যাহা হউক আমি পশ্চাৎপদ হইলাম না। সমবেত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদের সমক্ষে "শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র" সম্বন্ধে প্রায় আধ ঘণ্টা বক্তৃতা করিলাম। ঠাকুর যেন কোথা হইতে কত কথা যোগাইয়া দিলেন। বক্তৃতার পর কয়েকজন প্রবীণ ব্রাহ্ম নিজেরা আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আগ্রহ ও পরস্পরের কথাবার্ত্তা হইতে মনে হইল—বক্তৃতা ভালই হইয়াছিল। আপনি এই সংবাদ পূজ্যপাদ তুলসী মহারাজজীকে এবং মঠের অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণকে জানাইবেন। আমি পৃথক পত্র দিলাম না। গুরুজী কি যতেহ!! আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

শ্রীচন্দ্রেশ্বরানন্দ

খামে চিঠি দেবেন।

ওঁ

৪ নং সারপেনটাইল লেন,
কলিকাতা
২৪/৫/৪৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ইহা সর্ব্বজন বিদিত যে আপনি পূজনীয় সুধীর মহারাজের [স্বামী শুদ্ধানন্দ] অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এবং সুধীর মহারাজ আপনার উপর অত্যন্ত বিশ্বাস ও নির্ভরশীল ছিলেন। আপনি এক সময় শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর স্মৃতিসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে যদি কখনও সুধীর মহারাজের জীবনকথা লেখা হয়, আমি অনেক উপাদান ও তাঁহার পত্রাদি দিতে পারি। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বাসুদেবানন্দ। আমাদের পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় সুধীর মহারাজের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং আমার উপর উপাদান সংগ্রহের ভার দিয়াছেন। আমার একমাত্র ভরসা আপনারা যদি দয়া করিয়া আপনার অবসর মত সুধীর মহারাজের জীবন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া দেন তবে বিশেষ উপকার হয়। দয়া করিয়া আমার অনুরোধ রক্ষা করুন। ইহাই প্রার্থনীয়।

চিরস্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী

"বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্"

Prachyavani
(Institute of Oriental Learning)
3, Federation Street,
P. O. Amherst Street.
Phone B. B. 1995
Calcutta the 24th Nov. 1949

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার প্রেরিত 'নবীনচন্দ্র সেন' বিষয়ক প্রবন্ধ পেয়ে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি। আপনি নবীনচন্দ্রের প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন তজ্জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য রসিকগণ আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

আপনার ঐ প্রবন্ধ আমি ২/৩ দিনের মধ্যেই আমাদের ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেবো এবং প্রুফ দিন-পনেরোর মধ্যেই পেয়ে যাবো। ২০/২২ দিন পরে দ্বিতীয় প্রুফ আপনি পাবেন।

ভগবানের কাছে আপনার দীর্ঘ নিরাময় জীবন প্রার্থনা করি।

ইতি

আপনাদের অনুগত

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীশ্রীহরি সহায়

কলিকাতা ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮

বন্ধুবরেষু—

ভাই কিরণ, তোমার ২৩ তাঃ পত্র পাইলাম। পূজ্যপাদ মহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] ও সকলে তোমার যত্নে পরম আনন্দে আছেন পুরী হইতে প্রায় সংবাদ পাইতেছি। তাহাতে আমারও বড় আনন্দ ও নিশ্চিন্ত বোধ হইতেছে। লাটু মহারাজকে [স্বামী অদ্ভুতানন্দ] তোমার "পাও লাগে" (প্রণাম) জানাইয়াছি। তিনি তোমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং হাসিতে লাগিলেন।

তোমার স্নেহের

শ্রীরামকৃষ্ণ বসু

Babu Ramprosad Choudhury garden,
Singra, Benares Cont.
18th January 1911

শ্রদ্ধাস্পদ কিরণবাবু,

……এখানে আসিয়া মাননীয় কর্ত্তামহাশয়ের* সুস্থ হইতে দুই মাস গত হইল। দুই মাস পরে ইনি বাটীর বাহির হইয়া বেড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উপস্থিত তিনি মোটের উপর ভাল আছেন এবং কাজকর্ম্মও** একটু একটু করিতেছেন,……

… গত মাসের 'উদ্বোধনে' আপনার "সুহৃদ্বর ⁄বিপিনবিহারী" শোক প্রবন্ধ পাঠে আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। মাননীয় কর্ত্তামহাশয় গম্ভীর ভাবে এই শোক প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি আপনাকে অধিক আর কি লিখিব, আমি ব্রাহ্মণ, নচেৎ অন্য কোন গুণ নাই, এই ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণের দোহাই দিয়া আপনাকে হৃদয় খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি,—দীর্ঘজীবী হউন, এবং সংসারক্ষেত্রে প্রতিপদে বিজয়লাভ করুন। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শোকপ্রবন্ধ কখনও পড়ি নাই। বিপিনের বন্ধু বলিয়া আমিও একটু গৌরবান্বিত ছিলাম, কিন্তু আপনার প্রাণ দিয়া, হৃদয় ঢালিয়া যে গভীর শোকপ্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কাঁদিয়া ভাবিয়াছি, আমরা অতি হীনবন্ধু! সেই মহাপুরুষের জন্য কি করিলাম! হে উদার, হে মহৎ, হে বন্ধুবৎসল আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

গুণমুগ্ধ

শ্রীঅবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়

---

* নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ

** এই সময়ে গিরিশচন্দ্র 'তপোবন' নাটকটি রচনা করেন।

Rose Bank—Darjeeling
7th June, 1922

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার মহত্ত্ব ও উদারতাপূর্ণ পত্র পাইলাম। আমার উপাধি* প্রাপ্তিতে আপনি যে আনন্দ প্রকাশ করিবেন, ইহার আর কথা কি? কিন্তু, এ উপাধি কি আমি পাইয়াছি? আপনারাই পাইয়াছেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র, দরিদ্র সাহিত্যসেবীকে সম্মানিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য তথা আপনাদিগকেই সম্মানিত করিয়াছেন; সুতরাং ইহা আমার একাকী ভোগ করিবার অধিকার নাই; আপনারাও ইহার বিশেষ অংশী। আপনি আমাকে ভালবাসেন; তাই সবটা সম্মান আমার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি কিন্তু আপনাদের স্নেহ-ভালবাসাকে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান মনে করি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন যেন আপনাদের সেবায় কাটাইতে পারি। নিবেদন ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীজলধর সেন

---

* রায়বাহাদুর

১৩৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
২৭ ডিসেম্বর ১৯১১

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস রচনায় আপনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। অগ্রহায়ণের নাট্যমন্দিরে* আপনার ইতিহাসের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। আপনার এই উদ্যমে আমি অত্যন্ত বাধিত; নাট্যমন্দিরের উন্নতিকল্পে আপনার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম যে বিশেষ আবশ্যক এ কথা বলা বাহুল্য।

পৌষের নাট্যমন্দির ৪/৫ দিনের মধ্যে বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সুতরাং আপনার ইতিহাসের দ্বিতীয় অংশটুকু একটু বেশী করিয়া কল্য যাহাতে আমার হস্তগত হয় তাহার ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

আশাকরি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন।

বিনীত
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

১২৪/৫ বি রসারোড
কালীঘাট ৬/১২/৫২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গিরিশ অধ্যাপক (১৯৪৭-৪৮) নিযুক্ত হইয়াছেন ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। উপযুক্ত পাত্রে যোগ্য ভার ন্যস্ত হইয়াছে। আপনি বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সমস্ত প্রবন্ধাদি হইতে আমি অনেক উপকার পাইয়াছি। বাগবাজার হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মন্দিরে একটি সভায় অভিবাদন দেওয়া একান্ত কর্তব্য। আমি সেই সভায় আপনার সম্বন্ধে বলিব। আপনার ন্যায় গিরিশ ভক্ত খুব কম আছে।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

* পত্র-লেখক ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীহরি

১২৪/৫ বি রসারোড

কলিকাতা

২২ জুন ১৯৫৩

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু—

আপনি ভাল আছেন এবং গিরিশ বক্তৃতাবলী শেষ হইয়াছে জানিয়া বিশেষ খুশী হইলাম। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র" পুস্তকের ছাপা শেষ হইয়াছে এবং বাঁধাই প্রভৃতি হইয়া গেলেই আপনাকে পাঠাইয়া দিব। পুস্তকের গোড়ায়ই নিবেদনে স্বীকার করিয়াছি যে আপনার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। ইহাতে authority হিসাবে আপনার যশ বাড়িবার কথা এবং গিরিশ বক্তৃতা দেওয়ার পূর্ব্বে যখন পুস্তক বাহির হইতেছে তখন আপনি authority হিসাবেই দিতেছেন বুঝা যাইবে। ভক্তভৈরব নামটিও আপনার নিকট হইতে নেওয়া। গত সভার বিজ্ঞাপনে আপনিই উহা প্রথমে ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভৈরবকে স্মরণ করিয়া যদি আমাকেই সভার মর্য্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনি ভাইস চ্যানসেলারকে পত্রে জানাইয়া দিবেন। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু একান্ত কামনা করি।

গুণমুগ্ধ হেমেন্দ্র

20, May fair

Ballygunge

14/1/27

সবিনয় নিবেদন,

আপনাকে অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গতকল্য রাত্রিতে কোনও কারণে ঠাণ্ডা লাগিয়া যাওয়ায় আমার চোখ মুখ সব ফুলিয়া গিয়াছে। বিশেষত আমার ডান চোখটি একরকম বুঁজিয়াই গিয়াছে। শরীরের এ অবস্থায় ডাক্তার আমাকে এখন বাড়ীর বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

একারণ আমি আপনাদের সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারিব না।* আশা করি অবস্থা বিবেচনায় আপনারা আমার অনুপস্থিতি মার্জনা করিবেন। ইংরাজীতে বলে "Man proposes God disposes"—এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। আপনি সমবেত সভ্যমণ্ডলীর নিকট আমার অনুপস্থিতির কারণটি জ্ঞাপন করিবেন।

ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

---

* "গত শুক্রবার ৩০শে পৌষ সংক্রান্তি দিবসে বাগবাজারে শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে বার্ষিক উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। সভাস্থলে শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমৃতলাল বসু, জলধর সেন, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, ডাঃ ভাগবতকুমার শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, পীযূষকান্তি ঘোষ, চারুচন্দ্র মিত্র, মৃণালকান্তি বসু, মহীতোষ রায়চৌধুরী, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতির পদ গ্রহণের কথা ছিল, কিন্তু তিনি অসুস্থতানিবন্ধন না আসিতে পারায় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। সভারম্ভে শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত বিনয় মধুর ভাষায় সকলকে আহ্বান করেন এবং "বঙ্গভাষা শিক্ষার বাহন" হওয়া উচিত কি না—এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সুধীবৃন্দকে অনুরোধ করেন। শ্রীযুত জলধর সেন, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, ডাঃ ভাগবতকুমার শাস্ত্রী, কালীপদ তর্কাচার্য্য

ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সকলেই বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন যে, বাঙ্গালীর পক্ষে মাতৃ-ভাষা বাঙ্গলাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত এবং তাহা না হওয়াতে এদেশের শিক্ষা প্রণালীতে বহু শক্তির অপব্যয় হইতেছে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সকলেই বাঙ্গলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দেওয়াতে স্বর্গীয় মনস্বী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের উল্লেখ করেন। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ বিশেষ অনুরোধে সুললিত কণ্ঠে দুইটী বৈষ্ণব পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য্য, শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত রচিত বাঙ্গলা কবিতা 'কাশীপঞ্চকের' সংস্কৃত অনুবাদ পাঠ করেন। মূল ও অনুবাদ উভয়ই সুন্দর। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় আলোচনায় উপসংহার করেন। পৌষ-সংক্রান্তির উপযোগী পিষ্টক-মিষ্টান্নাদি ভূরিভোজনের প্রচুর আয়োজন ছিল। অভ্যাগতগণ সকলেই তাহার সদ্ব্যবহার করেন এবং কিরণবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া বৎসর বৎসর এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে থাকুন,—এইরূপ আশীর্ব্বাদ করেন।"

—'উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উৎসব'

—আনন্দবাজার পত্রিকা (ইং ১৮।১।২৭)।

পুরী

C/o Mr. P. K. Mitra, B. E.

Asst. Engineer, Puri

২৬শে আশ্বিন ১৩৩৪

প্রিয়বরেষু,

কাল সন্ধ্যার সময় অমৃতবাজার পত্রিকার* আপনার হৃদয়ভেদী বিপদের কথা পড়িয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আমি সেপ্টেম্বর মাসের শেষে এখানে স্বাস্থ্যলাভের আশায় আসিয়াছি, ভগবান যে আপনার মস্তকে ভীষণ অশনি নিক্ষেপ করিবেন ইহা আমি কলকাতা ত্যাগ কালে বুঝিতে পারি নাই। আপনাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমার নাই, তবে আমি একজন ভুক্তভোগী তাই আপনার অন্তর্দাহ কতকটা অনুভব করিতে পারিতেছি। যিনি লইয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ এ জ্বালা নিভাইতে পারিবেন না। তাঁর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি আপনাকে শক্তি দান করুন। আপনি যুগাবতার ৺পরমহংসদেবের ভক্ত। তাঁর পীযূষবাণী স্মরণ করে আপনি দৃঢ়চিত্তে এ গভীর শেলাঘাত সহ্য করিতে পারিবেন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। যে গিয়াছে সে এখানকার মানুষ ছিল না, তাই সে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া অমৃতধামে চলিয়া গেল—ভগবান তাঁর প্রিয় পুত্রকে আপনার কোল টানিয়া লইলেন। তাকে ধরিয়া রাখি সে শক্তি আমাদের কোথায়? তার সাধনা সফল হল। চলে গেল সে ঈপ্সিতের কাছে, রেখে গেল শুধু তার জড়িত স্মৃতিটুকু। শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমন্মথমোহন বসু

---

*Obituary

"It is with deep regret that we learn that our distinguished countryman Sj. Kiran Chadra Dutt has suffered bereavement in the death of his son Kali Krishna, aged 26, who was associated with him in his public activities and was very popular with all who knew him for his high character, piety and charity to the poor. Shortly before his death

his only child who passed away from the same illness from which Kali Krishna was suffering, namely, typhoid. The deceased youngman who was married only three years ago leaves a girl widow who is also suffering from typhoid and a large numbar of relatives, friends and admirers to mourn his loss. We offer our heart felt condolence to Kiran Babu. May God give him the strength to bear the trial in which he has been put."

—The Amrita Bazar Patrika

Dated 11-10-27

শ্রীশ্রীশিবদুর্গা

Shambazar A. V. School
(Matric Standard)
126, Shambazer Street

Calcutta
Dated, The 8 October, 1927

কিরণ বাবা,

তোমায় আমি কি যে বোলবো ! গিয়ে তোমার মুখের দিকে চাইব, সে শক্তি আর আমার মনে নেই। সাতবৎসর হলো আমি শেষ চোখের জল ফেলেছি, এখন একেবারে সে প্রাণের প্রস্রবণ শুকিয়ে গেছে, দু-ফোঁটা জলও নাই যে, তোমার সঙ্গে বসে কাঁদবো। যে জ্ঞানময় সর্ব্বশক্তিদাতা শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে আত্মসমর্পণ কোরে রেখেছে, তাকে মুখস্থ জ্ঞানের বচন শুনাবার ধৃষ্টতা আমার নেই।

কিরণ, তোমাকে আর হরিকে এত আপনার মনে কোরে স্পর্দ্ধা করি যে, এই বজ্রপাত আমি নিজের বাড়ীর ভেতরের বুকের ওপর হয়েছে বলে মনে কচ্ছি।

শুনেছি—না না—দেখেছি, রামকৃষ্ণ নাম বজ্রাহত প্রাণেও আরামের শান্তি দেয়; বুঝি মার কোমল করের স্পর্শও অনুভব করা যায়।

অমৃত

কালীকৃষ্ণ স্মৃতি-সভা ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮, বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হন শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ঐ সভার উদ্দেশ্যে বর্ত-মান পত্র-লেখক নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু আর একটি পত্র লেখেন—" ..যে তরুণ যুবকের আত্মার তৃপ্তির জন্য আপনারা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার আয়োজন ক'রেছেন, তাঁর অকালে দেহত্যাগ-জনিত শোকের বেগ আজও সাম্‌লাতে পারি নি। স্নেহের বন্ধনে আমি দত্ত সংসারের পরিবারভুক্ত বলে নিজেকে মনে করি। কালীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত ও জনক আমার পুত্রস্থানীয়। তাদের হৃদয়-বেদনা আমার প্রাচীন শোক-তাপে শুষ্ক চোখেও জল এনেছে। অতি অল্পবয়সেই স্নেহাস্পদ তার প্রতিভার ও প্রাণের পরিচয় বিবিধ কার্য্যে দিয়ে আমাদের এই পুরাতন পল্লীটিকে অনেক আশায় আশান্বিত ক'রেছিল ; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ও কার্য্য বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ ক'র্‌তে ক্ষুদ্র মানব আমরা অক্ষম। আশীর্ব্বাদ করি, সেই মহৎ দৃষ্টান্ত যেন অন্যান্য যুবককে সৎপথে আকৃষ্ট করে।"

শ্রী

Cal : 50 Amherst St.
12 Sept. 1915

Dear Kiran Babu,

We shall call upon you and your brother at about 8 a.m. (morning) on Wednesday next—God Willing.

My friend, a retired Sub-Judge Rai-Durgadas Bose Bahadur M.A.B.L. is anxious to make your acquantance.

Trusting you and your esteemed brother are quite well with family.

Yours affectionately
M

Udbodhan Office
8.12.05

My Dear Kiran Babu,

There are only 19 copies of Upadesh in our office and Gnan Maharaj* who is the proprietor of the book is unwilling to sale them at half-price. If you think it will do good to the boys I am ready to give those books at two as each. Ofcourse Udbodan shall have to bear Rs. 2-8 as (Rs 2/-) Please understand also that some of the books are a little damaged. Please see me to-morrow morning at 9 a. m. and I will settle the matter.

I am most probably going to math to-day & will come to-morrow. I will talk about your article with Swami Saradananda.

With love.

Yours affectionately
Suddhananda

---

* স্বামীজীর শিষ্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

R. K. Adwaita Ashram,
Laksha, Benaras,
8.12.19

My dear Kiran—

Your kind note of the 5th inst. yes, let us see this time. How it works by giving everyone of the candidates opportunity of being elected.

Jaginma is stopping with us at the Adwaita Ashram. Chandra Maharaj took her case as an Special one ..that there is the precedent of her stopping in the Asharm formerly (about 8 or 10 years ago) for a few days. Kashab babu came to us often. He feels much better......

Glad to learn Haribabu and the rest of your family member are well. My love and blessings to all of them and to yourself. Please ask Boshi if you meet him about the paris plaster Image of Sri Guru Maharaj. He promised to write about it but has forgotten.

Yours affectionately
Saradananda

Sashi Niketan
Puri
30th June 1909

My dear Kiran Babu,

I have great pleasure in acknowledging the receipt of of the books* which you have sent with Kedarbaba. You have done a very good thing indeed—just the thing which a son should do for his parents. I have been distributing the books here and I hope they will prove useful to those for whom they are intended.

I am more glad to hear that you are going to found a ward in the Ramakrishna Home of Service, Banaras, in memory of your parents. What can be more laudable than this ? It will be doing an inestimable good for the public—an inestimable good also to the departed souls of your father and mother. This has been in fact a very good idea and I do not think I can congratulate you to much upon this.

May God give you peace. We are doing well. How are you all ? With best wishes to you and to your brother,

I am,
affly. yours,
Brahmananda

---

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ"—'লক্ষ্মীনারায়ণ স্মৃতির' উদ্দেশে বিনামূল্যে বিতরণ করার জন্য ১০০০ কপি পুস্তক প্রকাশ করা হয়।

The Ramkrishna Math,
Belur P.O.-Howrah.
Dated the 16th Merch, 1922

My dear Kiran Babu,

I have just received your kind letter of 13th. instant intimating my election as president of your Society for this year and requesting my acceptance of the office.

Your Society has been doing a great deal for the last twenty years towards popularising the great life giving, man making and nation-building principles preached by the Swami Vivekananda and I have always watched your activities with much interest and sympathy.

I therefore, gladly accept the Presidentship of your Society again and wish it's every success in the coming year.

With continued blessings

I am,
Yours ever in the Lord,
Brahmananda.

* বিবেকানন্দ সোসাইটি

Vedanta Society Office and Library
New York
29th. March 1905.

My dear Kiran Babu,

Many thanks for your kind and loving letter of the 16th. February last.

I was delighted to learn that you with all our friends at Bagbazar are getting on so nicely well.

I have laid the proposal you made in your letter as regards the AGENCY OF OUR PUBLICATIONS before the committee here, and the reply herewith I enclose for your information. I do not look after the businesspart of the Society's work, though I am the Chairman of the Pub. Committee. The books and pamphlets that I thought will have a good sale in India, I have instructed the Secretary to send you.

Henceforward, the report of the Society's work here from time to time will be sent to the Editor of the Udbodhan.

The birthday anniversary Guru-Maharaj this year was celebrated here in grander style than ever. I think you will be glad to see the enclosed photo of our ঠাকুর ঘর here.

The work of the Society is growing everyday and there is every possibility of starting new centres at different places and, as such, we may need more Swamy later on.

Swami Abhedananda is doing all right here. He is joining with me in sending his love and good wishes to you and other friends at Bagbazar.

Very sincerely yours
Nirmalananda

Vedanta Publication Committee.
New York
October 26, 1905

Mr. Kiran Chunder Dutt.
Baghbazar, Calcutta, India.

Dear Sir,

Your letter and the postal order have reached us and I beg to thank you for both. I enclose herewith a statement of your account. Creditting you with amount sent and also a bill for the order contained in your letter. We are forwarding it to you by express through the American Express Co. whose agent in Calcutta is Thomas Cook & Son. All cost of Tarnsportation have been prepaid. We trust that the books will arrive in good condition. We included in the package and 8 copies of Abhedananda's new work "Self-knowledges".

Eight sets of Swami Vivekanda's works with the discount would come to 2400 or 72 Rupees

In setting at the prices already agreed upon, this would bring in a profit which you could use for Ramkrishna Mission. In this way the cause which is so near the hearts of us all would be helped both in India and America.

The Swamis send their love and blessings and I would add greetings and best wishes.

Very sincerely yours,
L. F. Gleen

Vedanta Publication Committee,
62. West. 71st Street.
New York
February 20th, 1906.

Mr. Kiranchunder Datta.

Dear Sir,

Your kind letter of Jan. 18th. has just reached us and I wish to express the thanks of the publication committee : that you should have accepted as readily our propositing to become over as credited agent in Calcutta.

I have no doubt that this will enable us to increase our trade in that part of India, and bring our books to the notice of many who might not otherwise know of them.

The Swami Abhedananda send his best wishes to which I wouid add the cordial gre etings of all the society. With warm express us of good will from myself, I remain,

Yours very sincerly
L. F. Gleen.

* কিরণচন্দ্র স্বামীজীর আমেরিকায় প্রকাশিত পুস্তকাবলীর প্রথম ভারতীয় এজেন্ট ছিলেন।

Udbodhan Office
16.9.05.

My Dear Kiran Babu.

You are perhaps aware that the Calcutta Vivekananda society has recently sent Babu Priyanath Sinha and another Anukul, a young boy of fifteen, to Sirajganj, to see if anything can be done to help the people there suffering from the cousequences of recent flood (there).

The following are a few extracts from Priya Babu's letter which will sufficiently illustrate the extent of misery and havoc raging there.

"On our way about 4 miles above this town I found two dead bodies near the bank of the Brahmaputra. At the steamer station two more were seen and on our way by boat to the town found many more. The whole of the sub-division was flooded and it is still floating. The water has subsided within these 15 days only a cubit. Getting showers heavy or light every hour. Saidabad, Rajapur, Bauritara, Porabari, Chandalbaria, Kamarkhola, Koira, Baraghara, Baira, Holdaya, Akdela, Rajpur,—these villages are said to be more or less affected by the cousequenses of the flood. There is water in and around every hut I see and cholera rages most virulently in the first four villages. Saidabad, 4 miles south of the town is most affected. I must have volunteers and funds from Calcutta.

I think that the cause is a noble and a worthy one

and we should help it as much as possible Arrangements have been made to publish appeal in the columns of some daily and weekly paper for the funds. We also are trying to secure funds from our friends as much as we can, Now if we think that the cause worth your help, I appeal to your influences to collect some money for the work and send it to me as I have been appointed by the society the treasurer for the relief work. The contributions however small, will be thankfully received and acknowledged in the columns of the Udbodhan.

I further request you to grant Brojen [Nandy],—the Brahmachari who served the Swami Vivekananda at the time of his mahanirban, leave a little earlier than the other days, as he is to join a feast given to us by some of our friends. As I understand, you are his master, my request will not remain unfulfilled moreover, a little respite of work occasionally makes a man capable of more work than constant strains. This is my request and not Brojen's, With a copy of the Prabudha Bharat.

With love I remain
Yours affectionately
Shuddhananda

Monghyr.

The 15th February, 1934.

To

Srijut Kiran Chandra Dutta,

Honorary Secretary,

Vivekananda Mission,

Calcutta.

Dear Sfr,

I am right glad to acknowledge the receipt of your kind letter. It is only the grace of God that I have been able to offer my humble services at the disposal of your Mission workers who are doing the noblest work of giving all sorts of relief to the people of Monghyr in this great distress. Behar will ever remain deeply indebted to your Mission in particular and to the whole of Bengal in general for their splendid help at the time of such a great crisis. The Vivekananda Mission is one of the finest relief centres of Monghyr and the leader of this Mission Swami Chandreswaranandajee is enjoying the full confidence of the people of this town and is being highly loved and respected by them. It is only my good fortune that my humble services, whatever they are worth for, have been accepted by Swamijee. Now my only ambition is to be a life-long servant of your Mission.

With my best compliments and regards,

Yours Sincerely,

Shree Narayan Lall.

Jean Herbert,
48, Rue De General Fov, Paris
Rel-Labovde, 7852.
129, Rue De Lansanne,
Geneva,
April 22nd 1938.

Dear Sir,

You may have heard that, thanks to the presence in Europe of Swamis Yatiswarananda and Sidheswarananda, the teachers of Swami Vivekananda are now receiving considerable attention in many countries as well as Vedanto in general Translations of Swamiji's works and lectures are now appearing in a number of languages, and I beg to enclose a descriptive pamphlet of the French Edition, which it has been my privilege to prepare. As you will see, about 10 volumes have now came out, and I hope, to bring out the complete Edition in the course of 1940.

In connection with those publication, it has seemed highly desirable that we should also publish a Biography of Sister Nivedita, who was such a living link between the teachings of India and practical life as we know in the West For that endeavour, we have obtained the heartiest co-operation of Nivedita's sister, brother and nieces of all the members of the Ramkrishna Mission and of all those of Nivedita's friends, whom we were able to trace either in India or in the West.

We are in possession now of a considerable amount of material coming from various sources (thousands of

Letters, notes, diaries, photographs etc.) But as you know, Nivedita's nature was many sided and we feel that there are still a good many gaps. May I ask whether you would consent to give us your valuable help. We know that you know Nivedita well and also that she held you in very high esteem any recollections or documents which you might send us would be greatly appreciated nothing would of course be published or even alluded to without the express permission of the people concernd, but even what may not be published might help us to clear many doubtful points and prevent us from making deplorable mistakes.

In the hope that you may find time to reply to this letter and help us to bring about, in our humbly way, a closer* co-operation between East and West, I beg to remain.

Yours very truly,
Jean Herbert.

Mr. Kiran Chandra Dutta.
C/o. The Vivakananda Mission,
Ramkrishna Lane, Calcutta.

Jean Herbert, C/o. Dr. Sudhir Majumdar,
129 Rue De Lausanne Geneva, 4, Ray Street,
Tel-28255. Calcutta,
11.3.39.

Dear Sir,

My wife and I am planning to call upon you at Ramkrishna Lane in Tuesday about 9 A.M. If that should not suit you, would you please telephone a message to part 58.

It would be very helpful to us if we could also at the same time meet Ganen Maharaj at your place.

Yours very sincerely,
Jean Herbert *

To
Mr. Kiran Chandra Dutta,
The Vivekananda Mission,
Ramkrishna Lane. Baghbazar,
Calcutta.

* পত্র-লেখক ফরাসী ভাষায় ভগিনী নিবেদিতার জীবনী লেখার জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করছিলেন।

Mayavati
Almora U.P.
11.11.1952

'Revered Mr. Dutta,

I am glad to let you know that my book Nivedita is appearing in Bengali in Basumati *(monthly). The three first chapters were in October No. and it will continue. As soon as the book is published in book form I shall have one sent to you.

In January I shall be in Calcutta and shall be glad to bring you my pronams.

Devotedly Yours
Lizelle Reymond
(Mrs. Jean Herbert)

Palmvilla,
Monghyr, 17-2-34.

Babu Kiran Chandra Dutt,
Honorary Secretary,
Vivekananda Mission,

Dear Sir,

Thanks for your letter of the 11th. The people of Monghyr are thankful to you for your sympathy and support in their distress.

The Vivekananda Mission has been doing very good work and Swami Chandreswaranandjee is to be congratulated for all that he has done for the people.

My services are always at your disposal and I shall be glad to help Swamijee in all manner he wants.

with regards,

Yours faithfully.
Hem Chandra Basu.

---

* নারায়ণী দেবী বাংলায় বসুমতী পত্রিকায় অনুবাদ করেন।

Sri Ramakrishna Ashrama,
Nettayam.
Prabuddha Keralam Office,
Trivandrum
15.9.1941.

My Dear Kirren Baboo,

After I left you about 3 years back I wrote to you only one letter from Ottapalam on receipt of your kind contribution for Swami Nirmalanandaji's memorial Temple. Thereafter there was no occasion for writing to you till now. I hope that by the grace of Sri Guru Maharaj, your noble self and children are doing well.

Now I am writing this just to introduce to you Mr. P Seshadri Iyer M. A. M. L. Superintendant of the publication dept. of the Travancore university who is one of the most sincere devotees of Sri Guru Maharaj, a disciple of revered Maharaj, and a devoted follower and associate of Sri Swami Nirmalanandaji ever since his advent to South India. He has mastered various languages and is an authority of Bengali in the whole of South India. He has been the instrument of getting much of the Ramkrishna-Vivekananda literature translated into Malayalam and is still continuing the work. He desires to get your valuable acquintance as it will help him in his noble task. Kindly help him in propagating the sacred teachings of Sri Guru Maharaj.

By the grace of Sri Guru Maharaj we are all doing well here and also the work for which Sri Swamiji sacrificed his life is progressing slowly. I hope that the work there is also going on well. Kindly convey our love and pranams to Swamies Amritanandaji, Chandreswaranandaji and others.

With my affectionate love and respectful pranams.

Yours very affectionately
Vishadananda

Department of Publication
University Of Travancore,
Trivandrum,
September 15, 1941

Revered Mahashay,

Many pranams to your revered self. From the times became acquainted with the Sri Ramakrishna-Vivekananda literature, I have learnt that you are not only one of the great representatives of modern Bengali literature but also a true and worthy devotee of Sri Sri Thakur and His great Lila Sahacharas. The choice book compiled by Sri Maharajji, viz. the 'Sri Sri Ramakrishna Upadesh' was propagated by the liberal efforts, among many, of your noble brother and yourself. I also learn that you have incorporated the ideals and teachings of Sri Thakur and His disciples in many works, especially in 'Sadhana' and 'Bandana'. I shall be very much obliged and grateful if you would kindly inform me as where these works of yours are available.

I have translated the 'Sri Sri Ramakrishna Upadesh' and the article on 'Guru' by Sri Maharajji. I desire to compile a comprehensive account of his life and teachings. May I request you to kindly inform me about the materials available in Bengali for such a work. I also humbly seek your kind blessings for the progress of the work.

With respectful pranams
Ever yours in Sri Sri Thakur,
P. Seshadri Aiyar

Sri Ramakrishna Ashrama,
Nettayam.
Prabuddha Keralam Office,
Trivandrum,
2-10-41

My dear Kirran Baboo,

Your very kind and loving letter reached me duly. The enclosed one was handed over to Mr. Seshadri Ayer. He wanted your valuable acquintance as it will help him in publishing our literature in Malayalam. He has already done much in this line. Hereafter, he may seek your help also in this work, if and when he finds it necessary.

I am very happy to hear that the work there is going on as usual and by the grace of Sri Guru Maharaj you all well there.

Our Swamiji has done much more than others in the cause of spreading the teachings of Sri Guru Maharaj and also in establishing centres in different parts of the country. But alas! it has become a difficult task to publish an account of his life and work together with his speaches and writings so that the work will be a guidance and an inspiration for his devotees and friends. Since the last 2 years the idea is working in us, but, so far nothing practical has been done. We have preserved his sacred remains in a temple dedicated to him. But as it is not of a public interest, we have to provide for its upkeep also. The place where the temple has been constructed is a poor village, hence we have to make all arrangements with the help of friends of all places. Our idea was to publish a book on the life and work of Sri Swamiji and to try to sell as many copies as possible to all friends of Sri Swamiji

and to make the above arrangements with that saleproceeds. But, some bold hand must take up the responsibility of the work. Till now, no one has done that.

I trust that you know everything and hence I need not write much about the administrative changes that took place here. Now, we are faced with practical and technical difficulties in coming out the work. Moreover, we are sadhoos with no convenience of funds to carry out such works. Anyway, we have to do it. Therefore, after prolonged consideration and consultation I have decided to get myself free from the work here at any cost and to carry out the work connected with the memorials just as I was doing the temple construction. I was the instrument of collecting funds from people for constructing the temple building and hence I feel a sort of uneasyness in neglecting the memorials. So I have to continue that work till the end. But the heavy responsibilities here cannot be ignored and thrown away. It will take a couple of months to get myself free from here. Here, the work is of general interest and so any one can do this. But the work connected with the memorials can be done by his disciples only. God Willing I may perhaps meet you also after some months. I have written every thing in details. I do not want to waste your valuable time with a longer letter now. I trust that your noble self and all others are doing well there. Kindly convey my affectionate love and pranamas to all others over there.

With my affectionate love and Sri Vijaya pranamas.

Yours very affectionately

Vishadananda

Trivandrum
October 14, 1941

Dear and Revered Mahashay,

Many humble pranams and Bijaya greetings.

I cannot tell you how very happy and blessed I felt when I received your most kind and loving letter. My profound gratitude for your good wishes.

The information kindly supplied by you regarding the source books of the Life and Teachings of Sri Sri Guru Maharaj is very valuable. I have already got and utilised the ever-sweet and inspiring Kathamrita, the grand, sublime and beautiful Lilaprasanga, the vivid and picturesque Lilamrita and the simple and delightful Punthi as well as the works of Ramachandra Dutt and Sureshchandra Dutt. I shall procure the other books mentioned by you and consult them before compiling the exhaustive and comprehensive work on Sri Sri Guru Maharaj in Malayalam. May I humbly request your kind blessings for the fulfilment of my heart's desire.

As regards the life of our most reverd and beloved Srimat Swami Nirmalanandaji, I am glad to tell you that active steps have already been taken for the purpose. Many of his illuminating and soul-stirring discourses have been published in the Malayalam monthly of the Ashrama, the Prabuddha Kerala. Besides, some of us have taken notes of some of the lectures and talks. Swami Vishadanandaji Maharaj proposes to go over to you all to collect further

materials and thus try to make the work as authentic and worthy of the great Swami as possible, Swami Vishadanandaji desires me to convey his loving regards to you.

I am eagerly expecting your great works, Sadhana, Bandana and others which combine high poetic charm with exalted religious and philosophical ideas.

With humble and loving pranams

Ever yours in Sri Sri Guru Maharaj

P. Seshadri Aiyar

Address
P. Seshadri Aiyar B.A.M.L.,
Department of Publications,
University of Travancore,
Trivandrum, P.O.
(South India)

ওঁ

Trivandrum
October 31, 1950

Revered, Blessed Dada,

Kindly accept my most hearty Bijoya greetings, Pranams and love. May the Divine Mother bless you and yours ever and ever.

It is a very long time since I had been thinking of writing to you. But for some reason or other, I did not, I had hoped to pay my respects to you in person but could not go over there for Durga puja as I had planned. This morning I met our good Dr. Tampi's nephew who told me that he and Dr. Tampi's son were there for the Puja and felt completely at home in your mansion, full of so many holy associations connected with Sri Sri Ma, Sri Swamiji, Sri Raja Maharaj, Sri Tulsi Maharaj and other Lilasahacharas of Sri Sri Thakur. I felt very happy and grateful to learn from him that you kindly remembered me. To be blessed by you is a very great privilege and I pray that I may be worthy of it by the Grace of Sri Sri Thakur.

It is my most intense desire to be there in your pure and inspiring and uplifting company for some time at least and I feel sure that Sri Sri Thakur will bless me to fulfil my heartful desire in the near future.

Kindly reply at your leisure as regards your health and other matters about you and yours. May they all be happy by His Grace.

Also kindly convey my loving regards and Pranams to Swami Asitanandaji and others of the Vivekananda Mission, Ramakrishna Saradamath.

You will be glad to know that I am translating into Bengali from the original Tamil a book entitled Sri Ramakrishna Upanishad on the teachnings of Sri Sri Thakur applied to modern needs by Sri Rajaji, our ex-Governor General. It is all the Grace of Sri Sri Thakur and the blessings of Bhaktas like you.

With heart's love respects and pranams,

Eever yours
P. Seshadri

Address

P. Seshadri, B A.,M.L.,
S. C. C. Hindu Religions Library,
P-O. Trivandrum.

ওঁ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

S.C.C.H.R. Library,
Trivandrum
শ্রাবণ নবমী
[1951]

পূজনীয় দাদা,

It is a very long time since I had any news from you. I trust you are in health, happiness and peace by the Grace of শ্রীশ্রীঠাকুর। Did you read my article on Sri Maharajji published in the current শ্রাবণ issue of the Udbodhan? It is only a part of the article. The rest may be published in subsequent issues. you have a great treasury of memories of শ্রীশ্রীমা as well as the great লীলা সহচরগণ of the Lord and সুধীর মহারাজ and other devotees. Now I wish you would publish them for the sake of the world of Bhaktas! Kindly write at your leisure all about your good self and the members of your blessed family. If শ্রীশ্রীঠাকুর Wills I may go over there by September to pay my respects to you and be in your loving company. With loving regards and pranams,

P. Seshadri

॥ পত্র-লেখক পরিচিতি ॥

১৯০৫—১৯৫৩

যতীন্দ্রনাথ বসু (১৮৭২—১৯৪৬)

বিখ্যাত এটর্নী। তিনি ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন অফ্ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং কলিকাতা ইন্‌করপোরেটেড ল' সোসাইটীর সভাপতি ছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে লিবারেল পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইনের প্রণেতা। মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। পল্লীবাসী হিসেবে প্রথম সংযোগ, পরে হৃদ্যতা।

শৈলেন্দ্রনাথ সরকার (১৮৭২—১৯৪২)

'দি ফার্স্ট বুক অফ রিডিং' প্রণেতা পিয়ারিচরণ সরকারের পুত্র। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে (বর্তমান শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়) সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধী-আন্দোলনের আগেই তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে ভূমিকা গ্রহণ করেন। দুঃস্থ-মেধাবী ছাত্রদের বিনাবেতনে পড়ানো ও থাকার ব্যবস্থা করতেন। দরিদ্র-নারায়ণের সংগে এক পংক্তিতে অন্ন গ্রহণ করতেন বলে তাঁকে কাঙ্গাল হেডমাষ্টার বলা হত। একটি স্মৃতিকথা ও বেশ কিছু ছাত্রপাঠ্য ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করেন।

সারদাচরণ মিত্র (১৮৪৮—১৯১৭)

প্রসিদ্ধ আইনজীবী, গ্রন্থকার ও বিদ্যানুরাগী। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। (১৯০২-৩, পরবর্তীকালে ১৯০৪-১৯০৮)। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের উন্নতিকল্পে কায়স্থপরিষদ্ ও ভারতের একলিপি বিস্তারকল্পে 'একলিপি প্রচার সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলিকাতা আর্য বিদ্যালয় (বর্তমান সারদাচরণ এরিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউশান) প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৮৪)। কায়স্থ-আন্দোলনের সূত্রেই সারদাচরণের সঙ্গে কিরণচন্দ্রের পরিচয়।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮—১৯৪২)

বিশিষ্ট দার্শনিক-পণ্ডিত। রাজনীতিতে মডারেট দলভুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীঃ হোমরুল আন্দোলনে বাঙলায় অ্যানি বেশান্তের প্রধান সহকারী ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। পরে পরিষদের সভাপতি হন। সাহিত্য পরিষদ্ সূত্রে কিরণচন্দ্র তাঁর সংস্পর্শে আসেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩—১৯৩১)

বঙ্গদর্শনের লেখক। পরবর্তীকালে চর্যাপদ আবিষ্কারক। তিনি পুঁথি সংগ্রহ এবং পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য ছিলেন। ছাত্র-কিরণচন্দ্রের প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াকালীন প্রথম সংযোগ।

দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬—১৯৩৯)

ঐতিহাসিক; বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লেখক। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য এবং পূর্ববঙ্গের লোকগীতি নিয়ে তিনি গভীরভাবে গবেষণা করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পল্লীবাসী হিসেবেই প্রথম তিনি কিরণচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে সাহিত্য-সাথী।

কালিদাস রায় (১৮৮৯—১৯৭৫)

বিশিষ্ট কবি, শিক্ষাবিদ্ এবং প্রাবন্ধিক। বৈষ্ণবোচিত ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশনের সহকারী প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। কবি-লেখকের পাঠ্যপুস্তক প্রচারে কিরণচন্দ্রের অবদান উল্লেখযোগ্য।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০—১৯২১)

'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক। দীর্ঘদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। স্পষ্টবাদী সুবক্তা সুরেশচন্দ্রের পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার পুত্র। কিরণচন্দ্রের "কারিষ্টু" (উদ্বোধন) গল্পের তীব্র সমালোচনা করেন সুরেশচন্দ্র। পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠতা।

যদুনাথ সরকার (১৮৭০—১৯৫৮)

ঐতিহাসিক। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য। তাঁকে ইতিহাস চর্চার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ঐতিহাসিক গবেষণা ছাড়াও সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমালোচক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। সাহিত্য পরিষদেই কিরণচন্দ্রের সঙ্গে স্যার যদুনাথের সম্পর্ক তৈরী হয়।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৮৭২—১৯৩৯)

বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আভিধানিক ও সাহিত্য-সেবক। প্রবাসী পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু। ২০ বছরের একক চেষ্টায় ৫০ হাজারেরও বেশি শব্দ সমন্বিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' গ্রন্থ রচনা করেন।

অবলা বসু (১৮৬৪—১৯৫১)

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী। ১৯১৯ খ্রীঃ 'নারী শিক্ষা সমিতি' এবং বিধবাদের জন্য 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। জগদীশ চন্দ্রের সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক থেকেই অবলা বসুর সঙ্গে কিরণচন্দ্রের পরিচয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১—১৯৫২)

গবেষক, লেখক ও সাহিত্যিক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তাঁর গবেষণা সুপ্রসিদ্ধ। প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ, এবং ক্যালকাটা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটির সংগে যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য পরিষদের সাংগঠনিক কর্মে কিরণচন্দ্রের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে।

শ্রীম (১৮৫৪—১৯৩২)

প্রকৃত নাম মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের রচয়িতা। ইনি কিরণচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ রচিত ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের রিসিভার হিসাবে সংস্কার কার্যে এবং অন্যান্য কার্যে কিরণবাবুর দক্ষতা সম্বন্ধে শ্রীম ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

স্বামী সারদানন্দ (১৮৬৫—১৯২৭)

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য। শরৎমহারাজ নামে পরিচিত। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রধান সেবক। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (১৮৬৩—১৯২২)

ঠাকুরের মানসপুত্র এবং ঈশ্বরকোটি শিষ্য। শ্রীশ্রী রাজা মহারাজ নামে রামকৃষ্ণ জগতে পরিচিত। মিশনের প্রতিষ্ঠা পর্ব থেকেই ক্রমবর্ধমান গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন।

স্বামী শিবানন্দ (১৮৫৪—১৯৩৪)

ঠাকুরের অন্যতম সংসারত্যাগী শিষ্য। তিনি রামকৃষ্ণ জগতে স্বামী বিবেকানন্দ

অভিহিত 'মহাপুরুষ' মহারাজ নামেই পরিচিত। ১৯২২ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

স্বামী নির্মলানন্দ (১৮৬৩—১৯৩৮)

ঠাকুরের অন্যতম সাক্ষাৎ ত্যাগীশিষ্য। তুলসী মহারাজ নামে পরিচিত। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর স্বামীজী তাঁকে বরাহনগর মঠে নিয়ে আসেন এবং তার সন্ন্যাস নাম রাখেন নির্মলানন্দ। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর বাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ দর্শন প্রচারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা চিরস্মরণীয়। কিরণচন্দ্রের নেতৃত্বে সাধু ও ভক্তগণ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামঠের প্রথম প্রেসিডেণ্ট। কিরণচন্দ্রকে তিনি 'জীবন্মুক্তজী' বলে ডাকতেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ (১৮৬৪—১৯৩৭)

ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য। মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষে (১৮৯৭) ব্যাপক সেবাকার্য চালান। ১৯৩৪ খ্রীঃ মঠের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি গঙ্গাধর মহারাজ বলে পরিচিত ছিলেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (১৮৬৮—১৯৩৮)

গৃহী নাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে তিনি আলমবাজার মঠে যোগ দেন। ইনি গৃহ নির্মাণ ও স্থাপত্য বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির তাঁরই পরিকল্পনা ও পরিচালনায় নির্মিত হয়েছিল। ১৯৩৭ খ্রীঃ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন।

স্বামী শুদ্ধানন্দ (১৮৭২—১৯৩৮)

রিপণ কলেজে অধ্যয়ন কালে শ্রীম'র সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেন। স্বামীজীর অধিকাংশ ইংরাজী গদ্য গ্রন্থের অনুবাদক। অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদনা করেন (১৯০২—১৯১২)। ১৯২৭ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁর গৃহী নাম সুধীর চক্রবর্তী। বিবেকানন্দ সোসাইটিকে কেন্দ্র করে এঁর সঙ্গে কিরণচন্দ্রের পূর্বেকার ঘনিষ্ঠতা আন্তরিক বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

স্বামী দয়ানন্দ (১৮৯২—১৯৮০)

পূর্বনাম বিমলচন্দ্র বসু। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ৯ম অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। কলিকাতা শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। (বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠান।)

স্বামী গঙ্গেশানন্দ (১৮৯৩—১৯৭০)

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। স্বামী শিবানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ। কালিম্পঙ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক (১৯১৬—১৯১৯)। দীর্ঘকাল স্বামী শিবানন্দের সেবক।

স্বামী প্রবোধানন্দ (১৮৯০—১৯৫৬)

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ। তিনি সনৎ মহারাজ নামেই ভক্তমণ্ডলীতে পরিচিত। ইনি স্বামী তুরিয়ানন্দের সেবক ছিলেন।

স্বামী বোধানন্দ (১৮৭০—১৯৫০)

শ্রীম'র পরামর্শে বরাহনগর মঠে সংযোগ। শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য। স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ। বাগ্মী ও সুবক্তা বোধানন্দ মহারাজ প্রায় আজীবন নিউইয়র্কে বেদান্ত প্রচার করেন।

স্বামী নির্বাণানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেবক। পরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি।

স্বামী ওঁঙ্কারেশ্বরান্দ

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। দেওঘর কুণ্ডায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্থাপয়িতা। ভক্তমণ্ডলীর কাছে ফণী মহারাজ নামে পরিচিত। তিনি বাবুরাম মহারাজের সেবক ছিলেন।

প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কিরণচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীললিতমোহন দত্তের পল্লীবন্ধু।

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

পূর্বাশ্রম বাঁকুড়া জেলায়। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। 'ভারত' (শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠ ও বিবেকানন্দ মিশন পরিচালিত) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সূত্রে কিরণচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

সুপ্রকাশ চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পঞ্চম সভাপতি স্বামী শুদ্ধানন্দের ভ্রাতা। পার্শীবাগান রামকৃষ্ণ সমিতির সম্পাদক। রামকৃষ্ণমঠ সূত্রেই কিরণচন্দ্রের সংগে পরিচয়।

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বিখ্যাত সংস্কৃত অধ্যাপক। 'প্রাচ্যবাণী' সাহিত্য সভা সূত্রে পরিচয়। ডঃ রমা চৌধুরী তাঁর সহধর্মিণী।

রামকৃষ্ণ বসু

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত বলারাম বসুর পুত্র। কিরণচন্দ্রের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু।

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—(জন্ম ১৭৯৩ শকাব্দ—)

নাট্য সমালোচক ও নাট্যকার। গিরিশচন্দ্রের জীবনের শেষ পনের বছরের নিত্যসহচর ও অনুলেখক। 'গিরিশচন্দ্র' নামে পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। গিরিশ নাট্য-চর্চা সূত্রে অবিনাশচন্দ্রের সংগে কিরণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়।

জলধর সেন (১৮৬০—১৯৩৯)

শিক্ষক, সাহিত্যিক এবং সম্পাদক। সাপ্তাহিক বসুমতী, হিতবাদী প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। দীর্ঘ ২৬ বছর ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২২ খ্রীঃ ইনি রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। কিরণচন্দ্রের কবি-প্রতিভার গুণগ্রাহী ছিলেন জলধর সেন।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬—১৯১৬)

সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার। ১৮৯৭ খ্রীঃ তিনি ক্লাসিক থিয়েটার স্থাপন করেন। কয়েকটি নাট্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'নাট্যমন্দির' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মনীষী ও স্বদেশ প্রেমিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অগ্রজ। নাট্য আন্দোলনের সূত্রেই কিরণচন্দ্রের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের সংযোগ ঘটে।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১২৮৫—১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)

বিখ্যাত আইনজীবী। নাটক, নাট্যালয় ও নাট্যকলা বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে গ্রন্থ রচনায় তিনি কিরণচন্দ্রকে 'গুরু' বলে স্বীকার করেছেন। গিরিশ নাট্যচর্চা সূত্রেই কিরণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮—১৯৪৬)

বিখ্যাত সাহিত্যিক। সবুজ পত্রের সম্পাদক (১৯১৪)। ১৮৯০ খ্রীঃ ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করে ১৮৯৩ খ্রীঃ বিলাত যান এবং ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। কিরণচন্দ্র দক্ষিণেশ্বর

দেবোত্তর এষ্টেটের দায়িত্বভার গ্রহণের আগে ১৮ বছর তিনি রিসিভার ছিলেন। সাহিত্য সাধনা সূত্রেই কিরণচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়।

মন্মথমোহন বসু (বঙ্গাব্দ ১২৬৭ (?)—১৩৬৬)

ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ভাষার প্রথম অধ্যাপক। এবং পরে এমিরিটাস প্রফেসর হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। অভিনেতা ও সমালোচক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। অভিনয়প্রীতি সূত্রেই প্রথম কিরণচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়।

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯)

নট, নাট্যকার এবং নাট্যশালার অধ্যক্ষ। মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়েন। ১৮৭২ খ্রীঃ থেকে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হয়। হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের যুবরাজের আগমন উপলক্ষে উকিল জগদানন্দের বাড়িতে অনুষ্ঠিত ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে রচিত নাটিকা পরিচালনার জন্য দণ্ডিত হন। এরপর মঞ্চাভিনয় আইন (১৮৭৬) রচিত হয়। গিরিশচন্দ্রের মাধ্যমেই অমৃতলাল বসুর সঙ্গে কিরণচন্দ্রের প্রথম পরিচয়।

নারায়ণ লাল

সর্বভারতীয় কায়স্থ সভার সংযুক্ত সম্পাদক ছিলেন।

হেমচন্দ্র বসু

মুঙ্গের প্রবাসী বাঙালী।

জীন হারবার্ড

ফরাসী মনীষী। ইনি ফরাসী ভাষায় ভগিনী নিবেদিতার জীবনী লেখেন। তথ্য সংগ্রহে কিরণচন্দ্র সাহায্য করেন। নারায়ণী দেবী বাংলায় অনুবাদ করেন।

এল্. এফ্. গ্লেন

মিস্ ল্যরা এফ্ গ্লেন রামকৃষ্ণ জগতে ভগিনী দেবমাতা নামে পরিচিতা। নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সম্পাদিকা ছিলেন। ঐ সময় নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির চেয়ারম্যান ছিলেন স্বামী নির্মলানন্দ (১৯০৩-১৯০৬); এল্. এফ. গ্লেন স্বামীজী-লিখিত ইংরাজী গ্রন্থাবলীর প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদিকা ছিলেন। কিরণচন্দ্রই স্বামীজীর ইংরাজী গ্রন্থাবলীর প্রথম ভারতীয় এজেন্ট

নিযুক্ত হন। ভগিনী দেবমাতা রচিত Memories of India and Indian's (1932) গ্রন্থে বেলুড় মঠ ও মিশনের সঙ্ঘপ্রতীক রচনার কথা আছে।

স্বামী বিশদানন্দ

তুলসী মহারাজের শিষ্য। ইনি দক্ষিণ ভারতের ওট্টাপালমে শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জন আশ্রমের (প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ—স্বামী নির্মলানন্দ, ১০ ডিসেম্বর, ১৯২৬) অধ্যক্ষ ছিলেন।

পি· শেষাদ্রি আয়ার

স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য। বিশিষ্ট পণ্ডিত। ঠাকুর স্বামীজীর উপর মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে ঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারে ইনি বিশিষ্ট অগ্রণী।

সূত্র—কালীজীবন দেবশর্মা প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা অভিধান'; সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'ভারতকোষ'; সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত 'সরল বাঙ্গালা অভিধান'; আশুতোষ দেব সংকলিত 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান'; সুনীল দত্ত সম্পাদিত 'রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা'; বসুমতী পত্রিকা, অমৃত বাজার পত্রিকা, শ্রী হরীন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রী হরপ্রসাদ ঘোষ।

পরিশিষ্ট—খ

স্বামী বিবেকানন্দ রচিত কয়েকটি ইংরাজী কবিতা

[অনুবাদক : কিরণচন্দ্র দত্ত]

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি

উঠ, জাগ, আঁখি মেল আর একবার,
নিদ্রাঘোর মাত্র ইহা, নহে ত মরণ,
আনিবারে তোমা'তরে নবীন জীবন
দিয়া শান্তি ইন্দীবর নয়নে তোমার !
আর জাগ উচ্চতর মহাস্বপ্নতরে
সকামে এ বিশ্ব আছে যা'র প্রতীক্ষায়,
হে সত্য, অবিনশ্বর, জাগ পুনর্বার।

হও আগুয়ান পুনঃ। ধীরে, কিন্তু ধীরে,
সাবধানে হও তুমি অগ্রসর—যেন
তোমার চরণাঘাতে নাহি হয় চ্যুত
পথস্থিত ধূলিকণা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ?
তবুও সরল ভাবে, অটল সাহসে
আনন্দ-গৌরবে সদা হও অগ্রসর,
হে প্রবুদ্ধ, হে ভারত, গাহি' উচ্চ রোলে
উত্তেজনা পূর্ণ তব উদ্বোধন-গীত।

ভাঙ্গিয়াছে তব গৃহ, লালিত-পালিত
প্রেম-স্নেহে যথা তুমি উল্লসিত সদা
হ'ত যথা সবে হেরিয়া উন্নতি তব !
নিয়তি অপরাজেয়া—নাহি ক উপায়,
চিরন্তন প্রথা এই ! ফিরে আসে সবে
আপন উৎপত্তি-কেন্দ্রে, স্বীয় জন্ম-স্থানে,
নবশক্তি লভি' পুনঃ হ'তে বলীয়ান্।

উঠ তবে পুনঃ তুমি জন্মভূমি হ'তে—
নীরদ-মেখলাঘেরা হিমানীমণ্ডিত

গিরিশ্রেণী যথা—সদা প্রেমে বিগলিত,
ঢালিছে তোমায় প্রেম-সঞ্জীবনীধারা
সঞ্চারিতে নব-শক্তি—যা'র বলে তুমি
সাধনা অভূত-পূর্ব্ব দেখা'বে জগতে!
কলনিনাদিনী যথা স্বর-তরঙ্গিণী
চিরদিন একতানে গায় তোমা' সহ!
দেব-দারু সারি সারি সুশীতল ছায়া
প্রদানি' অনন্ত শান্তি বিতরে যথায়,
উত্তিষ্ঠত পুনঃ স্বীয় জন্ম-ভূমি হ'তে!

আর সর্ব্বোপরি সেই উমা গিরিবালা,
ধীরা, শুদ্ধা, জগন্মাতা—সর্ব্ব-জীবে যিনি
প্রাণরূপে, শক্তিরূপে নিত্য অধিষ্ঠিতা—
বিশ্ব-কর্ম্ম-চক্র যাঁ'র কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত,
ব্রহ্ম-বীজে বিশ্ব-তরু সৃজিত যাঁহার,
কৃপা করি' দেন যিনি সত্যের সন্ধান,
বহুত্বে একত্ব যাহে হয় সুপ্রকাশ—
সেই হৈমবতী উমা—দি'ন দয়া ক'রে
তোমায় এমন শক্তি—প্রভাবে যাহার
উদার সে' বিশ্ব-প্রেমে হইবে প্রেমিক!

করুণ মঙ্গলাশীষ তাঁহারা তোমায়,
সার্ব্বভৌম জগদ্গুরু সেই ঋষিগণ—
প্রতিষ্ঠাতা যাঁ'রা সর্ব্ব-মানব-জাতির,
সত্যের সন্ধানে যাঁ'রা সমাহিত থাকি'
লভিয়া অমূল্য রত্ন দিল উচ্চ-নীচে।
চির-অনুচর তুমি সেই ঋষিদের,
লভিয়াছ তুমিও সে' সত্য সুমহৎ—
'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—রহস্য অদ্ভুদ্!

হে দয়িত, প্রিয়তম, প্রচার হে তুমি,
তবে সেই মহাসত্য—যা'র মৃদু-পূত
উদ্বোধনে দূরে যা'বে অজ্ঞান-আঁধার,
মহাশূন্যে মিলাইবে মোহ-স্বপ্নরাজি—
শেষে একমাত্র যাহা উজলি' রহিবে
নিত্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আপন-বিভায় !

আহ্বানিয়া বিশ্বে তুমি কহ উচ্চৈঃস্বরে—
"উঠ, জাগ, ঘুমাও না, ঘুচাও স্বপন ;
মায়া-স্বপ্নেঘেরা বিশ্ব—কর্ম্ম-সূত্র-হেথা
গাঁথে মালা মানবের চিন্তার প্রসূনে—
মূল-বৃন্তহীন সুচিন্তা-কুচিন্তা-ফুলে—
স্বপ্ন-শূন্যে সৃষ্টি হ'য়ে সত্যের ফুৎকারে
মহাশূন্যে হয় লয় সেই ফুলকুল !
অসীম সাহসে হও সত্য-সম্মুখীন,
দূরে যা'ক স্বপ্ন-রাজ্য—সত্যে তুমি হও
প্রতিষ্ঠিত ! সত্য বিনা কিছু নাই আর !
কিন্তু, যদি, স্বপ্নছাড়া না পার থাকিতে—
হের সেই মহাস্বপ্ন—সত্য-স্বপ্ন, যাহা
বিশ্বপ্রেম—সেবাধর্ম শিখা'বে তোমায়' !

স্বামীজী বিরচিত 'To the Awakened India' শীর্ষক কবিতার মূলানুবাদ—
১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ

TO THE AWAKENED INDIA

(Written in August, 1898, when the journal '*Prabuddha Bharata* or *Awakened India*' was transferred from Madras to Almora, Himalayas, into the hands of the Brotherhood founded by Swami Vivekananda.)

Once more awake !
    For sleep it was, not death, to bring thee life
    Anew, and rest to lotus-eyes, for visions
    Daring yet The world in need awaits, O Truth !
    No death for thee !

Resume thy march,
    With gentle feet that would not break the
    Peaceful rest, even of the road-side dust
    That lies so low. Yet strong and steady,
    Blissful bold and free. Awakener, ever
    Forward ! Speak thy stirring words.

Thy home is gone,
    Where loving hearts had brought thee up, and
    Watched with joy thy growth. But Fate is strong ;
    This is the law—all things come back to the source
    They sprung, their strength to renew.

Then start afresh,
    From the land of the birth, where vast cloud-belted
    Snows do bless and put their strength in thee,
    For working wonders new. The heavenly
    River tune thy voice to her own immortal song ;
    Deodar shades give thee eternal peace.

And-all above,
Himalaya's daughter Umā, gentle, pure,
The Mother that resides in all as Power
And Life, Who works all works, and
Makes of One the World, whose mercy
Opes the gate to Truth and shows
The One in All, give thee untiring
Strength, which is Infinite Love.

They bless thee all,
The seers great, whom age nor clime
Can claim their own, the fathers of the
Race, who felt the heart of Truth the same,
And bravely taught to man ill-voiced or
Well. Their servant, thou hast got
The secret—'tis but One.

Then speak, O Love !
Before thy gentle voice serene, behold how
Visions melt, and fold on fold of dreams
Departs to void, till Truth and Truth alone,
In all its glory shines.

And tell the world—
Awake arise, and dream no more !
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands with our thoughts
Of flowers sweet noxious—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of Truth drives back to
Primal nothingness. Be bold and face
The Truth ! Be one with it ! Let visions cease,
Or, if you cannot, dream then truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

জীবন্মুক্তের গীতি

বিস্তারে বিশাল ফণা দলিতা ফণিণী,
প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যথা সঞ্চালনে,
শূন্য ব্যোমপথে যথা উঠে প্রতিধ্বনি
মর্ম্মাহত কেশরীর কুপিত গর্জ্জনে !

প্লাবনের ধারা ঢালে যথা মহাঘন,
দামিনী দলকে তা'র হৃদি বিদারিয়া,
আত্মার গভীর দেশে করিলে স্পন্দন,
মহদাত্মা উচ্চ-তত্ত্ব দেয় প্রকাশিয়া !

স্তিমিত হউক নেত্র—অন্তর মূর্চ্ছিত,
বিফল বন্ধুত্ব—প্রেমে প্রতারণা হ'ক,
নিয়তি পাঠাক তা'র ভীতি অগণিত,
পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে পথ রুদ্ধ র'ক !

রোষ-দীপ্ত মূর্ত্তি ধরি' আসুক জগৎ
চূর্ণিতে তোমায়—তবু জানিও নিশ্চয়,
হে আত্মা, তুমি হে দেব, তুমি সে মহৎ,
মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্য গতি নয় !

নহি স্বর্গবাসী আমি—নর, পশু নয়,
পুরুষ কি নারী নহি, নহি দেহ, মন।
স্তম্ভিত নির্ব্বাক্ যত জ্ঞান-গ্রন্থচয়
স্বরূপ বর্ণিতে মোর—সো'হম্, সো'হম্ !

সূর্য্য-সোম-বসুন্ধরা জন্মে নাই যবে,
তারাদল, ধূমকেতু জন্মে নি যখন,
কালের(ও) উদ্ভব যবে হয় নি এ ভবে,
ছিলাম, আছি ও আমি থাকিব তখন।

মেদিনী সুষমাময়ী, মহৎ তপন,
এই শান্ত সুধাকর, খচিত আকাশ
নিমিত্ত অধীনে করে গমনাগমন—
জীবন তাদের বদ্ধ—বন্ধনে বিনাশ !

বিশ্ব-মন বিস্তারিয়া অনিত্যের জাল
ধরিয়া তা'দের রাখে দৃঢ়াবদ্ধ ক'রে
স্বর্গ ও নরক, ধরা, মন্দ আর ভাল
ও চিন্তালহরী মাঝে নিত্য উঠে পড়ে !

দেশ আর কাল, আর কার্য্য ও কারণ—
এ সকল হয় মাত্র বহিরাবরণ !
ইন্দ্রিয়-মনের পারে মোর অবস্থান,
আমি দ্রষ্টা এ বিশ্বের—সাক্ষী সে মহান্ !

নহে দ্বৈত, নহে বহু, অদ্বৈতের ভূমি,
একত্ব মিলিত তাই সকলি আমায় !
ভেদ ঘৃণা নাহি মোর, নহি ভিন্ন আমি,
থাকি আমি মগ্নমাত্র প্রেমের চিন্তায় !

ভাঙ্গ মায়া, মুক্ত হও বন্ধন হইতে,
ভীত নহি হও—বুঝ রহস্য পরম !
নিজ প্রতিবিম্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে,
সুনিশ্চয় জেনে রাখ "সো'হম্, সো'হম্ !"

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের The Song of The Free-র অনুবাদ
রচিত—কার্ত্তিক ১৩২৩, ইং ১৯শে অক্টোবর, ১৯১৬
মাধুরী—১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৪
স্বামী বিবেকানন্দের 'বীর-বাণীর' ষষ্ঠ সংস্করণে উদ্ধৃত, ১৩২৬

THE SONG OF THE FREE

(Written on February 15, 1895, at New York)

The wounded snake its hood unfurls,
The flame stirred up doth blaze,
The desert air resounds the calls
Of heart-struck lion's rage :

The cloud puts forth its deluge strength
When lightning cleaves its breast ;
When the soul is stirred to its inmost depth
Great ones unfold their best !

Let eyes grow dim and heart grow faint
And friendship fail and love betray ;
Let Fate its hundred horrors send
And clotted darkness block the way—

All nature wear one angry frown
To crush you out—still know, my soul,
You are Divine. March on and on,
Nor right, nor left, but to the goal !

Nor angel I, nor man, nor brute,
Nor body, mind, nor he, nor she ;
The books do stop in wonder mute
To tell my nature—I am He !

Before the sun, the moon, the earth,
Before the stars or comets free,
Before e'en Time has had its birth—
I was, I am, and I will be !

The beauteous earth, the glorious sun,
The calm sweet moon, the spangled sky,
Causation's laws do make them run ;
They live in bonds, in bonds they die—

And mind its mantle, dreamy net,
Casts o'er them all and holds them fast,
In warp and woof of thought are set
Earth, hells and heavens, or worst or best.

Know these are but the outer crust—
All space and time, effect and cause ;
I am beyond all sense, all thought,
The Witness of the Universe !

Not two or many, 'tis but One.
And thus in me all ones I have.
I cannot hate, I cannot shun
Myself from me—I can but love !

From dream awake, from bonds be free !
Be not afraid ! This mystery,
My shadow, cannot frighten me !
Know once for all that I am He !

শান্তি

হের উহা আসে মহাবেগে,
সেই শক্তি—যাহা শক্তি নয় !
অন্ধকারে যে আলোক জাগে,
দীপ্তালোকে যাহা ছায়া হয় !

অস্ফুট আনন্দ যারে কহে !
তীব্র শোক—অনুভূত নহে !
অজীবিত অমর জীবন !
অশোচিত অনন্ত মরণ !

নহে শোক, নহে এ আনন্দ !
সুখ-দুঃখমাঝে করে দ্বন্দ্ব !
নহে রাত্রি, নহে ইহা দিবা—
এ দু'য়ে মিলায়ে দেয় যেবা !

সঙ্গীতের সম যার নাম !
কলা-শিল্পে যা' হয় বিরাম !
বাক্যমাঝে যাহা নীরবতা !
রিপু-দ্বন্দ্বে চিত্ত-প্রসন্নতা !

অদৃষ্ট এ শোভা সুষমার—
আত্মপ্রেমে প্রতিষ্ঠা যাহার !
অগীত এ সঙ্গীত-রাগিনী !
অজ্ঞাত এ জ্ঞানের কাহিনী !

মৃত্যু যুগ্ম ব্যক্ত-প্রাণমাঝে !
ঝঞ্ঝামাঝে শান্তি যথা রাজে !

যেই শূন্যে সৃষ্টির বুত্থান—
যথা পুনঃ হয় অবসান !

আঁখি-জল পড়ে যথা ঝ'রে—
হাসি-রেখা তুলিতে অধরে !
জীবনের যথায় নিৰ্ব্বাণ !
শান্তি মাত্র যার হয় ধাম !

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের Peaceএর অনুবাদ
অনূদিত—'শিব-চতুর্দ্দশী'—২৩শে ফাল্গুন, ১৩২৭
উদ্বোধন, ২৩শ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৮

PEACE

(Composed on September 21, 1899 at Ridgeley Manor)

Behold, it comes in might,
The power that is not power,
The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.

It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
Eternal death unmourned.

It is not joy nor sorrow,
But that which is between,
It is not night nor morrow,
But that which joins them in.

It is sweet rest in music ;
And pause in sacred art,
The silence between speaking ;
Between two fits of passion—
It is the calm of heart.

It is beauty never seen,
And love that stands alone,
It is song that lives un-sung,
And knowledge never known.

It is death between two lives,
And lull between two storms,
The void whence rose creation,
And that where it returns.

To it the tear-drop goes,
To spread the smiling form.
It is the goal of life,
And Peace—its only home !

ক্ষেত্রীর মহারাজের প্রতি

ঢেকে রাখে মেঘে যদি তপনে খানিক,
আঁধারে আকাশ যদিও ছায়,
তথাপি সাহস ধর, হে বীর নির্ভীক,
জানিও বিজয় আগত প্রায় !

মণ্ডল-ভ্রমণে বদ্ধ শীত-গ্রীষ্ম রয়,
আবর্ত্তই তোলে তরঙ্গ যত,
আলো-ছায়া-সম তা'রা করে অভিনয়,
চল হে অটল বীরের মত।

জীবন-কর্ত্তব্য, বটে, অতি দুঃখময়,
সুখ—বৃথা, অনিত্য ইহার ;
অস্পষ্ট আঁধারে ঘেরা পরিণাম হয় ;
তথাপি সাহস বাঁধি', দৃঢ়-ব্রতে বীর-হৃদি,
আগে চল ভেদিয়া আঁধার !

কর্ম্ম না বিফল হ'বে, উদ্যম না বৃথা যা'বে,
শক্তি নষ্ট হয় যদি—আশা প্রতিহত ;
তোমার নেতৃত্বে পরে জাগিবে অনেক নরে—
শুভ-কার্য্য নিষ্ফল না হ'বে দৃঢ়-ব্রত !

জ্ঞানী ও পুণ্যাত্মা, বটে, বিরল সংসারে,
তথাপি তা'রাই চির-পথ-প্রদর্শক !
সাধারণে সে' প্রভাব জানে বহু পরে,
না শুনে কাহার(ও) কথা—চালাও চালক !

বহুদর্শী ঋষিকুল চালা'বে তোমারে,

সর্ব্ব-শক্তিমান হ'বে তোমার সহায়,

মঙ্গল-আশীষ তুমি পা'বে ভারে-ভারে,

সৎ-ধর্ম্ম, ধর্ম্মাত্মা, যেন তোমারে চালায় !

স্বামীজী রচিত Hold on Yet A While, Brave Heart কবিতা থেকে

অনূদিত—১৩২৭

উদ্বোধন—২৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৮

HOLD ON YET A WHILE, BRAVE HEART

(Written to H. H. the Maharajah of Khetri)

If the sun by the cloud is hidden a bit,
If the welkin shows but gloom,
Still hold on yet while, brave heart,
The victory is sure to come.

No winter was but summer came behind,
Each hollow crests the wave,
They push each other in light and shade ;
Be steady then and brave.

The duties of life are sore indeed,
And its pleasure fleeting vain,
The goal so shadowy seems and dim,
Yet plod on through the dark, brave heart,
With all thy might and main.

Not a work will be lost, no struggle vain,
Though hopes be blighted, powers gone,
Of they loins shall come the heirs to all,
Then hold on yet a while, brave soul,
No good is e'er undone.

Though the good and the wise in life are few,
Yet theirs are the reins to lead,
The masses know but late the worth ;
Heed none and gently guide.

With thee are those who see after,
With thee is the Lord of might,
All blessings pour on thee, great soul,
To thee may all come right !

শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম

চল আত্মা, শীঘ্রগতি, তারকা-খচিত তব পথে ;
ধাও হে আনন্দময়, যথা নাহি বাঁধে মনোরথ ॥
কাল ও ভোগেচ্ছা দৃষ্টি-পথ নাহি করে আবরণ।
শান্তি ও আনন্দ যথা করে তোমা' অচির বরণ ॥

সার্থক তোমার সেবা, সফল হে তব আত্মদান।
অপার্থিব প্রেমপূর্ণ হৃদাসনে হ'ক তব স্থান ॥
মধুময় তব স্মৃতি দেশ-কালে দিয়াছে বিদায়।
কুসুম-আস্তৃত পথ পাছে তুমি রেখে গেলে হায় ॥

বিমুক্ত বন্ধন তব, পাইয়াছ আনন্দ-সন্ধান।
জীবন-মরণরূপে যাতায়াত করে যে মহান্ ॥
হে সুহৃদ্ মহদাত্মা, আত্মত্যাগী চির এ ধরায়।
অগ্রগতি—প্রেমে সিক্ত করি' ধরা পূর্ণ যন্ত্রণায় ॥

আচার্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দের ইংরাজী কবিতা Requiescat In Pace থেকে অনূদিত

জে. জে. গুডউইনের স্মৃতি-উদ্দেশে, ১৮৯৮ খ্রীঃ রচিত

সজ্ঞ—ফাল্গুন, ১৩৩৫ ; বিশ্ববাণী—কার্ত্তিক, ১৩৩৬—প্রকাশিত

REQUIESCAT IN PACE*

(Written in August 1898, in memoriam to J. J. Goodwin, and sent to his bereaved mother.)

Speed forth, O Soul ! upon thy star-strewn path ;
Speed, blissful one ! where thought is ever free,
Where time and space no longer mist the view ,
Eternal peace and blessings be with thee !

Thy service true complete thy sacrifice,
Thy home the heart of love transcendent find ;
Remembrance sweet, that kills all space and time,
Like alter-roses fill thy place behind !

Thy bonds are broke, thy quest in bliss is found,
And one with That which comes as Death and Life ;
Thou helpful one ! unselfish e'er on earth.
Ahead ! still help with love this world of strife !

*May he rest in peace.

খেলা মোর সাঙ্গ হ'ল

চির উঠে, চির প'ড়ে কালের তরঙ্গসনে
এখন(ও) গড়া'য়ে চ'লেছি আমি !
চলচ্চিত্র, ক্ষণস্থায়ী অস্থির জীবন-স্রোতে
জোয়ারে উঠিয়া ভাঁটায় নামি ॥

শেষ-হীন এ রহস্য আর নাহি লাগে ভাল,
এই সব দৃশ্য টানে না আর।
ছুটিয়া চ'লেছে চির, পৌঁছে না গন্তব্যে কভু,
না পায় একটু আভাস(ও) তার ॥

জন্মজন্মান্তর হ'তে দ্বারে অপেক্ষায় আমি,
নাহি খোলে হায় প্রবেশ-পথ।
নিভে এল আঁখি-জ্যোতিঃ, দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত সূত্র
ধরিতে নিষ্ফল আয়াস শত ॥

ক্ষুদ্র জীবনের স্ফীত ক্ষীণ-সেতুস্থিত হ'য়ে,
নীচেতে তাকা'য়ে কি দেখি আর।
হাসে, কাঁদে, যুঝে কেন সম্মিলিত নরনারী,
নাহি পায় কেহ সন্ধান তার ॥

সম্মুখে তোরণ-দ্বার অন্ধকার বিভীষিকা
তুলি' বলে—পথ পাবে না আর !
এইখানে স্থির হও, ভাগ্যে না প্রলুব্ধ করি'
কর সহ্য তুমি যতটা পার ॥

হও সাথী উহাদের, এ পেয়ালা পান করি'
হও গে প্রমত্ত ওদের মত।
কে জানিতে চায় উহা দুঃখেরে বরণ করি'
স্থির হও—লও ওদের পথ ॥

দুর্ভাগ্য আমার হায় !   বিলম্বিতে নারি আমি,
ভাসমান এই বুদ্‌বুদ্‌ ধরা।
অন্তঃসারশূন্য ইহা   মর্ত্ত্য নামে নামাঙ্কিত,
মিথ্যা সে মরণ-জীবনভরা ॥

মোর পক্ষে কিছু নয়,   নাম-রূপ-আবরণ
অতিক্রমি আমি যাইতে চাই।
খুলে যা'ক্ দ্বার শীঘ্র,   নিশ্চয় হইব মুক্ত,
উহা ভিন্ন মোর উপায় নাই ॥

দেখাও আলোক-পথ   শ্রান্ত তব পুত্রে মাতঃ,
পারি না থাকিতে হেথায় আর !
স্বধাম-প্রয়াসী-চিত্ত   গৃহপানে ছুটেছে, মা,
সাঙ্গ হ'ল খেলা এখানকার ॥

পাঠাইয়া দিলে তুমি   আঁধারে খেলিতে, মা গো,
ধরিয়ে সম্মুখে ভীষণ ছবি।
সব আশা মুছে গেল,   সভয়ে কাঁপিছে প্রাণ,
খেলা নহে—গুরু কর্ত্তব্য সবই ॥

ইতঃস্তত সুবিক্ষিপ্ত   দুঃখ-লালসায়-ভরা
সাগর তরঙ্গে না পাই পার।
আছে দুঃখ—হবে সুখ,   এই নিয়ে বাঁধি বুক,
নাহি দেখি কোন উপায় আর ॥

জীবনে মরণে আর   হয় ছাড়াছাড়ি যথা,
নয় ইহা সেই—কেই বা জানে।
দুঃখ-সুখ-ভরা চক্র,   চির পুরাতন সেই,
বারেক ঘুরিবে আপন মনে ॥

শিশুদল হেরে যথা   উজল সোনার স্বপ্ন ;
ধূলিসাৎ যাহা অচিরে হয়।

দীর্ঘ পরিত্যক্ত আশা- আশে যথায় প্রয়াস,
জীর্ণ এ জীবন অসারময় ॥

বহুশেষে জ্ঞান-আঁখি জানায় রহস্য-কথা
তখন(ও) বন্ধন হয় নি চ্যুত।
যখন আসিয়া পুনঃ নবীন যৌবন-শক্তি
সে চক্রে ঘুরায় আবার দ্রুত ॥

দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে ঘুরে যাহা অবিরত,
মায়ার পুতুল বই ত নয়।
মিথ্যে-আশা-সঞ্চালিকা বাসনা-নাভির 'পরে,
সুখ দুঃখ যার যোজক হয় ॥

ভাসিয়া চ'লেছি আমি অনির্দ্দিষ্ট দিকপানে,
বাঁচাও আমায় এ-জ্বালা হ'তে।
ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি মোরে দয়াময়ী মা আমার,
আর নাহি ভাসি বাসনা-স্রোতে ॥

বিভীষণা মূর্ত্তি তোর দেখাস্‌নে এ সন্তানে,
পারি না সহিতে—না কর রোষ।
সদয় হও মা, দেবি, কৃপা করি' পুত্রে তব,
ক্ষমা করি' তার অশেষ দোষ ॥

যে পারে লইয়ে যাও এ তব তনয়ে মাতঃ,
জীবন-সংগ্রাম যথায় শেষ।
ল'য়ে চল দুঃখ-পারে, অশ্রু যথা নহি ঝরে
মর্ত্ত্য-সুখ যথা নাহি মা লেশ ॥

অপার মহিমা যাঁর— সুধাংশু তপন কিম্বা
ক্ষণিক উজ্জ্বল তারকামালা।
প্রকাশিতে নাহি পারে সে তীব্র বিদ্যুৎ-ভাতি,
ধরে যা'রা তাঁর আভাস-জ্বালা ॥

মায়া-স্বপ্ন যেন আর শ্রীমুখ-চন্দ্রমা তব
নাহি রাখে ঢেকে আমার কাছে।
খেলা মোর হ'ল শেষ, কাট মা বন্ধন-রাশি,
মুক্ত কর দেবি—এ দাস যাচে॥

স্বামী বিবেকানন্দের 'My play is done' থেকে অনূদিত
রচিত—বাং ২৬।৬।৩৫—ইং ১০।১০।২৮ ; সজ্য—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫
উদ্বোধন—চৈত্র, ১৩৩৫ (৩১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)

MY PLAY IS DONE

(Written in the spring of 1895 at New York, U. S. A.)

Ever rising, ever falling with the waves
of time, still rolling on I go
From fleeting scene to scene ephemeral
with life's currents' ebb and flow.

Oh ! I am sick of this unending force ;
these shows they please no more,
This ever running, never reaching,
nor even a distant glimpse of shore !

From life to life I'm waiting at the gates,
alas, they open not,
Dim are my eyes with vain attempt
to catch one ray long shought.

On little life's high, narrow bridge
I stand and see below
The struggling, crying, laughing throng.
For what ? No one can know.

In front yon gates stand frowning dark,
and say : 'No farther way,
This is the limit ; tempt not Fate,
bear it as best you may :

Go, mix with them and drink this cup
and be as mad as they.
Who dares to know but comes to grief ;
stop then, and with them stay'.

Alas for me, I cannot rest.
This floating bubble earth—
Its hollow form, its hollow name,
its hollow death and birth—

For me is nothing. How I long
to get beyond the crust
Of name and from ! Ah, ope the gates ;
to me they open must.

Open the gates of light, O Mother,
to me, Thy tired son.
I long, oh, long to return home !
Mother, my play is done

You sent me out in the dark to play,
and wore a frightful mask ;
Then hope departed, terror come,
and play become a task

Tossed to and fro, from wave to wave
in this seething, surging sea
Of passions strong and sorrows deep,
grief is, and joy to be,

Where life is living death, alas ! and death—
who knows but 'tis
Another start, another round
of this old wheel of grief and bliss ?

Where children dream bright, golden dreams,
too soon to find them dust,
And aye look back to hope long lost
and life a mass of rust !

Too late, the knowledge age doth gain ;
scarce from the wheel we're gone
When fresh, young lives put their strength
to the wheel, which thus goes on

From day to day and year to year.
'Tis but delusion's toy,
False hope its motor ; desire, nave ;
its spokes are grief and joy.

I go adrift and know not whither.
Save me from this fire !

Rescue me, Merciful One !
from floating with desire !
Turn not to me Thy awful face ;
'tis more than I can bear,
Be merciful and kind to me,
to chide my faults forbear,
Take me, O Mother, to those shores
Where strifes for ever cease ;
Beyond all sorrows, beyond tears,
beyond e'en earthly bliss ;
Whose glory neither sun, nor moon,
nor stars that twinkle bright,
Nor flash of lightning can express.
They but reflect its light,
Let never more delusive dreams
veil off Thy face from me.
My play is done, O Mother,
break my chains and make me free !

পরিশিষ্ট—গ

কিরণচন্দ্র রচিত এবং অনূদিত কয়েকটি কবিতা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

'কামার-পুকুর' গ্রাম নহে মানুষের ধাম
প্রভু-দেব জন্মিল যথায় ।
চেয়ে দেখ বিশ্ববাসী, উথলে আনন্দরাশি
'ক্ষুদিরাম'-গৃহ-আঙ্গিনায় ॥

কে গো দেব জ্যোতিষ্মান, গায় ধরা তব গান-
ও কি দেখি বরাঙ্গে তোমার ।
চারিদিক জ্যোতির্ম্ময়, নিবসে দেবতাচয়,
এ কি নব মুরতি এবার ॥

শিব-শক্তি সহস্রারে আনন্দে বিরাজ করে,
নারায়ণ ললাট-ফলকে ॥
অপূর্ব্ব হেরম্ব-ছবি, ধক্ ধক্ জলে রবি,
হেরে রূপ পরাণ চমকে ॥

রাম-শ্যাম একাধারে মরি কি বিরাজ করে
পুনঃ হেরি শ্রীবুদ্ধ-গৌতমে ।
শিবরূপী সে শঙ্কর শোভে যেন দিবাকর,
শক্তি মম নাহি ক বর্ণনে ॥

ভাবে-ভোরা গোরা রায় নাচে প্রমত্তের প্রায়,
মুখে করে হরি-হরি-ধ্বনি ।
শ্রীনানক, তুকারাম, ধরি' রূপ অভিরাম
আরো কত—নাম নাহি জানি ॥

মহম্মদ যীশুখ্রীষ্ট, শোভে কঁফু, জরথুস্ত্র,
অপূর্ব্ব এ কায়া-প্রকটন ।

সাধক-হিতের তরে ব্রহ্ম যত রূপ ধরে,
সকলি তোমায় সুশোভন ॥

'যত মত—তত পথ', তাই এ অপূর্ব্ব মত—
হ'ল এবে জগতে প্রচার।
সাধিয়ে সকল মতে, ভ্রমিয়ে সকল পথে,
দেখাইলে মহিমা তোমার ॥

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মবাদ, ছাড়ি' মিথ্যা বাদাবাদ,
এস ভাই, করি আলিঙ্গন।
'মন-মুখ এক করি,' অর্থকাম-পরিহরি'
লভি সেই অমৃতত্ত্ব-ধন ॥

তত্ত্ব-মঞ্জরী, ১১ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১৪

গুরু পূজা

(প্রথম অর্ঘ্য)

শুন মহাবাণী জলদ-গম্ভীর
ধ্বনিত হ'তেছে ভারতাকাশে !
শুন সেই কথা অন্তরে বাহিরে—
ত্যাগি-চূড়ামণি সন্ন্যাসী ভাষে !

"মানি না সে ধর্ম্ম, না মানি ঈশ্বর,
বিধবার অশ্রু মুছিতে নারে।
বুভুক্ষিত, আর্ত্ত অনাথ-বালকে
এক মুষ্টি অন্ন দিতে না পারে।

"অন্ন, অন্ন, শুধু অন্নের অভাব,
ইহলোকে অন্ন যদি না পাই !
ত্রিদিবে অখণ্ড সুখ-শান্তি ল'য়ে
পরলোকে মোর কি হবে ছাই !

"অনাথের সেবা, শিক্ষার বিস্তার—
কর মূল-মন্ত্র—জীবনে সার !
জাগাও ভারতে, পাল' বিধিমতে,
এমন ধরম নাহি ক আর !

"ধর্ম্মের প্রসূতি চাহে না ধরম
ভারতে অন্নের কণিকা নাই !
জঠর-জ্বালায় জ্বলে কোটী নর,
শুষ্ক কণ্ঠে হের—কাঁদিছে তাই !

"চাহ যদি ধর্ম্ম— শ্রেষ্ঠ সনাতন,
চল যাই—দেখি পথের পাশে,
দুই-দশজন আর্ত্ত-নারায়ণ
বুভুক্ষিতে আনি, আপন-বাসে—

"দিয়ে অন্ন-জল, দিয়ে অঙ্গবাস,
বিধিমতে পূজি দেবতাসম !
তা' ছাড়া সাধন থাকে যদি কিছু—
তাহে প্রয়োজন নাহি ক মম !

"মানবে দেবতা বিশেষ প্রকাশ
কর ভাই সবে মানব-সেবা !
তা' ছাড়া ঈশ্বর বৈজয়ন্ত-ধামে,
লুকা'য়ে র'য়েছে কোথায়, কে বা !"

ঈশ্বর অখণ্ড- মণ্ডল-আকার,
চরাচর-ব্যাপ্ত ভুবন-স্বামী—
চরণ-সন্ধান যিনি দেন তাঁর--
গুরু তিনি—তাঁ'রে প্রণমি আমি !

ওই হের ভাই, এসেছেন গুরু—
ব্রহ্মের সন্ধান সবায় দিতে !
চরাচর-পূজা শিখান মানবে,
কেন না পারিবে চিনিয়া ল'তে !

এস ভাই, হৃদে করি' আবাহন
প্রেম-হেমে গড়া মুরতিখানি,
অনাথের সেবা করি' আয়োজন—
পালি সবে সেই আদেশ-বাণী !*

---

*পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩১৪
উদ্বোধন, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৪

(দ্বিতীয় অর্ঘ্য)

জলদ-গম্ভীর স্বরে   হৃদয়ের স্তরে স্তরে
করে পুনঃ সে' বাণী আঘাত।
শুন নর সেই কথা,   অপূর্ব্ব এ ধর্ম্ম-গাথা,
গুরু-পদে কর প্রণিপাত ॥

"কর দীন-জন-সেবা,   অন্য ধর্ম্ম আছে কি বা
মূলমন্ত্র হ'ক জীবনের।
আমরণ এই ধর্ম্ম,   নাহি আর কর্ম্মাকর্ম্ম,
শ্রেষ্ঠ কার্য্য—সেবা অনাথের ॥

ক্ষণস্থায়ী এ জীবন,   অনিত্য এ রত্ন-ধন,
ঢাল ভাই, অনাথ-সেবায়।
তবেই অমর হ'বে,   মর্ত্ত্য-ধামে কীর্ত্তি র'বে,
যশোগান গাইবে ধরায় ॥

না বুঝে ইহার মর্ম্ম,   না ক'রে এমন কর্ম্ম,
ভক্তি-মুক্তি ল'য়ে কি বা ফল।
সহস্র-নরক শ্রেয়ঃ,   এ জীবন করি' হেয়
পর-সেবা করি গিয়া চল ॥

নরে যদি বাস ভাল,   কি কাজ ঘুরিয়া বল,
যথা-তথা দেবতা সন্ধানে ॥
আর্ত্ত-জন, বলহীন,   চৌদিকে ভ্রমিছে দীন,
পূজা কর দীন-নারায়ণে ॥

ভাগীরথীতীরে আসি'   কেন কূপ-অভিলাষী,
স্নিগ্ধ হও পুত-বারিপানে।
জীবন-যৌবন-ধন   কর সবে সমর্পণ
দেবতুল্য মানব-চরণে ॥

অশিক্ষিত, প্রপীড়িত, শতরূপে যে লাঞ্ছিত—
মগ্ন তা'র দুঃখ-নিবারণে।
যে জন হইতে পারে, অনন্ত সে শক্তি ধরে,
মহাকার্য্য সক্ষম সাধনে ॥

অনাথ-পীড়িত-দীনে যেই জন শিবজ্ঞানে
পূজা-সেবা করে শ্রদ্ধাভরে।
সেই সে পরম ভক্ত, সুবৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত—
যথার্থ সে সেবিছে ঈশ্বরে ॥

মন্দিরে মূরতি হেরে ভক্তিভরে পূজা করে—
শিব তত সুপ্রসন্ন নয়।
শিবে হেরি' আর্ত্ত-জীবে, যে জন তাঁহারে সেবে—
তা'র প্রতি তুষ্ট অতিশয় ॥

লই জন্ম শতবার, ভুঞ্জি দুঃখ অনিবার,
শিখি যদি সেই শ্রেষ্ঠ-পূজা।
দুষ্ট-ক্লিষ্ট-দীন-জনে পূজা করি' শিব-জ্ঞানে,
করি সবে হৃদয়ের রাজা ॥

সফল সাধন মম, নাহি ধর্ম্ম সেবাসম,
জীব-সেবা জীবনের সার।
জীবে-শিবে এক জান, নাহি কর ভেদ-জ্ঞান,
ধন্য হ'বে জনম তোমার ॥"

পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী—১৩১৫

উদ্বোধন. ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৫

শ্রীশ্রীসারদা-দেবী

ভজ ভজ মায়ী শ্রীসারদা দেবী,
জগজ্জন-তাপহারিণী।
যুগে যুগে যিনি করুণা বিতরি'
অধম-তনয়-তারিণী ॥
'জয়রাম-বাটী' আসিয়া এবার
কত মতে কর পতিতে উদ্ধার,
প্রভু রামকৃষ্ণ- লীলার আধার,
লীলা-বিগ্রহরূপিণী।
আসিলে গৌরী পঞ্চম বরষে,
চিনিল 'গদাই' পরম হরষে,
পূজিল 'ষোড়শী' অপূর্ব্ব আবেশে,
অপরূপ-রূপধারিণী ॥
সে ত নহে ত্যাগ, সে যে অঙ্গীকার,
তোমারি মহিমা করিতে প্রচার,
তব শক্তি ল'য়ে জগৎ উদ্ধার,
চিন্ময়ী, চীরধারিণী।
চন্দ্রিকার মত ঘেরিয়া তাঁহারে
রেখেছিলে দেবী পরম আদরে,
রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্ক না ধরে,
তুমি গো অবিদ্যানাশিনী ॥
(আজ) সে চাঁদ-সুধায় জগৎ মাতায়,
দ্বেষ-দ্বন্দ্ব সব দূরে চ'লে যায়,
ধর্ম্ম-সমন্বয়ে অঘটন ঘটায়,
এ লীলা বিশ্বপ্লাবিনী।

শ্রীচরণতলে	রাখি' শির মোর,
তব অনুরাগে	হই যেন ভোর,
কেটে দাও মা গো	করমের ডোর,

ও গো সারদানন্দ-জননী ॥

ও গো পরমানন্দদায়িনী ॥

রচনাকাল—২রা ফাল্গুন, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

প্রথম প্রকাশ—'মাধুরী', ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ। পরবর্তীকালে কিরণচন্দ্রের 'বন্দনা' কাব্যগ্রন্থে সঙ্গীতটি লিপিবদ্ধ হয়।

প্রসঙ্গ—স্বামী ধীরানন্দ মহারাজ কিরণচন্দ্রের অগ্রজ হরিপদবাবুকে জানান যে শ্রীশ্রীমা সাধক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনতে চেয়েছেন। অগ্রজ হরিপদবাবু, কিরণচন্দ্রকে আদেশ করেন মায়ের নামে একটি গান রচনা করতে। স্থির হয় চণ্ডীবাবু সেই গানে সুর যোজনা করে প্রথমে গাইবেন, তারপর অন্যান্য মাতৃসঙ্গীত গাওয়া হবে। নির্দিষ্ট দিনে মায়ের বাড়ীতে গানের আসর বসে। শ্রীশ্রীমা মহিলা ভক্তবৃন্দাদের সঙ্গে নিয়ে উপরের দালানে বসে গান শুনলেন। গান শুনতে শুনতে মা বললেন—"এ কিরণের লেখা!" গান শেষ হতে মা বললেন "বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে।"

মহাপুরুষের মহাসমাধি

'রাজা নাই,' 'রাজা নাই,' চারিদিকে 'নাই' 'নাই'
কোথাকার কে সে রাজা ; মানুষ কেমন ?
কেহ কহে মহারাজ, কেহ বা রাখালরাজ,
কত নামে ডাকে তাঁরে অপূর্ব্ব কথন !

কে এ রাজা-মহারাজ, কোথায় তাঁহার রাজ—
সে কথা বলে না কেহ, ফুকারিয়া কাঁদে !
হ'য়ে ধনরত্ন-হারা ছোটে পাগলের পারা
হাতে পেয়ে হারায়েছে আকাশের চাঁদে।

বসন্তের চতুর্দ্দশী, গগনে উদয় শশী,
হয় হয় পূর্ণ যেন—ভাসায় ভুবন !
'রাম-কৃষ্ণ'-মহারবে ফুকারি' উঠিল সবে,
শত-কণ্ঠে 'মহানাম' করে উচ্চারণ !

অকস্মাৎ এ কি হল, আগুবাড়ি' দেখি চল,
ফুল-সাজে শোভে কা'র বর কলেবর ?
—ব্রহ্মের আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি ধরি' সুশোভন,
যোগ-নিদ্রা অধিভূত যেন মহেশ্বর ;

ঊর্দ্ধ-সম্প্রসারী-দৃষ্টি ভেদিয়া অনন্ত সৃষ্টি,
—চিৎ-হংস ভাসে স্থির-ব্রহ্মরস-সরে !
কে বুঝা'বে মহাতত্ত্ব, কে সে মহাপ্রেম-মত্ত,
প্রকাশি' রহস্য-কথা দিবে প্রেমভ'রে !

'জগন্মিথ্যা ব্রহ্মসত্য'— লভি, সেই উচ্চ তত্ত্ব,
নির্লিপ্ত থাকিয়া জীবে কে শিখা'বে আর !
সমাহিত শান্ত মূর্ত্তি, প্রশান্ত প্রেমের স্ফূর্ত্তি—
প্রেম-জ্ঞান-সমন্বয়—অমৃত-আধার !

ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে গাঁথিবারে প্রেমসূত্রে
মানব তেত্রিশ কোটী নব-অবতার,
সাঙ্গোপাঙ্গ ল'য়ে সাথে, মহারথী মহারথে,
মহা-সমন্বয়াচার্য্য আসিল আবার !

'বিবেক-আনন্দ' দানি', সঞ্জীবিয়া কোটী প্রাণী—
জগদিষ্ট 'রামকৃষ্ণ' জগতে প্রকাশ !
বিচারিয়া সদসৎ মুগ্ধ নর পায় পথ,
নূতন সন্ন্যাসিসঙ্ঘ হইল বিকাশ।

ক্রমে 'ব্রহ্মানন্দ' আসে, ভূমানন্দ-মহোল্লাসে
মাতে নরনারী-প্রাণ—হয় ধ্যানরত !
মহামৃত পেয়ে যেন, আস্বাদিয়া মূক হেন
স্তম্ভিত নির্ব্বাকপ্রায়, প্রেমভারে নত !

হারায়েছি সেই ধন, কে বা আছ মহাজন,
এস, এস, জীবন্মুক্তি দাও মূঢ় জীবে।
ফুটাও সহস্রদলে অদ্বৈতের সে কমলে,
ভেদ যেন নাহি রয় জীব আর শিবে।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, কোথায় চলিলে আজ,
এখন ত পূর্ণ নহে কীর্ত্তি অগণন,—
ব্রহ্মামৃত প্রস্রবণ ছুটাইতে অনুক্ষণ,
কার করে মধুচক্র ঘুরিবে এখন ?

বেলুড়ের মহামঠে ভাগীরথীতীর-পীঠে
এখন পূর্ণাঙ্গ নহে শ্রীগুরুর ধাম !
যার পূত স্পর্শে আসি' জুড়া'বে ত্রিতাপরাশি,
শান্তি দিবে, নষ্ট করি' জগতের কাম !

ভোলানাথ-'গুপ্তকাশী' প্রকট করিবে আসি,'
স্থাপিয়া আদর্শ মঠ 'ভুবন-ঈশ্বরে' !
কই কই কোথা গেলে, অকালে মোদের ফেলে,
বঞ্চিত করিলে কেন আনন্দ-নির্ঝরে !

পুণ্যভূমি ভারতের, তীর্থ মহামানবের,
আজীবন বর্ষে বর্ষে করি' পর্য্যটন—
স্থাপিয়াছ কীর্ত্তিচয়, উঠে জয় লোকময়,
সেবা-প্রতিষ্ঠান কত—সাধন-ভবন !

দেশ-দেশান্তরে ঘুরি' নানা জনে প্রেম করি'
দিয়াছ মহান্ তত্ত্ব আনন্দ অপার !
নবীন জীবন পেয়ে, প্রেমানন্দে মত্ত হ'য়ে
জীবন্মুক্ত হ'য়ে করে প্রেমের সংসার !

'রামকৃষ্ণ-উপদেশ' মাতায় অসংখ্য দেশ,
ধ্যান ধরি' সাজায়েছ চিদানন্দ ডালি !
পেয়ে আস্বাদন-তা'র ঘুচিল মন-বিকার,
আচণ্ডাল নরনারী স্বর্গ-অধিকারী !

বেদান্ত পরম সত্য— জানাইলে মহাতত্ত্ব,
এ জগতে নাহি কিছু, ব্রহ্ম সারাৎসার !
বার বার সেই কথা, দূরে ফেলি' কাতরতা,
বেদান্ত-কেশরিনাদে করিলে প্রচার !

ব্রজের রাখাল তুমি, পবিত্রিয়া বঙ্গভূমি,
গুরুর বাঁশীর রবে মাতা'লে ভুবন!
মোহন নূপুর পরি', মহানন্দে নৃত্য করি'
ব্রজরাজ-দেহে তনু করিলে গোপন!

যেই 'রাম'—সেই 'কৃষ্ণ', সেই এবে 'রামকৃষ্ণ'
বুঝেও বুঝে না জীব, এ কি মহাদায়!
দাও দেব জ্ঞান-ভক্তি, শিবে হ'ক অনুরক্তি,
কেটে যা'ক মোহ-মেঘ তব মহিমায়!

'ভয় কি', 'ভয় কি'-রবে আশ্বাসিয়া ভক্ত সবে,
অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান সন্ন্যাসী-রাজন!
তব আশীর্ব্বাদ-বলে, ভ্রমি এই ভূমণ্ডলে
লভুক শাশ্বতী মুক্তি ও হে তপোধন!

কত প্রেম, কত দয়া, কত স্নেহ কত মায়া
দিয়াছ অধমে তাহা জানাই কেমনে!
তোমার প্রেমের ছাপে মুছিয়া সংসার-তাপে,
মহানন্দে যাই যেন মরণ-বরণে!

গুরুর মানস-পুত্র, জগতের শ্রদ্ধাপাত্র,
যাও রামকৃষ্ণ লোকে—বিরাজে যথায়,—
'বিবেক আনন্দ বীর, 'প্রেমানন্দ' সে সুধীর,
আর আর ভাই সব অমিত আভায়!

রচিত ৯।১।২৯
বিবেকানন্দ সোসাইর ব্রহ্মানন্দ-শ্রদ্ধা সভায় পঠিত ২২।১।২৯
উদ্বোধন—২৪শ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৯

দেব-বোধন

কেন আজি দেবগণ বাজায় দুন্দুভি ঘন ?
কেন আজি, কেন আজি পুলকিত জগ'জন ?
মহর্ষি চারণগণ করে কা'র সম্বোধন,
আঁধার ভারতে পুনঃ হ'ল কা'র আগমন !
কে তুমি গো বীরাগ্রণি, ধর্ম্মের কৌস্তুভ-মণি
জ্বলে যেন দিনমণি হইয়ে শিরোভূষণ !
জ্ঞান-বর্ম্মে ঢাকা তনু, হৃদে ভক্তি-স্রোত অনু,
করেতে কর্ম্মের ধনু, বিজিত হে বীরগণ !
সমর-সঙ্গীত তব— 'তত্ত্বমসি' মহারব,
শুনি' ধর্ম্ম-বীরসব ছাইল হে ত্রিভুবন !
যখনি হে বিশ্বরূপ, ভুলে নর স্ব-স্বরূপ,
ধরি' তমোনাশী রূপ জাগাও পতিত-জন !
বিবেক-আনন্দ নাম, বিবেক-বৈরাগ্য ধাম,
বিজিত-কাঞ্চনকাম—বন্দিত ধার্ম্মিকগণ !

পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী ১৩১১
উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩১১

শ্রীবিবেকানন্দ

নিবিড় আঁধার-কোলে চমকিল রূপরাশি।
নিমেষে আলোক-কণা ছাইল অবনী আসি' ॥
সংসারের মহাঘোরে
মলিন করিতে নারে,
বিমল বিদ্যুৎসম বেড়ায় বিমানে ভাসি'।
জগতে প'ড়েছে সাড়া,
বিশ্বময় তোলপাড়া,
'তত্ত্বমসি'-মহাতত্ত্ব পেয়ে মত্ত ধরাবাসী।
দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-দূরীভূত,
প্রেমানন্দ বিরাজিত,
'সমন্বয়ে' সম্মিলিত পিয়ে জ্ঞানামৃত রাশি।
বেদ-ধর্ম্ম ফিরে পায়,
ব্রহ্ম সূত্র স্তোত্র গায়,
সত্যযুগ সমুদয় কলির কালিমা নাশি'!
"বিবেক-আনন্দ" নামে
অবতীর্ণ ধরাধামে
অবতারী-লোকগুরু— বিশ্বমুখে ফোটে হাসি!

সুহৃদ্—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

'তত্ত্বমসি'

(১)

বিচিত্র সৌন্দর্য্যময় এ বিশ্ব-সংসার

সম্মুখে র'য়েছে প্রকটিত !

তপনচন্দ্রমাযুত শোভার আধার,

কি সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড কল্পিত !

অনন্ত বিমান ভরা

লক্ষ লক্ষ শোভে তারা,

কি অজ্ঞাত আনন্দনে কা'র—

শূন্যে দোলে অপরূপ বিপুল ব্যাপার !

(২)

বিচিত্র উন্নতশির গিরিশ্রেণী শত

কোথা হতে এল আচম্বিতে !

নদনদী ছোটে কি বা প্রেমে অবিরত,

নাহি কাল কাল-বিলম্বিতে !

কাননকুন্তলা ধরা

ফলফুল-রসে ভরা,

মহোদধি চরণে লুটায় !

এ বিচিত্র চারু শোভা কা'র কল্পনায় !

(৩)

স্থলচর, জলচর, বিমানবিহারী—

অপরূপ কত জীবোদয় !

ধীরে ধীরে আবির্ভূত নানারূপধারী—

হ'ল ধরা কত শোভাময় !

অনন্ত কুসুমগন্ধে,
বিহঙ্গের গীতি-ছন্দে,
শান্তিসুখ কি যে ঢলঢল !
না জানি কাহার এই প্রেম-পরিমল !

(৪)

অফুরন্ত সৃষ্টি বুঝি হ'ল পূর্ণ আজি,
ভাবে ধাতা আছে কি বা বাকী !
সৌন্দর্য্য-সম্ভারে পূর্ণ এ বিচিত্র সাজি,—
(কভু) আসে নাই কল্পনায় না কি !
ধাতার এ ভ্রূ-কুঞ্চনে
নর-সৃষ্টি ধরা বনে,
এ কি হ'ল অপূর্ব্ব গঠন !
জগৎ-সংসার কা'রে করিছে নন্দন !

(৫)

বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বরূপ স্বরূপ ধরিয়া
এল কি গো নামিয়া ধরায় !
কোথা' ছিল বর-বপু ধরা বিনোদিয়া—
প্রকৃতি প্রণতা যা'র পায় !
কত না সোহাগভরে,
কত মহাসমাদরে
ফুল-ফল প্রকৃতি যোগায় ; —
ঝঙ্কারি, বিহঙ্গ কত সঙ্গীত শুনায় !

(৬)

যুগ যুগ ধরি' নর নিল এই সেবা—
তৃপ্ত তবু নহে মন-প্রাণ !
না জানি কি তৃপ্তি দিবে কোথা' হ'তে কে বা,
কোথা' যেন পা'বে পরিত্রাণ !
বিচঞ্চল সদা মন,
শান্তিহীন অনুক্ষণ,

এত সুখে সুখ নাহি পায় !
কি অজ্ঞাত সুখ-আশে কাহারে ধেয়ায় !

(৭)

ধ্যান-ভঙ্গে সচকিতে হেরিল বিস্ময়ে
বামে বসি' অনিন্দ্যসুন্দরী !
বিশ্বের ছানিত শোভা নব মূর্ত্তি ল'য়ে,
সেবা-আশে এসেছে কিঙ্করী !
এ কি তনু অভিনব,
লাবণ্যের অবয়ব,
জ্যোৎস্না কি মূর্ত্তি ধ'রে এল !
ধাতার মানসী-দেবী মর্ত্ত্যে প্রকটিল !

(৮)

রূপ, কান্তি, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য, সুষমা,
যেই আখ্যা দাও সে বামারে—
ধরণীর শ্রেষ্ঠ শোভা ধরে মনোরমা,
মুগ্ধ নর সে চিত্র নেহারে !
মানস-আকাঙ্ক্ষা তার,
ধরি' মূর্ত্তি চমৎকার,
এসেছে কি বাসনা পূরাতে !
নাহি আকাঙ্ক্ষার কিছু আর এ ধরাতে !

(৯)

এই ভাবে নরনারী হ'ল সম্মিলিত,
প্রেমালাপে পাতিল সংসার !
ধীরে ধীরে প্রজা-সৃষ্টি হইল রচিত,
বিরাট এ নর-পরিবার !
ঋষি, মুনি, ত্যাগী, ভোগী,
কত না বিলাসী, যোগী
আসি' করে পূর্ণ বসুন্ধরা !
মুখর নগর গ্রামে উদ্বেলিত ধরা !

(১০)

তপোবন-শান্তি-শোভা ধরে না ধরণী,
স্নিগ্ধ-সৌম্য-শান্ত নহে আর !
কামনার মোহে দোলে চঞ্চলা অবনী
বুঝে নাক কি অভাব তা'র !
দর্শন-বিজ্ঞান কত,
বিচিত্র পুরাণ শত,
তন্ত্র-মন্ত্র কত আবিষ্কার—
লক্ষ্যশূন্য শান্তিহারা শূন্য চারিধার !

(১১)

যোগী কহে ধ্যান ধর, কর্ম্মী চায় কর্ম্ম,
ভক্তিপথে ডাকে ভক্তগণ ;—
বৌদ্ধেরা বুঝায় আসি' নির্ব্বাণের মর্ম্ম,
শিব-শক্তি তন্ত্রের সাধন !
সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসায়
কত না রহস্য গায় ;—
শত মত, পথের প্রচার !
কোথা' শান্তি, কোথা' শান্তি—মানব-আত্মার !

(১২)

দেশ দেশান্তরে এল কত মহাজন
নবতত্ত্ব করিতে ব্যাখ্যান !
নিজ নিজ সম্প্রদায় করিল গঠন,
নব নব মতের উত্থান !
আপন ধারণা মত
বেছে লয় নিজ পথ,
রুচি-ভেদে হয় মত-ভেদ—
স্মৃতি তন্ত্র ভিন্ন তাই—তাই ভিন্ন বেদ !

(১৩)

কে বা আমি, কি বা আমি, এনু কোথা' হ'তে,
সদা নর নিভৃতে ধেয়ায় !
কোথা' যা'ব, কি হইবে, ভাবে কত মতে,—
অহরহ কুল নাহি পায় !
সনাতন এই ব্যথা
মানবের হৃদে গাথা,
নাহি জানে কোথা সমাধান !
এ তত্ত্ব-ব্যাথার কবে হবে অবসান !

(১৪)

প্রাচীন নবীন মতে করিয়া ভ্রমণ
শ্রান্ত নর নিশ্চিন্ত নির্ব্বাক !
সে শুভ মুহূর্ত্তে তা'র হ'ল জাগরণ,
শুনিল সে অনন্তের ডাক !
জীবাত্মা উদ্বুদ্ধ হ'ল,
পরমাত্মা প্রকটিল,
শ্রুতি গায় 'তত্ত্বমসি'-গীত !
গর্জ্জিয়া গাহিল জীব 'শিবোঽহম' গীত !

(১৫)

নিত্য-মুক্ত-বুদ্ধ আত্মা দেহ-আবরণে
মায়া-গ্রস্ত হয় প্রতিভাত !
কোথা' হ'তে এই ভ্রম এল জীব-মনে—
এ অজ্ঞান কেমনে সঞ্জাত !
শাস্ত্র কিছু নাহি বলে,
মীমাংসা না কিছু মিলে ;—
জ্ঞানী দেয় সন্ধান ইহার,—
'আত্ম-জ্ঞানে' কোন স্থান নাহিক মায়ার !

(১৬)

ছিল শিবে, আছে শিবে, শিবেই প্রয়াণ,

শুদ্ধ-চিত্তে জ্ঞান প্রস্ফুটিত !

নাই মায়া, ছিল না ক, মিথ্যা মায়া-জ্ঞান

মায়া-ভ্রম মায়ার কল্পিত !

প্রকটিত শাস্ত্র-তত্ত্ব—

'জগন্মিথ্যা ব্রহ্মসত্য',

'তত্ত্বমসি'—জীবে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান !

গুরু-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আনে ইহার সন্ধান !

কায়স্থ পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

ভারত-বন্দনা-গীতি

বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত হোমের অনল প্রজ্জ্বলিত,
ধ্যান তপস্যায় মগ্ন যথা ভাকৃত নরনারী,
অল্প কথায় সে' দেশ-কথা বর্ণিতে কি পারি ?
ও গো দক্ষিণে যার ছোটে মলয় সাগর-অম্বু চুমি',
সকল দেশের শিরোমণি সে যে আমার ভারত-ভূমি।

সংখ্যা ন্যায়, বেদ, বেদান্ত, দর্শনের যার নাই ক অন্ত,
যোগ-বাশিষ্ঠের জ্ঞানালোক আর গীতার জ্ঞানে ভরা,
(এমন) জ্ঞানের কথা কোথায় পা'বে খুঁজে বসুন্ধরা !
ও সেই দক্ষিণে যার গর্জ্জে' সিন্ধু চরণ-প্রান্ত চুমি',
স যে সকল দেশের শিরোমণি আমার ভারত-ভূমি।

ব্রহ্ম-বিদ্যা, ব্রহ্মতত্ত্ব, 'জগন্মিথ্যা—ব্রহ্মসত্য',
কোন' দেশে এ সব তত্ত্ব কেউ আনে নি ধ্যানে,
ব্রহ্ম-জ্ঞানের তত্ত্বালোচন হয় নি কোন'খানে।
ও গো উত্তরে যার নগাধিরাজ ওঠে গগন চুমি',
সকল দেশের শিরোমণি (ও যে) আমার ভারত-ভূমি

বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র, ব্যাস, বাল্মীকি সুপবিত্র,
ও গো কোথায় আছে জনক-রাজা রাজর্ষির সেরা
সীতা, সতী, সাবিত্রী ও সেই দময়ন্তী-ঘেরা।

এমন দেশ আর জগৎ-মাঝে কোথায় পা'বে তুমি,
সে যে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' আমার ভারত-ভূমি।

'রাম', 'কৃষ্ণ', 'তথাগত' 'শঙ্করাচার্য্য' জ্ঞানোদ্দীপ্ত,
প্রেমের 'গোরা' মাতোয়ারা জ'ন্মেছে কোন্ দেশে,
এল সমন্বয়ের মহাগুরু 'রাম-কৃষ্ণ' শেষে!
ও গো জগৎ-মাঝে কোথায় পা'বে এমন পুণ্য-ভূমি?
সে যে স্বর্গাদপি গরীয়সী আমার ভারত-ভূমি।
আমি থাকি যেন জন্ম-জন্ম চরণ-প্রান্ত চুমি'
ও গো 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' আমার ভারত-ভূমি!

নাট্যমন্দির, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩১৯

উষা-সমাগমে

কি আনন্দ ভাসে এ বিশ্ব-সংসারে,
বসুন্ধরা শ্যামা আলোক-সাজে !
কি আনন্দ আহা ! পূরব গগনে—
মোহন মধুর নূপুর বাজে !

প্রাণকাড়া-রব বিহঙ্গ-ঝঙ্কারে—
ললিত-বিভাস-রাগিণী ভাসে !
পুলকিত তনু শীতল সমীরে,
প্রকৃতি-কাননে কুসুম হাসে !

আলোক-বসনা, ত্রিদিব-সুন্দরী,
প্রবাল-কপোলা—কে তুমি বালা ?
বিশ্ব-বিমোহিনী ও রূপ-লহরী
জগৎ-সংসার ক'রেছে আলা !

কে দিল তোমায় হে সুর-রূপসি,
ও রূপ-লাবণ্যে অমিত আভা ?
কোন চিত্রকর তুলিকা-রঞ্জিত
ও হেন সৌন্দর্য্য লোচনলোভা ?

পবিত্র প্রভায় পুলকিত কায়—
সুহাসিনী উষা আসিছে ধীরে !
ঝরে ঠিকরে মণি দ্যুতিমান্,
জলে কত শত মাণিক হীরে !

ওই উষা হাসে অনবগুণ্ঠিতা—
মধুরা অমিয়া ঝরিয়া পড়ে !
ললাম-ললনা ও চারুলতিকা,
রূপ রাশি রাশি জগত-বেড়ে !

আয় বিশ্বরমে, বিশ্ববিনোদিনী,
হৃদয়-রঞ্জিনী, পরাণ-চোরা !
বহুদিনপরে হেরিয়ে তোমারে—
সুর বাঁধে বীণা পাগলপারা !

তুমিই আমার সুখ-শান্তি-আশা,
জলন্ত-জীবনে জীবন-বিন্দু,
ঢাল প্রাণে মম অনন্ত ধারায়
করুণার বারি, অমৃত-সিন্ধু !

পূর্ণিমা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩০৫

প্রেমতত্ত্ব

(Shelly—Love's Philosophy)

তটিনী নির্ঝরে হয় মেশামেশি,
ছোটে প্রবাহিণী সাগর পানে,
স্বরগ-অনিল ছোটে দশদিশি,
বাঁধা যেন সব একই তানে!
এ জগতে সবে দুই ভাব মেলা,
ত্রিদিব-নিয়ম পালিছে যেন,
যুগলে যুগলে চিরতরে খেলা,
দূরে দূরে মোরা রহিনু কেন?
হের মহীধর চুম্বিছে আকাশ,
কোলাকুলি করে তরঙ্গমালা,
মুকুলে আদর না করে প্রকাশ,
দুষিবে সকলে কুসুমবালা।
রবি-খর-কর ধরণী জড়ায়,
শশী-সুধা চুমে সাগর-বারি,
এ সবে আমার কিবা এসে যায়,
না পেলে চুম্বন ললনে তোরি!

১৮ আগষ্ট ১৮৯৭—ভাদ্র, ১৩০৪

নিদ্রিতা-সুন্দরী

(The Sleeping Beauty—Madmle. Ackermann)

১

ঘুমে অচেতন এক অনিন্দ্য-সুন্দরী,
শতেক বৎসর ধরি' বিজন বিপিনে :
শীত, গ্রীষ্ম, ঋতুরাজ, বরষা সুন্দরী—
ব'হে গেল কত শত নীরবে কাননে !
নীরব নিস্পন্দ সব বিশ্বচরাচর,
গতিহীন গন্ধবহ, কাল ব'হে যায়,
লতা, পাতা আজি হেথা করে না মর্ম্মর ;
নির্ঝর, তটিনী-বারি নাহি দোলে হায় !
গায় না আরণ্য পাখী সুমধুর গাথা,
শ্যামল সে ক্ষণস্থায়ী বৃন্তের উপরে
গোলাপ-কলিকা, আহা অৰ্দ্ধবিকাশিতা—
ফুটিল না—আধফোটা আছে চিরতরে !
কি জানি কি ইন্দ্রজালে বহুকাল ধরি'
খসিল না, ঝরিল না একটী পাপড়ি !

২

অকস্মাৎ ওই হের, পরম সুন্দর
নবীন যুবক এক আসিল তথায়,
অনিন্দ্য-সুন্দরী সেই মূৰ্ত্তি মনোহর
অনুপমা, অতুলনা—হেরিল নিদ্রায় ।
চন্দ্রমাশালিনী সেই নীরব নিশীথে,
কি জানি অজ্ঞাত এক নিয়মের বশে,
একটি চুম্বন ঢালি' তার অধরেতে
ভাঙ্গাইল সেই ঘুমে—অনন্ত অলসে !

সন্ত্রস্তা, চকিতা আহা, ফুল্ল-হাস্তময়ী
জাগিয়া উঠিল মরি, নিরুপমা বামা!
প্রতিদিন হেরি তোরে, অয়ি শোভাময়ি,
চিনিতে পারি না মোরা তোরে অনুপমা;
নিদ্রিতা সুন্দরী—'আত্মা'—নরদেহ-বনে,
জাগরিত হয় 'প্রেম'-যুবা-সম্ভাষণে।*

সমাধি-মন্দির ও গোলাপ

(তরু দত্তের ইংরাজি কবিতা থেকে)

সমাধি-গহ্বর বলে,—
'নিশির শিশির-জলে—
কি কর লইয়া তুমি—প্রভাতের ফুল'?
'কি কর লইয়া তারে—
পড়ে যাহা তবোদরে,'
জিজ্ঞাসে গোলাপ—'ওরে আবর্ত অকূল?
ধীরে ধীরে কহে বালা—
'ল'য়ে সেই অশ্রুমালা
বিলাই সৌরভ - যাহা কবিরা আদরে'!
উত্তরে কহিল তায়—
'প্রতি আত্মা যাহা পায়,
একটি স্বর্গীয় জীব তাহে সৃষ্টি করে!'**

---

* রচিত শুক্রবার, জন্মাষ্টমী ১৩০৪। 'প্রভা' নামক মাসিক পত্রের ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় *Mrs. Ackermann*-এর ফরাসী কবিতার কুমারী তরু দত্ত [১৮৫৬-১৮৭৭] কৃত ইংরাজি অনুবাদ থেকে অনূদিত।

** অনূদিত—১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮৯৭ খ্রী.

কিরণচন্দ্র রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা

১। 'বন্দনা' প্রথম প্রকাশ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক : শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

৫০, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রিত কবিতাগুলি সৌরভ, বীণাপাণি, প্রভা, পূর্ণিমা, উদ্বোধন, সুহৃদ, তত্ত্ব-মঞ্জরী, নাট্য-মন্দির, প্রতিবাসী, প্রভাত, বাঁশরী, জগজ্জ্যোতিঃ এবং কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ভূমিকায় শ্রীসুরেশ সমাজপতি ও শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের চিঠি মুদ্রিত। (পরিশিষ্ট ক পৃঃ ১৩ এবং ১৮ দ্রষ্টব্য)

বন্দনার পরিশিষ্টে 'ললনা মহিমা' (বীণাপাণি—৪র্থ বর্ষ সন ১৩০৩।৪ বঙ্গাব্দ—২।৩।৪।৫।৬ সংখ্যায় প্রকাশিত) কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনুসরণে লিখিত।

'গিরিশ গৌরব' মহাকবি ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশে শোকোচ্ছ্বাস গীতি। উৎসর্গপত্রে কিরণচন্দ্র সুদীর্ঘ কবিতাটিকে 'শোক-শেফালিকা-মালা' বলেছেন।

'চারুস্মৃতি'—সহধর্মিণীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শোকাঞ্জলি।

রচনাকাল : দোলপূর্ণিমা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

বন্দনায় ৭টি অনূদিত কবিতা আছে। তারমধ্যে ৪টি কবিতা স্বামী বিবেকানন্দ রচিত, ১টি কবি শেলীর। মোট ৭৯টি কবিতা মুদ্রিত।

২। 'সাধনা' প্রথম প্রকাশ : ১ অগ্রহায়ণ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক : শরৎ সাহিত্য কুঞ্জ

৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন,

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত ৭টি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে প্রকাশিত।

ক. স্বামী বিবেকানন্দ কে ? প্রকাশিত পত্রিকা, প্রতিবাসী ২য় বর্ষ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

খ. শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ। মাধুরী ২য় বর্ষ—মাঘ ১৩২৫

গ. বিশ্বমানব শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকাশিত পত্রিকা—'সুহৃদ' ১ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩২০

এবং বেলুড়মঠে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

ঘ. আচার্য্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ ও ত্যাগ।

—'মাধুরী' ২য় বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩২৫

ঙ. শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী বিবেকানন্দ।

১১ মাঘ, ১৩১৫; বেলুড়মঠে বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সভার অধিবেশনে পঠিত। পরে প্রকাশিত :—উদ্বোধন, ১১ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩১৬।

চ. শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।

'তত্ত্বমঞ্জরী' ভাদ্র ও কার্ত্তিক ১৩১৮।

ছ. সনাতন ধর্ম ও ভারতের আত্মা।

বেদান্ত কেশরী (অনুবাদ : ষ্টাওার্ড বেয়ারার থেকে অনূদিত)

এছাড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কিত ২০টি ধর্ম ও সাধন সংগীত (তাল-লয় সহ) গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট আছে।

৩। 'অর্চ্চনা' প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৩১

প্রকাশক : শ্রীরামশঙ্কর দত্ত
লক্ষ্মী-নিবাস, ১, লক্ষ্মী দত্ত লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।

৬৫টি কবিতা মুদ্রিত। অনূদিত কবিতার সংখ্যা ১১টি। তার মধ্যে ২টি কবিতা স্বামীজী রচিত।

৪। গিরিশচন্দ্র :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা।

প্রকাশ : মার্চ, ১৯৫৪, প্রকাশক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৫। 'সম্মাননা' প্রথম প্রকাশ : ১ কার্ত্তিক, ১৩৩৮

প্রকাশক : শ্রীরামশঙ্কর দত্ত।
'সঙ্ঘ' কার্য্যালয়
২৪-এ, লক্ষ্মীদত্ত লেন, কলিকাতা।

মহাত্মাগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মোট ১২টি প্রবন্ধ।

(১) সুহৃদ্বর বিপিনবিহারী। উদ্বোধন ১২ বর্ষ ১২ সংখ্যা পৌষ, ১৩১৭

(২) শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ জননী। প্রতিবাসী ১ম বর্ষ ৫ সংখ্যা ভাদ্র, ১৩১৮

(৩) সিষ্টার নিবেদিতা। উদ্বোধন ১৩ বর্ষ ১১ সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮

(৪) নাট্য সাহিত্য সম্রাট। বসুমতী ৫ ফাল্গুন, ১৩১৮
(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

(৫) মহাত্মা প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী উদ্বোধন ১১ বর্ষ ১২ সংখ্যা পৌষ, ১২১৯

(৬) ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্র। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮ চৈত্র, ১৩১৯

(৭) বিসর্জন। উদ্বোধন ১৮ বর্ষ ২য় সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩২৩
(নগেন্দ্রনন্দিনী ঘোষ)

(৮) দেশমান্য সারদাচরণ মিত্র মাধুরী ১ বর্ষ ৪-৫ সংখ্যা আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩২৪

(৯) ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক। কায়স্থ পত্রিকা চৈত্র, ১৩৩১

(১০) দক্ষিণাচরণ সেন। কায়স্থ পত্রিকা
(সঙ্গীতাচার্য্য) ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৩২

(১১) কালীনাথ মিত্র। কায়স্থ পত্রিকা বৈশাখ, ১৩৩২
(সি-আই-ই)

(১২) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। কায়স্থ পত্রিকা, ১২ সংখ্যা চৈত্র, ১৩৩২

৬। **সুধীরা-শিবরাণী-স্মৃতি*** প্রকাশ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫
[নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতী সুধীরা বসু এবং প্রথমা কন্যার স্মৃতি-তর্পণ]

৭। **Girish Chandra Ghose : Booklet,**
(A Biographical Sketch)
Published by Ramsankar Dutt,
'Lakhmi Nivash' 1, Lakshmi Dutt Lane, Calcutta.

(Reprinted from the Amrita Bazar Patrika of Tuosday, March 12, 1912.)

৮। **বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রাথমিক ইতিহাস :**
['রঙ্গালয়'— চৈত্র, ১৩০৭ থেকে এবং 'নাট্যমন্দির' ২ বর্ষ ৫ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮—৪ বর্ষ ২ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২০ প্রথম ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত] সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে 'প্রকাশিত হয়েছে' বিজ্ঞাপন পাওয়া গেছে। কিন্তু মূল গ্রন্থ হাতে আসেনি।

* 'রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণে যুগ্ম-শতদল' নিবেদিত।

অনূদিত কবিতার তালিকা

অনূদিত কবিতার নাম	মূল কবি ও কবিতা	প্রকাশিত পত্রিকা
বন্দনা		
১। প্রেমতত্ত্ব	শেলির 'লাভস ফিলোজফি'	১৮ আগষ্ট, ১৮৯৭খ্রী
২। নিদ্রিতা সুন্দরী	Madmle Ackermann দি স্লিপিং বিউটি কুমারী তরু দত্ত কৃত ইংরাজী কবিতার অনুবাদ	জন্মাষ্টমী ১৩০৪ প্রভাত পত্রিকায়
৩। প্রণয়ীর আশা	তরু দত্তের কবিতা 'এ লাভার্স উইস'	১৩০৪
৪। প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি	স্বামীজীর To the Awakened India [August, 1898]	১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০
৫। জীবন্মুক্তের গীতি	স্বামীজীর Song of the Free [Feb 15, 1895 New York]	মাধুরী শ্রাবণ ১৩২৪ এবং বীরবাণী
৬। শান্তি	স্বামীজীর Peace [Sept 21, 1999]	উদ্বোধন আষাঢ়, ১৩২৮
৭। ক্ষেত্রির মহারাজের প্রতি	স্বামীজীর Hold On Yet While, Brave Heart [Written to Maharaja of Khetri]	উদ্বোধন শ্রাবণ, ১৩২৮
অর্চনা		
১। গোলাপ যুগল	তরু দত্তের Two Roses	সন্ধ্যা কার্ত্তিক, ১৩২৯

অনূদিত কবিতার নাম	মূল কবি ও কবিতা	প্রকাশিত পত্রিকা
২। সমাধি মন্দির ও গোলাপ	তরু দত্ত	১৩০৪
৩। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিতম উপদেশ প্রকরণং তদনুবাদশ্চ	শ্রীশঙ্করাচার্য্য	সজ্য জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩
৪। শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম	স্বামীজীর Requiescat in Pace শিষ্য জে. জে. গুডউইনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে August, 1898.	বিশ্ববাণী কার্ত্তিক, ১৩৩৬
৫। খেলা মোর সাঙ্গ হোল	স্বামীজীর My play is done (Spring 1985 New York)	উদ্বোধন চৈত্র, ১৩৩৯
৬। অমরার পথ	বেদান্ত-কেশরী থেকে অনূদিত	বিশ্ববাণী অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬
৭। নবম নন্দন	আরবীয় কবিতার ইং অনুবাদ থেকে	চক্র ১৩৩৭
৮। শ্রীশ্রীসিংহ-বাহিনী ধ্যান	সংস্কৃত	১৩০৫
৯। শ্রীশ্রীগোবিন্দ ধ্যান	„	১৩০৫
১০। শ্রীশ্রীরাধিকা ধ্যান	„	১৩০৫
১১। শ্রীশ্রীকালী	„	বিশ্ববাণী পৌষ, ১৩৩৬
১২। শ্রেষ্ঠ দান	ইংরাজী কবিতা	চক্র ১৩৩৭

অপ্রকাশিত [দুষ্প্রাপ্য ?] কবিতা

শ্রীমান্ ললিতমোহন দত্ত ও শ্রীমতী সরযূবালার শুভ-পরিণয় উপলক্ষে

মহাকবি নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিত
আশীর্ব্বাদ গীতি উপহার

"সরযূ-হৃদয় মাঝে
কলিকা সরোজ।
ফুটিল ললিত করে
চাহিল মনোজ॥
শুভদিনে শুভক্ষণে
শুভ সম্মিলন।
শুভদৃষ্টে শুভ হেরে
শুভ পরিজন॥
একে দুই দুয়ে এক
পুরুষ প্রকৃতি।
ললিত সরযূ দুই
এক প্রাণে প্রীতি॥
শুভ সম্মিলন হোক
শুভ ফলবতী।
কায়মনোবাক্যে দেব-
পদে এ মিনতি ॥"

বাগবাজার
২৮ বৈশাখ ১৩১৫
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ

পরিশিষ্ট—ঘ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটীর (বাগবাজার)
৫।৬।৭ বর্ষের কার্য্য-বিবরণী

[সময়কাল কার্তিক ১৩২৬ থেকে আশ্বিন ১৩২৯ বঙ্গাব্দ। সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ। সম্পাদক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত। কার্যালয়—২৪এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন, বাগবাজার।]

যুগাবতার মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বমানব পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ মহারাজের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত নিখিল-জীব-সেবাব্রত অবলম্বন করিয়া উত্তর কলিকাতার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটী ১৩২৯ এর কার্ত্তিক মাস হইতে ৮ম বর্ষে উপনীত হইল। পল্লীর অনাথ-নারায়ণ-সেবক যুবক বৃন্দ ও অনাথ-নারায়ণ পূজক উদার-হৃদয় শ্রদ্ধেয় পল্লীর মহাত্মা ও জননীগণ শ্রীভগবানের অনন্ত আশীর্ব্বাদ লাভ করুন—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে বিনীত প্রার্থনা।

নানা দৈব-দুর্ব্বিপাক, নানা অর্থকষ্ট, নানা আধিভৌতিক তাপে ক্লিষ্ট বর্ত্তমানের দেশবাসী ও পল্লীবাসিগণ অদ্যাবধি এই লোক-কল্যাণকর অনুষ্ঠান বজায় রাখিয়া ইহাকে দিন দিন পুষ্ট করিতেছেন ইহাই আমরা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ মনে করি। বিগত বর্ষত্রয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত এ. সি. মুখার্জ্জী (অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), বাগবাজার "লক্ষ্মী-নিবাসে"র অধিবাসিগণ, শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু (ভারত-সভার সদস্য), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযুক্ত কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় (উকিল), ৺প্রিয়নাথ বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী (বসুপাড়া) ও তদীয় ভগ্নী ৺প্রিয়নাথ বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী (সিমুলিয়া), শ্রীযুক্ত হেমপ্রসাদ মৈত্র (উকিল), মিঃ আউট ওয়েট (Central Hydraulic Press) প্রভৃতি মহোদয়গণের অর্থ সাহায্যে, সংগৃহীত চাউলের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যাইলেও, সমিতি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পায় নাই—তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ জানাইতেছি। ৪র্থ বার্ষিক কার্য্যবিবরণীর কাগজ ও

অধিবেশনের আমন্ত্রণ-কার্ড শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় দান করায়, কার্য্য-বিবরণ ও কার্ড বিনামূল্যে ছাপাইয়া দেওয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও বিশ্বকোষ প্রেসের শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়গণ সমিতির শ্রদ্ধাপূর্ণ ধন্যবাদের পাত্র। "লক্ষ্মী-নিবাসে"র শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত মহাশয় বার্ষিক অধিবেশনের অন্যান্য সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করায় তিনিও ধন্যবাদ ভাজন। ১নং ওয়ার্ডের কমিশনার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় **Peace Celebration Committee** প্রদত্ত ১০ খানি ৯৷৭ হাত ধুতি দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদ পাইয়াছেন।

লক্ষ্মী দত্ত লেন, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, নিবেদিতা লেন ও বসুপাড়া লেন, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, রাধামাধব গোস্বামী, সীতাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরচাঁদ গোস্বামী, রাজাপাড়া, গোকুল মিত্র, হেম কর ও বৃন্দাবন পাল লেন সমূহের অধিবাসীবৃন্দ ও বিবাহ-উপলক্ষে সাহায্য-দাতৃগণ এবং শ্রীমান শিবরাম ও কালী-কৃষ্ণ দত্ত, মণিলাল ও শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ., ফণীন্দ্রনাথ ঘোষাল, বিজয়চন্দ্র রায় ও ফলকৃষ্ণ চট্টো-পাধ্যায় প্রভৃতি যুবক ও বালকগণ বিশ্বপ্রেমিক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মানব-পূজা-যজ্ঞে আহুতি দিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার মহাকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন— সমিতির দীন সম্পাদক তাঁহাদিগের প্রত্যেককে যথাযোগ্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাইয়া শ্রীশ্রীজগদীশ্বরীর নিকট তাঁহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন।

বিশেষ আশার কথা—বর্ত্তমান বর্ষে (৮ম বর্ষ) পল্লীর উকিল শ্রীযুক্ত হেমপ্রসাদ মৈত্র মহাশয় কয়েকজন নারায়ণ সেবক লইয়া পল্লীর দ্বারে দ্বারে মাসিক ও এককালীন দান-সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহাদের আবেদনে অনেকগুলি সহৃদয় মহাত্মা অর্থ-সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ৮ম বর্ষের কার্য্য-বিবরণে তাঁহাদের দানের কথা শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইবে।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

পল্লী-সেবক শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

[কিরণচন্দ্র দত্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানে তিনি ১৩২২ বঙ্গাব্দ—১৩৩২ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত, দীর্ঘ এগারো বছর ছিলেন সম্পাদক। 'বহুজনহিতায়' প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমকালে উত্তর কলকাতায়, বিশেষতঃ বাগবাজারে, সোসাইটি সেবা কাজে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। আমরা 'দি বেঙ্গলী পত্রিকা'য় প্রকাশিত তদ্-সংক্রান্ত কিছু সংবাদ পেয়েছি ; যুগ সচেতন পাঠকের কথা মনে রেখে রিপোর্টটি মুদ্রিত হল।]

Ramkrishna Vivekananda Society

Fourth Anniversary.

As previously announced the 4th Annivessary of the above society came off with due eclat on sunday last at 8-30 A. M. at the "Lakshmi Nibash," Baghbazar. The elite of the locality mustered strong on the occasion, amongst whom we noticed, the Hon'ble Mr. Bhupendra Nath Bose in the chair, Swamis Dhirananda, Gokulananda and Dayananda of Belur Math, Capt. J. W. Petavel, Maharaja Kumar Dharendra Kumar Deb, Raj Bahadur Ashutosh Banerjee M. A. Raj Saheb Jagadananda Chatterjee, Raj Benode Behari Bose, M.A., Prof. M. M. Bose, M. A., Messrs. Priyanath Sen, Moni Lal Sen, Jatindra Nath Bose, Amiya Nath Mookherjee and Jitendra Nath Dutta, Solicitors and others.

After the election of the Chairman, Pandit Dakshina Ranjan Baidyabhuson B. A., opened the meeting with benediction and Srijut Manmatha Nath Chatterjee sang "Vivekananda Stotram," Srijut Sudhansu M. Dutt, Master Ram Sankar Dutt and Srijut Bhudeva Bhattacharjee recited Swami Vivekananda's "Sakhar Prati" Rabindra Nath's 'Nagar Lakshmi' and Babu K. C. Dutt's "Guru Puja" respectively.

Then the Secretary, Babu Kiran Chunder Dutt read the fourth annual Report which showed how this useful society

had developed during the past few years since its establishment. The report showed a comparative statement of its accounts and collections of the pasts four years and the Secretary drew the attentions of the local gentry to these figures hoping they will kindly take more interest from now to save and serve their distressed fellow brethren. At the invitation of the president Rai Bahadur Asutosh Banerjee, Capt. Petavel, and Prof. Bose spoke on the questions of poverty and economic condition of the country. In the course of these speeches the questions of Poor law, introduction of the study of the poverty problem in our University and Swami Vivekananda's preaching and work for the solution of poverty with a special reference to our Eastern method of charity were raised. The president delivered an interesting address dwelling at length on all these points and suggesting a common solution for all of them. He said that we can assimilate the good from the Eastern and Western methods alike with advantage inspite of the great difference between the two, but laid particular stress on the Eastern method, which, he said we should principally adopt being connected with our past traditions. He* also referred to his meeting with Sri Ramkrishna Paramhansa and Srijut Narendra Nath Dutt (afterwards Swami Vivekananda) at the residence of the late Babu Pran Krishna Mukherjee of Shampukur, where the celebrated Babu Keshob Chandra Sen and Pratap Chandra Mazumdar were also present and how did the saint predict the greatness of the future Swami Vivekananda which will out-shine that of everyone present. In conclusion he enlogised the work of this society based on the line inaugurated by Swami Vivekananda in glowing terms and said that it is more honourable and noble to beg for others than to give away in charity."

---

* ভূপেন্দ্রনাথ বসু

The meeting terminated at 10-30 A. M. with a vote of thanks to the chair, proposed by Rai Saheb Jagadananda Chatterjee and carried unanimously, when it is gratifying to report, the Secretary announced with thanks the following donations for the "Seva" of the local 'Daridra Narayanas.'

"The Hon'ble Mr. Bhupendra Nath Bose Rs. 50, Babu Upendra Nath Bose Rs. 50, Babu Priya Nath Sen Rs. 25, Babu Haripada Dutta Rs. 25 and Rs. 10 from each of the following gentlemen—Rai Bahadur Asutosh Banerjee and Babu A. C. Mukherjee, Rakhal Ch. Rai Choudhury and Hari Narayan Mookherjee."

—The Bengalee
[27-2-1920]

[বাগবাজারে বিবেকানন্দ মিশন প্রতিষ্ঠায় কিরণচন্দ্রের মুখ্য ভূমিকার কথা আমরা গ্রন্থ মধ্যে আলোচনা করেছি ; তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও অছি। বিবেকানন্দ মিশনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী (Annual Report)গুলি থেকে আমরা প্রয়োজনীয় অংশ নির্বাচন করলাম। যা থেকে মিশনের লক্ষ্য ও কর্মধারার তৎকালীন চিত্র উদ্ধার সম্ভব।]

The Vivekananda Mission

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

1. The name of the Society is the VIVEKANANDA MISSION.

2. The Registered office of the Society will be situated in Calcutta, but the Society may have branches both in and outside Calcutta.

3. The objects of the Society are :

(a) The study and practice of the principles of the Vedanta including the essential principles of all religions.

(b) The imparting and spread of education in all its phases as defined by Swami Vivekananda, viz., "Education is the manifestation of the perfection already in man," and to establish and maintain institutions with that object.

(c) The spread of the ideals and teachings of Swami Vivekananda.

(d) The service of man, regarding such service as the service of divinity.

(e) Acceptance of any gift or endowment unconditionally or subject to any condition that may be approved of by the Executive Committee of the Society.

(f) The raising and holding of funds for purposes of the society.

(g) The investment of the funds of the Society in such

manner as the Executive Committee may consider to be for the benefit of the Society and for such benefit to convert or alter such investments at the discretion of the Executive Committee.

(h) The purchase of property for the Society and the sale, charge mortgage of any property belonging to the Society.

(i) The grant of or taking on lease of any property for purposes of the Society.

(j) Borrowing money or entering into any liability for purposes of the society, and securing the payment or discharge of any debt or liability by mortgage, charge, pledge, hypothecation or assignment of any property of the Society in such manner as the Executive Committee may deem fit and proper.

(k) Co operation or collaboration with any institution or person in any work within the scope of the object of the Society.

(l) The establishment of branches,

(m) Allowing affiliation to branches and other institutions intending to work under the guidance of the Society.

(n) The printing and publication of such books, journals, periodicals, pamphlets and leaflets as the Executive Committee may think fit.

(o) The doing of all such things as are directly or indirectly necessary or conducive to the attainment of the objects of the Society or any of them.

—Record of the work of The Vivekananda Mission, Vol.-III, 1933-34, Page-100.

Record of Relief Work done by the Vivekananda Mission from 1931—1955

(1) 1931—Flood Relief Work in twenty Villages of the Dacca District and contribution from the Mission Funds towards Relief Work at Pabna and Bogra through the local District Magistrates.

(2) 1932—Mymensingh Tornado Relief Work.

(3) 1933—Contribution in Cash towards the relief of the sufferers from the Beldanga Riots and the Midnapore Floods.

(4)—1934—Bihar Quake Relief Work and Monghyr and Jamalpur and also Jessore Famine Relief Work.

(5) 1935—Burdwan Flood Relief Work, covering 17 Villages within Thana Galsi, District Burdwan.

(6) 1936—Famine Relief Work in the District of Bankura covering more than 30 villages.

(7) 1937—Contribution to Sanghai Refugee Relief Work.

(8) 1938—Bengal Relief work in Jessore at Islampur-Murshidabad and at Nadia through local Committee and at Mission's own centre at Madhya-Palli, Jessore.

(9) 1941—6,000 pieces of clothings including Shirts, Frocks for children, Saries for women, and Cotton Blankets etc., were distributed to the refugees of Dacca riots in the remote villages and to those who took shelter at Agartala State.

(10) 1942—Contribution to the Secretary, Bankura Relief Fund arranged by the Congress.

(11) 1943—Bengal Cyclone Relief Work through Mission's own centre at Karanjali and Nadabhangha in the District of 24-Parganas.

(12) The All-India Women's Conference opened one of its Free Milk Canteen under the direct supervision and management of the Mission in the Mission premises for which they contributed Rs. 3,069/-, Besides this, 200 Dhuties, 200 Blankets, 70 Frocks and 300 Half Pants were also donated by the Conference for distribution.

(13) 1946—Contribution of Rs. 1,000/- for Chittagong Flood Relief to the Indian National Ambulance Corps Relief Fund.

(14) In the same year to help the Refugees of Noakhali and other places of East Bengal, a Relief Centre was opened by the Mission in Calcutta, which worked for more than two months, supplying shelter, food, milk and ration to 100 refugees.

(15) 1947. 1948, 1949, 1950, 1951 & 1952—Distribution of milk from condensed and milk powder donated by the Red-Cross Society to the infants and invalids of the locality.

(16) 1952—Famine Relief Work at Haroa Charabari Centre in the District of 24-Parganas with the co-ordination of West Bengal United Relief Committee.

(17) 1955—Tube-well sunk in Kulhanda, Midnapur.

—Report, Vol. XI : Vivekananda Mission, 1954-55

English translation of the appreciation of Babu Rajendra Prasad, President, Behar Centre Relief Committee

"I have an opportunity of visiting the relief centre of the Vivekananda Mission and I was much impressed with their excellent and well-organised work. This Mission in a very nice manner gave medical relief to the patients and constructed sheds along witb other relief work. They have rendered all sorts of relief to the sufferers. So far as I know this Mission is very popular and its services are praise-worthy."

Rajendra Prasad.

Record, V. M. Vol -III, Page-70

Newspaper Reports and Comments

INAUGURAL MEETING

(1) "The Inaugural Meeting of the Vivekananda Mission (Registered under Act XXI of 1860 of the Governor-General in Council) was held on Sunday afternoon, the 9th inst. at the residence of the late Rai Pasupatinath Bose (Baghbazar)."

"It is a hapy coincidence that the meeting was held at a place which had been sanctified by the visit of Sri Ramkrishna and laterly by the presence of the illustrious Swami Vivekananda on his return from the Chicago Parliament of Religions."

"In the absence of Srimat Swami Nirmalananda, the President of the Mission, Sj. Jatindra Nath Basu, M. A. B. L. one of the Vice-Presidents of the Mission, took the chair. Sj. Kiran Chunder Dutt, the Secretary of the Mission, explained, the aims and objects of the Vivekananda Mission. Swami Chandreswarananda, one of the Assistant Secretaries of the Mission, was then called upon to read his address. His opinion on the independence of thought and action of

individuals and submission to the rules and regulation of a society was highly appreciated and his quotations from the writings of Swami Vivekananda to explain the different aspects of Socialism and Individualism drew considerable applause from the audience."

"The Mission has already started a night school for the education of the labouring classes and for the spread of elementary education amongst the so-called untouchables of the Hindu Society. From the address of the chairman we came to know that the members of the Mission were anxious to start schools where vocational education would be imparted. The problem of earning one's bread is the crying need of the country and we are glad that the members of the Mission have fully realised this aspect of education which was pointed out by Swami Vivekananda."

"The institution has only been started and the members are working under a handicap, viz. want of funds. We are confident that funds will not be wanting if the Mission can carry on the enormous task that they have taken upon themselves. India is a poor country, but when selfless work is done even the poor contribute their mite which is being done for the uplift of the nation."

"We are very glad that a lady member of the Mission expressed her opinion that the mothers and daughters of India were equally anxious to share the responsibiltty of the spread of education and ancient Indian culture. She requested the members to secure the services of women for the spread of education suited to the requirements of the women of the conntry. We are confident that if the members following the line of action laid down by Swami Vivekananda they would be able to do substantial work for the amelioration of the condition of the masses."

—The Amrita Bazar Patrika, 12. 2. 30.
Annual Report, Vivekananda Mission
Vol. I, page-23

The Calcutta University Magazine
October, 1898

"The competition in Bengali was held on Saturday, the 10th September, at 4-30 P. M. ; twenty two students from the different Colleges of Calcutta appeared in the competition. The jndges were Mr. Justice Gooroo Dass Banerjee, Babu Dwijendra Nath Tagore, Babu Hirendra Nath Dutta, and Babu Ramendra Sundar Trivedi. There were three prizes, of which one was awarded by the Institute and the other two were presented by the Hon'ble Justice Gooroo Dass Banerji. and Mahamahopadya Hara Prasad Shastri. The Institute prize was won by Babu Bhupati Nath Mallick of tne Sanskrit College, and *Babu Kiran Chandra Dutt, of the Presidency College was the winner of the second prize.* The third prize was won by Babu Benod Behari Mukherji of the Metropolitan Institution. The names of Babu Dwijendra Nath Mukherji of the Presidency College, and Babu Saileswar Banerji of the St. Xavier's College were honourably mentioned."

The Indian Mirror

Established—1861

Calcutta, Wednesday, February 1, 1899

*A CORRESPONDENT writer :—"On Friday last, 'Megnadbodh' was played by the Junior Members of the Calcutta University Institute. The play was got up, under the efficient supervision of Mahamahapadhya Haraprasad Shastri and the kind direction of Babu Nagendra Nath Chowdhury. The performance was opened with a short speech by Rajah Peary Mohun Mukerji, who said that it was fortunate that the actors were all educated young men. Considering the fact that the actors were all students and it was their first appearance on the stage, the performance was a brilliant success from beginning to end. Ravana, Laksman, and Meghnad all did well. Chitrangada and Promila were good, *but the palm must be given to Rama*. Never have we seen such a difficult part performed so admirably. The audience were simply electrified by his acting.* Tee scenes and the dresses were extremely beautiful. The Director is to be congratulated upon the success which crowned his efforts. In conclusion, we think that such performances should be encouraged as much as possible, not only because they afford innocent and pure amusement to the boys, but also because they serve the cause of Bengali literature in a way which nothing else can do."

*রামের ভূমিকায় কিরণচন্দ্র অভিনয় করেন।

The Indian Mirror

Established—1861

Calcutta, Sunday, Feb. 19, 1899

"A CORRESPONDENT writes: The dramatic version of Michaels "Meghnad-Bada" was repeated by the junior members of the Calcutta University Institute at the special desire, and in the presence of His Honor the Lieutenant—Governor of Bengal, on Thursday last. The hall of the Institute was crowded, and among those present were Maharajah Sir Jotindra Mohan Tagore, Mr. Gayer, Private Secretary to His Honor the Lieutenant—Governor, Hon'ble Justice Gurudas Banerji, Dr. Mohendro Lal Sircar, Rai Lal Madhav Mukerji, Bahadur, Mahamahapadhya Haro Prosad Shastri, Mahamahapadhya Nilmani Nayalankara, Pundit Hurish Chunder Kaviratna, Messrs, C. E. Wilson. J. N. Dass Gupta, P. Mitter, Barrister-at-Law, B. M. Chatterji, Barrister-at-Law, Babus P. C. Mozumdar, Benoyendra Nath Sen, S. S. Banerji, Attorney at-Law, N. C. Gupta, Attoney-at-Law, J. N. Mukherji, Attorney-at-Law, Nogendra Nath Chowdhury and others. The performance was a grand success. *As usual Babu Kiran Chunder Dutt of the Presidency College acted the part of Rama admirably well, aud carried the audience along with him.* The parts of Meghnad and Promila were also well—sustained. The minor parts were also well done, and the piece never flagged in interest from start to finish. The incidental music was tuneful, and the scenery pretty. Babu Janaki Nath Bose, son of Rai Baiknnta Nath Bose Bahadur, sanga song composed by himself, in honor of His Honor's presence on the occasion. His Honor was highly pleased with the performance, and invited the members of the Institute to entertain them at Belvedere on Saturday, the 4th March next. The gatheriug dispersed at 8 P. M. after fully enjoying the performance."

এ ধরণের সংবাদ 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায়ও ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ প্রকাশিত হয়।

The Calcutta University Magazine

March, 1899

The Calcutta University Institute

DURING the last 2 months there were two dramatic performances by the junior members of the Institute. The piece performed was Megnadbadha. In the first performance, besides some of the senior members there were present, Raja Ranjit Sinha of Nashipore, Baboo Ramanath Ghose, Baboo Pashupati Bose, and some of the leading members of the Hindu Society. The second performance was in the presence of H. H. the Lieutenant-Governor, and there were present Maharajah Sir Jotindro Mohan Tagore, K. C. S. I., Dr. Mahendro Lal Sircar, the Hon'ble Justice Guru Das Banerji, Baboo Protap Chandra Mazumdar, Dr. Lal Madhub Mukherjee, Mr. A. F. M. Abdur Rahman, Mahamohopadhya Nilmani Nayalankara and others. His Honor was extremely pleased with the performance, and has invited the members of the Institute to a garden party at Belvedere, on the 4th March. All the actors acquitted themselves creditably. The dresses and the stage management were also perfect. Ram, Megnad and Promila deserve special praise for the manner in which they played their respective parts. Our best thanks are due to Mahamohopadhya Haraprosad Sastri and Baboo Nagendranath Chowdhury for the trouble they took in getting up the performance.

The
Bangiya Sahitya Parishad
Evening Party [to B. G. Tilak]
Albert Hall—The 29th December, 1901

১৪ই পৌষ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ

1. Concert :—Babu Nani Lall Neogi.
2. Song :—Babu Rabindranath Tagore.
3. Recitation : (1) English—Mr. Satyendranath Tagore.
4. Song : Kumar Pramatha Nath Roy Chowdhuri.
5. Recitation : (1) Bengali—**Babu Kiran Chandra Dutta.**
   (2) Sanskrit—Shatabadhan iSriram Shastri.
6. Songs : (1) Jayadeva and (2) Vidyapati—
   Prof. Mahendra Nath Banerjee.
7. Theatricals : (1) Sketches by
   Babu Ardhendu Sekhar Mustaphi.
   (2) Scenes from Mrichchhakatika in
   Sanskrit,
   Bhowanipur Vinapani Samiti.

(FIFTH ACT)

1st Scene—Road.
Vidusaka

2nd Scene—Garden.
Charudatta, Vidusaka & Kumbhilaka

3rd Scene –Road.
Bandhula, Bita, Vasantasena, Female attendants
and Vidusaka.

4th Scene—Garden.
Vasantasena, Charudatta & Female attendants.

8. Gramophone :—Babu Gaganendra Nath Tagore.
9. Comic Songs : Mr. D. L. Roy and Babu Rajani Kanta
   Sen B. L.
10. Graphophone—Kumar Pramatha Nath Roy Chowdhury.
11. Concert.

Four Original Oil-paintings, showing changes in the face under different emotions. Sitting by Babu Ardhendu-shekhar Mustaphi—the Great Actor.
By Babu Upendranath Sinha.

তিলক সংবর্ধনার অনুষ্ঠানসূচী।

Baghbazar Social Union

As previously announced the first anniversary meeting Bejoya Sammilani of this Union came off with great eclat on Suuday last the 7th instant at 7 p. m. in the courtyard of the Union premises, 65 Ram Kanta Bose's Street, Baghbazar. Babu Ashutosh Banerjee, M. A., took the chair. The quadrangle was beautifully decorated with evergreens, curtains and pictures and was brilliantly illuminated. The local gentry graced the occasion with their presence and there was not a standing room left. The proceedings began with a song by the members welcoming the local gentry. Then Mr. P. N. Bose, the Secretary, read the annual report which was adopted, after which rhe Dramatatic Director* read an introductory poem. Babu Bepin V. Ganguly next read his very able paper on "the Utility of Social Unions" (non-political) in Bengal, which was much appreciated. After this Babu P. N. Bose recited a beautiful poem of Rabindra Nath and was followed by Babu P. C. Chatterjee B. A., his joint, reciting from Shakespare's grim tragedy, "Macbeth". A mimicry of late Mr. Mustaffi in his famous role of "Jaladhar" in Dinabandu's Nabin Tapaswini, was the third piece recited. Then followed the reading from Vivekananda by Babu K. C. Dutt. Four scenes from Babu G. C. Ghosh's immortal Drama "Budha-Deva" were then enacted on the beautiful miniature stage erected for the purpose. After an interval of 15 minutes Kalcati songs began and during this interval everyone present was treated to light refreshments. The Baghbazar Ameture Concert Party discovered sweet music all along. The guests of the evening congratulated the members of the Union on having given such an excellent entertainment.

—The Amrita Bazar Patrika
Calcutta, November, 81. 1909

---

* কিরণচন্দ্র দত্ত

The Late Sister Nivedita

It has been arranged by a committee of the Baghbazar locality to convene a meeting to express sorrow at the death of Sisrer Nivedita to-day (Monday) at 5 p. m. at the residenee of the Late Rai Nando Lal Bose and Pasupaty Nath Bose, 65, Baghbazar Street, Babu Mati Lal Ghosh, Editor of the "A. B. Patrika" will preside. Amongst others Pandits Khirode Prasad Vidyabinode, Rasik Lal Goswami, Babus Dinesh Chandra Sen, Nagendra Nath Bose (of "Biswakosh"), Kiran Chandra Dutt. Monmohon Ganguly will address the meeting. The public are cordially invited to attend.

I. D. News
23rd October, 1911.

একই সংবাদ অমৃতবাজার পত্রিকায়, ২৩ অক্টোবর ১৯১১ প্রকাশিত হয়

The Late Sister Nivedita

MEMORIAL MEETING AT BAGHBAZAR

As announced the inhabitance of Baghbazar, where Sister Nivedita used to reside convented a meeting on Monday last,the Vratriditya day, at 5 P. M. at the palatial residence of late Rai Nanda Lal Bose to commemorate the memory of the late Sister Nivedita. There was a large attendance. Amongst others we noticed the following gentlemen :—

Babu Kishory Lal Sarkar M. A. B. L. Vakil, High Court, Prof. Pramatha Nath Banerjee M. A., Babus Ramananda Chatterjee. Editor, "Modern Review". Shym Sundar Chakravorty, Piyush Kanti Ghosh. Nagendra Nath Bose, Editor "Biswakosh", Pandit Rasik Mohan Vidyahbusan. Mr. B. Mukherjee, Babus Narendra Kumar Bose Mohimendra

Krishna Mitter. Zemindar (Cal.) Beharilal Mitra B. L., Narendra Nath Chakraverty B. L., Nanda Kishore Mitra M. A. B. L., Kedar Nath Mukherjee, Zemindar, Baranagore, Ashutosh Bannerjee M. A., Pundits Kshirode Prosad Vidya-vinode, Parbaty Charan Tarkatirtha, Babu Jogendra Chandra Bose, Mr. F. J. Alexander, Mr. D. N. Bose of the aryan Club, of New York Babu Monomotha Mohan Bose M. A., and sons of the Late Rai Nanda Lal and Pashupati Nath Boses....

..."The Proceedings commenced with Mangalacharan" – a song in Sanskrit sung by some children for the peace of the soul of the deceased.

The president* then delivered his address. He began by stating that in spite of his indifferent health he had deemed it fit to attend the meeting from a supreme sense of duty, for he had the highest respect for Sister Nivedita for the noble qualities of her head and heart. She was an universal sister : her sisterly love was not confined to the people of Baghbazar, or of Calcutta, or of India, but the whole world. All the same her memory was specially sacred and dear to the Hindu inhabitant of Bāghbarzar, with whom she had associated almost daily, for years together, and sought to serve them as their guardian angle. Not only did she nurse the sick like a loving mother or a sister, be the patient a victim of plague or cholera, utterly regardless of her own safety, or bring comfort to the mind of a friendless orphan or widow by a affording pecuniary help, but she had a kind word and a sweet smile for all whom she met ; and that smile was verily a benediction. She was more than a queen among womankind—she was a goddess in human shape, who dropped down from Heaven, as it were, to minister to the happiness of suffering humanity. She had consecrated her divine life to the service of her follow-beings ; but, it

---

* বাবু মতিলাল ঘোষ

was the Hindus for whom she had the highest attraction. If she loved the Hindus and their manners and customs so ardently, it was not from a blind passion. A highly intelectual and vastlyread woman of a positive turn of mind, she would not take anything on trust. If she was captivated wiih the wisdom and beauties of the Hindu social system, it was after having thoroughly studied it from all points of view, favourable and unfavourable. The Hindus could never repay their obligation to the deceased lady for her intelligent and unassailable vindication of their social customs before the people of the West. They had assembled to mourn for her ; but, they should console themselved with the thought that she was now in a better and higher world where she was reaping the fruits of her noble life and enjoying a sort of celestial bliss of which they had no conception.

After this Babu Kirun Chandra Dutta read a paper in Bengali giving a short life sketch of the sister. The paper was very well-written and much appreciated. Several speakers such as Pundit Rasick Mohan Bidyabinode, Babu Nugendra Nath Bose of "Biswakosh", Babu Shyam Sunder Chakravartty. Babu Monmohan Ganguly B. E, Mr. F. Alexander of New York followed him.

Dr. Rasick Mohan Bidyabhusan made the important proposal to perpetuate the memory of the revered lady. He suggested that the Hindu Girls' School, established by her in her home at Bosepara, was an institution most fondly cherished by this noble soul. It should be deemed a sacred duty of the residents of the locality to maintain the school under the newly devised improved scheme and foster it with the same affectionate care as she personally did and the school should be henceforward be denominated after her name. This would tend to perpetuate her memory on the one hand and on the other, it would prove a most usefnl institution

removing a desideratum keenly felt by the residents of this locality.

The proposal was unanimously carried with acclamations.

Babu Shyam Sunder Chackerbutty in the course of his speech 'related some stories about her readiness to stand by the distressed Indians of all classes, which greately touched the audience. When Swami Vivekananda's younger brother the speaker said was run in for sedition, the speaker, with some of his friends, had been to many Bengalees for standing bail for the accused which most of them refused to do. While the party was in the house of a Bagbazar gentleman for securing his services in the matter, Sister, Nivedita came to know what had happend to Swamiji's brother, behaved as Indian mothers behave on bearing of any trouble of their sons and at once began to write a letter to the Presidency Magistrate offering herself as a surety for the accused and specifying the amount of money she then had in some English banks to enable her to take up the responsibility. She also offered to provide the accused food from outside at her own cost. The next thing referred to was an article in the "Amrita Bazar Patrika", which gave a crushing reply to the libel about the untruthfulness of the Indian people uttered in a certain convocation speech by Lord Curzon by reproducing what the Ex-Viceroy had said about oriental truthfulness and simplicity in his famous work on Persia. This article is said to have been inspired by Sister Nivedita who sorely grieved at the unbecoming conduct of a fellow—European at once rushed to the 'Patrika' Office and sought to bring the well-known patriotism of Shisir Kumar and Motilal into requisition. He also spoke how she stinted herself in the matter of the necessaries of life inorder to relieve whole-heartedly the distress of our people. His next reference was to her heroic and philanthropic services during the outbreak of plague in Bagbazar. He concluded by asking those present

to effectively preserve her memory by following in her footsteps and not by empty words of eulogy.

The following resolution was read from the chair and carried :—

"That this meeting mourns the great lose that the country has sustained by the untimely death of the late Sister Nivedita and takes this opportunity to pay a grateful tribute to her revered memory for her self-dedication to the service of India and the intellectual and practical realization of the beauty and grandeur of Hindu ideals as embodied in the Religion, Philosophy and Life of Hindusthan."

The Amrita Bazar Patrika
25th October, 1911.

'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় নিবেদিতা-স্মৃতিসভার উল্লেখ করে বুধবার, ২৫ অক্টোবর ১৯১১ বলা হয়েছিল :

"Babu Kiran Chandra Dutt then read a paper in Bengali giving a short life sketch of the sister. The paper was much appreciated."

The Ramakrishna-Vivekananda Society

[Baghbazar]

The second anniversary of the Ramakrishna-Vivekananda Society came off on Saturday the 28th September, at 6-30 P.M. in the specious hall of Babu Shyama Ch. Mitra, Ram Kanta Bose Street, Baghbazar. The elite of the locality including Swamies Suddhananda, Dhirananda and Bisweswarananda of the Belur Math, Rai Bahadur Asutosh Banerjee M.A., Mr. K. L. Datta, Rai Saheb Jagadananda Chatterjee, Rai Saheb Gokul Ch. Chatterjee, Babu Mrinal Kanti Bose, M. A., B. L., Babu S. C. Mitra & Rai Benode Behary Bose were present. The proceedings opened with 'Bharata Bandanagiti' as

'Mangalacharanam' by the members of the Baghbazar Social Union, Rai Bahadur Asutosh Banerjee proposed Mr. K. L. Datta to the chair. Sreeman Bhudeb Bhattacharjee recited Swami Vivekenanda's celebrated poem—'To a friend'. Master S. M. Dutt read a short essay on the present distressed condition of our fellow-brethren and requested the audience to come to their rescue. This essay was much appreciated. Next a 'stotram' was sung by master Manmatha of the Poor Brothers' club. Then Babu Kiran Chandra Dutt read the second annual report with a touching appeal for the welfare of the Anath Narayana of the locality. The report showed good progress as the society presented an improved pecuniary condition. Rai Bahadur Banerjee, Swami Suddhananda and Babu L. M. Chatterjee took part in the proceedings and eulogised the boys and the youngmen, who begged from door to door for the benefit of the local poor people and made some suggestions for the welfare of the society. Then the President Mr. Datta made a nice little speech and appreciated the labours of the respectable youngmen who spared no pains to make the society the success it ought to be. He showed practical sympathy by subscribing Rs. 25/- to the fund of the society. Another gentleman who declined to give his name paid Rs. 5/- and Babu A. C. Mukherjee paid Rs. 10/- Rai Saheb J. Chatterjee proposed a vote of thanks to the chair and the secretary thanked Babu S. C. Mitra and his sons who lent the use of the hall so nicely lighted and fanned and did every possible assistance.

The proceedings came to a close at 9-30 after which the celebrated musician Kaviratna Hem Chandra Mukherjee narrated the legend of 'Sridam' from 'Srimat Bhagabatam' and presented in vocal music some thrilling poems of his own composition. The 'Kathakata' in a new style was highly appreciated by every one present.

"The Bengalee"
Tuesday, 1st October, 1918.

Uttarayana Sammelana

This annual gathering of literateurs of Calcutta met on the 'Uttarayana Sankranti' at the "Lakshmi Nibas" Baghbazar. A large number of men of light and leading assembled on the occasion. Mahamohapadhaya Hara Prosad Sastri was voted to the chair. Amongst those present we noticed Babu Jotindra Nath Bose, Drs. Promotha Nath Banerjee and Ramesh Chandra Mazumdar, Kumar Monmotha Nath Mitra, Rai Bahadurs Kripa Nath Dutt and Asutosh Banerjee. Rai Saheb Nogendra Nath Bose, Profs. Hem Chander Das Gupta, Manmatha Mohon Bose, Amulya Vidyabhusan and Basanta Ranjan Roy. Babus Pijus Kanti Ghose, Sashi Bhusan Mukherjee, Jaladhar Sen, Rasamaya Laha, Khagendra Nath Chatterjee, Mani Lal Sen, Debeswar Mukherjee, Kshetra Mohan Banerjee, Baninath Nandy, Nalini Ranjan Pandit, Ganapati Vidyabinode, Kunjalal Roy, and Manmohon Ganguly, Kavirajas Hem Chander and Girija Prasanna Sen and Swami Dhirananda and Paramatmananda of the Belur Math and many others.

In the beginning "Bani Bandana" was sung by the members of the Bagbazar Social Union. Then the convenor Babu Kiran Chunder Dutt welcomed the guests in a nice little speech in which he said that the object of the meeting was to discuss and settle which should be the medium language of our National University—Sanskrit, English or Bengali and also moved a resolution deeply regretting the untimely death of Pt. Suresh Chunder Samajpati.

Pts. Dakshina Ranjan Bhattacharya, B, A. and Kalipada Tarkacharya delivered Sanskrit speeches on the subject and Roy Yatindra Nath Chowdhury dwelt at length on the question from various standpoints was followed by Babus Hemendra Prosad Ghose, Khirod Prosad Vidyabinode, Nirendranath Dutt and Dr. Chuni Lal Bose all speaking in

Bengali and Babu Jogendra Nath Mukherjee concluded the debate in English. The speakers were unanimous in saying there that Bengali should be the medium language of our National University and that the English language should also be studied as a second language or by specialists. After a song by Babu A. D. Dutt the President summed up the proceedings by saying that all Bengali students upto the age of 16 should learn every branch of knowledge through their mother tongue and let English be taken up by professionalist, and experts after 16th year. He was one with the convenor in saying that Japan owes its present greatness to her progress and furtherence of the study of her own language, which was enriched in every branch by translations. Babu Radha Nath Banerjee, B. L. brought the proceeding to a close by singing three highly humorous songs. Tea and refreshments were served and Babu Haripada Dutt, elder brother of the convenor was all attention to the guests. Copies of "Sree Sree Ramkrishna Upadesh" were distributed.

'The Bengalee' dated 20/1/1921—Thursday.

[একই সংবাদ অমৃতবাজার পত্রিকায় ২২-১-১৯২১ তারিখে প্রকাশিত হয়।]

Dr. J. C. Bose Entertained

On Tuesday last Dr. J. C. Bose was entertained by the Bangya Sahitya Parishat. Amongst others Dr. P. C. Roy, M.M. Haraprasad Sastri, Sj. Sada Nath Majumdar, Sj. Chuni Lal Bose, Bahadur, Babus Hirendra Nath Dutt, Roy Jatindra Nath Chowdhury were present. Pandits Khirode Prasad Vidyabinode M. A., Shyamlal Goswami (Jessore), Babus KIRAN CHANDRA DUTT and Rasamaya Laha read welcome addresses. A gold inkpot and gold pen were presented to Dr. Bose.

"Amrita Bazar Patrika"
4th February, 1921.

Khulna Famine

(Vivekananda Society's Appeal)

The Vivekananda Society of Calcuta learns with deep sorrow the harrowing details of the distress of their fellowmen of Khulna now under the terrible grip of famine. The acute distress arising from the want of food and cloth has been well testified by the workers of the Ramkrishna Mission and the inspection report of Sir P. C. Ray, the distinguished philanthropist of our country, The heart-rending sight of the famished people beggars description. This Society, therefore appeals along with other sister institutions to the generous-minded and charitably disposed countrymen, for help of very description—both in money and kind (cloth specially) and hoped that it would also be allowed to do its share of work in this critical condition of a portion of their country. All contributions may kindly be sent undersigned and will be thankfully acknowledged through the press.

Sd. Kiran Chunder Dutt
Hony. Secretary, Vivekananda Society,
Lakshmi Nivas, Baghbazar,
Calcutta.

"Indian Daily News" 10th August, 1921.

[একই সংবাদ "THE SERVANT" 11th August, 1921, পত্রিকায় প্রকাশিত হয়]

Brahmananda Day

As previously announced the Vivekananda Society of Calcutta observed on Saturday, the 23rd. Baisak at 6/30 p.m. in the hall of the Theosophical Society. The Hali was packed up with religiously inclined men of light and leading and monks of the Ramkrishna Order. Dramatist, Babu Amrita Lal Bose, the senior house-holder disciple of Bhagaban Ramkrishna Deva was voted to the chair.

Sj. Bankim Chandra Ghoria, B. A. opened the proceedings with a prayer and *Babu Kiran Chander Dutt, the Hony. Secretary of the Society Welcomed the Bhaktas in a few reverntial words and explained the significance of holding such a meeting by the Society in which a large member of the public were also invited, to pay their respectful homage to their recently departed president. His Holiness Swami Brahmananda Maharaj—one of the greatest disciples of Sri Ramkrishna Deva and who has been the religious guide and preceptor for nearly 30 years of .hundreds of weary souls in Bengal outside searching after peace and truth.* Next followed Brahmachari Satkari of the Belur Math with his leving "Immemorium" poem, full of deep pathos and sympathy. The Swami Basudevananda, Editor of Udbodhan, read a short nice paper in which a faithful estimate of the great departed was given from his own standpoint, he being a direct disciple of the Swami. He also read an extract from the writings of Sj. Kartic Chandra Mitra on the subject.

Babu Kiran Chunder Dutt stepped in next with his thrilling lyrical verses which were much appreciated and moved the heart of every one present. Srimati Tara Sundari, the 'Prima Donna' of the Bengali stage, also sent a few lines

to express her grateful indebtedness to her spiritual father, the saintly Swami, whose all embracing love had room for every one high or low, saint or Sinner. It was simply a treat and was enjoyed by every one. Babu Charu Chandra Bose offered his homage in a few well-chosen words. The proceedings changed with a highly devotional song of 'Rajanikanta'—the immortal Bard of Bengal rendered by Prof. Chandi Charan Banerjee in his inimitable style. Prof. Gokul Das De, M. A. in a short paper outlines his reminiscences and mourned the loss of a universally love saint. Babu Amrita Lal Bose in his unique numourous style contributed his share as president and spoke on the necessity of bringing home to our people that religion was the only basis of all kinds of progress, in which and which alone, the salvation lies.

Babu Jnan Chandra Roy, B. L. Editor, Progress, proposed a vote of thanks to the chair and Prof. Banerji brought the proceedings to a close by singing a famous "Guru-bhajan" at 9 p. m. 13. 5. 22.

—The Amritā Bazar Patrika

[একই ধরণের সংবাদ 'দি সারভ্যান্ট' পত্রিকায়, ১১ মে ১৯২২ প্রকাশিত হয়]

Bagbazar Social Union

The members of the Bagbazar Social Union celebrated its 13th anniversary by a dramatic representation of late Girish Chandra's Pouranic drama "Pandav Gourava" on the board of the Star Theatre on Monday night. Despite the inclemency of weather then prevailing and the fact that the day was a full-fleged office day, the spacious auditorium of the Star Theatre was entirely packed with appreciative audience, including some of the well-known gentlemen of the town.

Babu Kiran Chandra Dutt, the worthy Secretary of the Union, spared neither pains nor money to make the play a success and no doubt the dramatic representation was highly successful. Almost all the artistes acquitted themselves creditably most conspicuous being Sj. Jitendra Krishna Chatterjee in the role of "Subhadra" Sj. Jitendra Krishna Dutt B.Sc., B.L, in the role of "Dandi" Sj. Anath Nath Mukherjee in the role of "Bheem" and Sj. Jatindra Nath Bose in the role of "Sri Krishna". We wish the Social Union every success and trust that success will always attend to the efforts of the energetic members of the Union, whose object is to make dramatic culture without disturbing the various vocations of life in which they are engaged.

The Amrita Bazar Patrika
Thursday 25/5/1922

The Vivekananda Society

A public meeting under the auspices of the Vivekananda Society was held on Saturday last at 6-30 p, m. at the hall of the Bengal Theosophical Society, College Square. Dr. H.W.B. Moreno was in the chair, and in spite of the inclemency of the weather, there was a large audience, Mr Dhan Gopal Mukherji who was recently returned from America, delivered a lecture on the influence of Indian thought on the western world. He drew a vivid picture of the Roman Empire at the time of the advent of Christ and dwelt upon the similar position of the western nations at the present day. The teaching of Jesus are considered the triumph of spiritual over material force. So at the present day, the teaching of the Indian sages will put down the materialism of the western

civilisation. The lecture concluded by relating some authentic ancedotes illustrating the marvellous influence of the teaching of Vivekananda over the people of the United States.

The Servant; Dt. 1-6-22

Collection for Ramakrishna Mission Flood Relief Work

A correspondent writes: A joint procession of the members of the Poor Brother's Club, Baghbazar Kali Kirtan Sampradaya, Baghbazar Social Union and Baghbazar Darjipara congress Committee started from Lakshmi Dutt Lane and passed over Raja Rajballav Street, Chitpoor Road, Kasi Mittra Ghat Street, Kali Prosad Chakrabutty Street and Bosepara Lane. Babus Haripodo Dutt, Kiran Chandra Dutt, Rakhal Chandra Choudhuri, Keshab Chandra Chatterjee and Babu Hemanta Kumar Bose Secy. Baghbazar-Darjipara Congress Committee were all along present in the procession and helped in collecting the contributions for R. K. Mission Relief Fund.

Sidheswar Raotra, and employee of the City Flour Mill, took a prominent part in collecting rice and clothings.

Contribution are :—Babu Haripodo Dutt and Kiran Chandra Dutt Rs. 101, other small collection Rs. 192, Babu Pasupati Nath Goswami one bag of rice, Fani Bhusan Goswami one bag, Tarini Charan Sur one bag, clothings 155 pieces.

—The Amrita Bazar Patrika
10. 10. 22.

Uttarayana Sammelana

Uttarayana Sammelana the annual literary reunion, was held at "Lakshmi Nibash" Baghbazar, on the 14th January at 6-30 P. M. Babu Harendra Nath Dutt, Vedantaratna presided over this literary conference. Most of the literary celebraties of Calcutta graced the meeting with their presence. Affer a cordial reception of the distinguished guests in the orthodox way, "Bani Bandana" was sung. Then Babu Kiran Chandra Dutt, the convenor of the meeting read an address of welcome in which he suggested that Bengali should be the medium of education in Bengal. Profs. Manmatha Mohon Bose, M. A. and Kalipodo Tarkacharya and Babu Sachindra Nath Mukherjee delivered lectures in Bengali, Sanskrit and English respectively on the subject.

The Amrita Bazar Patrika 22-1-24.

The Vivekananda Society

The monthly conversazione of the Society came off on Sunday last at 6 P. M. *at Lakshmi-Nibas, Baghbazar, with Sreemat Swami Abhedananda in the Chair.* After the usual readings from Swami Vivekananda's work, two learned papers were read. After which the Swamiji gave an eloquent and highly impressive discourse on the present situation of the country, its duty, its needs and its solution. The audience were served with refreshments.

A. B. PATRIKA
18April, 1923.

Improvement of Temple Property

Te The Editor of The "Forward"

Sir,

It is gratifying to find that private gentlemen who do not pose as Mahants are more anxious to improve the conditions of temples etc. than those whose duties are so and who are specially engaged for such purpose. The renowned temple of Dakhineswar, the cradle of Bhagwan Paramhansa Deb, fell into neglected conditions for some years while the property was in the charge of a non-Hindu,* but since the change of executor conditions have changed and the temple of Dakhineswar and its surroundings have undergone a change which should gladden the heart of every Hindu to whom Dakhineswar is considered a place of pilgrimage—a place where the worried and care-worm souls can go and have a few hours of undisturbed mediation. The Temple of Dakhineswar is of sacred memory and associations, especially to the disciples Paramhansa Deb and we find no words suitable to thank and express our gratitude to that humble, selfless worker, Srijut Kiron Chandra Dutta of Baghbazar who has earned the gratitude of the Hindus of all sects and creeds by taking a keen interest in restoring the temple property to its present improved condition.

Is it not the duty of the Hindu public to call a thanks-giving public meeting to thank this selfless, noble and religious worker, Srijut Kiron Chandra Dutta, for the work done by him. I propose that such a meeting be called at the earliest

* সাহিত্যিক প্রমথনাথ চৌধুরী।

possible date and the great leaders, Mahants and Sabaits of various religious bodies should meet to express their appreciatiou for this noble man.

Yours, etc.

224, Upper Circular Road. Lalit K. Mittra

Forward, 22-1-24

[কিছু পূর্ব সময়ে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় ১৬ জানুয়ারি ১৯২৪, পত্র-লেখকের দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের উন্নতি সম্পর্কিত আরও একটি চিঠি প্রকাশিত হয়।]

Girish Chandra Memorial

(To The Editor. "I. D. News")
Sir,

It is about twelve years that Poet Girish Chandra Ghosh left this mortal world. His memorial in the form of a marble statue has been lying ready for a considerable time at the Sahitya Parisat Mandir. Proposals have been made to find out some suitable site for installing the statue. To many it occurs that as the public theatres, the scene of action of the late poet's main intellectual activities, are mostly located on the Beadon Street a position to the north-west corner of the Beadon Park would be best suited for the location of the statue. With this suggestion the Girish Chandra Smriti & Samity approached the Central Municipal authorities who ultimately placed the whole question in the hands of the District Committee No. 1 for disposal. The District Committee at their last meeting invited further suggestions from the Smriti Samiti besides the proposed site at the Beadon Park. But as the matter is of great national importance the Girish Chandra Smriti Samiti deem it proper to invite the opinion of the public through the press as to the most suitable

site. This is necessary in view of the fact that the next anniversary meeting of Girish Chandra will be held on Friday Feb. 8th at the Monomohan Theatre where the matter of the site could be definitely settled for being placed before the municipal authorities.—Yours, etc.

Indian Daily News, 5-2-24.

Rai Jatindra Nath Chaudhury,
(Secretary)
Manmatha Mohan Bose,
Kiran Chandra Dutta,
(Asst. Secretaries)

Girish Chandra Smriti Samity,
Bangiya Sahitya Parishad,
23/1, Upper Circular Road.
Calcutta.

26, Pataldanga St.,
December 4, 1922.

My dear Kirán,

I have brought your Vidhyut Joala Kurali.* Either come or send somebody to take it. It is magnificient picture. I will be here till Friday. Morning is the heart time to see me.

Yours affectionately,
Haraprasad Shastri.

* নেপাল থেকে সংগৃহীত। তন্ত্রের একটি বিশেষ প্রকৃতি রূপ।
চিত্রকর—বীরমান।
ছবিটির নাম—বিদ্যুৎ জ্বালা করালী।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩০৮ বঙ্গাব্দের পুস্তিকায় গ্রন্থরক্ষক কিরণচন্দ্রের লিখিত আবেদন।

পুস্তকালয়

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তত্ত্বাবধানে একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। সকল প্রকার ইংরাজী পুস্তক সংগ্রহের জন্য কলিকাতার মেটকাফ হলে যেমন 'পাবলিক লাইব্রেরী' আছে, বাঙ্গালা পুস্তকের সেরূপ সংগ্রহ কলিকাতায় কোন পাঠাগারে নাই বলিলেই চলে। কলিকাতা ও মফঃস্বলে এখন যতগুলি পাঠাগার আছে, সকল গুলিতেই নাটক ও উপন্যাস শ্রেণীর নূতন নূতন গ্রন্থ সংগ্রহেরই চেষ্টা হইয়া থাকে; দুই একটী পুরাতন পাঠাগার ব্যতীত, বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত, সে কালের ছাপা পুস্তকাদি কোথাও নাই অথবা সেকালে মুদ্রিত অথচ দুষ্প্রাপ্য, অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থ-সংগ্রহের চেষ্টাও কোথাও করা হয় না। ভাষার ইতিহাস আলোচনার জন্য কোন কোন পুস্তকের প্রাচীন সংস্করণ সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন বিষয়-বিশেষে রচিত, যাবতীয় গ্রন্থ একস্থানে সংগৃহীত হইলে তত্ত্ববিষয়ের লেখকগণের আলোচনার সুবিধা হয়। এই সকল অভাব দূর করিবার জন্য স্থির হইয়াছে যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যে ভাবের সাহিত্যালোচনী সভা, তাহাতে ইহারই পুস্তকালয়ে ঐরূপ সকল প্রকার বাঙ্গালা পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকাদি সংগৃহীত হওয়া উচিত এবং আবশ্যক। পরিষদের এই সাধু-সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে প্রত্যেক গ্রন্থকার, সম্পাদক এবং সাহিত্যসেবীর সাহায্য আবশ্যক।

পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী গ্রন্থ-প্রণেতা ও সাময়িক-পত্রিকাদির সম্পাদকদিগের নিকট এজন্য সানুনয়ে নিবেদন;—তাঁহারা স্ব-প্রণীত গ্রন্থ ও স্ব-সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা পরিষৎ পুস্তকালয়ে উপহার পাঠাইয়া পরিষৎকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়া মাতৃভাষার উক্ত অভাব-মোচনে উদ্যোগী হইলে, পরিষদের এই সাধু উদ্দেশ্য সফল হইতে বিশেষ বিলম্ব হইবে না। এই পুস্তকালয় অতীত ও বর্তমান সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকা বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করিবার

নিমিত্ত পরিষদের সদস্য ও সাধারণের নিকট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিবেদন এই যে, তাঁহাদের জানা শুনা এ দেশীয় সাময়িক পত্রিকার নাম, ঠিকানা এবং তাহাদের সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশকের নামসম্বলিত বিশেষ বিবরণ পরিষৎ কার্য্যালয়ে লিখিয়া পাঠাইলে, পরিষৎ বিশেষ বাধিত হইবেন। এই দেশের যে কোন ভাষায় লিখিত পত্রিকা সাদরে গৃহীত হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়,
১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত,
গ্রন্থরক্ষক

পণ-প্রথা*

শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মহাশয় যে প্রস্তাব আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় যে প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করিতেছি। আমাদের বর্ত্তমান সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর এই বরপণ-প্রথা সমূলে নির্ম্মূলিত না হইলে সমাজ ধ্বংসের পথে যে ভাবে চলিতেছে তাহার তাহাতে আশু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সামাজিকগণের যত রকম দায় আছে ও হইতে পারে তন্মধ্যে বর্ত্তমানের কন্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সময় থাকিতে চক্ষু না ফুটিলে, আমরা মুখে যত বড়াই করিয়া দেশ উদ্ধার করি না কেন—আমাদের ধ্বংস নিশ্চিত। এই শুল্কবিক্রয়-প্রথা সমাজে যে জঘন্য নিষ্ঠুরতা আনয়ন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কন্যার বিবাহে পণ দিতে গিয়া কত লোকই না সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, কত ব্যক্তিই না ঋণ-দায়ে জড়িত হইয়া কারা বরণ করিতে বাধ্য হইতেছে এবং তদুপরি কোন কোন ব্যক্তি এই নির্য্যাতনের অত্যাচারে আত্মঘাতী হইয়া জগতের সকল দায় হইতে আপনাকে চিরমুক্ত করিতেছে। কত সোনার প্রতিমা অগ্নিতে পুড়িয়া ছাই হইতেছে। Congress, Conference যতই হ'ক না কেন, এই

* অখিল ভারত কায়স্থসভার পণ-প্রথা-নিবারণ বিষয়ক (৫ম) প্রস্তাবের সমর্থনে কায়স্থ-পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে বক্তৃতা করেন তাহার সারাংশ।

সামাজিক ব্যাধি-রূপ রাক্ষস যতদিন না বধ হয় ততদিন বঙ্গে কোন শান্তি নাই। দেশ উদ্ধার, সমাজের উন্নয়ন, জাতির উন্নতি কাহাকে বলে জানি না—প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নয়ন না হইলে দেশের বা সমাজের উন্নতি কিরূপ হয় তাহা আপনারাই অনুমান করুন। বৃদ্ধ পিতামাতা বা অভিভাবকগণ প্রায়ই এ বিষয়ে কঠোর এবং তাঁহাদের বশবর্ত্তী বা আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান কালের যুবকগণ অর্থাৎ দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থলাভিষিক্তগণ এই বিষম বিপদ দেশে প্রচলনের সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেমন কোন কোন স্থলে নিন্দনীয় হইয়াও পিতা মাতার বা অভিভাবকগণের অবাধ্যতা করিতে বিরত হ'ন না, এ বিষয়েও তাঁহারা যেন সৎসাহসের সহিত অভিভাবকগণকে নিজমতে আনিতে চেষ্টা করেন এবং অপারগ হইলে অবাধ্যতা করিয়াও এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিধ্বংসকারিণী পণ-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে যত্নবান হ'ন। দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে তাঁহারা এই অবাধ্যতার দরুণ ছাত্র অভি-ভাবকগণের নিকট বর্ত্তমানে কিঞ্চিৎ নিন্দনীয় বা তিরস্কৃত হইলেও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী সমাজের অজস্র কল্যাণাশীর্ব্বাদের অধিকারী হইবেন—শ্রীভগ-বানের বিশেষ কৃপা তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন। বিশেষ কথা, দু একটা আদর্শের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—স্বর্গীয় স্বনামখ্যাত প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ, মহোদয়—শাঁখা সিঁদুর সাড়ী পরিবৃতা কন্যাকে গ্রহণ করিয়া নিজ একমাত্র পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সমাপন করিয়াছেন। কায়স্থ সভার জনৈক যুবক সভ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের শ্রীমান নির্ম্মলকৃষ্ণ দেব বিনা পণে বিবাহ করিয়া সভার মান ও সমাজের আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন। উভয়ক্ষেত্রেই কন্যাপক্ষীয়গণ কিছু দান করিতে প্রয়াসী হইলেও ইহারা আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য বিনয় সৌজন্যে সেই অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এইরূপ আদর্শ দেশের ভাবী উত্তরা-ধিকারিগণ গ্রহণ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান সমাজের দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করুন ইহাই তাঁহাদের নিকট আমার বিশেষ প্রার্থনা। শেষ কথা—দেশে মস্তিষ্কের অভাব নাই—অভাব হৃদয়বত্তার—হৃদয়হীন মস্তিষ্ক লইয়া এ দেশের যতটা উন্নতি হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছে—কিন্তু হৃদয়হীনতার জন্য যে ক্ষতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী তাহাও হইয়াছে। মনুষ্যত্ব কেবল মস্তিষ্ক লইয়া নহে—হৃদয় লইয়া। আমরা এত রকম Boycott করি, কিন্তু সামাজিক Boycott, যেটি

আগে আমাদের সমাজে অন্তরূপে ছিল, তাহা কি প্রবর্ত্তিত করা যায় না? মনীষী সারদাচরণ মিত্রের ন্যায় পুরুষ-সিংহের সংখ্যা যতই অধিক হইবে ততই বাঞ্ছনীয়—যে বিবাহে পণ দেওয়া নেওয়া হইত তিনি সে বিবাহের নিমন্ত্রণ লইতেন না এবং যাইতেন না। পুনরায় বলি—আপনারা সকলেই মিলিয়া এই সমাজ-সর্ব্বনাশকর মহা অনর্থ শীঘ্রই সমূলে উৎপাটিত করুন।

—কিরণচন্দ্র দত্ত

কায়স্থ পত্রিকা, মাঘ, ১৩৩৩

পুস্তক পরিচয় ও আলোচনা

অতি-আধুনিক—বাংলা-কথা-সাহিত্য—শ্রীঅমলচন্দ্র হোম বিরচিত, আকার ডিমাই ১৯পৃষ্ঠা—(কিছুদিন পূর্ব্বের দিল্লী নগরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত) প্রকাশক—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম্ এ, ৯১।১—এন্ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য নাই।

শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ভায়াজীউ একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজি লেখক এবং বর্ত্তমানে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চাও বহুদিন করিতেছেন—তবে তিনি অতি-আধুনিক না হইলেও অন্ততঃ আধুনিক দলেরই অগ্রবর্ত্তী। নিজে আধুনিক হইয়াও যে তিনি বাংলা ভাষার আধুনিক কথা-সাহিত্যের ও ঐ সাহিত্যলেখকদিগের সমালোচনায় এই উনবিংশ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ রচনা করিয়া বহু আধুনিক সাহিত্যিকগণের সভায় পাঠ করিয়াছেন এবং উহা প্রকাশ করিয়া আজকালকার দিনে সৎসাহস বা অতিসাহস দেখাইতেছেন, ইহা অতীব প্রশংসার কথা। প্রবীণ, অর্থাৎ, প্রাচীন সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে দু'একটা কথা মাত্র বলিতে গিয়া উদীয়মান নবীন লেখক-ভ্রাতৃগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন। সেই জন্যই শ্রীযুক্ত হোম মহাশয়কে বলি—'ওয়া বাহাদুরো'!—বহুদিন যাবৎ আমরা বাঙ্গলা সাহিত্য-সমালোচনায় এমন নির্ভীক অভিব্যক্তি পাঠ করি নাই। সে 'সমাজপতি' নাই—সেই মিষ্ট, অতি মিষ্ট

কশাঘাত আর দেখা যায় না। যে কথা-সাহিত্যের গল্প ও উপন্যাস—আজ বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকার একমাত্র উপভোগ্য বস্তু এবং যে সাহিত্য বর্ত্তমান বাঙ্গলার তরুণ মনকে গঠিত করিতেছে, যাহাই বর্ত্তমানের সাধারণী শিক্ষার তরণীরূপে সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহা দিন দিন যে পথে পরিচালিত হইতেছে, জানি না কতদিনে তাহার মোড় ফিরিবে।

আসল কথা নিজ সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশেষজ্ঞের ন্যায় ধারণা না করিয়া বর্ত্তমানের তরুণ সাহিত্যিকগণ—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র যাঁহাদিগকে অতি আধুনিক সাহিত্য স্রষ্টা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যাঁহারা মনীষী গোর্কি প্রমুখ—একটীমাত্র নামই করিলাম—বিদেশীয় লেখকগণের আদর্শ নিজ সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, তাঁহারা আপাতঃদৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া নিজ সমাজের প্রকৃত কল্যাণের আদর্শের দিকে আদৌ অগ্রসর নহেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। বিদেশীয় আদর্শ দেশী ছাঁচে ঢালিলে যে ফল হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইতেছে। অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল উঠিতেছে—এ হলাহল পান করে—বাঙ্গালীর তরুণ সমাজে সে নীলকণ্ঠ কয়জন আছেন? প্রাণমন মাতান মৃদুমন্দ পরিমলবাহিনী যুথিকার মালার স্থানে বিদেশী উগ্রগন্ধযুক্ত 'গ্র্যাণ্ডিফ্লোয়ার' তোড়ার আসন অসামঞ্জস্য বলিয়া মনে হয়। ঋষিগণোল্লাস সোমরসের পরিবর্ত্তে তীব্র মাদকতাপূর্ণ 'ব্রাণ্ডী' কখনও কি বাঞ্ছনীয়? লেখকের দু' একটা কথা এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাঁহাকে তাঁহার সৎ সাহসের জন্য পুনরায় বিশেষভাবে ধন্যবাদ করিয়া এই আলোচনা শেষ করিলাম।

"যে কয়টি মাসিক ও সাপ্তাহিক আজ কাল হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার একটি নয়, দুটি নয়, গল্পের পর গল্প পড়িয়াই,—মন বিরূপ হইয়া উঠে, তিক্ততায় চিত্ত বিকৃত হয়। এ কি কৃত্রিম ভাব-বিলাস, প্রেমের অসহনীয় ন্যাকামি, ভাষা ও ভাবের ধিকৃত সংযম, বাস্তবতার নামে কলাকৌশলশূন্য অভিনয়, আন্তরিকতাবিহীন অনুভূতির মায়াকান্না বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যকে পাইয়া বসিল! ইহা কি বাংলার নবযুগের সাহিত্য? ইহার মধ্যে কি আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের বিচিত্র সমস্যা ও নিগূঢ় রস-রহস্য রূপায়িত ও প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিতেছে? তরুণ-তরুণীর অসীম প্রেম-তৃষ্ণা, দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃখী জনের করুণ জীবন যাপন, সমাজ ও রাষ্ট্রে আমাদের শত সহস্র অধীনতার নিগড় সমস্তই তো কথা সাহিত্যের অমূল্য ও অপূর্ব্ব উপাদান, কিন্তু

যে কল্পনা (imagination) ও সহানুভূতি-দৃষ্টি (Sympathetic vision) থাকিলে, মনের যে প্রসার থাকিলে, এই উপাদানকে সাহিত্যের সামগ্রী করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা কোথায়? কথার কথা গাঁথিয়া, কান্নার মালা দুলাইয়া, নাকি সুরে বাঁশী ধরিলে তাহাতে ছিচ্-কাঁদুনে আদুরে ছেলের আব্দার প্রকাশ পাইতে পারে কিন্তু প্রেমের নীরব-গোপন গুঞ্জনের যে মৃদুমাধুর্য্য, তাহা কি এই ন্যাকামি এবং কাঁদুনে ভাষা-বিলাসের বস্তু? প্রেমের রহস্য কত বিচিত্র, হৃদয়ের গোপন পথে তাহার যাওয়া আসা; হৃদয় দিয়া তাহাকে জানিতে ও বুঝিতে হয়, কিন্তু সে জন্য যে শুদ্ধ-সবল চিত্তের প্রয়োজন, যে শিক্ষা ও সাধনার আবশ্যক, তাহা কোথায়? যে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক প্রেম-বিলাস বাংলার অতি আধুনিক কথা-সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে তাহার চাপে নূতন সৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছে"। ইত্যাদি—ইত্যাদি। আমরা বর্ত্তমানের কথা-সাহিত্য-রচয়িতৃগণকে এই ক্ষুদ্র অথচ সারবান্ প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

কায়স্থ-পত্রিকা, মাঘ, ১৩৩৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব—(শ্রীমুখ কথিত চরিতামৃত ও উপদেশ)

ব্যাখ্যাকার—শ্রীশশিভূষণ ঘোষ। আকার ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী, ৭৯০ পৃষ্ঠা। কলিকাতা, বাগবাজার 'উদ্বোধন' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অবসর-প্রাপ্ত Analyst কায়স্থকুল-তিলক, পুণ্য-চরিত ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম-বি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যে আর একটি বহুমূল্য সম্পদ দান করিলেন। ভক্তবর ৺সুরেশচন্দ্র দত্ত, মহাত্মা ৺রামচন্দ্র দত্ত, শ্রীমমাষ্টার মহাশয় (কথামৃতকার) ও শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-কথা বিস্তৃতভাবে সংগ্রহ ও আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের গ্রন্থগুলি ব্যতীত আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রামকৃষ্ণ জীবনী ভক্তলেখকগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তপ্রবর ডাক্তার শশিভূষণ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবন

অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়া ভক্ত পাঠকগণের চক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে মূর্ত্তি ধরিয়াছেন তাহা দেখিতে পাইলে বা বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে ঠিকভাবে বোধ করিবার উপায় হয়। প্রায় ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমাষ্টার মহাশয়ের Morton Institutions বিবেকানন্দ সোসাইটীর এক ধর্ম-বৈঠকে বর্ত্তমান লেখক তিরোভাবের পরে যে সকল গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্ত ঠাকুরের শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন গ্রন্থকার তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিবার সুযোগ লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।" সেই আপনার করিয়া লওয়ার ফলেই আজ সেই মহামৃত বণ্টনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব রচয়িতা শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষ পাঠকগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার নিবেদনে লিখিয়াছেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অবলম্বন করিয়া স্বামিজীর মহতী আশা যথাসাধ্য পূর্ণ করিবার জন্য 'শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং সেই লোকাতীত জীবন তিনি যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আর তাঁহার শ্রীমুখের বাণী তিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহাও ঐ সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।'

এই পুস্তকের পনেরটী অধ্যায়ে, পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্যের কথা উদ্বোধনে জানাইয়া, জন্ম কথা হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠা স্বরূপ, প্রকাশ ও ভাব-প্রচার পর্য্যন্ত উজ্জ্বল ও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ১৬ খানি অতি আবশ্যিক চিত্র ইহার অঙ্গস্থ থাকিয়া এই পুস্তকখানিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রকেই এই অমৃত পান করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন ও বুঝিতে পারিবেন রামকৃষ্ণ জীবনের ঘটনা ও তাঁহার উক্তিগুলি কেন এত সরল, প্রাণদ ও শক্তি সঞ্চারকারী। এতদিনে বুঝিলাম ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আশু মৃত্যুমুখে পতিত অবস্থা হইতে শ্রদ্ধেয় ঘোষজ মহাশয় কেন পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। প্রভুর কার্য্য সহায়তায় এ জীবন সংবদ্ধ তাই মৃত্যুদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইষ্টদেবের মহিমা কথা জীবন্ত করিয়া সাধারণের চক্ষে ধরিলেন।

ধন্য শশিবাবু! আপনার প্রেমোপহারের জন্য লেখকের শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন।

লক্ষ্মী-নিবাস,
কাশীধাম

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কায়স্থ-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৩৪

পরিশিষ্ট—ঙ

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিরণচন্দ্রের কবিতা-প্রবন্ধাদির কালানুক্রমিক তালিকা

[১৩০২ থেকে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ]

সৌরভ

সম্পাদক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রকাশক ও সহকারী সম্পাদক—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
সৌরভ [কবিতা]	১ / ৩	আশ্বিন ১৩০২

তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। উৎসাহী পাঠকের জন্য তৃতীয় সংখ্যার লেখক সূচী দেওয়া হল—

১। গ্রহফলের প্রতিবাদ (লেখকের নাম অপ্রকাশিত)।

২। সংশয় ও বিশ্বাস (প্রবন্ধ)—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৩। আভা (কবিতা)—বিনোদিনী দাসী।

৪। ঝালেয়া দুহিতা (উপন্যাস) -গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

৫। সমাজ চিত্র (উপন্যাস)—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৬। সৌরভ (কবিতা)—কিরণচন্দ্র দত্ত।

৭। স্বরলিপি—যাদুমণি দাসী।

[রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—পৃঃ ১০৪]

বীণাপাণি

[কিরণচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় এই মাসিক পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে কিরণচন্দ্র পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের সম্পাদক ছিলেন রামগোপাল সেনগুপ্ত। কিরণচন্দ্র ছিলেন সহকারী সম্পাদক। কিরণচন্দ্রের সম্পাদনাকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'হরিনামমাহাত্ম্য'; শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত 'ঈশ্বরোপসনা' প্রথম বীণাপাণিতে প্রকাশিত হয়। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকায় কিরণচন্দ্রের সম্পাদনাকালে তাঁর রচনা শুরু করেন।]

কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
সারদার প্রতি	৪/১	মাঘ ১৩০৩
বিলাসিনীর আত্মবিলাপ[১]	৪/৩	চৈত্র ১৩০৩
ললনা মহিমা (দীর্ঘ কবিতা)[২]	৪/২।৩।৪।৫।৬	১৩০৩-৪ বঙ্গাব্দ
প্রার্থনা	৪/৮	ভাদ্র ১৩০৪
রাধিকা-বিলাপ[৩]	৪/৯	আশ্বিন ১৩০৪
সুশীল (আখ্যায়িকা)	৪/১১/১২	অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩০৪
প্রারব্ধকর্ম্ম (প্রবন্ধ)	৪/৬	আষাঢ় ১৩০৪

পূর্ণিমা (মাসিক পত্রিকা)

প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হ'ত

প্রধান উদ্যোক্তা—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
হাসি	৫/১১	ফাল্গুন ১৩০৪
সখার প্রতি	৬/৪	শ্রাবণ ১৩০৫
উষা সমাগমে	৬/৭	কার্তিক ১৩০৫
প্রণয়মগনা	৬/৯	পৌষ ১৩০৫

১ কবিতাটি বন্দনা কাব্য-গ্রন্থে পতিতার খেদ নামে পরবর্তীকালে (১৩২৯) প্রকাশিত হয়।

২ কবিতাটি 'কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার' সমীপে উৎসর্গ করা হয়।

৩ বন্দনা কাব্য-গ্রন্থে বিলাপ নামে প্রকাশিত।

উদ্বোধন

[রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত পাক্ষিক পত্রিকা]

সম্পাদক : স্বামী ত্রিগুণাতীত [মাঘ ১৩০৫ —কার্ত্তিক ১২০৯]

স্বামী শুদ্ধানন্দ [১৯০২ ডিসেম্বর—১৯১১]

প্রকাশিত কবিতার তালিকা

কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
শান্তি	১/৭	বৈশাখ ১৩০৬
স্মৃতি	৫/১	মাঘ ১৩০৯
ব্রহ্মজ্যোতি : (১)	৬/১	মাঘ ১৩১০
তর্পণ	৫/১৭	১৫ আশ্বিন ১৩১০
আত্মনিবেদন	৬/১০	জ্যৈষ্ঠ ১৩১১
দেববোধন	৭/২	ফাল্গুন ১৩১১
বাৎসরিকী	৬/২০	অগ্রহায়ণ ১৩১১
গুরু পূজা (প্রথম অর্ঘ্য)	১০/১	মাঘ ১৩১৪
গুরু পূজা (দ্বিতীয় অর্ঘ্য)	১১/১	মাঘ ১৩১৫
জন্মোৎসব গীতি	১২/২	ফাল্গুন ১৩১৫
গুরু পূজা (তৃতীয় অর্ঘ্য)	১২/২	ফাল্গুন ১৩১৬
অবতরণ	১২/৪	বৈশাখ ১৩১৭
প্রকৃতি-পুরুষ-পঞ্চক	১৩/৭	শ্রাবণ ১৩১৮
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	১৩/৯	আশ্বিন ১৩১৮
অভিষেকোৎসব উপহার	১৩/১২	পৌষ ১৩১৮
কর্ম্ম	১৩/১০	কার্তিক ১৩১৮
হারাধন (গাথা)	১৪/৩	চৈত্র ১৩১৮
ভক্তি	১৪/৮	ভাদ্র ১৩১৯
কাশীপঞ্চক	১৫/১১	অগ্রহায়ণ ১৩২০
ব্রহ্মজ্যোতি : (২)	পৌষ কৃষ্ণাসপ্তমী	১৩২১
শান্তি (অনুবাদ)	২৩/৬	আষাঢ় ১৩২৮
ক্ষেত্রীর মহারাজের প্রতি (অনু:)	২৩/৭	শ্রাবণ ১৩২৮
মহাপুরুষের মহাসমাধি	২৪/৬	আষাঢ় ১৩২৯

বিষয়	বর্ষ / সংখ্যা	কাল
কারিষ্টু (ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে অনূদিত)	১/১২	আষাঢ় ১৩০৬
দশ বৎসর পরে (ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন থেকে ভাষান্তরিত)	২/৬	চৈত্র ১৩০৬
ব্রহ্মকুণ্ড (বিবরণী)	৫/৮	ভাদ্র ১৩১০
দস্যুগৃহে (অনূদিত গল্প)	৭/১৪	শ্রাবণ ১৩১২
কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও ঋষিকবি সুরেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	৭/১৫।১৭।১৮।১৯।২০	১৩১২
ভাববার গল্প (গল্প)	১০/২	ফাল্গুন ১৩১৪
শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ) (বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ জন্মোৎসবে পঠিত ১২ মাঘ ১৩১৫)	১১/৪	১৩১৬
সুহৃদ্বর বিপিনবিহারী (জীবনী)	১২/১২	পৌষ ১৩১৭
সিস্টার নিবেদিতা (জীবনী)	১৩/১১	অগ্রহায়ণ ১৩১৮
মহাত্মা প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী (জীবনী)	১৪/১২	পৌষ ১৩১৯
বিসর্জ্জন (নগেন্দ্রনন্দিনী ঘোষের জীবনী)	১৮/২	ফাল্গুন ১৩২৩
মানুষের স্বরূপ কি (প্রবন্ধ)	১৮/১১	অগ্রহায়ণ ১৩২৩

তত্ত্বমঞ্জরী

[শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী পরিচালিত মাসিক পত্রিকা]

কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
শিশুগণের প্রাতঃ স্তব	৪/৯	পৌষ ১৩০৭
কাহার মহিমা	৪/১১	ফাল্গুন ১৩০৭
রামকৃষ্ণ জন্মতিথি	১০/১১	ফাল্গুন ১৩১৩
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	১১/৫	ভাদ্র ১৩১৪
গুরু পূজা (৪র্থ অর্ঘ্য)	১৪/৯	পৌষ ১৩১৭
ভিখারী প্রিয়নাথ	১৫/৯	পৌষ ১৩১৮
এবারকার গান	১৫/১০	মাঘ ১৩১৮
গিরিশ গৌরব	১৫/১১	ফাল্গুন ১৩১৮
স্বপ্ন না সত্য	১৫/১২	চৈত্র ১৩১৮
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ)	১৫/৫।৭	ভাদ্র, কার্তিক ১৩১৮
গীতি	১৬/২	জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

রঙ্গালয়

[অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক ক্লাসিক থিয়েটার থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক নাট্য-পত্রিকা। সম্পাদক—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ ১ মার্চ ১৯০১]

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ১বর্ষ (২ চৈত্র ১৩০৭) (৬টি প্রস্তাব)
৩, ৫, ৯, ১৩, ২৬, ২৭ সংখ্যাসমূহে প্রকাশিত।
২ চৈত্র ১৩০৭—৬ অগ্রহায়ণ ১৩০৮

প্রতিবাসী (মাসিক পত্রিকা)

[বরাহনগর থেকে প্রকাশিত শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত]

কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
শিশুগণের প্রাতঃ স্তব	১/৩	আষাঢ় ১৩১৮
বিল্বমঙ্গল	১/৭	কার্তিক ১৩১৮
বিবেকানন্দ জননী (প্রবন্ধ)	১/৫	ভাদ্র ১৩১৮
গিরিশ গৌরব (শোকগাথা)		মাঘ, ফাল্গুন ১৩১৮
বিবেকানন্দ কে ? (জীবনকথা)	২/৩।৪।৮।১১	১৩১৯
বাণী আরাধনা	২/৯	পৌষ ১৩১৯
উচ্ছ্বাস	৩/১	বৈশাখ ১৩২০

নাট্যমন্দির

সম্পাদক—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

সমকালে বঙ্গীয় নাট্যশালা সমূহের একমাত্র মুখপত্র

বিষয়	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
আবাহন (কবিতা)	২/৭-৮	মাঘ/ফাল্গুন ১৩১৮
নাট্যাচার্য্য বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের জীবনকথা (প্রবন্ধ)	৩/১	শ্রাবণ ১৩১৯
দানীবাবুর জীবনকথা (প্রবন্ধ)	৩	„ ১৩১৯
স্ত্রী-শিক্ষা (সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মহাকাব্য 'মহিলা'র সমালোচনা)	৩	শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩১৯
অর্দ্ধেন্দু স্মৃতি (কবিতা)	৩	„ ১৩১৯
শয়তানের পরিণাম (নাট্যগল্প)	৩	অগ্রহায়ণ ১৩১৯
বঙ্গবাসী ও তাপাবল	৩	অগ্রহায়ণ ১৩১৯

বিষয়	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
প্রার্থনা (কবিতা)	৩	মাঘ, ফাল্গুণ ১৩১৯
ভারত বন্দনা (গীতি কবিতা)	৩/৯	চৈত্র ১৩১৯
শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সঙ্গীত	৩	চৈত্র ১৯১৯
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা	৪/২	ভাদ্র ১৩২০
অর্দ্ধেন্দু স্মৃতি (কবিতা)	৪/২	ভাদ্র ১৩২০
প্রার্থনা (নাট্য কবিতা)	৪/৫	পৌষ ১৩২০
দানীবাবুর জীবনকথা	৪	অগ্রহায়ণ ১৩২০
নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের জীবনালোচনা (ধারাবাহিক-ভাবে ৪টি প্রবন্ধ)	৩/৬ থেকে ৪/২	পৌষ ১৩১৯ থেকে ভাদ্র ১৩২০
বিল্ব নাট্যশালা (সনেট)	৩/৬	পৌষ ১৩১৯
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	২/৫ থেকে ৪/২	অগ্রহায়ণ ১৩১৮ থেকে ভাদ্র ১৩২০

বিস্তৃত সূচী :

	বিষয়	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
ক.	বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (প্রথম ভাগ, উপক্রমণিকা)	২/৫	অগ্রহায়ণ ১৩১৮
খ.	১ প্রস্তাব	২/৬	পৌষ ১৩১৮
গ.	২ প্রস্তাব	২/৭	মাঘ ১৩১৮
ঘ.	৩ প্রস্তাব	২/৮	ফাল্গুণ ১৩১৮
ঙ.	৪ প্রস্তাব	২/৯	চৈত্র ১৩১৮
চ.	৫ প্রস্তাব	২/১০।১১	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯
ছ.	৬ প্রস্তাব	৩/১।২	শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩১৯
জ.	৭ প্রস্তাব (প্রথম অংশ)	৩/৫	অগ্রহায়ণ ১৩১৯

বিষয়	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
ঝ. ৭ প্রস্তাব (দ্বিতীয় অংশ)	৩/৬	পৌষ ১৩১৯
ঞ. ৮ প্রস্তাব	৩/৭।৮	মাঘ, ফাল্গুণ ১৩১৯
ট. ৯ প্রস্তাব (প্রথম ভাগ শেষ)	৩/৯	চৈত্র ১৩১৯
ঠ. দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম পরিচ্ছেদ (বেঙ্গল থিয়েটার ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়)	৪/১	শ্রাবণ ১৩২০
ড. দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদ [বাকী অংশের ছেদ]	৪/২	ভাদ্র ১৩২০

আনন্দবাজার পত্রিকা

ডাঃ গণেন্দ্রনাথ মিত্র (জীবনালোচনা)	২৮ চৈত্র, বৃহস্পতিবার	১৩১৯

অমৃতবাজার পত্রিকা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (জীবনালোচনা)	১২ মার্চ, মঙ্গলবার	১৯১২

কায়স্থ পত্রিকা

প্রবন্ধ/কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
খাঁটি কথা (শ্রীবর্ম্মা নামে)	নবপর্যায়	পৌষ ১৩১৯
সারদামঙ্গল (সারদাচরণ মিত্রের উদ্দেশে)	৮/৬	আশ্বিন ১৩২৪
সম্পাদকের নিবেদন (চিত্রগুপ্তের শ্রীচরণ বন্দনা)	২৪/৫	ভাদ্র ১৩৩২
উত্তরায়ণ—সম্মেলন	২২/১১	ফাল্গুন ১৩৩০
আচার্য্যপাদ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ	„	ফাল্গুন ১৩৩০

প্রবন্ধ/কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
নাট্যসম্রাট মহাকবি গিরিশচন্দ্র (সনেট)	২২/১০	মাঘ ১৩৩০
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন	"	মাঘ ১৩৩০
বঙ্গেতর প্রদেশে কায়স্থ আন্দোলন	২২/১১	ফাল্গুন ১৩৩০
রামমোহন রায় (কবিতা)	২৩/১	বৈশাখ ১৩৩১
সাময়িক রঙ্গ-ব্যঙ্গ (সংলাপধর্মী কবিতা)	২৪/৫	ভাদ্র ১৩৩২
প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা	২৩/৭	ভাদ্র ১৩৩১
পুরুষসিংহ আশুতোষ (কবিতা)	২৩/৭	" ১৩৩১
রাজর্ষি গিরিজানাথ	১০/৯	পৌষ ১৩২৬
ভূপেন্দ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি	২৩/১১	ফাল্গুন ১৩৩১
গিরিশ—গৌরব (কবিতা)	২৩/১১	ফাল্গুন ১৩৩১
উত্তরায়ণ সম্মেলন	"	ফাল্গুন ১৩৩১
স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক ও ইছাপুরের বসুমল্লিক বংশ	২৩/১২	চৈত্র ১৩৩১
স্বাগতম (কবিতা)	২৪/১	বৈশাখ ১৩৩২
সঙ্গীতাচার্য্য দক্ষিণাচরণ সেন (প্রবন্ধ)	"	"
স্বর্গীয় কালীনাথ মিত্র সি, আই, ই, (প্রবন্ধ)	"	"
তারিণীচরণ নন্দী সংকলিত	"	"
নন্দীরায়ের বংশ কারিকার সমালোচনা	"	"
দু'ফোঁটা অশ্রু (কবিতা)	২৪/৩	আষাঢ় ১৩৩২
মধুস্মৃতি (কবিতা)	"	"
শ্রীমৎ নাগ মহাশয় (কবিতা)	২৪/৫।৬	ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩২
শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত	২৪/৭	কার্ত্তিক ১৩৩২
কাটালিয়ার দত্ত বংশের ইতিবৃত্ত ও বংশাবলী	২৪/৯।১০	পৌষ-মাঘ ১৩৩২
উপাসিকা চরিত	"	"

প্রবন্ধ/কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
কায়স্থ সন্দর্ভ ও স্ত্রী গর্ভসংহিতা	২৪/১১	ফাল্গুন ১৩৩২
বিদ্যার উৎসাহদাতা স্বামী বিবেকানন্দ	”	”
হৃদিবান শ্রীবিবেকানন্দ	”	”
কুসুমিকা (কবিতা)	”	”
পিকোচ্ছ্বাসম্ ”	”	”
ব্রহ্মাবোধিকা ”	”	”
কাশীপঞ্চক ”	”	”
(কালীপদ তর্কাচার্য্যকৃত সংস্কৃতে অনুবাদ)		
রায় যতীন্দ্রনাথ (শোক-কবিতা)	২৫/১	বৈশাখ ১৩৩৩
শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব (কবিতা)		আশ্বিন ১৩৩৩
বাঙ্গালী কায়স্থমঙ্গল (কবিতা)		পৌষ ১৩৩৩
বিদায় ও আহ্বান (কবিতা)		বৈশাখ ১৩৩৪
কানন না কবরস্থান (প্রবন্ধ)		”
(ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও মৃত্যুহারের চিত্র)		
ইন্দ্রকরণ সম্বর্দ্ধনা (কবিতা)		ফাল্গুন ১৩৩৩
বন্দেমাতরম (কবিতা)	২৬/৭	কার্তিক ১৩৩৪
স্বর্গীয় মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত (জীবনী)		চৈত্র ১৩৩৪
কায়স্থ কুল ভাস্কর লর্ড সিংহ (কবিতা)		বৈশাখ ১৩৩৫
অমর শিশিরকুমার (কবিতা)	২৮/৭	কার্তিক ১৩৩৬
জীবন্মুক্ত যতীন্দ্রনাথ (কবিতা)	২৮/১০	মাঘ ১৩৩৬
মহাত্মা শিশিরকুমার (কবিতা)	২৮/১	বৈশাখ ১৩৩৬
শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব (কবিতা)		অগ্রহায়ণ ১৩৩৬
সারস্বত বন্দনা (কবিতা)	২৮/১১	ফাল্গুন ১৩৩৬
কায়স্থ সম্মেলন (কবিতা)		ভাদ্র ১৩৩৭
বাণী বন্দনা (কবিতা)	২৯/১০	মাঘ ১৩৩৭
কায়স্থ উদ্যোগী পুরুষ উপেন্দ্রনাথ	৩৪/৫	ভাদ্র ১৩৪১
নিখিলবঙ্গ কায়স্থ মহাসম্মেলন (রিপোর্ট)	”	”

পুস্তক সমালোচনা ও আলোচনা

	কাল
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মজুমদার প্রণীত অন্ধদেবতা (উপন্যাস)	ভাদ্র ১৩৩৩
রাজার জাতি—	
কবিরাজ শ্রীরমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা প্রণীত	„
কায়স্থকুমার শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ বর্ম্মা প্রণীত	„
শ্রীশ্রীরাসলীলা ও পদাঙ্কদূত	
শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়—শ্রীবিনোদিনী মিত্র প্রণীত	অগ্রহায়ণ ১৩৩৩
দেবদূত—অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু প্রণীত	„
প্রাচীন চিত্র—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত	„
শ্রীমহেন্দ্রকরণ প্রণীত—সমাজ রেণু	মাঘ ১৩৩৩
নীলাচল—শ্রীচুনীলাল বসু প্রণীত (পুরীর ইতিহাস)	„
মাথুর কথা—শ্রীপুলিন বিহারী দত্ত	
(প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)	„
অতি-আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য—শ্রীঅমলচন্দ্র হোম	„
পণপ্রথা (বক্তৃতা)	„
উলা বা বীরনগর—শ্রীসুজননাথ মুস্তৌফী প্রণীত	বৈশাখ ১৩৩৪
সন্ধ্যামণি—শ্রীহরিশচন্দ্র নিয়োগী (গীতিকাব্য)	আষাঢ় ১৩৩৪
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ—	শ্রাবণ ১৩৩৪
শ্রীশশিভূষণ ঘোষ (উদ্বোধন কার্যালয়)	
খাদ্য ও স্বাস্থ্য—শ্রীবাসন্তীচরণ সিংহ	
সইদ খাঁ—শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ প্রণীত	পৌষ ১৩৩৫
অভিসম্পাত বা সমাজকলঙ্ক (নাটক) ধীরেন্দ্রনাথ দে প্রণীত	আষাঢ় ১৩৩৭
বন-ফুলহার (কাব্যগ্রন্থ) তরঙ্গিণী দাসী প্রণীত	শ্রাবণ ১৩৩৭
রাজকন্যা—অক্ষয়কুমার গোস্বামী প্রণীত	আশ্বিন ১৩৩৭
জয়শ্রী (নাটক)—অক্ষয়কুমার গোস্বামী	অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

সুহৃদ

[শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত সম্পাদিত]

কবিতা/প্রবন্ধ	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
শ্রীবিবেকানন্দ (কবিতা)	১/১	জ্যৈষ্ঠ ১৩২০
বিশ্বমানব শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ (জীবনালোচনা)	১/১	জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

বাঁশরী

[তপনকুমার দাস, হরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ও সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদক]

বাঁশরীর গান (কবিতা)	১/৬	চৈত্র ১৩২২

প্রভাত (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

[সম্পাদক—নবীনচন্দ্র দাস]

প্রভাত	১/৪	পৌষ ১৩১৯
আত্মবিসর্জন	১/৯।১০	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২০

উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিক পত্র

[সম্পাদক—পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন পরে, নরেন্দ্রনাথ দত্ত]

ভাববার গল্প (কাহিনী)	২৩/৫	ভাদ্র ১৩২২

অমর লাইব্রেরী (কার্য বিবরণী পুস্তিকা)

[নট-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি গ্রন্থাগার]

নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ (৩ বার্ষিক কার্য বিবরণীতে প্রকাশিত)	১৯২১.

প্রভা (মাসিক পত্রিকা)

[সম্পাদক—জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস]

নিদ্রিতা সুন্দরী (অনূদিত কবিতা)	১/৩	আষাঢ় ১৩০৭

বাণী (মাসিক পত্রিকা)

[সম্পাদক—অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ]

বিষয়	বর্ষ / সংখ্যা	কাল
বাণী (প্রবন্ধ)	১/১ *	অগ্রহায়ণ ১৩২৩

জগজ্জ্যোতিঃ (বৌদ্ধ পত্রিকা)

[সম্পাদক —সমণ পুন্নানন্দ স্বামী, বেণীমাধব বড়ুয়া ও রমনীরঞ্জন সেনগুপ্ত]

বুদ্ধদেব (কবিতা)	১০/১	আষাঢ় ১৩২৪

আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা (ফরিদপুরের কায়স্থ পত্রিকা)

[সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন সরকার]

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি. এ. রচিত "বৈষ্ণবী" উপন্যাসের সমালোচনা	৪/৯	পৌষ ১৩২৪(?)

বসুমতী

[সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত]

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র (জীবনকথা)	১৬/২৫	৫ ফাল্গুন ১৩১৮
গিরিশচন্দ্রের জীবনালোচনা		২২ ও ২৯ ভাদ্র ১৩১৯
(তিনটি প্রস্তাব)		১৯ আশ্বিন ১৩১৯

মাধুরী (মাসিক পত্রিকা)

[সম্পাদক—প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বাণী বন্দনা	১/১	আষাঢ় ১৩২৩
বৈশাখী পূর্ণিমা	১/১	আষাঢ় ১৩২৪
নাট্য প্রস্তাবনা	১/২	শ্রাবণ ১৩২৪
জীবন্মুক্তের গীতি (অনুবাদ)	১/২	শ্রাবণ ১৩২৪
প্রার্থনা (অনুবাদ)	১/২	শ্রাবণ ১৩২৪
সারদা বন্দনা	১/৩	ভাদ্র ১৩২৩

প্রবন্ধ	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
নটরাজ অমৃতলাল ও অভিনয়	১/৪।৫	আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৪
আচার্য্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ও ত্যাগ	২/৫।৬	কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ১৩২৫
শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ	২/৮	মাঘ ১৩২৫
দেশমান্য সারদাচরণ (জীবন-কথা)	১/৪।৫	আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৫

সাহিত্য পরিষদ পুস্তিকা

কবিতা

সাহিত্যাচার্য্য সুরেশ সমাজপতি	২৭/৪	১৩২৭
জগদীশ সম্বর্দ্ধনা		মাঘ ১৩২৭
অর্দ্ধেন্দু প্রশস্তি		জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

মাসিক বসুমতী

একাম্রকানন	কার্ত্তিক ১৩৩০
অমৃত অমৃত লোকে (অমৃত স্মৃতি সংখ্যা)	শ্রাবণ ১৩৩৬

কল্পভারতী

ভারতে ভাতু ভারতী (বিহারীলালের সারদামঙ্গল সম্পর্কে আলোচনা)	৫ সংখ্যা	মাঘ ১৩৩৬ (?)

বিশ্ববাণী*

[স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা]

বিশ্ববাণী	২/২	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬
শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম	৩/৩	কার্ত্তিক ১৩৩৬
শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ	৩/৮	অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

---

*১৩৩৬ বঙ্গাব্দে কিরণচন্দ্র পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
শ্রীশ্রীকালী	৩/৯	পৌষ ১৩৩৬
দাতাকর্ণ মণীন্দ্রচন্দ্র	৩/৯	পৌষ ১৩৩৬
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পরিচয়	৩/১০	মাঘ ১৩৩৬
অমরার পথ	৩/৮	অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

পুস্তক পরিচয় ও আলোচনা

(ক) জীবনধারা (উপন্যাস) শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্যের উপন্যাসটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও সমালোচনা করেন কিরণচন্দ্র। বিশ্ববাণী ৩ বর্ষ ৯ সংখ্যা পৌষ ১৩৩৬ সংখ্যায়।

(খ) বনফুলহার—গীতিকাব্য রচয়িতা তরঙ্গিণী দাসী। কিরণচন্দ্র উক্ত গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে (৩ বর্ষ ৯ সংখ্যা পৌষ ১৩৩৬) জানিয়েছেন, এই মহিলা কবি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছিলেন। তিনি 'বামাবোধিনী' ও 'বঙ্গমহিলা' পত্রিকায় কবিতা লিখে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন।

ভারত

সম্পাদক—স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

[বিবেকানন্দ মিশন পরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রিকা]

বিষয়/প্রবন্ধ	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
বিবেকানন্দ মিশন পরিচয়	১/১	আষাঢ় ১৩৪১
ধ্যান [কবিতা]	১/২	"
বিহারে ভূমিকম্প [সংবাদ]	১/৪	"
[বিবেকানন্দ মিশনের সেবাকাজ]		
বিহারে ভূমিকম্প	১/৬	শ্রাবণ ১৩৪১
ঈশ্বর, পূজা [কবিতা]	১/৭	"
পুরাতন প্রসঙ্গ	১/৮	"
[ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ইতিহাস]		
ছোট কবিতা	১/৯	

বিষয়/প্রবন্ধ	বর্ষা/সংখ্যা	কাল
বিবেকানন্দ মিশন [উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী]	১/৯	শ্রাবণ ১৩৪১
সঙ্কলন [১৬৬৫-১৯৩৪] [স্মরণীয় ঘটনা]	১/১৪	ভাদ্র ১৩৪১
বিবেকানন্দ মিশন [মুঙ্গেরে সেবাকার্য]	১/১৪	„
পুরাতন প্রসঙ্গ [স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলের ইতিহাস]	১/১৭	আশ্বিন ১৩৪১
পুরাতন প্রসঙ্গ [সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস]	১/২১	অগ্রহায়ণ ১৩৪১
গিরিশচন্দ্র কি নাস্তিক ?	১/২২	„
গ্রন্থ সমালোচনা [স্পর্শের প্রভাব উপন্যাস]	১/৩০	মাঘ ১৩৪১
মহাসমন্বয়াচার্য্য	১/৩৬	ফাল্গুন ১৩৪১
বাস্তব কোন্‌টি ? [সাহিত্য-চিন্তা]	১/৩৩	„
বাস্তব কোন্‌টি ? [আধুনিক ও প্রাচীনপন্থী]	১/৩৭	„
শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা [কবিতা]	১/৪০	চৈত্র ১৩৪১
শ্রীশ্রীদোল-পূর্ণিমা [কবিতা]	১/৪০	„
„	১/৪১	„
বিবেকানন্দ মিশনের কার্য্য বিবরণী [১৯৩৪]	১/৪৫	বৈশাখ ১৩৪২
রমনী না জননী [আলোচনার বিষয় নারী]	১/৪৬	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২
নববর্ষ-প্রবেশ [প্রবন্ধ]	২/১	আষাঢ় ১৩৪২
উদ্‌যোগী পুরুষ [উপেন্দ্রনাথ জীবনী]	২/২	„
সত্য মহিমা ধর্ম্ম [সংক্ষিপ্ত কথা]	২/৬	শ্রাবণ ১৩৪২

বিষয়	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
পুস্তক সমালোচনা [মহাভারত রহস্য]	২/৪৬	বৈশাখ ১৩৪৩
সুকল্যাণী [গল্প]	৩/১৭	আশ্বিন ১৩৪৩
বন্দেমাতরম্ [কবিতা]	৩/১৭	আশ্বিন ১৩৪৩
দক্ষিণ ভারতে প্রচার কার্য্য	৩/২৪	পৌষ ১৩৪৩
সনাতন ধর্ম ও ভারতের আত্মা	৩/৩৬	ফাল্গুন ১৩৪৩
কোন্‌টি সত্য ? [স্বামী নির্মলানন্দ সম্পর্কিত তথ্যপূর্ণ সংবাদ]	৩/৪৪	বৈশাখ ১৩৪৪
কোন্‌টী সত্য ? [স্বামী নির্মলানন্দ সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রস্তাব]	৩/৪৫	বৈশাখ ১৩৪৪
সুরমা [বড় গল্প]	৪/১-৬	আষাঢ় ১৩৪৪ থেকে শ্রাবণ ১৩৪৪
কোন্‌টী সত্য ? [স্বামী নির্মলানন্দ সম্পর্কিত তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা]	৪/৯	শ্রাবণ ১৩৪৪
অলৌকিক শ্রীরামকৃষ্ণ [প্রবন্ধ]	৪/১৫-১৬	আশ্বিন ১৩৪৪
পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ [সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা]	৪/৪৪	বৈশাখ ১৩৪৫

'ভারত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ৩ বর্ষ ৮ সংখ্যা থেকে ৪ বর্ষ ৪৪ সংখ্যায় [শ্রাবণ ১৩৪৩—বৈশাখ ১৩৪৫] প্রায় ধারাবাহিকভাবে কিরণচন্দ্র বাগবাজার অঞ্চলের পরিবারভিত্তিক ইতিহাস পর্যালোচনা করেছিলেন। মোট ৩৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত ঐ বিস্তৃত আলোচনায় বাগবাজার, চিৎপুরের একাংশ, শোভাবাজারের উত্তরাংশ, এবং শ্যামবাজার অঞ্চলের সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক জীবনে অগ্রসর, এরকম বিশিষ্ট পরিবারগুলির বংশ-ইতিহাসের সূত্রে সমাজ জীবনে তাঁদের অবদানের নানা দিক আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন 'বাগবাজার'। প্রসঙ্গত, জানিয়েছেন—"অতি পুরাতন নহে, মধ্য ও বর্তমান যুগের চিত্র।" কলকাতার আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আলোচনাগুলি তথ্যপূর্ণ, নানা সংবাদে ভরা। পর পৃষ্ঠায় পূর্ণাঙ্গ সূচি দেওয়া হল।

	বিষয়—বাগবাজার	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
[১]	বাগবাজারের সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতির সামগ্রিক ইতিহাস	৩/৮	শ্রাবণ ১৩৪৩
[২]	ঐ	৩/৯	শ্রাবণ ১৩৪৩
[৩]	ঐ—এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীবিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও বাগবাজার	৩/১০	ভাদ্র ১৩৪৩
[৪]	মহারাজা রাজবল্লভ, মহারাজা নবকৃষ্ণ	৩/১২	ভাদ্র ১৩৪৩
[৫]	বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী, ভগবতী গাঙ্গুলী, সরকারগোষ্ঠী	৩/৪৩	ভাদ্র ১৩৪৩
[৬]	গোকুলচন্দ্র মিত্র, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩/১৪	আশ্বিন ১৩৪৩
[৭]	পশ্চিম প্রান্ত	৩/১৫	আশ্বিন ১৩৪৩
[৮]	কৃষ্ণচরণ পাল, তারকনাথ বিশ্বাস	৩/১৬	আশ্বিন ১৩৪৩
[৯]	কালীপ্রসাদ ঘোষ, বাগচীগোষ্ঠী, জয়কৃষ্ণ মিত্র, শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ	৩/১৮	কার্তিক ১৩৪৩
[১০]	জি. পাল (মৃৎশিল্পী)	৩/১৯	কার্তিক ১৩৪৩
[১১]	দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ সরকার, মহেশচন্দ্র দত্ত, জয়গোপাল ভট্টাচার্য	৩/২০	অগ্রহায়ণ ১৩৪৩
[১২]	কালিদাস ইন্দ্র	৩/২১	অগ্রহায়ণ ১৩৪৩
[১৩]	ছায়াচিত্র শিল্প ও অনাদিনাথ বসু	৩/২২	অগ্রহায়ণ ১৩৪৩
[১৪]	রামকান্ত বসু স্ট্রীট, বসু মল্লিক বংশ	৩/২৩	অগ্রহায়ণ ১৩৪৩
[১৫]	বিপিনবিহারী সোম, নিধুরাম বসু	৩/২৫	পৌষ ১৩৪৩
[১৬]	শ্রীহরি ঘোষ, তিলকরাম বসু	৩/২৭	পৌষ ১৩৪৩
[১৭]	চরণ সোম, কাঁটাপুকুরের বসু বংশ, লোকনাথ বসু	৩/২৮	মাঘ ১৩৪৩
[১৮]	কাঁটাপুকুরের বসুবংশ	৩/৩০	মাঘ ১৩৪৩
[১৯]	নবীনচন্দ্র দাশ (রসগোল্লা আবিষ্কারক)	৩/৩১	মাঘ ১৩৪৩
[২০]	নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৩/৩৩	ফাল্গুন ১৩৪৩
[২১]	ঐ	৩/৩৪	ফাল্গুন ১৩৪৩
[২২]	নাট্যকার দানীবাবু	৩/৩৭	চৈত্র ১৩৪৩

বিষয়—বাগবাজার		বর্ষ/সংখ্যা	কাল
[২৩]	চুনীলাল বসু	৩/৩৮	চৈত্র ১৩৪৩
[২৪]	ঐ স্মৃতি	৩/৩৯	চৈত্র ১৩৪৩
[২৫]	অক্ষয় কুমার বসু, শ্যামানাথ ভট্টাচার্য	৩/৪০	চৈত্র ১৩৪৩
[২৬]	কৃষ্ণরাম বসু	৩৪২	বৈশাখ ১৩৪৪
[২৭]	বৃন্দাবনচন্দ্র পাল, শান্তি ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ বসু	৩/৪৬	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪
[২৮]	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দুর্গাদাস কর	৩৪৭	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪
[২৯]	তুলসীরাম ঘোষ, বলরাম ঘোষ, কম্বুলিয়াটোলার ঘোষ, বিপিনবিহারী ঘোষ,	৩/৪৮	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪
[৩০]	হেমচন্দ্র কর, নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু, হরিশচন্দ্র বসু	৩/৪৯	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪
[৩১]	ঐ	৪১২	ভাদ্র ১৩৪৪
[৩২]	ঐ [অমৃতলাল বসু]	৪/১৩	ভাদ্র ১৩৪৪
[৩৩]	নন্দরাম সেন, বনমালী সরকার, গুরুপ্রসাদ মিত্র, গোবিন্দকুমার মিত্র	৪/১৯	কার্তিক ১৩৪৪
[৩৪]	বেণীমাধব মিত্র, কবিরাজ নীলাম্বর সেন, বিজয়রত্ন সেন	৪/২১	অগ্রহায়ণ ১৩৪৪
[৩৫]	মৃৎশিল্পী নিতাইচরণ পাল, ক্ষিতীশচন্দ্র পাল	৪/২৩	অগ্রহায়ণ ১৩৪৪
[৩৬]	স্বামী নির্মলানন্দ জীবন-কথা	৪/৩৪	বৈশাখ ১৩৪৫

উত্তরায়ণ

[সম্পাদক—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

প্রবন্ধ/কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব	১	চৈত্র ১৩৪২
রামকৃষ্ণ স্তুতি [কবিতা]	„	„
সনাতন ধর্ম্মের মূর্ত্ত প্রতীক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব		বৈশাখ ১৩৪৩

প্রবন্ধ/কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
'ব' এর বাহ্বাস্ফোট*		কার্ত্তিক ১৩৪৩
'ক' এর কীর্ত্তি*		জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩
'চ' এর চাপল্য*		ভাদ্র ১৩৪৩
'প' এর প্রলাপ*		আশ্বিন ১৩৪৩
উত্তরায়ণ সম্মেলনের কথা		১৩৪২ ১৩৪৩, ১৩৪৬

গল্প লহরী [মাসিক পত্রিকা]

[সম্পাদক—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

প্রবন্ধ/কবিতা	বর্ষ/সংখ্যা	কাল
গল্প না বাস্তব [গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু-অমৃত সম্পর্কিত অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথা]	১২/৬	আশ্বিন ১৩৪৩
কল্পনা না সত্য [গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু প্রসঙ্গ]	১২/৭	কার্ত্তিক ১৩৪৩
শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্ম ও সাধনা [সুদীর্ঘ প্রবন্ধ]	১৩/৩-৮	আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ ১৩৪৪
বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসুর জীবনী	১৪/৮	অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
উত্তরায়ণ সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতৃ আহ্বায়কের ভাষণ	১৫/১১	ফাল্গুন ১৩৪৬

বঙ্গশ্রী

[সম্পাদক—রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য]

প্রবন্ধ/কবিতা	কাল
অমৃত রবি [রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে শোক-কবিতা]	৯ বর্ষ ১ খণ্ড অগ্রহায়ণ ১৩৪৮
সাহিত্য পরিষদ ও রবীন্দ্রনাথ [তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা]	৯ বর্ষ ১ খণ্ড ৫ সংখ্যা কার্ত্তিক ১৩৪৮
শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র [প্রবন্ধ]	৯ বর্ষ ২ খণ্ড ১ সংখ্যা পৌষ ১৩৪৮

*রচনাগুলিতে ইতিহাস চিন্তা প্রতিফলিত

পরিশিষ্ট—চ

গৌরবময় কর্মপ্রবাহ

[১৮৮৯—১৯৫০]

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে কর্মী-সংগঠক কিরণচন্দ্র

ছাত্র জীবনে—

১। মেট্রপলিট্যান ইনষ্টিটিউশনের শ্যামপুকুর ব্র্যাঞ্চের ষ্টুডেণ্টল্ ডিবেটিং ক্লাব—কোষাধ্যক্ষ ১৮৮৯-৯১ খ্রীষ্টাব্দ।

২। শ্যামবাজার নাম-প্রচারিণী ধর্ম সভার সহকারী সম্পাদক—১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে সাময়িকভাবে আণ্ডার সেক্রেটারী—১৮৯৮ খ্রীঃ।

৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সদস্য—১৩০৩ আষাঢ়

৫। বীণাপাণি সাহিত্য সমিতি ও পত্রিকার সহকারী সম্পাদক—১৩০৩-০৫ বঙ্গাব্দ।

৬। বাগবাজার বয়েজ রিডিং ক্লাব—প্রধান উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা এবং সহকারী সম্পাদক—১৮৯১-৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

৭। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাকাল [১৮৯৭, মে] থেকে সংশ্লিষ্ট ; পরে আজীবন সদস্য—১৯০৯ খ্রীঃ।

পরবর্তী জীবনে—

৮। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—১৩০৩ আষাঢ় মাসে প্রথম সাধারণ সভ্য নির্বাচিত। গ্রন্থাধ্যক্ষ ১৩০৭-৮ ও ১৩৩৪-৩৫, হিসাব পরীক্ষক ১৩০৯-১০, সহকারী সম্পাদক ১৩২২ থেকে ১৩২৬, ১৩২৯-১৩৩৩ ও ১৩৩৬-৩৭, কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য ১৩২৭ ও ১৩৩৮ থেকে ১৩৪১ ও ১৩৪৩, কোষাধ্যক্ষ ১৩২৮ এবং ১৩৪৩-১৩৪৭, আজীবন সদস্য ১৩৩৭ (৩৪ বছর সাধারণ সদস্য থাকার পর), সহ-সভাপতি ১৩৫৫-৫৬।

[ক] পরিষদের রমেশচন্দ্র দত্ত স্মৃতিসমিতির প্রথমে সভ্য, পরে অন্যতম সম্পাদক।

[খ] সারদাচরণ মিত্র স্মৃতিসমিতির অন্যতম সভ্য।

[গ] স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতিসমিতির অন্যতম সভ্য।

[ঘ] সাহিত্য সম্মিলন পরিচালক সমিতির সভ্য। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পরিষদের ছাপাখানা, আয়-ব্যয়, সাহিত্য, রমেশ-ভবন চিত্রশালা ও পুস্তকালয় সংক্রান্ত শাখা সমিতির সভ্য ও আহ্বানকারী সম্পাদক।

৯। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা—সাধারণ সভ্য (১৩০৯—১৩১৯), পরে কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্য (১৩২০-২১, ১৩২৪-২৫ ও ১৩৩৯—৪১), অন্যতম প্রধান সম্পাদক (১৩২২-২৪ পরে ১৩২৬-২৮), একমাত্র প্রধান সম্পাদক ১৩২৯-৩১, আজীবন সদস্য, অন্যতম অছি (Trustee), আয়-ব্যয় পরীক্ষক (অন্যতম) ১৩৪০, কোষাধ্যক্ষ ১৩৪২-৪৫, সহ-সভাপতি ১৩৪৬—১৩৫৭।

১০। কায়স্থ পত্রিকা—সম্পাদক ১৩৩২-৩৩ সহযোগী সম্পাদক ১৩৩৬-৩৭।

১১। হরপ্রসাদ স্মৃতিরক্ষা সমিতি—(সংস্কৃত কলেজ) সহযোগী সম্পাদক।

১২। বিবেকানন্দ সোসাইটি—প্রথমে সাধারণ অন্যতম সভ্য, সম্পাদক ১৯১৭ মার্চ থেকে ১৯২৯ জুন পর্যন্ত। আজীবন সদস্য।

১৩। রা্মমোহন লাইব্রেরী—কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ১৯১৩-৩৬ ও আজীবন সদস্য, সহ-সভাপতি ১৯৪৮-৫০।

১৪। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল—পরিচালন সমিতির সদস্য ১৯১৮—২৪, কোষাধ্যক্ষ ১৯২৫—২৯ (৭ জুলাই পর্যন্ত), সম্পাদক ৮ জুলাই ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫, ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

(ক) ডাঃ চুনীলাল বসু স্মৃতিরক্ষা সমিতি—সম্পাদক।

(খ) অমৃতলাল বসু স্মৃতিরক্ষা সমিতি—সম্পাদক।

(গ) বিদ্যাসাগর স্মৃতিভাণ্ডার—সভাপতি। [সংস্থার কাজ ছিল, দান, সংগ্রহ ও বিতরণ।]

১৫। স্বামী অভেদানন্দ অভ্যর্থনা সমিতি (১৩২৮)—অন্যতম সংযুক্ত সম্পাদক।

১৬। শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল—পরিচালক সমিতির সদস্য ১৯২২-২৫।

১৭। মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট—পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য ১৯৩১ জানুয়ারী, সম্পাদক ১৯৩১ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৩৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

১৮। 'সঙ্ঘ' (সাহিত্য প্রতিষ্ঠান এবং একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা)

তৃতীয় বর্ষ (১৩৩০) থেকে স্থায়ী সভাপতি। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে কোন কমিটি ছিল না।

১৯। সঙ্ঘ ব্রতচারী সমিতি—সভাপতি ১৩৪৬।

২০। বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী—প্রথমে গ্রন্থাধ্যক্ষ; পরে জুলাই, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত সম্পাদক ; সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ থেকে আগষ্ট ১৯৩৪ পর্যন্ত কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ; সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ থেকে সহকারী সভাপতি।

২১। সমাজপতি স্মৃতি সমিতি—প্রতিষ্ঠাকালে (১৯২১) কোষাধ্যক্ষ; ১৯২৩ সহ-সভাপতি ; ১৯৪৬ সভাপতি।

২২। শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট (ভূতপূর্ব কাঁটাপুকুর স্পোর্টিং ক্লাব ও লাইব্রেরী) কিরণচন্দ্রের প্রস্তাবে নাম পরিবর্তিত হয়। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত সহকারী সভাপতি।

২৩। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল—সাধারণ সদস্য (১৯২৮—১৯৩২)।

২৪। এম. আর. এ. এস.—রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন এ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ডের সদস্য। [১৪ ডিসেম্বর ১৯২৬]

২৫। বাগবাজার নাট্যসমাজ—সভাপতি ও পরে নাট্যাচার্য।

২৬। বঙ্গীয় নাট্য পরিষদ—সভাপতি (১৯৩০—৪২)।

২৭। বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়ন—প্রতিষ্ঠাতা, নাট্যাচার্য ও পরিচালক ১৯০৮—১৯২২।

২৮। গিরিশচন্দ্র স্মৃতি সমিতি—প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সহকারী সম্পাদক, পরে অন্যতম সম্পাদক, গিরিশ পার্কে মহাকবির মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা।

২৯। অমৃত চক্র—কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, ১৩৩৬ থেকে সহকারী সভাপতি, ১৩৪১-এ পদত্যাগ।

৩০। বাগবাজার বাণী বালিকা বিদ্যালয়—সহকারী সভাপতি ১৯৩১—৩৯।

৩১। সাবিত্রী শিক্ষালয়—অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কোষাধ্যক্ষ আগষ্ট ১৯৩২— ?

৩২। নারী শিক্ষা সমিতি—প্রথমে শ্যামবাজার শাখা পরে মূল সমিতির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ১৯৩৬ ; পরে ১৯৩৮-৪০।

৩৩। ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি—ইণ্ডিয়া কমিটি—কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ১৯২৭। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নাম হয় ক্যালকাটা চ্যারিটেবল সোসাইটি।

৩৪। বিবেকানন্দ মিশন—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক (১৯৩০-১৯৫৩) ও অছি—(Trustee) ১৯২৯ এবং আজীবন সদস্য—১৯৩০।

৩৫। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি—কাঃনিঃ সমিতির সদস্য, ১৯৩৫ পদত্যাগ।

৩৬। ঐ সমিতির মুখপত্র, 'বিশ্ববাণীর' অন্যতম সম্পাদক ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

৩৭। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক (১৩২২—৩২ বঙ্গাব্দ)।

৩৮। নিখিলবঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব সমিতি—সহকারী-সভাপতি ১৯৩১ (প্রতিষ্ঠা), অন্যতম সম্পাদক—১৯৩২—৩৪, কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য—১৯৩৫-৩৯।

৩৯। রামকৃষ্ণ সারদা মঠ—প্রধান তত্ত্বাবধায়ক—১৯৩১ থেকে।

৪০। কলিকাতা ও উত্তর কলিকাতা হিন্দুসভার কোষাধ্যক্ষ ও সভ্য—১৯২৫, অন্যতম সহকারী সভাপতি ১৯৩৩ থেকে।

৪১। বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার প্রথমে কোষাধ্যক্ষ ও পরে কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য—১৯৩৬ পর্যন্ত।

৪২। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মন্দির সংস্কার-সমিতি—অন্যতম অছি।

৪৩। শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মভূমি-নির্ণয়-সমিতি—অন্যতম কোষাধ্যক্ষ ১৯৩৬।

৪৪। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন—কাঃ নিঃ সমিতির সদস্য—১৯৩১ থেকে ছিলেন।

৪৫। দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেট—অবৈতনিক রিসিভার। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ থেকে ১৬ জুলাই ১৯২৯।

৪৬। ন্যাশান্যাল লিবারেল ফেডারশন অব ইণ্ডিয়া কাউন্সিল সদস্য ১৯৩৯-৪২।

৪৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টাউন হল স্মৃতি-সমিতি—কোষাধ্যক্ষ, ১৯৪১ এবং পরে অখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা সমিতির অন্যতম সদস্য।

৪৮। বিবেকানন্দ মিশন আদর্শ শিশু পাঠশালা—অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও তত্ত্বাবধায়ক।

৪৯। অল ইণ্ডিয়া হিন্দু মহাসভা—কাঃ নিঃ সঃ সদস্য, ১৯৪০।

৫০। বেঙ্গল হিন্দুসভা—সহ-সভাপতি।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২২	মার্কেণ্ডীয়	মার্কণ্ডেয়
৬	১৯	চক্রবর্ত্তীর	চক্রবর্ত্তীর
৯	২৪	realy	really
১৩পাঃ	৪	ঊর্ধে	ঊর্দ্ধে
১৫	১৫	ব্যক্তিসত্বা	ব্যক্তিসত্তা
১৬	৯	জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা
১৯	৩	প্রথন	প্রথম
২২	১২	ব্রহ্মাসন্দ	ব্রহ্মানন্দ
২২	২৭	স্বাধ্বীর	সাধ্বীর
৩০	১১	কৌতুহল	কৌতূহল
৩৩	৮	নির্দ্বিধায়	নির্দ্বিধায়
৩৩	২০	সৃস্টি	সৃষ্টি
৩৯ পাঃ	১৪	ঠেলাঠেলী	ঠেলাঠেলি
৪৪	৯	স্বত্বগুণ	সত্ত্বগুণ
৪৭	১৯	বস্থপড়ায়	বস্থপাড়ায়
৪৮	১৯	নগেন্দ্রনাম্মনী	নগেন্দ্রনন্দিনী
৫০	৫	কিরণন্দ্রের	কিরণচন্দ্রের
৫৫	৪	পেয়েছিলন	পেয়েছিলেন
৫৬	২২	সন্নাসীর	সন্ন্যাসীর
৫৭পাঃ	৫	consists	consist
৬১পাঃ	৯	discowrses	discourses
৬৩	১	উদ্বুদ্ধ	উদ্বুদ্ধ
”	১৫	ব্রহ্মানন্দক	ব্রহ্মানন্দ
৬৪	১২	ব্রাহ্মানন্দ	ব্রহ্মানন্দ
৬৮	১৮	রাজবাটি	রাজবাটিতে
৭১	৬	পরমামন্দজী	পরমানন্দজী

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
”	৮	মহত্বায়	মহত্ত্বায়
৭৩	২১	in	is
৭৫	১১	তুরিয়ানন্দ	তুরীয়ানন্দ
”	”	নির্মাল:নন্দ	নির্মলানন্দ
”	১৬	অমেন্দ্রনাথ	অমরেন্দ্রনাথ
৭৬	৪/৫	বাগবাজারেই	বাগবাজারেই
৮০	২৫	নামাইয়ছেন	নামাইয়াছেন
৮২	১৭	far	for
৯২	৩	child of a nature	child of nature
৯৯	২	মেমন্তন্ন	নেমন্তন্ন
১১১	১০	অভ্যস্থ	অভ্যস্ত
১১১	১৯	রূপায়নে	রূপায়ণে
১১২	২১	সধে	সবে
১১২	২২	আয়াধনে	আরাধনে
১১৪	১০	তিন	তিনি
১১৪	১৯	Litarature	Literature
১২২	১	পরিধদের	পরিষদের
”	২০	পার্টি	পার্টির
১২৩পাঃ	৪	একাধপত্যের	একাধিপত্যের
১২৪পাঃ	২	গ্রন্থের লুপ্ত	লুপ্ত গ্রন্থের
”	১৭	হিসেরে	হিসেবে
১২৮	১৫	অত্যাধিক	অত্যধিক
১৩২	১৯	উদ্দম	উদ্যম
১৩৩	১৩	সাতশ	সাতাশ
১৩৪	১০	formts	formats

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৬	১০	may	my
১৪০	১২	should	showed
১৪২পা:	২	ত্রৈলোকনাথ	ত্রৈলোক্যনাথ
১৪৩	৭	সেপ্টম্বর	সেপ্টেম্বর
১৪৪পা:	১	অত্যাবশ্তকীয়	অত্যাবশ্যকীয়
„	„	সংকারগুলি	সংস্কারগুলি
১৪৫	১১	সেবায়ও	সেবায়েত
১৪৯	২৩	comunity	community
১৫০	৬	Sabaits	Sebaits
১৫২	৬	to quite	to be quite
১৫৬	৪	to in India	to India
১৫৬	৯	anp	and
১৬১	১৭	Brama-chari	Brahma-chari
১৬২	১৮	acquinted	acquainted
১৬৭	৩	Akhada-nandaji	Akhanda-nandaji
„	৮	Secred	Sacred
১৬৮	১৬	disirous	desirous
১৬৮পা:	১	অখণ্ডনন্দজীকে	অখণ্ডানন্দজীকে
১৭২	২৭	সকল ছেলে আমার কাছে	(বাদ যাবে)
১৭৫	২৪	অনুষোগ	অনুযোগ
১৮২	২২	তেজপূর্ণ	তেজোপূর্ণ
১৮৩	৯	was	were
„	১২/১৩	Ashada-nanda	Abheda-nanda

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৬	২৫	—	connection
১৮৯	৫	oppositton	opposition
১৯২	৩	সম্প্রদায়ের	সম্প্রদায়ের
১৯২	৫	চিৎসালয়	চিকিৎসালয়
„	১৩	defineds	defined
১৯৩	১২	ধুর্জটিপ্রসাদ	ধূর্জটিপ্রসাদ
১৯৪	৮	Narendra-rnath	Narendra-nath
১৯৫	২১	Mahatsab	Mahotsab
২০৯পা:	১	ধর্মনিরপেক্ষ	ধর্মনির্ভর
২১১	২০	ভাবই্‌	ভাবই
২১৩	২০	মন্দালসা	মদালসা
২১৩	২৪	কংর্য্যকারিণী	কার্য্যকারিণী
২১৮	২৫	alent	talent
২২০	৪	paralised	paralysed
২২১	৯	collegues	colleagues
২২৮	১৪	বন্দ্যোপাধায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩২পা:	৭	ধন্যবাদর্হ	ধন্যবাদার্হ
২৩৬	১৭	aan	an
„	২১	nd	and
২৩৯	২৬	পরিবধিত	পরিবর্ধিত
২৪৭	১৩	হিন্দু মুসলমান ঐক্য	*হিন্দু মুসলমান ঐক্য
২৫২	১৯	শ্রীশ্রীচিত্তগুপ্ত	শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত
২৫৩	১৭	বাকরতী	বাক্‌রীতি
২৫৫	১৬	সুচিন্তা	শুচিন্তা

পরিশিষ্ট

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১১	with	we
১১	৩	চিত্রসুখে	চিরসুখে
২৮	১৩	থালি	থালি
৩০	১৪	বাটি	বাটিতে
"	১৬	মহাদুদ্বেশ	মহদুদ্দেশ্য
৩৯	২৪	দুর্গ	দুর্গা
৫৪	৩	Giridit	Giridih
৬৬	৭	acquan-tance	acquain-tance
৭০	১৮	anniver-sary	anniver-sary of
৭১	১৩	Tarnspor-tation	Transpor-tation
৭৬	১৬	came out	come out
৭৭	১৬	humbly	humble
৮০	৫	Kirren	Kiran
"	২৩	acquin-tance	acquain-tance
৮২	৮	acquin-tance	acquain-tance
"	১৯	speaches	speeches
৮৩	১৫	uneasyness	uneasiness
৯৩	৭	তুরিয়ানন্দ	তুরীয়ানন্দ
১২৭	১৭	যিদিমভে	বিধিমতে
১৩৭	৭	বীরাগ্রণি	বীরাগ্রণী
১৪৫	৭	সংখ্যা	সাংখ্য
১৫৫	২৪	অচনা	অর্চনা
২৬০	৯	Annive-ssary	Anniver-sary
১৬১	২৮	enlogised	eulogised
১৬৮	২৫	respon-sibiltty	respon-sibility
"	২৯	conntry	country
১৭০	১৮	Tee	The
১৭৩	৩৮	অনুষ্টান	অনুষ্ঠান
১৭৫	১৮	convented	convened
১৭৮	৩৩	follow-beings	fellow-beings
১৭৭	৩৪	usefnl	useful
১৭৯	২৩	specious	spacious
১৮১	২	literateurs	litterateurs
১৮৩	১৩	very	every
১৮৪	৪	Hali	Hall
১৮৫	১১	numourous	humorous
১৮৬	২২	was	has
১৮৭	২	ancedotes	anecdotes
১৮৮	৫	celebraties	celebrities
১৯০	২	appreci-atiou	appreci-ation
১৯৪	২৭	জন্য	জন্য
১৯৬	১৫	গ্র্যাণ্ডিক্লোযার	গ্র্যাণ্ডিক্লোয়ার
২০১	২১	ঈশ্বরোপসনা	ঈশ্বরোপাসনা